গ্রন্থাবলী-সিরিজ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহবাজার ষ্ট্রীট, ------- কলিকাতা

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র

বেণীসংহার নাটক



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

বেণী-সংহার নাটকের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ। বঙ্গাধিপ আদিশূর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, তাহার মধ্যে ভট্টনারায়ণ একজন; ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন; এই জন্য আধুনিক বঙ্গের সমস্ত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরই ইনি আদি-পুরুষ।

আদিশূরের পর ২১ জন রাজা হইয়া, তাহার পর বল্লালসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের রাজত্বকাল গড়ে তিন শত বৎসর ধরিলে, আদিশূরের রাজত্বকাল দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অতএব আনুমানিক নবম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে বেণীসংহার নাটক রচিত হইয়া থাকিবে।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয় (ধৃতরাষ্ট্রের সারথি); সুন্দরক (কর্ণের অনুচর); চার্ব্বাক (তাপস-বেশধারী রাক্ষস); দুর্য্যোধনের সারথি; একজন রাক্ষস; অনুচর, দূত, সৈনিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

দ্রৌপদী, ভানুমতী (দুর্য্যোধনের স্ত্রী); গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী); দ্রৌপদীর পরিচারিকা; ভানুমতীর পরিচারিকা; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মাতা; একজন রাক্ষসী ইত্যাদি।

বেণীসংহার নাটক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী।

ইন্দু করে বিকশিত মুকুল যাহার,
নিবারিত হইয়াও মধুকরগণ
পিয়ে যার মধু—হরিচরণ-বিকীর্ণ
হেন পুষ্পাঞ্জলি—সভা-নয়ন-রঞ্জন—
করুক মোদের সবে সাফল্য বিধান॥

অপিচ :—

রাধায় ত্যজিল কৃষ্ণ যবে সেই কালিন্দীর
পুলিনের পরে,
রাস-রস-প্রিয়-রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে চলে
কেলি-মান-ভরে।
কৃষ্ণ যান পিছে পিছে রাধার পদাঙ্কে পদ
করিয়া স্থাপন
—হইয়া রোমাঞ্চ তনু; প্রসন্ন-দৃষ্টিতে রাধা
কৃষ্ণের মুখের পানে ফিরি' ফিরি' চাহেন তখন;
—অক্ষুণ্ণ এ অনুনয় তোমাদের করুক পোষণ॥

অপিচ :—

ধূর্জ্জটী করিলা যবে ত্রিপুরে দহন,
প্রীতা হয়ে দুর্গা তাহা করেন দর্শন।
অসুর-বধূরা সবে "এ কি হ'ল" বলি দেখে
ভয়েতে বিহ্বল,
দেখেন করুণ-ভাবে শান্তচিত্ত তত্ত্বসার
মহর্ষি সকল,
সস্মিত দেখেন বিষ্ণু; আকর্ষিয়া অস্ত্র-শস্ত্র
দৈত্য-বীরগণ
—প্রশমিয়া বধূর উদ্বেগ—সগর্ব্বে মা ভৈ বলি
করয়ে দর্শন,
—দেবেরা সানন্দমনে;—এ হেন ধূর্জ্জটী তোমা
করুন রক্ষণ॥

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার। অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই।
ভারত নামেতে যেই অমৃত-আখ্যান
শ্রবণ-অঞ্জলিপুটে সবে করে পান,
তার রচয়িতা যে গো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
আমি করি এবে তাঁর চরণ বন্দন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এই পরিষদের মহামান্য অগ্রগণ্য সুধীবর্গের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে;—

অপর কুসুমাঞ্জলি কাব্যের প্রবন্ধ-রূপে
হেথা আমি করি বিকিরণ।
স্বল্পগুণ হইলেও মধুকর-সম সবে
মধুবিন্দু করিও গ্রহণ॥

এখন আমরা সিংহ-লক্ষণান্বিত কবি ভট্টনারায়ণের রচিত বেণীসংহার নামক নাটক অভিনয় করতে উদ্যত। তা, কবি পরিশ্রমের অনুরোধেই হোক্, উদাত্ত আখ্যান-বস্তুর গৌরবেই হোক্, নবনাটক দর্শনের কৌতূহলেই হোক্, আপনারা এক্ষণে অবহিত হয়ে দর্শন শ্রবণ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

(নেপথ্যে)—মহাশয়! শীঘ্র করুন—শীঘ্র করুন। এই রাজ-পুরুষ আর্য্য বিদুরের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত নটদের এই কথা বল্‌ছেন:—"বাদ্য-বিন্যাসাদি সমস্ত কার্য্য এখনি আরম্ভ ক'রে দেও। এখন দেবকীনন্দন চক্রপাণির প্রবেশ-কাল। তিনি ভরত-কুলের হিত-কামনায় স্বয়ং দৌত্য স্বীকার ক'রে মহারাজ দুর্য্যোধনের সন্নিবিষ্ট শিবিরের দিকে যাত্রা করতে উদ্যত, তাঁর সঙ্গে পরাশর, নারদ, তুম্বুরু, জামদগ্ন্য প্রভৃতি মুনিগণও আস্‌ছেন।"

সূত্রধার। (শুনিয়া সানন্দে) ওগো! দেখ দেখ! যিনি সকল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সেই

কংসারি বিষ্ণু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-প্রলয়াগ্নি প্রশমনার্থ দৌত্য স্বীকার ক'রে ভরতকুলকে ও সেই সঙ্গে সকলকেই অনুগৃহীত করেছেন। তবে পারিপার্শ্বিক! তুমি এখনও কেন নটদের নিয়ে ঐক্য-সঙ্গীত আরম্ভ করচ না বল দিকি?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি। আচ্ছা, এই আমি আরম্ভ ক'রে দিচ্ছি। কোন্ ঋতুর উপযোগী গান হবে বলুন দিকি?

সূত্র। যে ঋতুতে চন্দ্রাতপ, নক্ষত্র, গ্রহ, ক্রৌঞ্চ, হংস, সপ্তচ্ছদ, কুমুদ, কোকনদে, ও কাশ-কুসুম-পরাগে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত, যে ঋতুতে জলাশয়ের জল স্বাদু, সেই শরৎকালকে আশ্রয় ক'রে, সঙ্গীতকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এই শরৎকালে :—

* সুপক্ষ মধুরভাষী মদগর্ব্বে সমুদ্ধত
যাহাদের আরম্ভ উদ্যম।
—সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পুরি' আশা, কাল-বশে
ধরাপৃষ্ঠে হইল পতন॥

পারি। (সভয়ে) মহাশয়! থাক্ থাক্, ও-সব কথায় কাজ নেই।

সূত্র। (অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) মারিষ! শরৎকালের বর্ণনায় আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হংসের কথা বল্‌ছিলেম—রাজপুত্রদের কথা নয়।

পারি। কি জানি মশায়—কিন্তু আপনার এই অমঙ্গলের কথাটা পাছে সত্যি হয়, তাই মনে ক'রে আমার বুকটা যেন কাঁপছে।

সূত্রধার। মারিষ! সে সব কিছু ভেবো না—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির জন্য স্বয়ং দৌত্যকার্য্যের ভার নিয়েছেন, তখন সব অমঙ্গল দূর হবে।

বৈরানল নির্ব্বাপিয়া,
অরিগণে করি' প্রশমিত
পাণ্ডুপুত্রগণ সবে
হোক্ সুখী মাধব-সহিত।

*ইহা দ্ব্যর্থাত্মক। ধার্ত্তরাষ্ট্র—এক জাতীয় হংস ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ। সুপক্ষ—উৎকৃষ্ট পাখা ও সৈন্য। আশা—দিক্ ও মনোরথ। মানস সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে হংসদের অবতরণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও প্রথমে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়া শেষে রণক্ষেত্রে পতন।

* রক্ত-প্রসাধিত-ভূমি
আর যাঁরা বিক্ষত-বিগ্রহ
—সেই কুরু-পুত্রগণ
স্বস্থ হোন্ ভৃত্যগণ-সহ।

(নেপথ্যে—তিরস্কার-সহকারে)

আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম!

লাক্ষা-গৃহ জ্বালাইয়া, বিষ-অন্ন খাওয়াইয়া
কেশ-বস্ত্রে ধরি' টানি'
সভা-মাঝে দ্রৌপদী বধূকে,
—জীবিত থাকিতে আমি—ধনে প্রাণে করি' হানি
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ
পারিবে কি থাকিতে গো সুখে?

(উভয়ের শ্রবণ)

পারি। মহাশয়! কোত্থেকে এ কথাটা আস্‌ছে?

সূত্র। (পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) এই যে, বাসুদেবের আগমনে, কুরুদের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রুদ্ধ ভীমসেন পৃথুল ললাটতলে বিকট ভ্রূকুটি ধারণ ক'রে, খর-দৃষ্টিপাতে আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করতে করতে সহদেবের সহিত এই দিকে আস্‌ছেন। তা, এখন ওঁর সম্মুখে থাকাটা আমাদের ভাল নয়। আসুন, আমরা অন্যত্র যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(সহদেবের সহিত ক্রুদ্ধ ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম! (ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহদেব। (সানুনয়ে) দাদা! ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্। নটমুখের বাক্য আমাদেরই অনুকূল। দেখুন :—(বৈরানল নির্ব্বাপিয়া ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক) "বৈরানল নির্ব্বাপিয়া ইত্যাদি যা বলেছে, সে তো যথার্থ কথা। আরও এই কথা

* ইহাতেও দ্ব্যর্থ আছে। রক্ত-প্রসাধিত ভূমি—অনুরক্তগণকে যাঁরা ভূমি দান করেছেন ও যাঁদের রক্তে ভূমি অলঙ্কৃত হয়েছে। বিগ্রহ—দেহ ও যুদ্ধ। স্বস্থ—স্বর্গস্থ ও সুস্থ।

বলেছে "সভৃত্য কৌরবেরা রক্তালঙ্কৃত-ভূমি ও
ক্ষত-দেহ হয়ে স্বস্থ হোক্ অর্থাৎ স্বর্গস্থ হোক্ !"

ভীম। (তিরস্কার-সহকারে) না না, কৌরবদের অমঙ্গল চিন্তা করা কি তোমাদের উচিত? যাও, তোমরা সব ভাই মিলে তাদের সঙ্গে সন্ধি কর গে।

সহ। (সরোষে) দাদা!

ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা পদে-পদে করিয়াছে
বৈর-আচরণ,
কোন্ অনুজেরা তব সহিত তা'—নৃপতি না
করিলে বারণ?

ভীম। সে কথা সত্য। তাই আজ হ'তে তোমাদের থেকে আমি পৃথক্ হলেম। দেখ :—

কৌরবদিগের সনে ঘটিল শত্রুতা মোর
আমি শিশু ছিলাম যখন,
তাহাদের বিদ্বেষের নহে রাজা—অর্জুন
অথবা গো তোমরা কারণ।
তব সংযোজিত সন্ধি—ভীম হয়ে ক্রোধে প্রজ্বলিত—
জরাসন্ধ-বক্ষ সম করিবে গো পুন বিয়োজিত।

সহ। (অনুনয়-সহকারে) দাদা, তুমি অত ক্রুদ্ধ হ'লে মহারাজ বোধ হয় মনে মনে কষ্ট পাবেন।

ভীম। কি?—দাদা কষ্ট পাবেন? তিনি কি জানেন, কষ্ট কাকে বলে? দেখ :—

দেখিলেন যবে দাদা পাঞ্চালীর সেই দশা
নৃপ মাঝে রাজার সভাতে;
অরণ্যে মোদের বাস বহুকাল ধরি' যত
বলকল-ধারী ব্যাধ-সাথে;
বিরাট-নিবাসে মোরা অনুচিত কাজে লিপ্ত
কত দিন ছিনু সঙ্গোপনে;
—এই সব কুরু-কার্য্যে আমার এ কষ্ট দেখি
তাঁর কষ্ট হয়েছিল মনে?

তাই বলছি সহদেব, তুমি ফিরে যাও। যার বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ এখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, সেই ভীমের এই কথাগুলি তুমি রাজাকে জানাও গে।

সহ। দাদা, কি কথা জানাবো?

ভীম। সহিষ্ণু অনুজ-মাঝে
তব আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
পাপে মগ্ন হয়ে আমি
হইয়াছি নিন্দার ভাজন।
রক্তারুণ গদা মোর ক্রোধ-বশে উত্তোলিয়া
উদ্যত করিতে আমি কৌরব-বিনাশ।
আজ হ'তে জেনো দাদা, তুমি নহ প্রভু মোর,
আমিও নহি গো তব আজ্ঞাবহ দাস॥
—এই কথা জানিও। (উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

সহ। (ভীমের অনুগমন করিয়া) এ কি! দাদা যে দ্রৌপদীর অন্তঃপুরের দিকে গেলেন। আচ্ছা, আমি তবে এইখানেই থাকি। (অবস্থান)

ভীম। (ফিরিয়া আসিয়া ও অবলোকন করিয়া) সহদেব! তুমি দাদার অনুবর্ত্তী হও। আমিও অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হই গে।

সহ। দাদা! ও তো অস্ত্রাগার নয়—ও যে পাঞ্চালীর অন্তঃপুর।

ভীম। (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) কি? এ অস্ত্রাগার নয়?—এ পাঞ্চালীর অন্তঃপুর? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হাঁ, পাঞ্চালীর সঙ্গেও আমার পরামর্শ করতে হবে। (সস্নেহে সহদেবের হস্তধারণ-পূর্ব্বক) ভাই, তুমিও এসো। কৌরবদের সঙ্গে দাদা সন্ধি ইচ্ছা ক'রে আমাদের কি কষ্ট দিচ্ছেন, তা তুমিও দেখ।

(উভয়ের প্রবেশ)

দৃশ্য।—প্রাসাদের অন্তঃপুর।

ভীম। (সক্রোধে ভূতলে উপবেশন)

সহ। (ব্যস্ত-সমস্তভাবে) দাদা! এইখানে আসন পাতা আছে, এইখানে ব'সে মুহূর্ত্তকাল কৃষ্ণার আগমন প্রতীক্ষা করুন।

ভীম। দেখ ভাই, "কৃষ্ণার আগমন"—এই কথার প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম মনে প'ড়ে গেল। আচ্ছা, ভগবান কৃষ্ণ কিরূপ সন্ধি করবার জন্য সুযোধনকে ব'লে পাঠিয়েছেন?

সহ। দাদা! পাঁচটি গ্রামের পণে।

ভীম। (কান ঢাকিয়া) ওঃ! এ যদি সত্য হয়, মহারাজ অজাতশত্রুর তেজের কতটা অপকর্ষ হয়েছে—শুনে আমার হৃদয় যেন কাঁপছে। দেখ ভাই, তুমি যেন এ কথা ভীমকে বল নি—ভীমও যেন এ কথা কিছুই শোনে নি। (ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল
অগ্রজের প্রচণ্ড দুর্জ্জয়
দ্যূত-ক্রীড়াকালে তাও
হারাইলা নৃপতি নিশ্চয়।

(নেপথ্যে)—ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না।

সহ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে, দ্রৌপদী অশ্রুজল কোনরূপে সম্বরণ ক'রে দাদার কাছে আস্‌ছেন। এইবার দেখছি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত।

আর্য্য আজি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বৈদ্যুতিক জ্যোতি
করেন ধারণ
—বর্ষা-সম কৃষ্ণা আসি নিশ্চয় তাহারে আরও
করিবে বর্দ্ধন।

(দাসীর সহিত সেইরূপ ভাবে দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। (ছল-ছল চোখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

দাসী। ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না। কুমার ভীমসেন কৌরবদের বদ্ধ-শত্রু, তিনি নিশ্চয় আপনার কোপ শান্তি করবেন।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! তা হ'তে পারে যদি মহারাজ প্রতিকূল না হন। তাই নাথকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক হয়েছে। আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে চল্।

দাসী। এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে। (পরিক্রমণ) এই তাঁর ঘর—প্রবেশ করুন।

দৃশ্য।—ভীমের কক্ষ।

দ্রৌ। নাথকে বল্, আমি এসেছি।

দাসী। যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (পরিক্রমণ করত নিকটে আসিয়া) কুমারের জয় হোক্!

ভীম। (না শুনিয়া, "ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দাসী। (ফিরিয়া আসিয়া) ঠাকুরাণি! একটা সুসংবাদ দি। দেখে মনে হ'ল, কুমার যেন কুপিত হয়ে আছেন।

দ্রৌ। ওলো, তা যদি হয়, ওঁর অবজ্ঞাতেও আমার মনে সান্ত্বনা হচ্ছে। আচ্ছা, তবে এইখানে একান্তে ব'সে শোনা যাক, নাথ কি বলচেন। (উভয়ের তথাকরণ)

ভীম। (সহদেবের প্রতি) কি?—পঞ্চ গ্রামের পণে সন্ধি?—

শত শত কৌরবের
—রণে আমি সংহারিব প্রাণ
দুঃশাসন-বক্ষ হ'তে
রুধির করিব আমি পান।
গদায় করিব চূর্ণ
দুর্য্যোধন-উরুস্থল আজ
করুন না সন্ধি কেন
পণ লয়ে তব মহারাজ।

দ্রৌ। (সহর্ষে, জনান্তিকে) নাথ! এরূপ কথা তো তোমার আগে কখন শুনি নি—ঐ কথা আবার বল, আবার বল।

ভীম। (না শুনিয়া, "শত শত কৌরবের" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহ। দাদা! মহারাজ যা ব'লে পাঠিয়েছেন, আপনি তার গূঢ় তাৎপর্য্য ঠিক্ গ্রহণ করতে পারেন নি।

ভীম। এর আবার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

সহ। মহারাজ এইরূপ ব'লে পাঠিয়েছেন:—

ভীম। কার নিকট?

সহ। দুর্য্যোধনের নিকট।

ভীম। কি ব'লে পাঠিয়েছেন?

সহ।—* ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত
যাহাদের নাম
—চারি গ্রাম দেও মোরে, তাহা ছাড়া পঞ্চমেতে
আরও কোন গ্রাম

ভীম। তার পর কি?

সহ। তাই, এই চার নামের গ্রাম প্রার্থনা করায়, আর পঞ্চম গ্রামের নাম উল্লেখ না করায়, আমার মনে হয়, বিষভোজন, জতুগৃহ, দ্যূত-সভাদি অপকার-স্থান স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভীম। (দর্প-ভরে) ভাই! এতে হ'ল কি?

সহ। দাদা! এর দ্বারা স্বগোত্র-ক্ষয়ের আশঙ্কা

---

* ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে নির্ব্বাসন—বৃকপ্রস্থ অর্থাৎ বৃকোদর ভীমের বিষপান—জয়ন্ত অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়—বারণাবত অর্থাৎ জতুগৃহ দাহন ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া শেষে পঞ্চম গ্রাম অর্থাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিসূচক সংগ্রাম প্রার্থনা।

প্রকাশ করা হ'ল; আর, কুরুরাজের সহিত সন্ধি হ'তে পারে না, এই কথা বলা হ'ল।

ভীম। এ সমস্তই অনর্থক; কেন না, এখান থেকে আমরা বনে গিয়ে যখন সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করি, তখনি ত প্রকারান্তরে বলা হয়েছিল, কুরুদের সহিত সন্ধি হ'তে পারে না। তা ছাড়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কুলক্ষয় হবে ব'লে লোক-মাঝে তো প্রসিদ্ধই আছে।

সহ।- (লজ্জিত)

ভীম। কি?—আরে মূর্খ! এটা তোমাদের লজ্জার বিষয় হ'ল?

তব লজ্জা হ'ল, শুনি— ক্রোধবশে লোক-মাঝে
শত্রুর নিধন?
আর নাহি লজ্জা হয় পত্নীর স্বচক্ষে দেখি—
কেশ-আকর্ষণ?

দ্রৌ। (জনান্তিকে) নাথ, এদের তো লজ্জা নেই। কিন্তু তুমিও কি আমাকে বিস্মৃত হবে?

ভীম। দেখ ভাই, পাঞ্চালীর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

সহ। দাদা! তিনি অনেকক্ষণ হ'ল এসেছেন—রোষের আবেশে আপনি তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম। (দেখিয়া সাদরে) দেবি! আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, তাই তুমি কখন্ এসেছ, জান্‌তে পারি নি। তুমি কিছু মনে কোরো না।

দ্রৌ। নাথ! তুমি যদি উদাসীন হও, তা হলেই মনে করব। কুপিত হ'লে কিছু মনে করব না।

ভীম। তোমার যদি অপমান বোধ না হয়ে থাকে (হস্ত ধরিয়া পাশে বসাইয়া, মুখাবলোকন), তবে কেন তোমাকে এরূপ উদ্বিগ্ন দেখছি বল দিকি?

দ্রৌ। (কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস) নাথ! তুমি কাছে থাক্‌তে আমার আর উদ্বেগ কিসের?

ভীম। না, তুমি উদ্বেগের কারণটা আমাকে বল্‌চ না। (কেশ অবলোকন করিয়া) অথবা বলেই বা কি হবে?

জীবিত ও সন্নিকটে
থাকিতে গো পাণ্ডুপুত্রগণ
পাঞ্চাল-দুহিতা যবে
এ বৈধব্য করেন বহন।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! নাথকে বল্, আমার অপমানে আর কারই বা কি কষ্ট হয়েছে?

দাসী। যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (ভীমের নিকটে আসিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) কুমার! আজ দেবীর এ অপেক্ষাও অধিক কোপের কারণ আছে।

ভীম। কি? এর চেয়েও অধিক?—বল বল।

মুক্তবেণী এই কৃষ্ণা —যিনি কুরুবংশ-বনে
মহা ঘোর ধূম-শিখা সম—
এঁর গাত্র পরশিয়া সেই কুরু-দাবানলে
কে করে পতঙ্গ-আচরণ?

দাসী। শুনুন কুমার! আজ দেবী মায়ের সঙ্গে, সুভদ্রা প্রভৃতি সপত্নীবর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে, গান্ধারী ঠাকুরাণীর পাদবন্দন করতে গিয়েছিলেন।

ভীম। ঠিকই করেছিলেন, কেন না, গুরুজনেরা প্রণম্য; তার পর, তার পর?

দাসী। তার পর ফিরে আস্‌বার সময়, দেবীকে ভানুমতী দেখতে পেলেন—

ভীম। (সক্রোধে) আঃ! শত্রু-পত্নী দেখতে পেলে? ঠিক্! ঠিক্! এ স্থলে দেবীর ক্রোধ হবারই কথা। তার পর, তার পর?

দাসী। তার পর, তিনি দেবীকে দেখে, সখীর মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্লেন—

ভীম। শুধু দেখলে তা নয়—আবার কথা বল্লে? ওঃ! কি করা যায়?—তার পর, তার পর?

সহ। "ওগো যাজ্ঞসেনি! শোনা যাচ্ছে নাকি, সম্প্রতি পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে এখনও কেন তোমার চুল বাঁধা হয় নি বল দিকি?"

ভীম। সহদেব!—শুনলে?

সহ।—দাদা! ও তো দুর্য্যোধনের স্ত্রীর উক্তি। দেখুন:—

সাহচর্য্য-বশে শুধু স্বামীর সদৃশ হয়
স্ত্রীগণের চিত।
বিষ-বৃক্ষাশ্রিতা-লতা মধুর হলেও করে
অন্যেরে মূর্চ্ছিত॥

ভীম। বুদ্ধিমতিকে! তার পর, দেবী কি বল্লেন?

দাসী। কুমার! দাসী সঙ্গে থাকলে তিনি নিজে কিছু বলেন না।

ভীম। আচ্ছা, তুমি কি বল্লে, বল।

দাসী। কুমার! আমি এই কথা বল্লেম ;—"বলি ওগো ভানুমতি! তোমার চুল বাঁধা থাক্‌তে, আমাদের ঠাকুরাণী কেমন ক'রে চুল বাঁধেন বল দিকি ?"

ভীম। (পরিতুষ্ট হইয়া) বেশ বলেছ বুদ্ধিমতিকে! আমাদের দাসীর উপযুক্ত কথাই হয়েছে। (নিজের আভরণাদি বুদ্ধিমতিকাকে প্রদান করিয়া অধীরভাবে আসন হইতে উত্থান) ওগো পঞ্চাল-তনয়ে! আর দুঃখ কোরো না—অধিক আর কি বলব, শোনো আমি কি করতে যাচ্ছি—শীঘ্রই দেখবে, ভীম :—

চলন্ত-ভুজ-ঘূর্ণিত
প্রচণ্ড সে গদার আঘাতে
চূর্ণি দুর্য্যোধন উরু,
ঘন-রক্ত-লিপ্ত সেই হাতে
মুক্তকেশ তব, দেবি!
বন্ধন করিয়া দিবে মাথে।

দ্রৌ। নাথ! কুপিত হ'লে তোমার অসাধ্য কি আছে? তোমার ভ্রাতারাও যেন সর্ব্বপ্রকারে এ কার্য্যে অনুমোদন করেন।

সহ। এ কার্য্য আমাদেরও অনুমোদিত।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে। (সবিস্ময়ে শ্রবণ)

ভীম।—মন্থ-দণ্ড সঞ্চালনে অর্ণব-সলিলে যার
গহ্বর প্লাবিত,
—সে মন্দর-গিরি হ'তে সুগভীর ধ্বনি যথা
হয় সমুত্থিত,
শঙ্খ ভেরী-টঙ্কা-নাদে প্রলয়-সংঘট্ট-ঘটা
যথা নিনাদিত,
কৃষ্ণা-ক্রোধ-অগ্র-দূত কুরুপতি-বধ-রূপ
ঘোর ঝঞ্ঝা-সম
সিংহ-প্রতিধ্বনি-প্রায়— কে এ দুন্দুভি ঘোর
করে গো বাদন?

(ত্রস্তব্যস্ত-ভাবে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ইনি নিশ্চয় ভগবান বাসুদেব।

সকলে। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুত্থান)

ভীম। কোথায়—কোথায় ভগবান?

কঞ্চু। পাণ্ডব-পক্ষপাতী ব'লে সুযোধন তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

সকলে। (ভয়-ব্যাকুল)

ভীম। কি?—তিনি কারাবদ্ধ?

কঞ্চু। না না, তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

ভীম। ভগবান কি করলেন?

কঞ্চু। তার পর, ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শন করায়, তারই তেজঃপুঞ্জে কুরুকুল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল: তখন তাদের পরিত্যাগ ক'রে আমাদের শিবিরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আর এখন তিনি কুমারকে শীঘ্র দেখতে চাচ্ছেন।

ভীম। (উপহাস-সহকারে) কি? দুরাত্মা সুযোধন ভগবানকে বন্ধন করতে চায়? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আরে দুরাত্মা কুরুকুল-কলঙ্ক! এইরূপ ভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে এখন দেখছি তুই পাণ্ডব-ক্রোধের শুধু উপলক্ষ-মাত্র হলি।

সহ। দাদা! এই হতভাগ্য দুরাত্মা সুযোধন, ভগবান বাসুদেবকে কি এখনও চেনে নি?

ভীম। ভাই! ও নিতান্ত মূঢ়—কি ক'রে চিন্‌বে বল? দেখ :—

আত্মাতে যাঁদের রতি, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে
যাঁহারা নিরত,
জ্ঞানোদ্রেকে যাঁহাদের মোহ-তমো-গ্রন্থিচয়
হয়েছে বিগত
—সাত্ত্বিক সে মুনিগণ কোনরূপে যাঁহারে গো
করেন দর্শন,
যিনি—কি জ্যোতি, কি তম—দুয়েরি অতীত, যিনি
দেব সনাতন
—তাঁহারে কেমনে বল জানিবে গো স্বরূপত
অজ্ঞানান্ধ জন?

মৈত্রেয় মহাশয়! গুরুজনেরা এখন কি কাজে প্রবৃত্ত?

কঞ্চু। এখন কি কাজে প্রবৃত্ত, কুমার স্বয়ং গেলেই সব জানতে পারবেন। [প্রস্থান।

নেপথ্যে। (কোলাহল) ওগো! দ্রুপদ, বিরাট, বৃষ্ণি, অন্ধক, সহদেব প্রভৃতি আমাদের

সেনাপতিগণ! আর, কৌরব সৈন্যের প্রধান যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর :—

সত্যভঙ্গ-ভীরুজন
যত্নে যাহা করিলা স্থগিত,
শান্ত জন শান্তি-তরে
চাহিল যা হইতে বিস্মৃত,
সেই সে ক্রোধের জ্যোতি, হয়ে আলোড়িত ঘোর
দ্যূতের মন্থনে,
হইযা বর্দ্ধিত আরো নৃপসুতা দ্রৌপদীর
কেশ-আকর্ষণে,
যুধিষ্ঠির-চিত্ত-মাঝে হযে উদ্ভাসিত
কুরু-বনে দেখ এবে হয প্রকাশিত।

ভীম। (শুনিয়া সহর্ষে ও সক্রোধে) দাদার ক্রোধানল জ্ব'লে উঠুক, জ্ব'লে উঠুক—অবাধে জ্বলে উঠুক।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ। (সবিস্ময়ে) নাথ! প্রলয়কালের ঘোরতর মেঘগর্জ্জনের মত কি জন্য ক্ষণে ক্ষণে এই দুন্দুভি-ধ্বনি হচ্ছে?

ভীম। দেবি! আর কি? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল।

দ্রৌ। (সবিস্ময়ে) এ কিসের যজ্ঞ?

ভীম। রণ-যজ্ঞ। দেখ :—

এ যজ্ঞে চারিজন মোরা যজমান,
দীক্ষা-গুরু আমাদের হরি ভগবান।
দীক্ষিত হইলা দেখ
এই রণযজ্ঞে নরপতি।
দ্রৌপদী গৃহীত-ব্রতা ;
যজ্ঞ-পশু কুরুর সন্ততি।
প্রিযা-অপমান-ক্লেশ-
উপশম—এ যজ্ঞের ফল,
রাজন্যের নিমন্ত্রণে
যশো-ঢাক্ বাজে এ সকল।

সহ। দাদা! গুরুজনের আজ্ঞা অনুসারে এখন তবে নিজ নিজ বলবিক্রমের অনুরূপ কাজ করা যাক্, চল।

ভীম। ভাই! দাদার আদেশ অনুসারে কার্য্য করতে আমরা প্রস্তুত—চল। (উঠিয়া) দেবি! আমরা কুরু-বংশ ধ্বংস করতে চল্লেম।

দ্রৌ। (ছল-ছল চোখে) নাথ! অসুর-সমরাভিমুখী হরের ন্যায় তোমাদের মঙ্গল হোক্!

দাসী। আরও এই কথা দেবী বল্‌ছেন :—নাথ। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে আবার আমাকে সান্ত্বনা কোরো।

ভীম।—দেবি! মিথ্যা সান্ত্বনায় কি ফল?

বহুবিধ অপমানে ক্লান্তি ও লজ্জায় হয়ে
মলিন-আনন,
ফিরিবে না কভু ভীম না করিয়া কুরুকুলে
সমূলে নিধন।

দ্রৌ।—নাথ। দ্রৌপদীর অপমানে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হযে, দেখো যেন রণক্ষেত্রে আপনার শরীরের প্রতি উদাসীন হয়ো না—কেন না, শুন্‌তে পাই নাকি, শত্রু-সৈন্যের মধ্যে অতি সাবধানে বিচরণ করতে হয।

ভীম।—ওগো সুক্ষত্রিয়ে!

পরস্পর আক্রমণে গজ-দেহ বিদারণে
সঞ্চিত যে রক্তমাংস-পঙ্ক
—তাহে মগ্ন রথ কত, তদুপরি উঠে যত
মহাবল পদাতি নিঃশঙ্ক।
রক্ত-নদী বহে' যায, পান-সভা বসে তায,
অশিব শিবারা মাতি' করে তূর্য্যধ্বনি,
তাহে নাচে তালে তালে, কবন্ধেরা পালে পালে,
—প্রলয়-জলধি সম এই রণ-ভূমি।
এই জলধির জলে হযে আনন্দিত,
বিচরিতে পাণ্ডুপুত্র সবে সুপণ্ডিত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ দুর্য্যোধন আমাকে এই আদেশ করলেন :—"দেখ বিনয়ন্ধর, তুমি শীঘ্র গিয়ে দেবী ভানুমতীকে অন্বেষণ কর। তিনি মাতৃগণের পাদবন্দনাদি ক'রে ফিরে এসেছেন কি না জেনে এসো। কেন না, তাঁকে দর্শন ক'রে তার পর রণক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি অভিমন্যু-নিহন্তা ক্ষত্রিয়গণকে সম্মানের সহিত অভিনন্দন

করতে হবে।" তাই, আমার এখন শীঘ্র যেতে হবে। কি আশ্চর্য্য! সকলই মহারাজের ইচ্ছা; তাঁর নিয়োগেই বার্দ্ধক্যে অভিভূত হয়েও, কেবলমাত্র পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই অন্তঃপুরে আমার এখন বাস করতে হচ্ছে; অথবা জরাকেই বা বৃথা কেন তিরস্কার করি, অন্তঃপুরকর্ম্মচারী-মাত্রেরই তো আমারই মত বেশভূষা ও আমারই মত চেষ্টা-চরিত্র। দেখ, তাই :—

—যথার্থই থাকে যদি, উর্দ্ধে কিছু—তবু নাহি
উর্দ্ধে কভু করি গো দর্শন।
শুনেও শুনি না কানে, শক্তি থাকিলেও দেহে
হাতে যষ্টি করি গো ধারণ॥
ভূমি মাড়াইয়া চলি মন দিয়া সযতনে,
উদ্ধত-ভাবে কভু না করি গমন।
যাহা করি, সকলি সে জীবিকার অনুরোধে
—বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা নহে কদাচন॥

(পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া—আকাশে) ওগো বিহঙ্গিকে! শ্বশ্রূজনের পাদবন্দনা ক'রে ভানুমতী কি ফিরে এসেছেন? (কান পাতিয়া) কি বল্‌ছ?—

(আকাশে উত্তর)—মহাশয়, দেবী ভানুমতী গুরুজনের পাদবন্দনাদি ক'রে, যুদ্ধে জয়ী হবার আশায় আজ হ'তে ব্রতনিয়ম পালন ক'রে পুষ্পোদ্যানের দেব-গৃহে অবস্থিতি করছেন।

কঞ্চু।—আচ্ছা, বাছা! এখন তবে তুমি তোমার কাজে যাও। আমিও মহারাজকে জানিয়ে আসি, দেবী সেইখানে আছেন। (পরিক্রমণ) সাধু পতিব্রতে সাধু! স্ত্রীলোক হয়েও উনি ইষ্ট-সাধনের চেষ্টা করেছেন, আর মহারাজ কি না, এই প্রবল শত্রু-পক্ষ—শুধু প্রবল নয়—এই বাসুদেব-সহায় শত্রুপক্ষ পাণ্ডবেরা থাক্‌তে অন্তঃপুরে এখন বেশ স্বচ্ছন্দে বিহার-সুখ উপভোগ করছেন। (চিন্তা করিয়া) আর এটিও প্রভুর উচিত কার্য্য হয় নি, কেন না :—

অস্ত্রাদি ধারণাবধি পরশু যাঁহার
অজেয় বলিয়া ছিল জগতে প্রচার
—সে পরশুরাম-জেতা ভীষ্মেরে আহবে
পাণ্ডবেরা শরাঘাতে বধিলেন যবে,
রাজার হল না তাহা শোকের কারণ;
আরও, যবে অভিমন্যু বালক অমন
প্রৌঢ় বীরগণ সনে যুঝি' ক্লান্ত-কায়
ধনু-বিরহিত হ'য়ে একা অসহায়
হলেন নিহত রণে, নৃপতি তখন
শুনিয়া হলেন কত হরষিত-মন॥

দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে যেন আমাদের মঙ্গল করেন—যাই, এখন মহারাজের কাছে গিয়ে দেবী ভানুমতীর সংবাদটা দিই গে।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—উদ্যানস্থ মন্দির।

সখী ও দাসীর সহিত ভানুমতী আসনস্থা।

সখী।—সখি ভানুমতি! অভিমানী মহারাজা দুর্য্যোধনের তুমি মহিষী হয়ে, শুধু একটা স্বপ্ন দেখেই শোকে এত অধীর হয়ে পড়েছ?

দাসী।—ঠাকুরাণি! উনি ঠিকই বল্‌ছেন—স্বপ্নে কি না প্রলাপ দেখা যায়?

ভানু। সে কথা সত্যি। কিন্তু এ স্বপ্নটা আমার বড় অশুভ ব'লে মনে হচ্ছে।

সখী।—প্রিয়সখি! তা যদি হয়, স্বপ্নটা কি, আমাদের বল; আমরা তা হ'লে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের স্তবস্তুতি সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা অশুভ শান্তি করি।

দাসী।—উনি তো বেশ কথা বলেছেন। শোনা যায়, দেবতাদের স্তবস্তুতি করলে নাকি অশুভ স্বপ্নও শুভ হয়ে দাঁড়ায়।

ভানু।—তা যদি হয়, তবে বলি, মন দিয়ে শোনো।

সখী।—বল, আমি মন দিয়ে শুনছি প্রিয়সখি।

ভানু।—ওলো! ভয়ে আমি সব ভুলে গেছি—একটু রোস্, মনে ক'রে বল্‌ছি। (চিন্তা)

(কঞ্চুকী ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কে একজন বেশ একটা কথা বলেছে :—

কি নিভৃতে, কি সাক্ষাতে— কি বহুল কি অলপ—
আপনি, কি অন্যের দ্বারায়,
শত্রুর অনিষ্ট যদি করা যায় কোনমতে,
কি আনন্দ হয় গো তাহায়।

তাই, দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতির দ্বারা আজ

অভিমন্যু নিহত হয়েছে শুনে, আমার হৃদয় আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আপনার যেরূপ শস্ত্র-শিক্ষার প্রভাব, তাতে এ অতি দুষ্কর কাজ নয়, আর কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতিরই বা এতে শ্লাঘার বিষয় কি আছে?

রাজা।—বিনয়ন্ধর! কি বল্‌ছ তুমি?—ছিন্ন-ধনু নিরস্ত্র বালক অনেকের দ্বারা নিহত হয়েছে? দেখ:—

পুরোভাগে শিখণ্ডীরে করিয়া স্থাপন
বৃদ্ধ ভীষ্মে পাণ্ডবেরা করিল নিধন।
এ যেরূপ তাহাদের শ্লাঘার বিষয়
—সেও আমাদেরো তাই, জানিবে নিশ্চয়।

কঞ্চু।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহারাজ! আমার তা বল্‌বার অভিপ্রায় নয়—আমার কথাটা ওরূপ ভাবে গ্রহণ করবেন না। তবে কি না, আপনার পৌরুষের ব্যাঘাত ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন দেখিনি, তাই ঐরূপ নিবেদন করছিলেম।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু এ তুমি বেশ জেনো:—

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র,
সৈন্যবল, অনুজের সাথ
দুর্য্যোধনে পাণ্ডুপুত্র
নিহত করিবে অচিরাৎ।

কঞ্চু।—(সভয়ে কান ঢাকিয়া) ও পাপ-কথা, ও অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না।

রাজা।—বিনয়ন্ধর! আমি কি বলেছি বল দিকি?

কঞ্চু।—

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র
সৈন্য-বল, অনুজের সাথ
পাণ্ডুপুত্রে দুর্য্যোধন
নিহত করিবে অচিরাৎ।

—এইরূপ বলা মহারাজের উচিত ছিল, কিন্তু তা না ব'লে মহারাজ এর বিপরীত কথাই বলেছেন।

রাজা।—দেখ বিনয়ন্ধর! ভানুমতী পূর্ব্বের মত আমার সহিত বাক্যালাপ না ক'রে প্রাতেই গৃহ হ'তে কোথায় বেরিয়ে গেছেন—তাই আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। এখন ভানুমতী যে দিকে আছেন, আমাকে তুমি সেইখানে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে আসুন।

উভয়।—(পরিক্রমণ)

কঞ্চু।—(সম্মুখে অবলোকন ও চারিদিকে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) দেখুন!

তুহিন-কণ-শীতল সমীরণে হয়ে বিচলিত
বৃন্তচ্যুত সেফালিকা হেথায় হতেছে বিকীরিত,
মুগ্ধ বধূ-গণ্ড-সম আরক্তিম লোধ্র ফোটে যেথা
কুন্দ কত প্রস্ফুটিত, শোভে যেথা চারু শ্যামলতা
—এ হেন সে বালোদ্যান—
সুশীতল পুষ্প-সুরভিত—
—প্রাতঃকাল -রমণীয়—হের তব সম্মুখে বিস্তৃত।

আবার দেখুন!—
শিশির-বিমিশ্র মধু, তাহে পূর্ণ যার অভ্যন্তর
রাতে-ফোটা হেন পুষ্প,
আছে পড়ি ভূমে নিরন্তর।
সূর্য্যকর-উদ্‌ভিন্ন, কমল-মুকুল-ঘন-বাসে
আকৃষ্ট ভ্রমর-বৃন্দ,
উড়ি আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে বসে।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) বিনয়ন্ধর! দেখ, এই উষাকালে আরও একটি রমণীয়তর ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। দেখ:—

ফুটো-ফুটো নলিনার বিকাশ-উন্মুখ-দল-
উপান্ত-গবাক্ষ-জাল-দিয়া
প্রবিষ্ট যে অলিবৃন্দ—ভানু-করে তাহাদের
নৃপসম দেয় জাগাইয়া।
বিকশিত নলিনীর গর্ভ-শয্যা তারা দেখ
পত্নীসহ করে পরিত্যাগ,
ঘন-পরিমল-বাসে অলপ সূচিত করি'
রজো-লিপ্ত নিজ অঙ্গ-রাগ।

কঞ্চু।—মহারাজ! ঐ দেখুন, ভানুমতী ঐখানে ব'সে আছেন, আর, সুবদনা ও তরলিকা ওঁর সেবা করছে। মহারাজ চলুন, এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—(দেখিয়া) দেখ বিনয়ন্ধর! তুমি এখন গিয়ে যুদ্ধ-রথ সজ্জিত কর গে, আমিও দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এখনি আস্‌ছি।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।—

[প্রস্থান।

সখী।—প্রিয়সখি! তোমার কি এখন মনে পড়েছে?

ভানু।—সখি! হাঁ মনে পড়েছে। আমি যেন এই প্রমোদ-বনে ব'সে আছি, আর আমার সম্মুখে অতি সুন্দর একটি নকুল এসে এক-শত সর্প বধ করলে।

উভয়ে।—(স্বগত) কি অশুভ কথা! কি অশুভ কথা! (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ভানু।—শোকে আমার হৃদয় এমনি অভিভূত, আবার দেখ আমি ভুলে গেলেম।

রাজা।—(দেখিয়া) ওহো! দেবী ভানুমতী সুবদনা ও তরলিকার সঙ্গে কি পরামর্শ করছেন। আচ্ছা, এই লতাজালের আড়াল থেকে শোনা যাক, ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথা হচ্ছে।

(তথা অবস্থান)

সখী।—সখি! দুঃখ কোরো না—এখন তার পর কি, বল।

রাজা।—কি না জানি এঁর দুঃখের কারণ! অথবা আমি যে ওঁকে কিছু না ব'লে গৃহ হ'তে বেরিয়ে এসেছি, তাতেই হয় তো ওঁর রাগ হয়েছে! ওগো ভানুমতি! দুর্য্যোধন এমন কিছুই করে নি, যাতে তার উপর তোমার রাগ হ'তে পারে।

ভ্রম-বশে তব কণ্ঠে হইল শিথিল কি গো
আজি রাতে এ ভুজ-বন্ধন?
নিদ্রাভঙ্গে পাশ-ফিরি' অভিমুখী হইয়াও
করিনি কি আদর যতন?
অপর স্ত্রীজন-সহ স্বপনে করেছি কি গো
বাক্যালাপ হয়ে লঘু-মন?
কি দোষ দেখিলে মোর যাহাতে হইতে পারি
সখীদেরো নিন্দার ভাজন?

(চিন্তা করিয়া) অথবা—

আমি-ই তোমার এক হৃদয়-আশ্রয়,
আমাতেই আছে বদ্ধ তোমার প্রণয়।
তাই, অতি-প্রেমে বুঝি হয়ে ঈর্ষান্বিতা
কল্পনায় দোষ দেখি হও গো কুপিতা।

তবু, কি বল্‌ছে, শোনা যাক্।

ভানু। তার পর, সেই সুন্দর নকুলটিকে দেখে আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেম।

রাজা। কি?—সেই সুন্দর নকুলকে দেখে উৎসুক হয়ে উঠেছে? তবে কি মাদ্রীপুত্র নকুলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমাকে প্রতারণা করছে? (স্মরণ করিয়া, পুনর্ব্বার "আমিই তোমার" ইত্যাদি পাঠ) মূঢ় দুর্য্যোধন! কুলটা-কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে ক'রে তুমি কত কি বলেছ!—ওহো! এই জন্যই প্রভাতে এই নির্জ্জন-স্থানে এসে সখীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে ওর ইচ্ছে হয়েছে। দুর্য্যোধনও কুলটার মনের প্রকৃত ভাব ঠিক্ বুঝতে না পেরে কত কি কল্পনা করছে। আরে পাপীয়সি! আমার পত্নী হয়েও তুই এইরূপ দুশ্চরিতা?

মোর কাছে ভীরু অতি অথচ গো এইরূপ
সাহসের ভাব?
সাক্ষাতে প্রশংসা মোর, অথচ ধরম লঙ্ঘি'
অন্যে অনুরাগ?
জড়বুদ্ধি আমি অতি! সারল্য দেখায়ে মোরে
বক্র-পথ-গামী?
প্রখ্যাত বিশুদ্ধ কুলে জনম গ্রহণ করি'
এ কলঙ্ক গ্লানি?

সখী। তার পর, তার পর?

ভানু। তার পর, আমি তাড়াতাড়ি এই লতামণ্ডপে প্রবেশ করলেম, সেও আমার পিছনে পিছনে এইখানে এলো।

রাজা। ওঃ! কুলটার মতই এই পাপীয়সীর নির্লজ্জতা!

যাহাদের সনে তব গাঢ়তর প্রণয়ের
চিরন্তন যোগ,
গোপনে যাদের কাছে বলেছ আমার কত
প্রেমের সম্ভোগ,
সেই সখীজন কাছে
—কলঙ্কিনি কলুষ-হৃদয়!—
দুশ্চরিত-কথা তব
বলিতে কি লজ্জা নাহি হয়?

উভয়ে। তার পর?—তার পর?

ভানু। তার পর, সে হাত বাড়িয়ে সহসা আমার বুকের কাপড় সরিয়ে দিলে।

রাজা। (সক্রোধে) আর শুনে কি হবে? আচ্ছা, এখনি আমি গিয়ে সেই পরস্ত্রী-অপহারী ধৃষ্ট হতভাগা মাদ্রীপুত্রকে বধ করি গে। (কিয়দ্দূর গিয়া চিন্তা) কিন্তু না, এই পাপীয়সীকে আগে শাসন করতে হবে। (প্রত্যাবর্ত্তন)

উভয়ে। তার পর, তার পর?

ভানু। তার পর, আমি প্রভাতী-মঙ্গলবাদ্যের সহিত মিশ্রিত বার-বিলাসিনীদের সঙ্গীত-শব্দে জেগে উঠলেম।

রাজা। (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) কি?—"আমি জেগে উঠলেম?" তবে কি স্বপ্নদর্শনের কথা বল্‌ছে? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, সখীদের কথায় হয় তো সমস্ত প্রকাশ হবে।

উভয়ে। (বিষণ্ণভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ সুবদনা!—যা কিছু অমঙ্গল হয়েছে, তা ভাগীরথী প্রভৃতির পুণ্যজলে, আর ব্রাহ্মণদের প্রজ্বলিত হোমাগ্নির দ্বারা সমস্ত দূর হবে।

রাজা। আর কোন সন্দেহ নেই—উনি স্বপ্নদর্শনের কথাই বর্ণনা করছেন। আমি অতি নির্ব্বোধ—অন্যরূপ ভাবছিলেম।

অর্দ্ধশ্রুত বাক্য শুনি' সংশয়-জনিত ক্রোধ
ভাগ্যে হ'ল দূর,
ভাগ্যে আমি বলি নাই পরুষ বচন, হয়ে
রোষে ভরপূর।
ভাগ্যে এই মূঢ়-হৃদি শুনিল প্রত্যয় তরে
তার শেষ কথা,
মিথ্যা-অপবাদে ভাগ্যে এ-লোক করেনি ত্যাগ
সেই পতিব্রতা।

ভানু। ওলো! এতে শুভ-সূচক কথা কি আছে বল্!

উভয়ে। (পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া চুপি চুপি) এ আদপে শুভ-সূচক নয়। যদি মিথ্যা বলি, তা হলে অপরাধী হব। জিজ্ঞাসা করলে যে ব্যক্তি কঠোর হলেও হিত কথা বলে, সেই সখী। (প্রকাশ্যে) এতে সমস্তই অশুভ সূচনা করছে; এখন, দেবতাদের পূজা ক'রে, দূর্ব্বাদি হাতে নিয়ে, অশুভ দূর করতে হবে; নকুল কিম্বা অন্য কোন দংষ্ট্রীর দ্বারা শত সর্প-বধ স্বপ্নে দেখা পণ্ডিতেরা ভাল বলেন না।

রাজা। সুবদনা ঠিকই বলেছে। নকুলের শত-সর্প বধ, ও স্তন-বস্ত্র অপসারণ,—এ সমস্তই আমাদের অনিষ্ট ফল-দায়ক ব'লে মনে হয়।

পর্য্যায় ক্রমে হয়— কভু শুভ কভু মন্দ—
স্বপন-দর্শন,
স-অনুজ শত মোরা শত সংখ্যা আমাকেই
করে গো সূচন।

(বামাক্ষি স্পন্দন) আঃ! আমি দুর্য্যোধন—এই সব অশুভ সূচনায়—আমারো হৃদয় ব্যথিত হবে? না, এতে ভীরু-জনেরই হৃদয় কম্পিত হয়, দুর্য্যোধন এ সব গণনার মধ্যেই আনেন না। অঙ্গিরা মুনিও এইরূপ মর্ম্মে ব'লে গেছেন:—

গ্রহের সঞ্চার, স্বপ্ন, আরো, দুর্নিমিত্ত যাহা
হয় গো উদয়
—ফলে "কাক-তালী" সম, তাহা হ'তে প্রাজ্ঞ জন
নাহি পান ভয়।

অতএব ভানুমতীর এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ অলীক আশঙ্কা দূর ক'রে দি।

ভানু। ওলো সুবদনে! ছাখ, উদয়গিরির শিখরান্তর হ'তে সূর্য্যদেবের রথ বিমুক্ত হওয়ায় সন্ধ্যা-রাগ বিগলিত হয়ে কেমন শুভ্র আলোক দেখা দিয়েছে।

সখী। রোষান্বিত কর্ণরাগ-সদৃশ শ্রী ধারণ ক'রে লতা-জালের অভ্যন্তর হ'তে কিরণ বিকীর্ণ ক'রে, উদ্যান-ভূমিকে কনক-বর্ণে রঞ্জিত ক'রে, ভগবান সহস্ররশ্মি এখন দুষ্প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। রক্তচন্দন ও পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যোপাসনার এই ঠিক্ সময়।

ভানু। ওলো তরলিকে! আমার অর্ঘ্য-পাত্রটা নিয়ে আয়, আমি সূর্য্যদেবের পূজা ক'রে নি।

দাসী। যে আজ্ঞে দেবি। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) ঠাকুরাণি! এই অর্ঘ্য-পাত্র, এইবার সূর্য্যদেবের পূজা করুন।

রাজা। প্রিয়ার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হবার এই তো সুন্দর অবসর। (নিকটে অগ্রসর)

সখী। (দেখিয়া স্বগত) এ কি! মহারাজ এসেছেন যে! সর্ব্বনাশ! এইবার দেখছি ওঁর ব্রত ভঙ্গ হ'ল।

ভানু। (সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া) ভগবন্! গগন-সরোবরের শতদল! পূর্ব্বদিক্-বধূর মুখমণ্ডলের

কুসুম বিশেষ! সকল ভুবনের অদ্বিতীয় রত্ন-প্রদীপ! এই স্বপ্নদর্শনে যদি কিছু অমঙ্গল থাকে, তবে যেন তোমার আরাধনায় আবার তা মঙ্গলে পরিণত হয়। (অর্ঘ্যদান করিয়া) ওলো তরলিকে! আমার ফুলগুলি নিয়ে আয়, অন্য দেবতাদেরও পূজা এই বেলা শেষ করা যাক্।

(হস্ত প্রসারণ)

রাজা। (ইঙ্গিতে পরিজনদের সরাইয়া পুষ্পাদি স্বয়ং আনয়ন—ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুষ্পাদি ভূতলে নিক্ষেপ)

ভানু। (সরোষে) কি আশ্চর্য্য! মাটীতে ফুলগুল ফেলে দিয়ে গেল?—দাসীদের কি বুদ্ধি! (ফিরিয়া রাজাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে থতমত)

রাজা। দেবি! পরিজনেরা নিতান্ত অনিপুণ—আচ্ছা, আমিই তোমার সেবা করছি, কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা কর। অয়ি প্রিয়ে!

সখী-পথ-পানে চেয়ে ধবল ও দীর্ঘ নেত্রে
ভয়ে ভয়ে হেথা কেন কর দৃষ্টিপাত?
হাসিয়া মধুর হাসি যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা কর,
—সেবা তরে তব দাস কৃতাঞ্জলি-হাত।

ভানু। মহারাজ! আমাকে অনুমতি দেও, আমার কোন ব্রতনিয়ম পালন করবার ইচ্ছা আছে।

রাজা। তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমি সমস্তই শুনেছি। প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতঃ সুকুমার, কেন বৃথা আপনাকে এইরূপ কষ্ট দেবে বল দিকি?

ভানু। নাথ! আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, আমাকে অনুমতি দেও।

রাজা। (সগর্ব্বে) তোমার কোন ভয় নেই। দেখ:—

কি ফল অসংখ্য সৈন্যে— ব্যাপ্ত যাহে দিক্ দশ
—সমস্ত ধরণী বিকম্পিত?
কি ফল দ্রোণের, কিম্বা কর্ণের অব্যর্থ বাণে
—যদি হও তুমি গো চিন্তিত?
শত ভ্রাতৃ-ভুজ-চ্ছায়ে নিরাপদে তুমি ভীরু
আছ রাত্রি-দিবা।
কেশরীন্দ্র দুর্য্যোধন— তাহার গৃহিণী হয়ে
শঙ্কা তব কিবা?

ভানু। নাথ! তুমি নিকটে থাক্‌তে আমার কোন শঙ্কার কারণ নেই, কিন্তু তোমার মনস্কামনা যাতে সিদ্ধ হয়, তাই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা।

রাজা। অয়ি সুন্দরি! আমি যাতে পত্নীর সঙ্গে ইচ্ছামত বিহার করতে পাই—এই আমার মনের একমাত্র বাসনা। দেখ:—

প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি
—পদ্ম-শোভা করে যা বিকাশ—
লজ্জায় অস্ফুট বাণী,
অথবা সে মৃদু-মন্দ হাস,
অধর অলক্তাঙ্কিত,
কিম্বা শুষ্ক ব্রত-উপবাসে,
—মুখ-ইন্দু-শোভা যত
—পিতে চিত্ত সদা ভালবাসে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে। (কান পাতিয়া শ্রবণ)

ভানু। (সভয়ে রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! ভয় কোরো না। দেখ:—

দিগ্দিগন্তে নিক্ষেপিয়া বৃক্ষখণ্ড সবে,
তৃণ-মিশ্র ধূলি-স্তম্ভ উড়াইয়া নভে,
পথের খাপরা যত লয়ে নিজ সঙ্গে,
তরু-স্কন্ধ ঘরষণে তুলি ধূম রঙ্গে,
প্রাসাদ-নিকুঞ্জ-মাঝে গরজি গম্ভীর ঘোর
—যেন নব ঘন—
প্রচণ্ড পবন বহে দিশিদিশি, এতে ভীরু
ভয় পাও কেন?

সখী। মহারাজ! এই "দারু-পর্ব্বত"-প্রাসাদে প্রবেশ করুন। ভয়ানক ঝড় উঠেছে। দেখুন, ধুলোয় চোখ ভ'রে যাচ্ছে, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ছে, আর তার শব্দে ভয় পেয়ে অশ্বেরা অশ্বশালা হ'তে ছুটে বেরিয়ে, পথিকদের আকুল ক'রে তুলেছে।

রাজা। এই বাত্যাচক্র তো দুর্য্যোধনের উপকারী বন্ধু। কেন না, দেখ, এর দরুণ দেবীকে ব্রত-নিয়ম ত্যাগ করতে হ'ল—আমারও মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

নাহি সে ভ্রূকুটি আর, অশ্রুজলে আঁখি দুটি
আর নাহি রহে আচ্ছাদিত।

না ল'ন ফিরায়ে মুখ, "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" বলি
নাহি আর হই নিবারিত।
এবে তন্বী ভয়-বশে হয়ে নগ্ন-পয়োধর
করিছেন মোরে আলিঙ্গন
এই ব্রত-ভঙ্গে আমি ঝঞ্ঝারে বয়স্য ভাবি
—নহে ইহা শত্রু সুভীষণ।

আমার মনোরথ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে—এখন আমি দারুপর্ব্বতে গিয়ে যথেচ্ছা বিহার করি গে।

সকলে। (ঝটিকার বেগ-বশতঃ অতি কষ্টে পরিক্রমণ)

দৃশ্য—দারু-পর্ব্বত-প্রাসাদ

রাজা। ঘন-উরু সুন্দরি লো!
ধীরি ধীরি করহ গমন।
এ হেন কম্পিত গতি
অয়ি প্রিয়ে! ছাড় গো এখন।
বাহুলতা দিয়া তব
বক্ষ মোর করহ পীড়ন॥

(দারু-পর্ব্বতে প্রবেশ)

এখন এই গৃহ-গহ্বরের মধ্যে আসা গেছে—এখানে ঝড়ের বাতাস আর আস্‌তে পারবে না—এখন আর চোখে ধূলিকণা প্রবেশেরও আশঙ্কা নাই—প্রিয়ে! এখন তবে নির্ভয়ে চক্ষু উন্মীলন কর।

ভানু। (সহর্ষে) আঃ বাঁচা গেল—এখানে আর ঝড়ের উৎপাত নেই।

সখী। মহারাজ! এই পর্ব্বতের উপর আরোহণ ক'রে প্রিয়সখীর উরুযুগল শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এখন উনি আসন-বেদীতে বসুন না কেন?

রাজা। (দেবীকে দেখিয়া) ঝড়ের ভয়ে ওঁর বড়ই ক্লেশ হয়েছে দেখ্‌ছি। দেখ :—

নয়ন বিশাল বলি রেণুর পতনে চক্ষু
বিষম পীড়িত,
স্তন-ভরা বুক বলি তনুর কম্পন মাত্রে
হার বিচলিত।
পৃথুল জঘন বলি অল্প চলিয়াও উরু
হইল ব্যথিত,
বাত্যা-শ্রমে কৃশাঙ্গীর গুরু নিতম্বের ভার
আরো গো বর্দ্ধিত।

সকলে। (উপবেশন)

রাজা। এখানে কিছুই পাতা নেই, দেবী এই কঠিন শিলাতলে কেন বস্‌লেন? কেন না :—

বায়ুভরে বিচলিত, বসন শিথিলীকৃত,
নয়ন-আনন্দ মোর, ও-তব জঘন
—তব নেত্র-দৃষ্টি-হারী এ মোর জঘনোপরি
স্থাপন কর গো যদি— সেই তো শোভন।

(ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি
কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজ, ভেঙে ফেল্লে—ভেঙে ফেল্লে।

সকলে। (উৎসুক হইয়া দর্শন)

রাজা। কে?

কঞ্চু। ভীম—

রাজা। কার?

কঞ্চু। আপনার।

রাজা। আঃ; কি প্রলাপ বক্‌ছ?

ভানু। এ কি অমঙ্গলের কথা তুমি বল্‌ছ?

রাজা। ধিক্ প্রলাপি! বৃদ্ধাধম! আজ তোমার সহসা এ কি রোগ হ'ল?

কঞ্চু। মহারাজ! এ কোন রোগ নয়। সত্য কথাই বল্‌চি।

ভাঙিয়া ফেলিল, ভীম
বায়ু, তব রথের কেতন
—কিঙ্কিণী-ক্রন্দন-রবে
হইল গো ভূতলে পতন।

রাজা। প্রবল বায়ুর বেগে রথের ধ্বজা ভগ্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছে—এই তো? তবে তুমি "ভেঙে গেছে" "ভেঙে গেছে" ব'লে চীৎকার ক'রে কেন ওরূপ প্রলাপ বক্‌ছিলে?

কঞ্চু। মহারাজ! সে কিছু নয়। এই দুর্নিমিত্তের শান্তির জন্য আপনাকে জানানো উচিত মনে ক'রে প্রভুভক্তির আধিক্য বশতঃই ঐরূপ বলেছিলেম।

ভানু। নাথ! শান্ত-চিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ-পাঠ ও হোম করিয়ে এই অমঙ্গলের শান্তি করা হোক্।

রাজা। (অবজ্ঞার সহিত) আচ্ছা যাও, পুরোহিত সুমিত্রকে গিয়ে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

(উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয়! সিন্ধুরাজের মাতা ও দুঃশলা দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা। (স্বগত) কি?—জয়দ্রথের মাতা, আর দুঃশলা? অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডুপুত্রেরা তবে আমাদের কারও না কারও নিশ্চয়ই কোন অনিষ্ট ক'রে থাকবে। (প্রকাশ্যে) যাও, শীঘ্র তাঁদের নিয়ে এসো।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(ভয়াকুল হইয়া জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ)

উভয়ে। (সাশ্রুনয়নে দুর্য্যোধনের পদতলে পতন)

মাতা। কুরুনাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

দুঃশলা। (রোদন)

রাজা। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠাইয়া) মা! শান্ত হও, শান্ত হও। হয়েছে কি? রণক্ষেত্রে অপ্রতিবল জয়দ্রথের কুশল তো?

মাতা। জাদু! কুশল আর কোথায়?

রাজা। সে কিরূপ?

মাতা। (আশঙ্কার সহিত) আজ পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে অর্জ্জুন, সূর্য্য অস্ত না হ'তে হ'তেই তাকে বধ করবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছে।

রাজা। (সস্মিত) মায়ের আর দুঃশলার অশ্রুপাতের এইমাত্র কারণ? দেখ, পুত্র-শোকে অর্জ্জুন এইরূপ প্রলাপ ব'কছে। আহা! অবলাদের কি মূঢ়তা! মা! তুমি আর দুঃখ কোরো না। বৎসে দুঃশলে! তুমি আর কেঁদো না। এই ধনঞ্জয়ের সাধ্য কি যে, মহারাজ দুর্য্যোধনের বাহু-পরিঘ-রক্ষিত সেই জয়দ্রথকে বধ করে।

মাতা। জাদু! পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, জীবনের মায়া ছেড়ে, শত্রুপক্ষের বীরেরা নির্ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করছে।

রাজা। (উপহাসের সহিত)

মমাজ্ঞায় দুঃশাসন টানিয়া খুলিয়া দেয়
পাঞ্চালীর কেশ ও বসন।
আমিও সে সভামাঝে "গরু" "গরু" এই বলি
তাহারে গো করি সম্বোধন।
তখন কি অরজুন
করেন নি গাণ্ডীব ধারণ?
যুবা কৃতী ক্ষত্রিয়ের
নহে কি তা ক্রোধের কারণ?

মাতা। তখন তাঁর প্রতিজ্ঞা অসমাপ্ত থাকায়, এখন তিনি আমাদের বধ করবেন ব'লে আবার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

রাজা। তা যদি হয়, সে তো আনন্দেরই বিষয়, তাতে তোমার বিষাদ কিসের? বল না কেন, অনুজগণের সহিত এইবার তা হ'লে যুধিষ্ঠির উৎসন্ন যাবে। মা! তোমার পুত্রের পরাক্রম তুমি জান না। ধনঞ্জয় কিম্বা অন্য কারও সাধ্য কি যে, সে দুর্জ্জয়-পরাক্রম জয়দ্রথের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে? তাতে আবার সেই শত কুরু-পরিবেষ্টিত বর্দ্ধিত-মহিম কৃপ কর্ণ দ্রোণ অশ্বত্থামা আদি মহারথী থাকায়, জয়দ্রথের প্রভাব তো আরও দ্বিগুণিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির আর সেই
সহদেব নকুল দু ভাই
—জয়দ্রথ তুলনায়
তাহাদের কথাই তো নাই।
ভীমসেন অর্জ্জুনের মাঝে কে পারে যুঝিতে একা
সিন্ধুরাজ-সনে?
—সেই মহাবীর, যার মণ্ডল-আকার ধনু
প্রস্ফুরিত রণে।

ভানু। নাথ! তাও যদি হয়, তবুও প্রতিজ্ঞারূঢ় ধনঞ্জয় শঙ্কার বিষয়।

মাতা। বাছা, তুমি সময়োচিত বেশ কথা বলেছ।

রাজা। আঃ! আমি দুর্য্যোধন, আমার ভয়ের বিষয় কিনা পাণ্ডবেরা? দেখ :—

ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কিত নহে দেহ বর্ম্মাবৃত
—হেন মোর শত ভ্রাতৃগণ
মিলিয়া চলে একত্রে লাগালাগি ছত্রে ছত্রে
—পদ্ম-বন বলি হয় ভ্রম।
সূর্য্যালোকে রেণু-সম শত্রু-সৈন্য অগণন
অসি-লতা আস্ফালিছে সবে
ভ্রাতাদের আক্রমণে দিশি-দিশি প্রতিক্ষণে
কোটি-সৈন্য নিহত আহবে।

ভানুমতি! তুমি তো জানো পাণ্ডবদের পরাক্রম —তুমিও এইরূপ মনে করছ? দেখ:—

দুঃশাসন-হৃদয়ের যথা রক্ত-পান,
গদাঘাতে দুর্য্যোধন-উরুভঙ্গ যথা,
তেজস্বী পাণ্ডবদের—তাহারি সমান—
জয়দ্রথ-নিধনের প্রতিজ্ঞার কথা।

কে আছে ওখানে? আমার বিজয় রথ সজ্জিত কর—আমি সেই প্রগল্‌ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ ক'রে তার আত্মহত্যার বিধান করি গে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।

কনক-কিঙ্কিণী-ধ্বনি যাহে নিরন্তর,
দু দিকে লম্বিত যাহে সহাস চামর,
অশ্বদের ঝম্প-গতি হ'য়ে নিয়ন্ত্রিত
অসহিষ্ণু অশ্ব যাহে রহে সংযোজিত,
বিনষ্ট হয় গো যাহে শত্রু-মনোরথ
—রাজন্‌! সজ্জিত এবে সেই তব রথ।

রাজা। দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও—আমি এখন আমার বিজয়-রথে আরোহণ ক'রে সেই প্রগল্‌ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ ক'রে, তার আত্মহত্যার বিধান করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—রণক্ষেত্র।

(বিকৃত-বেশা রাক্ষসীর প্রবেশ)

রাক্ষসী। (বিকট হাস্য হাসিয়া, সপরিতোষে)

বসা মাংস রক্ত-ধারা
জ'মে আছে ঘড়া-ঘড়া।
পিব রক্ত অবিরত,
হউক যুদ্ধ বর্ষশত।

(সপরিতোষে নৃত্য)

সিন্ধু-বধের দিনের মত অর্জ্জুন যদি প্রতিদিন এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চালান, তা হ'লে আমার ভাঁড়ার ঘর রক্তমাংসে একেবারে ভ'রে যাবে। (পরিক্রমণ-পূর্ব্বক চারিদিকে দেখিয়া) না জানি রুধির-প্রিয় এখন কোথায়। এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার স্বামী রুধির-প্রিয় কোথায় আছে,একবার খুঁজে দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) আচ্ছা, হাঁক্‌ দিয়ে একবার ডাকি। রুধির-প্রিয়! ও রুধির-প্রিয়! বলি, এই দিকে একবার এসো তো গো!

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস। (ভ্রমণ) টাট্‌কা তাজা মাংস, আর বেশ গরমা-গরম রক্ত যদি পাই, তা হ'লে এখুনি আমার সব শ্রান্তি দূর হয়।

রাক্ষসী। ওগো রুধির-প্রিয়! রুধির-প্রিয়! বলি, কোথায় তুমি?

রাক্ষস। (শুনিয়া) আরে! আমাকে ডাকে কে? (দেখিয়া) আরে! এ যে দেখছি বসাগন্ধা। বসাগন্ধা! আমাকে ডাক্‌ছিস্‌ কেন রে?

রাক্ষসী। কোন রাজর্ষি এইমাত্র মারা পড়েছে, তারি শরীরের চর্ব্বি-মাখানো চক্‌চকে তাজা মাংস ও টাট্‌কা রক্ত আমি এনেছি, এইবার তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।

রাক্ষস। (সপরিতোষে) বসাগন্ধা। তুই বড় লক্ষ্মী। এই গরম গরম রক্ত এনে তুই বড় ভাল করেছিস —আমার বড় তেষ্টা পেয়েছিল।

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! যেখানে হাতী-ঘোড়া-মানুষের রক্তে একেবারে সমুদ্র হয়ে পড়েছে—পথ চলা ভার, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি এত ঘুরে বেড়াচ্ছ, —তবু তোমার তেষ্টা গেল না?—আশ্চর্য্য!

রাক্ষস। (সক্রোধে) আরে বসাগন্ধা! আমাদের ঠাকুরাণী তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের বধে বড় শোক পেয়েছেন, তাই তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।

রাক্ষসী। হ্যাঁরে রুধিরপ্রিয়! এখনও কি হিড়িম্বা দেবীর পুত্র-শোক উপশম হয় নি?

রাক্ষস। ওগো! উপশম আর কি ক'রে হবে? তবে অভিমন্যু-বধে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীও নাকি তাঁরি মতন শোক পেয়েছেন, তাতেই যা একটু সান্ত্বনা।

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! এই নেও, হাতীর মাথার খুলির এই টাট্‌কা মাংস চাট্ ক'রে খাও, আর এই তাজা রক্তের মদ্য পান কর।

রাক্ষস। (তথা করিয়া) আচ্ছা, বসাগন্ধা! তুই কতটা রক্ত মাংস জমা করেছিস্ বল্ দিকি?

রাক্ষসী। ওগো রুধির-প্রিয়! পূর্ব্বে কত জমা করেছিলুম, তা তো তুমি জানোই, এখন নূতন যা জমা করেছি, তাই তোমাকে বলছি শোনো। এক ঘড়া ভগদত্তের রক্ত, সিন্ধুরাজের দুই ঘড়া চর্ব্বি, মৎস্য-রাজ ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক প্রভৃতি রাজা ও প্রধান পুরুষদের রক্ত চর্ব্বি ও মাংসে ভরা হাজারটে মুখ-খোলা ঘড়া আমার ঘরে এখন মজুদ

রাক্ষস। (সপরিতোষ আলিঙ্গন করিয়া) তুই বড় ভাল গিন্নী—বড়ই ভাল! তোর এই গিন্নীপনাতে আর হিড়িম্বা ঠাকুরাণীর বন্দোবস্তে আমার দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচল।

রাক্ষসী। রুধিরপ্রিয়! ঠাক্‌রণ আবার কি বন্দোবস্ত করেছেন?

রাক্ষস। হিড়িম্বা-ঠাক্‌রণ আমাকে আদর ক'রে ডেকে এই আজ্ঞা করলেন:—"দেখ রুধির-প্রিয়! আজ হ'তে তুমি আর্য্যপুত্র ভীমসেনের স'ঙ্গ থেকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রময় ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তাঁর সঙ্গে গেলে হত মানুষের রক্ত-নদী দর্শনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়ে আমারও স্বর্গসুখ লাভ হবে, আর তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র ঘড়া রক্ত-চর্ব্বি অনায়াসে সংগ্রহ কর্‌তে পারবে।"

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! কি জন্য কুমার ভীমসেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে বল দিকি?

রাক্ষস। বসাগন্ধা! প্রভু ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন—আমরা রাক্ষসেরাও তাঁর সঙ্গে থেকে রক্ত পান করব।

রাক্ষসী। (সহর্ষে) বেশ করেছ ঠাকরণ! আমার স্বামীর জন্য তুমি বেশ বন্দোবস্ত করেছ।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

উভয়ে। (শ্রবণ)

রাক্ষসী। (শুনিয়া সভয়ে) ওগো রুধির-প্রিয়! কিসের এই হৈ-হৈ শব্দ?

রাক্ষস। (দেখিয়া) বসাগন্ধা! ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের চুল টেনে ধ'রে অসি দিয়ে তাকে বধ করেছে।

রাক্ষসী। (সহর্ষে) রুধির-প্রিয়। রুধির-প্রিয়! এস, আমরাও গিয়ে দ্রোণের রক্ত পান করি গে।

রাক্ষস। (সভয়ে) বসাগন্ধা! ও ব্রাহ্মণের রক্ত, ওতে কি হবে? ও রক্ত গলায় ঢুক্‌লে গলা একেবারে পুড়ে যাবে।

(নেপথ্যে পূর্ব্বের মত কোলাহল)

রাক্ষসী। আবার যে সেই হৈ-হৈ রৈরৈ শব্দ!

রাক্ষস। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বসাগন্ধা! অশ্বত্থামা অসি খুলে এই দিকে আস্‌ছেন। দ্রুপদ-পুত্র রাগের মাথায় আমাদেরও বধ করতে পারেন। তা, চল্, এখন আমরা হিড়িম্বা ঠাকরণের আজ্ঞামত কাজ করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। (কোলাহল শ্রবণে খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া)

মহা-প্রলয়-মারুত-সঞ্চালিত-কালান্ত জলদ—
তার ঘোর প্রতিধ্বনি-সম এ কি প্রচণ্ড শবদ!
এ ভৈরব-রবে পূর্ণ ভূলোক ও দ্যুলোক-কন্দর,
রণ-সিন্ধু হ'তে আজি কি হেতু এ বন্যা ঘোরতর?

(চিন্তা করিয়া) নিশ্চয়, অর্জ্জুন, সাত্যকি কিম্বা ভীম যৌবনদর্পে সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করায়, পিতাও ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্যবাৎসল্য পরিত্যাগ ক'রে সমকক্ষভাবে তাদের সহিত যুদ্ধ করছেন। তাই বটে:—

দুর্য্যোধন-পক্ষপাতী হয়ে এবে শস্ত্র দেখ
পিতা মোর করেন ধারণ
—সেই সব মহা অস্ত্র— ভার্গবে জিনিয়া যাহা
পূর্ব্বে তিনি করেন অর্জ্জন।
ধনুর্দ্ধারি-পতি তিনি স্ববিক্রম-অনুরূপ
এবে রোষ করিয়া প্রকাশ
প্রবৃত্ত সংহার-কাজে রণমাঝে কত রিপু
অবিরত করিয়া বিনাশ।

(পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) রথের অপেক্ষায়

থেকে আর কি হবে? আমি তো এখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সজল জলধর-প্রভার ন্যায় যেটি ভাস্বর, আর যার মুষ্টি-স্থান সুখ-গ্রাহ্য ও বিমল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, সেই খড়্গ হাতে ক'রে এইবার তবে আমি রণক্ষেত্রে অবতরণ করি। (পরিক্রমণ ও বামাক্ষি স্পন্দন) সমরেই যার একমাত্র উৎসব-আনন্দ, পিতার বিক্রম দর্শনের জন্য যে এত লালায়িত—দুর্নিমিত্ত এখন কি না সেই অশ্বত্থামা গমনে বাধা উৎপাদন করবে? আচ্ছা, ব্যাপারটা কি জানা যাক। (সদর্পে পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কি?—সমস্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম উপেক্ষা ক'রে, সৎপুরুষোচিত লজ্জার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ ক'রে, স্বামি-ভক্তি বিস্মৃত হয়ে, গজ তুরঙ্গ সব পশ্চাতে ফেলে, বংশ ও বয়সের অনুরূপ পরাক্রম কিছুমাত্র প্রকাশ না ক'রে, এই লঘু-চেতা সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করছে?—ওঃ! তাই এই ভীষণ কোলাহল। (অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) হা ধিক্! কি কষ্ট! কি? কর্ণ প্রভৃতি এই সব মহারথীরাও যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ হচ্ছেন? (আশঙ্কার সহিত) কি?—পিতার নিয়োজিত সৈন্যদলেরও এইরূপ অবস্থা? আচ্ছা, হোক্। ভো ভো! কৌরব-সেনা-সমুদ্র-বেলা-রক্ষক মহা-মহীধর নরপতিগণ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সহসা সমর পরিত্যাগ কোরো না।

রণভূমি তেয়াগিয়া আর নাহি মৃত্যুভয়
—ইহা যদি জানি
তাহা হ'লে হেথা হ'তে অন্যত্তরে পলায়ন
শ্রেয় ব'লে মানি।
অবশ্য জীবের মৃত্যু আছে এক দিন
তবে বৃথা কেন যশ করহ মলিন?
অস্ত্র-শিখা করি ব্যাপ্ত শত্রু-জলধির মাঝে
সেনাপতি পিতা মম
সর্ব্ব-ধনুর্ধারি-গুরু— বিরাজ করেন যবে
বাড়ব-অনল-সম
চিন্তা কি গো কর্ণ তব?— যাও রণে কৃপাচার্য্য!—
কৃতবর্ম্মা! কর তুমি
শঙ্কা পরিহার,
ধনু মাত্র লয়ে পিতা রণ-ভার বহিছেন,
বল দেখি তোমাদের
ভয় কিবা আর?

নেপথ্যে। এখন আর তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব। (শুনিয়া) কি বলছ?—এখন আর আমার পিতা কোথায়?—আরে রণ-ভীরু ক্ষুদ্রাশ এই প্রলাপ-কথা ব'লে তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হ'ল না?

বিশ্বের দহন তরে উদয় হয় নি আজো
দ্বাদশ তপন,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু দিশি দিশি এখনো তো
না করে ভ্রমণ,
প্রলয়-জলদ-জালে এখনো তো নভঃস্থল
হয় নি আচ্ছন্ন,
পিতৃ-মৃত্যু-কথা তবে ওরে পাপ-আত্মা সবে
বলিস কি জন্য?

(আহত হইয়া ভয়াকুল সারথির প্রবেশ)

সারথি। কুমার! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(পদতলে পতন)

অশ্ব। (দেখিয়া) এ কি! পিতার সারথি অশ্বসেন যে! সারথি! তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি ত্রিলোককে রক্ষা করতে পার, তুমি কি না এখন এই শিশুজনের হস্তে রক্ষিত হতে চাচ্ছ?

সারথি। (উঠিয়া সকরুণভাবে) কুমার! এখন আর তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব। (আবেগ সহকারে) কি?—পিতা আর নাই?

সারথি। নাই, কুমার।

অশ্ব। হা পিতঃ! হা পিতঃ! (মূৰ্চ্ছিত হইয়া পতন)

সারথি। কুমার! শান্ত হও, শান্ত হও।

অশ্ব। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া সাশ্রু-নয়নে) হা পিতঃ! হা পুত্রবৎসল! লোকত্রয়ের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর! তুমিই তো জামদগ্ন্যের নিকট হ'তে তাঁর সমস্ত অস্ত্র লাভ করেছিলে—এখন তুমি কোথায়?

সারথি। কুমার! শোকাবেগে একেবারে অভিভূত হয়ো না। তোমার পিতা বীরপুরুষোচিত স্বর্গ লাভ করেছেন—তুমিও তাঁর মত বল-বীর্য্যের প্রভাবে শোক-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে সুখী হও।

অশ্ব। (অশ্রুপাত করিয়া) সারথি! বল বল:—

ভুজ-বীর্য্য-মহোদধি
এ হেন গো পিতা যে আমার

তিনিও কেমনে আজি
হইলেন নাম-মাত্র-সার ?
প্রিয় শিষ্য ভীম তাঁর
—বড় ভালবাসিতেন যারে—
গুরু-দক্ষিণার ধার
শুধিল কি গদার প্রহারে ?

সারথি। ছি ছি, তা নয়।
অশ্ব। নীতি- ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া অর্জ্জুন কি তবে
বধিল সে শিষ্য-প্রিয় পিতারে আহবে ?
সারথি। তা কি কখন হ'তে পারে ?
অশ্ব। তবে কি গোবিন্দ তাঁর সুদর্শন-ধারে
করিলা নিহত রণে আমার পিতারে ?
সারথি। না, তাও না।
অশ্ব। এ তিন জন ছাড়া অন্য কোন জনে
পিতারে বধিবে—হেন নাহি লয় মনে।
সারথি। কুমার !

মহা-অস্ত্র-পাণি যিনি,— যাহার তুলনা এক
ধূর্জটির সনে—
কুপিত হইলে তিনি এঁরা কি পারেন তাঁরে
আঁটিতে গো রণে ?
শোকে অভিভূত হয়ে করিলেন যবে তিনি
অস্ত্র বিসর্জ্জন,
ক্ষুদ্র এক রিপু আসি এ ঘোর দারুণ কার্য্য
করিল সাধন।

অশ্ব। শোকেরই বা কারণ কি ?—অস্ত্র পরিত্যাগেরই বা কারণ কি ?
সারথি। কুমার ! একমাত্র তুমিই তার কারণ।
অশ্ব। কি ?—আমি ?—আমি তার কারণ ?
সারথি। (অশ্রু মোচন করিয়া) শোনো তবে কুমার :—

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে বলিলেন
"অশ্বত্থামা" হত,
শেষে ধীরে ধীরে "গজ"— এই কথা মুখ হ'তে
হইল নির্গত !
পুত্র-প্রিয় তব পিতা বিশ্বাস করিয়া সেই
রাজার বচন
নয়ন-সলিল, শস্ত্র এক সাথে রণমাঝে
করিলা মোচন।

অশ্ব। হা তাত ! হা পুত্রবৎসল ! কেন আমার জন্য বৃথা জীবন বিসর্জ্জন করলে ? হা শৌর্য্য-রাশি ! হা শিষ্য-প্রিয় ! হা ! যুধিষ্ঠির-পক্ষপাতী !
(রোদন)

সারথি। কুমার ! শোকে অতিমাত্র কাতর হয়ো না।
অশ্ব। মিথ্যা মৃত্যু শুনি মম পুত্র-প্রিয় পিতা ওগো !
বিসর্জ্জিলে প্রাণ তুমি অরাতির শরে।
তোমা-বিরহিত হয়ে এখনো জীবিত আমি
—কেন তবে স্নেহ বৃথা এ নৃশংস-পরে ?
(মূর্চ্ছিত)
নেপথ্যে। কুমার ! শান্ত হও। শান্ত হও।

(উদ্বিগ্ন হইয়া কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপ। ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে অনুজ-সহিত
অজাতশত্রুরে ধিক্ !— ধিক্ আমা সবে
—দর্শন করিল যারা যেন চিত্রার্পিত,
কৃষ্ণা দ্রোণ কেশাকৃষ্ট হইলেন যবে ॥

এখন তবে বৎস অশ্বত্থামাকে কি ক'রে দেখব ?—কিন্তু না, অশ্বত্থামার চিত্ত হিমাচলের ন্যায় গুরু-সার, জগতের অবস্থাও সে বিলক্ষণ বোঝে, শোকের আবেগে সে যে একেবারে অভিভূত হবে, এরূপ আমার আশঙ্কা হয় না। কিন্তু পিতার এরূপ অসম্ভাবনীয় মৃত্যুকথা শ্রবণ ক'রে না জানি সে এখন কি করছে। অথবা :—

একেরি তো কার্য্য ফলে ধরা-মাঝে এ দারুণ
কাণ্ড সংঘটিত,
দ্বিতীয়ের কেশ-গ্রহে নিশ্চয় এবার হবে
প্রজা নিঃশেষিত।

(চিন্তা করিয়া) এই যে বৎস এইখানে আছে, এইবার তবে ওর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া সভয়ে) বৎস ! শান্ত হও, শান্ত হও।
অশ্ব। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) হা তাত ! সকল ভুবনের অদ্বিতীয় গুরু ! (আকাশে) যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির !

জন্মাবধি কভু তুমি
বল নাই অসত্য বচন
তুমি গো অজাতশত্রু
কারো দ্বেষ কর নি কখন।

পিতা গুরু দ্বিজ-প্রতি
বল দেখি কেমনে এখন
—মম ভাগ্য দোষ-বশে—
সে সমস্ত করিলে লঙ্ঘন ?

সারথি। কুমার! ঐ দেখ। তোমার মাতুল শারদ্বত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

অশ্ব। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া ছল-ছল নেত্রে) মাতুল! মাতুল!

যেই সৈন্যপতি সাথে রণ-ভূমি-মাঝে তুমি
করিলে গমন।
শূরগণ-মাঝে যিনি সমরের অদ্বিতীয়
কণ্ডূ-নিবারণ,
যাহার সহিত তব হাস্য-পরিহাস কত
হ'ত অনুক্ষণ
সে তব ভগিনী-পতি বল গো মাতুল—তিনি
কোথায় এখন ?

কৃপ। বৎস! যা জান্‌বার সমস্তই তো তুমি জেনেছ—এখন আর শোকে অভিভূত হয়ো না।

অশ্ব। মাতুল! আমি বিলাপ-ক্রন্দন পরিত্যাগ করেছি—এখন আমি পুত্র-বৎসল পিতার অনুগামী হব।

কৃপ। বৎস! তোমার মত ব্যক্তির এরূপ করা অনুচিত।

সারথি। কুমার! এরূপ কাজ কোরো না।

অশ্ব। সারথি! কি বল্লে ?

আমার বিয়োগ-ভয়ে হইলেন যিনি সদ্য
পরলোকগামী
সেই পুত্র-বৎসল পিতার বিরহ সহি
কেমনে গো আমি ?

কৃপ। যে অবধি সংসারের সৃষ্টি, সেই অবধিই এই লোকাচারও প্রসিদ্ধ যে, ইহলোক ও পরলোক —উভয় লোকেই পুত্র পিতার অনুবর্ত্তী হয়ে পিতার সেবা করবে।

পিতৃ-পিণ্ড দান করি শ্রাদ্ধ-আদি অনুষ্ঠিয়া,
মঠ-আদি করি প্রতিষ্ঠিত,
পিতৃ-উপকার মোরা সাধন করিতে পারি
থাকি যদি হেথায় জীবিত;
নতুবা কেমনে বল করিব তা' যদি হই
ইহলোক হ'তে অপসৃত।

সারথি।—কুমার! শারদ্বত যা বল্লেন, তা ঠিক।

অশ্ব।—আর্য্য! এ কথা সত্য। কিন্তু, এই দুর্ব্বহ শোক-ভার নিয়ে আমি আর তিলার্দ্ধও প্রাণ ধারণ করিতে পারছি নে—তাই আমি সেই দেশে যেতে চাই—যেখানে গেলে পিতাকে ঠিক্ তেমনিটি দেখতে পাব। (উঠিয়া খড়্গ অবলোকন করিয়া চিন্তা) এখন আর শস্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি ? (সাশ্রু-নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া) ভগবন্ শস্ত্র!

অনুচিত হইলেও অপমান-ভয়ে যিনি
তোমায় গো করিলা ধারণ,
যাহার প্রভাব-বলে কিছুই ছিল না তব
এ ধরায় অসাধ্য-সাধন,
সেই তিনি করিলেন পুত্র-শোক-বশে দেখ
তোমা পরিহার।
আমিও তোমারে অস্ত্র করিব মোচন, হোক্
কল্যাণ তোমার।

(অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত)

নেপথ্যে ভো ভো নৃপতিগণ! এই নৃশংস, সেই ক্ষত্রিয়-গুরু ভরদ্বাজের এরূপ অযোগ্য অপমান করলে, আর তোমরা কি না তা দেখেও উপেক্ষা করছ ?

অশ্ব। (শুনিয়া সক্রোধে খড়্গ স্পর্শ করিয়া) কি ? কি ?—গুরুদেব ভরদ্বাজের অপমান ?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে। ত্রিভুবন-গুরু সেই দ্রোণাচার্য্য রণে
শোক-বশে, অশ্রু-জল-ধৌত-আর্দ্র নেত্রে,
হস্ত হ'তে শস্ত্র যবে করিলা মোচন
—নৃশংস সে ধৃষ্টদ্যুম্ন অমনি তখন
পলিত ধবল মুণ্ড করিয়া ছেদন
প্রস্থান করিল নিজ শিবির আবাসে
—সহিছ তোমরা সবে ইহা অনায়াসে ?

অশ্ব। (ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে কৃপ ও সারথির পানে চাহিয়া) তবে কি সত্যই এইরূপ ঘটেছে ?—

অস্ত্রধারী যত নৃপ
তাহাদের নেত্র-সন্নিধানে

পক্ক-কেশ পিতা মম
নিশ্চেষ্ট সে ব্রতের বিধানে
আছেন বসিয়া স্থির
মুদিতাক্ষি, শস্ত্র-শূন্য-হাত
—আর সেই অবকাশে
শিরে তাঁর হ'ল শস্ত্রাঘাত ?

কৃপ। বৎস! এইরূপই তো লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে।

অশ্ব। তবে কি সেই দুরাত্মা পিতার শিরশ্ছেদ করেছে ?

সারথি। (সভয়ে) কুমার! এই তেজঃপুঞ্জ ভূদেবের পরিভবের জন্যই যেন সেই দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নব-অবতার হয়ে এসেছিল।

অশ্ব। হা তাত! হা পুত্রপ্রিয়! এই হতভাগ্যের জন্য শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সেই ক্ষুদ্রাত্মার দ্বারা কি না শেষে অপমানিত হ'লে? অথবা :—

শোকান্ধ-হৃদয় হয়ে রণমাঝে যিনি
দেহ-ত্যাগে সমুদ্যত ছিলেন আপনি
ছেদুক মস্তক তাঁর কুক্কুর বা কাক কিম্বা
দ্রুপদ-তনয়,
কিম্বা শস্ত্র-ধন-মত্ত দিব্য-অস্ত্রধারী কোন
রিপু দুর্বিজয়
—তাহার মস্তকোপরি বিন্যস্ত করি গো আমি
এই পদদ্বয়।

আরে দুরাত্মা পাঞ্চালাধম!
শস্ত্র-গ্রহ-পরাঙ্মুখ
পিতা মোর—সুনিশ্চিত জানি
তাঁহার মস্তকোপরি
নির্ভয়ে অর্পিলে তব পা'ণি ?
তখন কি ধৃত-ধনু এ অশ্বত্থামায় তব
পড়ে নাই মনে ?
—পাঞ্চাল-পাণ্ডুর সেনা বিনাশিতে পারে যে গো
অনায়াসে রণে
ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত লঘু তুলরাশি যথা
প্রলয়-পবনে।

অহো! যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির! অজাতশত্রু! সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্র! তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের তিনি কি অপরাধ করেছিলেন? অথবা, ইতর জনের মত অলীক-প্রকৃতিসুলভ কুটিলতা প্রকাশ ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল? আচ্ছা বল দেখি অর্জ্জুন! সাত্যকি! মহাবাহু মাধব! যিনি সুরাসুর নরলোকের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরিণত-বয়স্ক, সকলের পূজনীয় আচার্য্য—বিশেষতঃ আমার পিতা—তাঁর মস্তক, সেই দ্রুপদ-কলঙ্ক নর পশু পাপ হস্তে স্পর্শ করলে—আর তোমরা তা দেখেও উপেক্ষা করলে—এ কি তোমাদের উচিত কাজ হয়েছিল?—অথবা, এরা সকলেই পাপের ভাগী—

যে সকল নরপশু কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-হীন
রণস্থলে ছিল অস্ত্র ধরি
—কিবা ভীম—কি অর্জ্জুন অথবা—এমন কি—
"নরকের" রিপু সেই হরি—
তাহাদের মাঝে এই মহাপাপ—কৃত, দৃষ্ট,
অথবা অনুমোদিত যাহার দ্বারায়
—এখনি বধিয়া তারে, মেদমাংস রক্ত তার
বলি-উপহার দিব দিক্-দেব তায়!

কৃপ। বৎস! ভরদ্বাজেরই তুল্য যে বাহুবলশালী, দিব্য অস্ত্রাদির প্রয়োগে যে সুপণ্ডিত, তার অসাধ্য কি আছে ?

অশ্ব। ভো ভো! পাণ্ডব-মৎস্য-সোমক-মগধ-প্রদেশস্থ ক্ষত্রাধম সকল!—তোরা শোন্ :—

পিতৃমুণ্ড ছিন্ন হ'লে প্রজ্বলন্ত অগ্নি সম
তীক্ষ্ণধার ভাস্বর কুঠারে
যা' করে ভার্গব পূর্ব্বে, তাহা কি তোদের কভু
পশে নাই শ্রবণ-কুহরে ?
ক্রোধান্ধ এ অশ্বত্থামা
রণে করি অরি-রক্তপাত
পিতৃ-তরপণ-ব্রত
আজি সে সাধিবে অচিরাৎ।

সারথি! তুমি যাও, সমস্ত সাংগ্রামিক উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ক'রে এখনি আমার রথ নিয়ে এসো।

সারথি। যে আজ্ঞে কুমার! [প্রস্থান।

কৃপ। বৎস! এই দারুণ অপমানের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর, আমাদের মধ্যে তুমি ভিন্ন এর প্রতিবিধান আর কে করতে পারে বল।

অশ্ব। তার পর, আর কি করতে হবে ?

কৃপ। তোমাকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক ক'রে সমর ক্ষেত্রে পাঠাতে আমি ইচ্ছা করি।

অশ্ব। মাতুল! সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তা ছাড়া আমাকে তা হ'লে পরাধীন হয়ে থাক্‌তে হবে।

কৃপ। না বৎস, তোমায় পরাধীনও হ'তে হবে না—ব্যাপারটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। দেখ:—

ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্য কভু হারায় কি ভীষ্ম দবে
কিম্বা গুরু দ্রোণে
তব তুল্য সেনাপতি হ'ত যদি নিযোজিত
এই মহা-রণে?

বৎস! তুমি যদি বদ্ধপরিকর হয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ কর, ত্রৈলোক্যও তোমার গতি-রোধ করতে সমর্থ হবে না, তা কি ছার এই যুধিষ্ঠির-সৈন্য? তাই মনে হয়, কৌরবরাজ অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত ক'রে শীঘ্রই তোমার প্রতীক্ষা করবেন।

অশ্ব। এই অপমান-অগ্নি প্রতিহিংসা-সলিলে কখন্ আমি নির্ব্বাণ করতে পারব, তার জন্য আমি উৎসুক হয়ে আছি—আমার আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। আমার পিতার নিধন-সংবাদে কুরুপতি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তাঁকে এখনি গিয়ে বলি,—আজ আমিই সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করব—এ কথা শুন্‌লে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হবেন।

কৃপ। ঠিক বলেছ বৎস, এসো, আমরা তাঁর কাছে যাই।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—ন্যগ্রোধ তরু-তল

(কর্ণ ও দুর্য্যোধন আসীন)

দুর্য্যো। তেজস্বী পুরুষ সবে রিপু-হত বন্ধু-জন-
শোক-পারাবারে
ধৃত-অস্ত্র বাহুরূপ ভেলার আশ্রয়ে দেখ
যায় পরপারে।
আচার্য্য শুনিলা যবে
রণস্থলে পুত্রের নিধন
—শস্ত্রগ্রহণের কালে
করিলেন শস্ত্র বিসর্জ্জন?

পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেছেন,—"স্বভাব অপরি-হার্য্য।" কেন না, শোকান্ধ-চিত্ত হয়ে, ক্ষত্রধর্ম্মের কঠোরতা পরিত্যাগ ক'রে তিনি কি না অবশেষে দ্বিজাতি-সুলভ মৃদুতা অবলম্বন করলেন!

কর্ণ। রাজন্! কৌরবেশ্বর! তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কি?

কর্ণ। শুন্‌তে পাই নাকি, দ্রোণের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি পৃথিবী-রাজ্যে অশ্বত্থামাকে অভি-ষিক্ত করবেন। তা না হ'লে তাঁর অস্ত্রধারণই বৃথা।

দুর্য্যো। (মাথা নাড়িয়া) তাই কি?

কর্ণ। এইজন্যই তাঁর আনুকূল্যে যে সব রাজারা এই কৌরবপাণ্ডব মহা-সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের পরস্পর-নিধনে ও প্রধানপুরুষ-বধে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।

দুর্য্যো। এ কথা ঠিক্।

কর্ণ। রাজন্! আর এক কথা দ্রুপদ, তাঁর বাল্যকাল হতেই এই অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে তাঁকে স্বরাজ্যে বাস করতে দেন নি।

দুর্য্যো। অঙ্গরাজ। তুমি ঠিক্ কথা বলেছ।

কর্ণ। এ শুধু আমার কথা নয়, অন্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এইরূপ মনে করেন

দুর্য্যো। তাই বটে। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

নচেৎ:—অভয় দিয়া বধিল অর্জ্জুন যবে
সেই সিন্ধুরাজে,
পারিত কি উপেক্ষিতে সেই মহারথী দ্রোণ
এইরূপ কাজে?

কৃপ। (অবলোকন করিয়া) বৎস। ঐ দেখ, দুর্য্যোধন কর্ণের সঙ্গে ঐ ন্যগ্রোধ-তরুর ছায়ায় ব'সে আছেন, এসো, আমরা ওঁর নিকটে যাই। (তথাকরণ)

উভয়ে। জয় মহারাজের জয়।

দুর্য্যো। (দেখিয়া) এ কি! কৃপ ও অশ্বত্থামা যে। (আসন হইতে নামিয়া) গুরুদেব! প্রণাম! (অশ্বত্থামার প্রতি)

এসো এসো গুরুপুত্র!— পিতা যার রণে হত
মোদেরি কারণ—
চারু অঙ্গে অঙ্গ মম স্পর্শ করি গাঢ়রূপে
কর আলিঙ্গন।

তব পিতৃ-অনুরূপ
দেখি যে গো ও-ভুজ-পরশ,
তনু মোর রোমাঞ্চিত
—সমুদিত অপূর্ব্ব হরষ।

(আলিঙ্গন পূর্ব্বক পার্শ্বে বসাইয়া)

অশ্ব। (অশ্রুমোচন)

কর্ণ। দ্রোণ-পুত্র! আপনাকে শোকানলে অতি-মাত্র নিক্ষিপ্ত কোরো না।

দুর্য্যো। আচার্য্য-পুত্র! এ বিপৎ-সাগরে আমাদের সহিত তোমার প্রভেদ কি? দেখ:—

তব পিতা দ্রোণাচার্য্য আমারো তো পিতৃ-সখা
অতি স্নেহবান্,
শস্ত্রে যথা তব গুরু আমারো তো গুরু তিনি
তোমারি সমান।
তাঁহার নিধনে মোর
হৃদে জ্বলে যেই শোকানল
শোক-তপ্ত তুমি যে গো
—তুমি-ই তা বুঝিবে কেবল।

কৃপ। বৎস! কুরুপতি যা বল্লেন, তাই বটে।

অশ্ব। রাজন্! আমার প্রতি তোমার যখন এতটা স্নেহ, তখন আমার শোকভারের লাঘব হওয়াই উচিত। কিন্তু:—

জীবিত থাকিতে আমি পিতারে করিল বধ
কেশ আকর্ষণে,
অন্যে যারা পুত্রহীন এবে তারা পুত্র-স্পৃহা
করিবে কেমনে?

কর্ণ। দ্রোণ-পুত্র! এ স্থলে এমন কি করা হয়েছিল যার দরুণ তিনি,—সেই সর্ব্ব-অপমান-পরিত্রাতা শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করলেন?

অশ্ব। অঙ্গরাজ! কি বল্লে তুমি?—"এ স্থলে এমন কি করা হয়েছিল?"

পাণ্ডব-সৈন্যের মাঝে নিজ বাহু-বলে বলী—
শস্ত্র যেই করয়ে ধারণ,
পাঞ্চালের গোত্র-মাঝে যেই থাক্ বাল, বৃদ্ধ
গর্ভশায়ী কিম্বা শিশু-জন,
সেই কার্য্য-সাক্ষী হয়ে আমার বিরুদ্ধে যেই
রণস্থলে করে বিচরণ,
ক্রোধান্ধ জগতান্তক সে জন যদিও হয়
—আমি তার কালান্তক যম।
তা ছাড়া ওগো, জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণ!
এই সেই কুরুক্ষেত্র যেথা পূর্ব্বে জামদগ্ন্য
শত্রু-রক্ত-জলে হ্রদ করিলা প্লাবিত,
তাঁরি মত, ক্ষত্র হস্তে কেশ-গ্রহ-অপমানে
পিতা মোর বিধিমতে হন নিগৃহীত।
তাঁরি এই দীপ্যমান
মহা-অস্ত্র-শত্রু-বিনাশন:
তিনি যা করিলা পূর্ব্বে
—দ্রোণ-পুত্র করিবে এখন।

দুর্য্যো। আচার্য্য-পুত্র! তাঁর ন্যায় অনন্যসাধারণ বীর কি আর কেউ আছে?

কৃপ। রাজন্! দ্রোণ-পুত্র এই সুমহান্ সমর-ভার বহন করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। আমার মনে হয়, ইনি বদ্ধ-পরিকর হ'লে ত্রিলোককেও উচ্ছেদ করতে পারেন—কি ছার এই যুধিষ্ঠির-সৈন্য! অতএব এঁকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক করা হোক্।

দুর্য্যো। তুমি উচিত কথাই বলেছ। কিন্তু অঙ্গরাজ সেনাপতি হবেন ব'লে পূর্ব্বেই স্থির হয়ে গেছে।

কৃপ। রাজন্! ইনি এখন অপমানের শোক-সাগরে নিমগ্ন—অঙ্গরাজের জন্য এঁকে এখন উপেক্ষা করা উচিত নয়; এঁর দ্বারাই শত্রুগণ শাসিত হওয়া উচিত—আর তা যদি না হয়, ইনি কি অত্যন্ত ব্যথিত হবেন না?

অশ্ব। রাজন্! কৌরবেশ্বর! এখনও উচিত-অনুচিতের বিচার?

বন্দিগণ স্তুতিবাদে তোমারে জাগাতে এত
করিল যতন
জাগিলে না তবু তুমি করিয়াও সারা নিশি
নিদ্রায় যাপন?
অকেশব অপাণ্ডব, সোমবংশ-শূন্য আজি
করিব ভুবন।
রণ-পরামর্শ সব করিব গো বাহু-বলে
আজি সমাপন,
নৃপ-বন-ভারাক্রান্ত ধরা-ভার দেখো আজি
করিব হরণ।

কর্ণ। দ্রোণাত্মজ! এ সব বলা সহজ, কিন্তু করা

দুষ্কর। আর কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে এ কাজ অনেকেই করতে পারে।

অশ্ব। অঙ্গরাজ, সে কথা সত্য। কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে অনেকেই এ কার্য্য সাধন করতে পারে বটে। দেখ, আমি শুধু শোকার্ত্ত হয়েই এই কথা বল্‌ছি, বীরজনকে তিরস্কার করা আমার অভিপ্রায় নয়।

কর্ণ। মূঢ়! শোকার্ত্ত ব্যক্তির অশ্রুপাত করাই উচিত ও কুপিত ব্যক্তির শস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে অবতরণ করাই কর্ত্তব্য—এ সব প্রলাপের কি প্রয়োজন?

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে রাধা-গর্ভভারভূত সূতাধম—কেন এরূপ কটূক্তি করছিস্?

কর্ণ।

সূত হই, সূত-পুত্র হই আমি, যা হই তা হই,
কুলে জন্ম দৈবায়ত্ত, নিজায়ত্ত পৌরুষ নিশ্চয়ি।

অশ্ব। কি বল্লে তুমি? আমি অশ্বত্থামা শোকার্ত্ত, তাই অশ্রুপাতই আমার একমাত্র প্রতিবিধানের উপায়—শস্ত্র নয়? দেখ:—

গুরু-শাপ-বাক্যে কি গো বীর্য্য-হীন শস্ত্র মোর
তব শস্ত্র সম?
তব সম আমি কি গো পলায়ে এসেছি হেথা
পরিহরি রণ?
কুল-কীর্ত্তি-স্তুতি-বেত্তা সারথির কুলে কি গো
জনম আমার?
ক্ষুদ্র অরি-অনিষ্ট কি শস্ত্রে নয়—অশ্রুজলে
হবে প্রতিকার?

কর্ণ। (সক্রোধে) ওরে বাক্-সর্ব্বস্ব, বৃথা শস্ত্রধারী অনিপুণ বটু!—

নির্ব্বীর্য্য বা সবীর্য্য বা —কভু আমি করি নাই
শস্ত্র বিসর্জ্জন,
পাঞ্চালের ভয়ে যথা মহাবাহু পিতা তব
করিলা তখন।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে! রথকার-কুল-কলঙ্ক! রাধা-গর্ভভারভূত! শস্ত্রানভিজ্ঞ! আমার পিতার প্রতিও তুই কটূক্তি করছিস্? অথবা:—

ভীরু হোন্—শূর হোন্— তাঁর মহা ভুজ-বল
খ্যাত ত্রিভুবনে
বসুধা আছেন সাক্ষী তিনি যাহা প্রতিদিন
করিলেন রণে।
কেন ত্যজিলেন শস্ত্র— সাক্ষী তার যুধিষ্ঠির
—যিনি সত্যব্রত,
ওহে রণভীরু কর্ণ! সে সময়ে তুমি কোথা
ছিলে গো বল তো।

কর্ণ। (হাসিয়া) হাঁ, আমি ভীরু, আর তুমিই অদ্বিতীয় বীর'! কিন্তু দেখ, তোমার পিতার কথা মনে ক'রে সে বিষয়ে আমার একটু সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

হইয়া নিবস্ত্র রণে
করিয়াও শস্ত্র বিসর্জ্জন
উদ্যতাস্ত্র শত্রুকে কি
বীরেরা না করে নিবারণ?
শিরশ্ছেদ হয় তাঁর
—তবু তিনি স্ত্রীলোকের মত
সর্ব্ব-নৃপ-সন্নিধানে
প্রতিকারে হলেন বিরত।

অশ্ব। (সক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) দুরাত্মন্! রাজ-বল্লভ প্রগল্‌ভ! সূতাধম! অসম্বদ্ধ-প্রলাপি!

দুঃখে হোক্ ভয়ে হোক্, না রুধিলা পিতা মোর
দ্রুপদ-পুত্রের সে উত্তোলিত পাণি,
ভুজ-বলে স্ফীত তুমি —রোধো এবে তব শির,
এই দেখ বাম পদ ন্যস্ত করি আমি।

(তথা-করণার্থ উত্থান)

কৃপ ও দুর্য্যোধন। গুরুপুত্র! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও

(নিবারণ করিয়া)

অশ্ব। (পদাঘাত)

কর্ণ। (সক্রোধে উঠিয়া খড়্গা আকর্ষণ) ওরে দুরাত্মন্! ব্রাহ্মণাধম আত্মশ্লাঘি!

জাতিতে অবধ্য তুমি, কিন্তু যে চরণ তব
এবে উত্তোলিত
—এই খড়্গে ছিন্ন হয়ে ভূতলে এখনি দেখ
হবে নিপতিত।

অশ্ব। ওরে মূঢ়! জাতির জন্য যদি আমি অবধ্য হয়ে থাকি, এই দেখ, আমি জাতি ত্যাগ করছি।

(যজ্ঞোপবীত ছেদন ও পুনর্ব্বার সক্রোধে)

কিরীটী সে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল আজি
করিব গো আমি ;
ধর অস্ত্র, কিম্বা ত্যজি হও মোর সন্নিধানে
কৃতাঞ্জলি-পাণি।

(উভয়ে খড়্গ আকর্ষণ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত এবং কৃপ-দুর্য্যোধনের তাহা নিবারণ)

দুর্য্যো। আচার্য্যপুত্র! শস্ত্র-গ্রহণে কি ফল ?

কৃপ। বৎস! সূতপুত্র! শস্ত্র-গ্রহণে কি প্রয়োজন ?

অশ্ব। মাতুল! মাতুল! ধৃষ্টদ্যুম্ন-পক্ষপাতীর ন্যায় তুমি এই পিতৃ-নিন্দুককে বধ করতে আমায় নিষেধ করছ ?

কর্ণ। রাজন্! আমাকে আপনি নিষেধ করবেন না।

ধীর-সত্ব বীরগণ ক্ষুদ্রদের উপেক্ষিলে
অবজ্ঞার ভাবে,
এইরূপ আত্মশ্লাঘা করে তারা এই গৃহে
অন্ধ হয়ে রাগে।

অশ্ব। রাজন্! ওকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওকে আমার বাহুর মধ্যে এনে একেবারে পিষে ফেলি। তা ছাড়া, স্নেহেতেই হোক্ বা কার্য্যানুরোধেই হোক্, যদি অপনি ঐ দুরাত্মাকে আমার হস্ত হ'তে রক্ষা করতে ইচ্ছে করেন— তাও নিষ্প্রয়োজন। কেন না :—

গুণবান্ তুমি অতি অতি উচ্চ চন্দ্রবংশে
তোমার উদ্‌ভব,
সূত-পুত্র পাপাত্মা এ, কেমনে হইবে বল
প্রিয় সখা তব ?
অর্জ্জুনে বধিব আমি,
ওকে তুমি ছাড়ো মহারাজ,
কর্ণ ও অর্জ্জুন-শূন্য
করিব এ ধরণীরে আজ।

কর্ণ। (খড়্গ উঠাইয়া) ওরে বাচাল! ব্রাহ্মণাধম! তা তুই কখনই পারবি নে। ছাড়ুন, মহারাজ, ছাড়ুন, আমাকে নিবারণ করবেন না। (বধ করিতে উদ্যত)

দুর্য্যোধন ও কৃপ। (নিবারণ করিয়া)

দুর্য্যো। কর্ণ! গুরুপুত্র! আজ তোমাদের এ কি বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'ল ?

কৃপ। বৎস! তুমি কোথায় পাণ্ডবদের উচ্ছেদ করবে, না এখন কি না আপনাদের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ ?—এ কি বিপরীত বুদ্ধি! এই সময়ে যদি আত্ম-বিচ্ছেদরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তা হ'লে জানব, তোমা হ'তেই রাজকুলের এই অনিষ্ট ঘটল।

অশ্ব। মাতুল! এই কটু-প্রলাপী, রথকার-কুল-কলঙ্কের দর্প চূর্ণ করতে আমাকে দেবেন না ?

কৃপ। বৎস! এখন নিজ সৈন্যের প্রধানদের মধ্যে বিরোধ করবার সময় নয়।

অশ্ব। মাতুল! তা যদি হয় :—

যাবৎ না এ পাপাত্মা
অরি-শরে হইবে নিধন
—প্রিয় হইলেও অস্ত্র
রণে আমি করিব বর্জ্জন।
ও যদি সেনানী হয়, রুষ্ট ভীমার্জ্জুন হ'তে
মহাভয় হইবে যখন,
রণে যেন মহারাজ ওই প্রিয় সখারেই
সে সময়ে করেন স্মরণ।

(খড়্গ পরিত্যাগ)

কর্ণ। (হাসিয়া) তোমার মত বীরপুরুষের অস্ত্র পরিত্যাগ করলেই বা কি, না করলেই বা কি ?

যতক্ষণ অস্ত্র ধরে
মোর এই ভীম করতল
ততক্ষণ অপরের
অস্ত্র ধরি নাহি কোন ফল।
সাধিতে যা' মোর অস্ত্র হয় গো অক্ষম
বল তো, কে পারে তাহা করিতে সাধন ?

নেপথ্যে। আরে দুরাত্মন্! দ্রৌপদী-কেশাকর্ষণকারী মহাপাতকি! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম! অনেক দিনের পর আজ তোকে সম্মুখে পেয়েছি—ওরে ক্ষুদ্র পশু! তুই কোথায় যাস্? আর, পাণ্ডব-বিদ্বেষী ধনুর্দ্ধারী মহামানী কর্ণ, দুর্য্যোধন, সৌবল প্রভৃতি বীরগণ, তোমরাও শ্রবণ কর :—

যেই নীচ নর-পশু পাঞ্চাল-নন্দিনী-কেশ
করে আকর্ষণ,
পরিধান-বস্ত্র তাঁর নৃপতি-গুরু-সম্মুখে
করয়ে হরণ,
যার হৃদয়ের রক্ত করিব গো পান বলি
করেছিনু প্রতিজ্ঞা তখন
—এ মম ভুজ-পঞ্জরে
সে আজিকে হয়েছে পতন ;
কৌরব তোমরা সবে
তারে এবে করহ রক্ষণ।

সকলে। (শ্রবণ)

অশ্ব। ওগো! অঙ্গরাজ! সেনাপতি! জামদগ্ন্য-শিষ্য! দ্রোণোপহাসি!—যার ভুজবলে ত্রিলোক রক্ষিত—দেখ, এখন আসন্নকাল উপস্থিত—এইবার ভীমের হস্ত হ'তে দুঃশাসনকে রক্ষা কর দিকি।

কর্ণ। আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে, কার সাধ্য যুবরাজের ছায়াকেও আক্রমণ করে? যুবরাজ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

অশ্ব। (সম্মুখে দেখিয়া) মাতুল! হা ধিক্! কি কষ্ট! পাছে ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে অর্জ্জুন দুর্নিবার শরবর্ষণ করতে করতে কর্ণ ও দুর্য্যোধন উভয়েরই পশ্চাতে ধাবমান। হায় হায়! ভীম এইবার বুঝি দুঃশাসনের রক্ত পান করলে—দুর্য্যোধন-অনুজের এই বিপদ আমি আর নিশ্চিন্ত হয়ে দেখ্‌তে পারছিনে—এখানে সত্য-ভঙ্গ দোষের নয়—মাতুল! শস্ত্র—শস্ত্র।

সত্য হ'তে মিথ্যা শ্রেয়ঃ; স্বরগ নরক হোক্
—যা হবার হউক এখন
ভীম-হ'তে দুঃশাসনে রক্ষিবারে পুনঃ আমি
ত্যক্ত-অস্ত্র করিব গ্রহণ।

(শস্ত্র-গ্রহণে উদ্যত)

নেপথ্যে। মহাত্মন্—ভারদ্বাজপুত্র! যে সত্য কখন লঙ্ঘন করনি, এখন যেন তার লঙ্ঘন না হয়।

কৃপ। বৎস! অশরীরী বাণী দেখ তোমাকে অনৃত হতে রক্ষা করছে।

অশ্ব। কি? এই দৈববাণী আমাকে সংগ্রামে অবতরণ করতে নিষেধ করছে? আঃ! দেবতারাও পাণ্ডবদের পক্ষপাতী? ঐ যে—ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করলে—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দুঃশাসন-রক্তপান করিয়া দর্শন
উদাসীন-ভাবে তবু রহিনু এখন?
কি আর করিব তবে আমি এই রণে?
দুর্য্যোধন-উপকার করিব কেমনে?

মাতুল! কর্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, আমি কি অন্যায় অনার্য্য কাজই করেছি—এখন তুমি রাজার কাছে শীঘ্র যাও।

কৃপ। বৎস! আমি এখনি এর প্রতিবিধান করতে চল্লেম—তুমি এখন শিবিরে যাও।

[উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

(প্রহার-মূচ্ছিত দুর্য্যোধনকে লইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। (ভয়-ব্যস্ত হইয়া পরিক্রমণ)

নেপথ্যে। ওগো নরপতিগণ! তোমরা বাহুবলের অহঙ্কারে এই মহা সমর-দোহদে প্রবৃত্ত হয়েছ, কৌরবের পক্ষপাতী হয়ে প্রাণ-সর্ব্বস্ব পণ করেছ, তোমরা এখন তোমাদের সৈন্যদের থামাও। হত দুঃশাসনের কতক রক্ত পান ক'রে, ও অবশিষ্ট রক্তে স্নান ক'রে, ভীম ঘোর বীভৎস-দর্শন হয়ে সেনাদের দারুণ প্রহার করছে—আর, হতাশ সৈন্যেরাও ছত্র-ভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পলায়ন করছে।

সারথি। (দেখিয়া) দেখ দেখ, ধবল-চপল চামরে যার কনক-কমণ্ডলু চুম্বিত, যার শিখরদেশে বৈজয়ন্তী বিরাজিত, এইরূপ একটা রথ সহস্র সহস্র হত অশ্ব-গজ-নর-কলেবর বিমর্দ্দিত ক'রে ও তজ্জনিত বিষম উদ্‌ঘাতে বিকম্পিত হয়ে

কিঙ্কিণী-ধ্বনি করতে করতে ঐ দিকে যাচ্ছে—ঐ রথে কৃপাচার্য্য আরূঢ় হয়ে অর্জ্জুন-আক্রান্ত অঙ্গরাজকে অনুসরণ করছেন। যাক্! এইবার তবে আমাদের সৈন্যগণের একটা নির্ভযের স্থান হ'ল।

(নেপথ্যে—কোলাহলের বিরাম)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ওগো! কৌরব-সৈন্যের বীরগণ!—আমাকে দেখে ভয়ে যাদের ধনু,কৃপাণ,তোমর,শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র হস্ত হ'তে স্খলিত হয়ে পড়েছে—আর ওগো-পাণ্ডব-পক্ষপাতী যোদ্ধৃগণ! তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। আমি নিহত দুঃশাসনের পীবর-বক্ষঃস্থল-নিঃসৃত শোণিতাসব পান ক'রে মদোদ্ধত হ'যে দ্রুতবেগে চলেছি। প্রতিজ্ঞার এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে; সেই অবশিষ্ট আনন্দ-মহোৎসবের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে, কৌরব-রাজের সেই দ্যূত-নির্জ্জিত দাস ভীমসেন, তোমাদের সবাইকে সাক্ষী ক'রে এই কথা বলছে শ্রবণ কর :—

ধনুর্ধারী মান-ধন দুর্য্যোধন নৃপ, আর
কৌরব-বান্ধব সেই কর্ণ, শল্য,
—তাদের সমক্ষে,
পাণ্ডব-বধূর কেশ যে করে গো আকর্ষণ;
—সুতীক্ষ্ণ নখের ধারে বিদারিয়া
তার সেই বক্ষে,
তপত শোণিত, তার থাকিতে থাকিতে প্রাণ,
শোনো সবে আমি আজি, সুখে করিযাছি পান।

সারথি। (সভযে শ্রবণ করিযা) এই যে, কৌরব-রাজপুত্র-মহাবনের উৎপাত-মারুত-স্বরূপ সেই দুরাত্মা নিকটেই উপস্থিত। এখনও তো মহারাজ সংজ্ঞা লাভ করেন নি। আচ্ছা, আমি তবে এই রথ খুব দূরে নিয়ে যাই। কি জানি যদি সেই অনার্য্য এঁর প্রতিও দুঃশাসনের মত অনার্য্য ব্যবহার করে। (সত্বর পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে একটি ন্যগ্রোধ তরু। সরসী-সরোজ-সুরভি-শীতল সমীরণে এর ঘন নবীন পল্লবগুলি কেমন সঞ্চালিত হচ্ছে। সমর-ক্লান্ত বীরজনেরই এই উপযুক্ত বিশ্রাম-স্থান। এখানে এই অযত্ন-সুলভ তাল বৃন্তের ব্যজনে, আর হরিচন্দন-শীতল সরসী-সমীরণে, মহারাজ শীঘ্রই বিগত-ক্লম হবেন। আর এই রথও এখন ছিন্ন-ধ্বজ, সুতরাং সহজেই ছায়াতলে প্রবেশ করতে পারছে। (প্রবেশ) কে আছে গো ওখানে? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! পরিজন কেউই নিকটে নেই? ভীমের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি, আর মহারাজের এইরূপ অবস্থা দেখে তারাও দেখছি ভযে শিবিরে পলায়ন করেছে। ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

"পার্থ হ'তে ভয় নাই"
করি এই অভয় প্রদান
দ্রোণাচার্য্য সিন্ধুরাজে
অবশেষে না করিল ত্রাণ।
হইলেও দুঃসাধ্য স্ব-প্রতিজ্ঞা অনায়াসে
রণ-মাঝে করিযা পূরণ
দুঃশাসন-পরে ভীম করিলেন মৃগবৎ
এ হেন নৃশংস আচরণ?
এ সমস্ত করিযাও কুরুকুল-প্রতিকূল
দৈব সে এখনো
হইতে গো পারে নাই পূর্ণ-মনোরথ তবু
—মনে হয হেন।

(রাজাকে অবলোকন করিয়া) এ কি! এখনও মহারাজের চেতনা হ'ল না? ওঃ! কি কষ্ট। (দীর্ঘনিশ্বাস)

মদমত্ত করি-শিশু বন-মাঝে সব তরু
উৎপাটিয়া, রাখে শুধু
একটি গো শাল-তরু যথা;
কুরুকুলে সেইরূপ সমস্ত কুমার হত,
তুমি শুধু অবশিষ্ট
—নেহারেন কটাক্ষে বিধাতা।

হা, হতবিধে! তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ :—

গদাপাণি ভীমসেন অক্ষত-শরীর রণে
—নাহি তার জীবনে সংশয়,
প্রতিকূল তুমি বিধি করিবে গো পূর্ণ আজি
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।

দুর্য্যো। (অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া) আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে সেই পবন-পুত্র বৃকোদরের

সাধ্য কি যে সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। ভাই দুঃশাসন! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি। সারথি! যেখানে দুঃশাসন আছে, সেই দিকে আমার রথ নিয়ে চল।

সারথি। মহারাজ! আপনার অশ্বেরা এখন রথ-বহনে অক্ষম। (চুপি চুপি) আর আমরাও এখন অক্ষম।

দুর্য্যো। (রথ হইতে নামিয়া সগর্ব্বে আবেগ-সহকারে) রথের অপেক্ষায় থেকে আর কি হবে?

সারথি। (অপ্রতিভ হইয়া সকরুণ-ভাবে) ক্ষান্ত হোন্ মহারাজ।

দুর্য্যো। ধিক্ সারথি! রথের প্রয়োজন কি? পদব্রজেই শত্রু-সৈন্যের মধ্যে গিয়ে দুর্য্যোধন আজ সমস্ত শত্রু বিনাশ করবে, আমি কেবল গদামাত্র হস্তে লয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ ক'রব।

সারথি। মহারাজ! আপনি তা পারেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্য্যো। তা যদি হয়, তুমি এরূপ কথা বল্‌ছ কেন? দেখ:—

বালক সে স্বভাবতঃ চঞ্চল-প্রকৃতি
করিল একটা কাজ— এবে তার প্রতি
অস্ত্র উত্তোলন কবি, সমক্ষে আমার
পাপাত্মা সে কবিতেছে পাপ-ব্যবহার
—এ সময়ে তুমি কি না কর নিবারণ?
নিরখিয়া এইরূপ পাপ-আচরণ
হয় নাকি ক্রোধ তব, দয়া এক রতি?
একটু না হয় লজ্জা তোমার সারথি?

সারথি। (সকরুণভাবে পদতলে পতিত হইয়া) মহারাজ! এখন তবে নিবেদন করি, সেই দুরাত্মা হতভাগা বৃকোদর তার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছে—তাই আমি ঐরূপ বলছিলেম।

দুর্য্যো। (সহসা ভূতলে পতন) হা ভাই! দুঃশাসন! আমার আজ্ঞাক্রমেই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলে—হা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ! আমি যখন শৈশবে তোমাকে কোলে নিতেম, তুমি কি চাঞ্চল্যই প্রকাশ ক'রতে —হা অরাতি-গজবৃন্দ-কেশরি! হা যুবরাজ! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

যথেষ্ট সম্ভোগ-সুখে না করিনু তোমারে গো
লালন-পালন,
বৃথায় অগ্রজ আমি আমা-তরে তব এই
বিপদে পতন।
আমারি আদেশে তুমি
করিলে সে অশিষ্টাচরণ,
অথচ তোমারে আমি
নারিনু গো করিতে রক্ষণ। (পতন)

সারথি। মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

দুর্য্যো। ধিক্ সারথি! তুমি কি করলে?

বালক সে দুঃশাসন আজ্ঞাবহ ভাই মোর
যারে সদা রক্ষা করা
আমার উচিত।
ভীমের সমীপে তারে বলি-উপহার দিয়া
আমি কি না অবশেষে
হইনু রক্ষিত?

সারথি। মহারাজ! মহাবথীদের মর্ম্মভেদী বাণ, তোমর, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রের বর্ষণে মহারাজ মূর্চ্ছিত হওয়ায় আমি রথ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

দুর্য্যো। সারথি! তুমি ভাল কাজ কর নি।

অনুজে নাশিল যে গো
—সে পাণ্ডব-পশুর প্রহারে
মূর্চ্ছা ভাঙিল না মোর
এ কি ঘোর দুর্ভাগ্য হা রে!
যে রক্ত-শয্যায় শোয়
মোর সেই ভাই দুঃশাসন
আমি কিম্বা বৃকোদর
তাহে নাহি করিনু শয়ন?

(নিশ্বাসিয়া আকাশ অবলোকন) হা হতবিধে! তোমার কিছুমাত্র দয়া নেই—তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ।

হবে না কি মৃত্যু মোর? ভীম-হস্তে আমি কি গো
হব না নিহত?

সারথি। মহারাজ! ও পাপ-কথা মুখে আন্‌বেন না।

দুর্য্যো। কি হবে গো রাজ্য-জয়ে প্রাণের সে ভাই যবে হইল বিগত।

(আহত হইয়া একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। আপনারা কি সারথির সঙ্গে মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই দিকে কোথাও দেখেছেন? কৈ, কেউ যে কিছুই বলে না। আচ্ছা, ঐ যে কতকগুলি বদ্ধ-পরিকর লোক ঐখানে দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এরা তো ঘন-বর্ম্মজালে দুর্ভেদ্য-মুখ কঙ্কপত্র দিয়ে নিজ নিজ প্রভুর হৃদয় হ'তে শল্য উদ্ধার করছে। আচ্ছা, অন্য দিকে দেখা যাক্। ঐখানে অনেকগুলি বীর একত্র হয়েছে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। ওহে! মহারাজ কোথায় আছেন, তোমরা কি জান?—এ কি?—এরা যে আমাকে দেখে আরও বেশি কাঁদতে লাগল। এরাও দেখ্‌ছি কিছুই জানে না। এখানে দেখ্‌ছি একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত, যুদ্ধে পুত্র হত হয়েছে শুনে এই বীরমাতা রক্তবস্ত্র পরিধান ক'রে পুত্রের সহিত একসঙ্গে চিতারোহণ করছেন। সাধু, বীর-মাতা সাধু! জন্মান্তরে তোমার পুত্র কখন আর নিহত হবে না। আচ্ছা, অন্য দিকে এখন খোঁজা যাক্। এই আবার কতকগুলি যোদ্ধা বহু অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে ও ক্ষত-স্থানের প্রতীকারে অসমর্থ হ'য়ে ঐখানে রয়েছে; আবার আর একটি যোদ্ধা শূন্যাসন অশ্বকে দেখে রোদন করছে; এদেরও প্রভু নিশ্চয় নিহত হয়েছে। এরাও তো কিছু জানে না; আচ্ছা, আমি তবে অন্যদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এ কি! দৈব বিমুখ হওয়ায়, সকলেই যে নিজ নিজ অবস্থানুরূপ বিপদে প'ড়ে একবারে বিহ্বল। এ স্থলে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কাকেই বা তিরস্কার করি। দৈবই কেবল এখন তিরস্কারের পাত্র অহো দৈব! যিনি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক, শত-ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ও প্রভু; ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, শল্য, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি রাজ-চক্রের—সকল পৃথিবীমণ্ডলের অধিপতি—সেই মহারাজকে এত অন্বেষণ করছি, তবু জান্‌তে পারছিনে তিনি কোথায় আছেন? কিন্তু না, দৈবকে কেন বৃথা তিরস্কার করছি; কেন না, বিদুরের নিষেধ-বাক্যে বিদুরের প্রতি ভর্ৎসনা যার বীজ, পিতামহের হিতোপদেশ যার মূল—সেই জতুগৃহরূপ বিষ-বৃক্ষের চির-পোষিত বদ্ধ বৈররূপ আলবালে জল-সেচন হয়ে এই ফল উৎপন্ন হয়েছে। ঐ যেখানে বিবিধ রত্নপ্রভার ছটায়, সূর্য্য-কিরণ-প্রসূত সহস্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত,—ঐখানে একটা ভগ্নধ্বজ রথ দেখা যাচ্ছে না? ঐখানে নিশ্চয় মহারাজ দুর্য্যোধন বিশ্রাম করছেন। (নিকটে গিয়ে দর্শন) জয় মহারাজের জয়!

সারথি। মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে সুন্দরক এসেছেন।

দুর্য্যো। (অবলোকন করিয়া) এ কি?—সুন্দরক যে! অঙ্গরাজের কুশল তো?

সুন্দ। মহারাজ! শুধু শরীরেরই কুশল।

দুর্য্যো। (ভয়-ব্যস্ত) সুন্দরক! অর্জ্জুনের বাণে রথের অশ্বগণ ও সারথি কি নিহত?—অথবা রথ কি ভগ্ন?

সুন্দ। মহারাজ! রথ ভগ্ন হয়নি—তাঁর মনোরথই ভগ্ন হয়েছে।

দুর্য্যো। (সরোষে) ওরে! এইরূপ অস্পষ্ট কথায় আমার আকুল মনকে আরও আকুল ক'রে তুলছিস কেন?—স্পষ্ট ক'রে বল্।

সুন্দ। সে আজ্ঞে মহারাজ! আশ্চর্য্য! মহারাজের মুকুটমণির প্রভাবে রণ-প্রহারবেদনা দূর হ'ল। (সগর্ব্বে পরিক্রমণ) শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসন নিহত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

সারথি। সুন্দরক! দৈব আমাদের পূর্ব্বেই তা বলেছেন—তবু আবার বল।

দুর্য্যো। আমরা শুনেছি, তবু বল।

সুন্দর। শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসনের বধে আমার প্রভু অঙ্গরাজ কুপিত হয়ে, কুটিল ভ্রূকুটি ললাট-তলে ধারণ ক'রে, অতি ক্ষিপ্রহস্তে অসংখ্য বাণ-বর্ষণ করতে করতে সেই দুরাচার দুরাত্মা মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন।

উভয়ে। তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, উভয় সৈন্যের অশ্ব-পদাতির পদোত্থিত ধূলি-জালে এবং অসংখ্য গজ-বৃন্দের পতন-সমুদ্ভূত ঘন-ঘোর অন্ধকারে উভয় সৈন্যই অন্ধীভূত হ'ল।

উভয়ে। তার পর, তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সেই অন্ধকারের মধ্যে দূরাকৃষ্ট ধনুকের টঙ্কারোত্থিত গম্ভীর ভীষণ শব্দ প্রলয়-মেঘের গর্জ্জন ব'লে মনে হ'তে লাগল।

দুর্য্যো। তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ! উভয়-সৈন্য পরস্পরের প্রতি সিংহনাদে গর্জ্জন করতে লাগল। বীরগণের পরিহিত লৌহকবচে বিবিধ অস্ত্রসমূহ নিপতিত হয়ে তা হ'তে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিস্ফূরিত হ'তে লাগল। চাপ-জলধর হ'তে সহস্রধারে শরধারা বর্ষণ হ'তে লাগল। এইরূপে রণদুর্দ্দিন দুর্দ্দর্শন হ'য়ে উঠল।

দুর্য্যো। তার পর—তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাছে পরাভব হয়, এই আশঙ্কায়, সেই দিকে তাঁর সেই বানরধ্বজ রথ ধাবিত করলেন; রথের অশ্বগণ বজ্র-গর্জ্জনে হ্রেষারব করতে লাগল, বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাদি-লাঞ্ছিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অশ্ব-চালনায় ব্যাপৃত হলেন—আর পাঞ্চজন্য দেবদত্ত প্রভৃতি শঙ্খ নিনাদিত হয়ে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

দুর্য্যো। তার পর—তার পর ?

সুন্দ। তার পর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় পিতাকে আক্রমণ করেছে দেখে, কুমার বৃষসেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, শিরঃ-স্খলিত মুকুট পরিত্যাগ ক'রে, কঠিন ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে আর দক্ষিণ হস্তে শর-পুঙ্খ-বন্ধন মুক্ত ক'রে সারথিকে ত্বরা দিতে দিতে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দুর্য্যো। (গর্ব্বিত-ভাবে) তার পর—তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন সেখানে এসেই বিগলিত-শিখা-শ্যামল স্নিগ্ধ-পুঙ্খ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কঙ্কপত্রযুক্ত, শিলাময় তীক্ষ্ণধার শল্যরূপ কুসুম-ভূষিত শর-জালে ধনঞ্জয়ের রথকে একেবারে ছেয়ে ফেল্লেন।

দুর্য্যো। (সহর্ষে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণধার ভল্ল ও বাণ বর্ষণ করতে করতে, একটু হেসে বল্লেন, "ওরে বৃষসেন! রণে তোর পিতাও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, তা তুই তো বালক। যা, তুই অন্য কুমারদের সঙ্গে যুদ্ধ কর গে।" এই কথা শুনে, গুরুজনের প্রতি কটূক্তি-জনিত কোপে আরক্ত-মুখ হয়ে, ভীষণ ভ্রূকুটি ধারণ করে ধনুর্দ্ধারী বৃষসেন—পরুষবচনে নয়—কিন্তু মর্ম্মভেদী পরুষবাণে অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন।

রাজা। সাধু বৃষসেন সাধু! সুন্দরক! তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় কুমারের শাণিত-শর-প্রহারের বেদনায় কুপিত হয়ে, বজ্র-নির্ঘোষে গাণ্ডীব-টঙ্কার ক'রে শিক্ষা-বলের অনুরূপ বাণ-বর্ষণে দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন ক'রে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।

দুর্য্যো। (আকূত-সহকারে) তার পর—তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, তাঁর শত্রু চটুল-হস্তে ধনুর্গুণ সংযোজন ও পরিত্যাগে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করছে দেখে, কুমার বৃষসেন আরও ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

দুর্য্যো। তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, উভয়ের মধ্যে কিয়ৎ-কালের জন্য যুদ্ধের বিরাম হ'লে, "সাধু কুমার বৃষসেন সাধু"—এইরূপ উভয়-সৈন্যের বীরগণ চীৎকার করতে করতে তাঁকে দেখতে লাগল।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, পূর্ব্বে যাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণ অবজ্ঞা করেছিল—সেই পুত্রের সমর-ব্যাপার দেখে, প্রভু অঙ্গরাজের মনে কখন রোষ, কখন হর্ষ, কখন করুণা ও কখন শঙ্কার উদয় হতে লাগল; এবং তিনি একসঙ্গেই ভীম-সেনের উপর শরধারা ও কুমার বৃষসেনের উপর বাষ্পাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর—তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমারের প্রতি উভয়-সৈন্যের সাধুবাদ শ্রবণে ও কুমারের শর-বর্ষণে অর্জ্জুন ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, জ্যা, রাজচিহ্ন শুভ্র আতপত্র,—সমস্তেরই উপরে সমানভাবে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (সভয়ে) তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার রথহীন ও ছিন্ন-ধনুর্গুণ হয়ে, চতুর্দ্দিকে শর-পতন-বশতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করতে না পেয়ে, অবশেষে মণ্ডল-গতি রচনা ক'রতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (আশঙ্কা-সহকারে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সারথি, রথ ধ্বংস হওয়ায় প্রভু অঙ্গরাজের রোষ উদ্দীপিত হ'ল। তিনি তখন ভীমসেনের আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে ধনঞ্জয়ের উপর অজস্র-ধারে বাণ-বর্ষণ ক'রতে লাগলেন। কুমার বৃষসেনও পরিজনোপনীত অন্য রথে আরোহণ ক'রে আবার ধনঞ্জয়ের প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। আর এইরূপ বল্‌তে লাগলেন, —ওরে পিতৃ-তিরস্কার-মুখর মধ্যম পাণ্ডব! আমার এই বাণ-সকল তোর শরীর ছাড়া আর কোথাও পড়বে না—এই কথা ব'লে সহস্র সহস্র শরে পাণ্ডব-শরীর আচ্ছন্ন ক'রে সিংহনাদে গর্জ্জন করতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) অহো! মুগ্ধস্বভাব বালকের কি পরাক্রম! তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় সেই শত সহস্র শর অঙ্গ হ'তে ঝেড়ে ফেলে, রথের উৎসঙ্গ-দেশ হ'তে কনক-কিঙ্কিণী-জাল-ঝঙ্কারিণী, মেঘ-মুক্ত নভস্তলের ন্যায় নির্ম্মলা, শাণিত-শ্যামল-স্নিগ্ধমুখী, বিবিধ-রত্ন-প্রভা-সমুজ্জ্বলা, ভীষণ-রমণীয়দর্শনা একটি শক্তি গ্রহণ ক'রে উপহাস-সহকারে কুমারের অভিমুখে নিক্ষেপ করলেন।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) ওহোহো!

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সেই প্রজ্বলন্ত শক্তিকে দেখে, অঙ্গরাজের হস্ত হ'তে শর-সমেত ধনু, হৃদয় হ'তে বীর-সুলভ সাহস, নেত্র হ'তে অশ্রুজল, মুখ হ'তে হাসি একেবারে স্খলিত হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় হাস্‌তে লাগলেন, বৃকোদর সিংহনাদ ছাড়তে লাগলেন—কুরু-সৈন্যগণ "সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল" এই ব'লে চীৎকার করতে লাগল।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন শাণিত "ক্ষুরপ্র" বাণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে, অনেকক্ষণ ধ'রে সন্ধান ক'রে—ভগবান ত্রিলোচন ভাগীরথীকে অর্দ্ধপথে যেরূপ ত্রিধা করেছিলেন,—তিনিও সেইরূপ শক্তিকে ত্রিখণ্ড ক'রে ফেল্লেন।

দুর্য্যো। সাধু বৃষসেন সাধু!—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে বীরেরা মহা কোলাহল ক'রে সাধুবাদ দিতে লাগল, সমর-তূরী নিনাদিত হ'তে লাগল, সিদ্ধ-চারণেরা পুষ্প বিকীর্ণ ক'রে সমরাঙ্গন আচ্ছাদন ক'রে ফেল্লে।

দুর্য্যো। অহো, বালকের কি অদ্ভুত পরাক্রম!—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, প্রভু অঙ্গরাজ এই কথা বল্লেন, "ওগো বৃকোদর! তোমার আমার যুদ্ধ-ব্যাপার এখনও তো শেষ হ'ল না। এখন যদি তোমার অনুমতি হয় তো আমার পুত্রের ও তোমার ভ্রাতার ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা-নৈপুণ্য একটু দেখা যাক্। এই যুদ্ধ তোমারও দর্শন-যোগ্য। তার পর ভীমসেন ও অঙ্গরাজ মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে বিরত হয়ে অর্জ্জুন ও বৃষসেনের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, শক্তি খণ্ডিত হওয়ায় অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বল্লেন;—"ওরেরে দুর্য্যোধন-প্রমুখ!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

দুর্য্যো। সুন্দরক! বল, তাতে দোষ নেই—ও তো অন্যের কথা।

সুন্দ। শুনুন মহারাজ! "ওগো দুর্য্যোধন-প্রমুখ কৌরব-সেনাপতিগণ! ওগো অবিনয়-নদীর কর্ণধার কর্ণ! তোমরা আমার অসাক্ষাতে, একাকী পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ—এখন আমি তোমাদেরই সাক্ষাতে কুমার বৃষসেনকে এই দেখ বধ করি" এই কথা ব'লে সগর্ব্বে গাণ্ডীব আস্ফালিত ক'রে ভীষণ নির্ঘোষে ধনুর্গুণ টঙ্কার করলেন। প্রভুও তাঁর "কলপৃষ্ঠ" নামে ধনু সজ্জিত করলেন।

দুর্য্যো। (অবহিথ-সহকারে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন ভীমসেনকে যুদ্ধ করতে নিষেধ ক'রে অঙ্গরাজ ও বৃষসেন-রূপ কূল-ধ্বংসী বাণ-নদী রচনা করলেন। তারাও উভয়ে পরস্পর-প্রতি স্নেহ-প্রদর্শিত শিক্ষা-বিশেষের দ্বারা মধ্যম পাণ্ডবকে আক্রমণ করলে।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন—বাণ বর্ষিত হচ্ছে কেবল উচ্চ জ্যা-নির্ঘোষেই তা জানা যাচ্ছিল; কি নভস্তল, কি প্রভু, কি রথী, কি ধরণী, কি কুমার, কি কেতু-দণ্ড, কি সৈন্য, কি সারথি, কি তুরঙ্গম, কি বীরগণ—কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না?

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কিছুক্ষণ এইরূপ শর-বর্ষণ হবার পর পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে সহর্ষ সিংহ-নাদ, ও কৌরব-সৈন্য-মধ্যে "হায় হায়! কুমার বৃষসেন হত"—এইরূপ কাতর হাহাকার সমুত্থিত হয়ে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হ'ল।

দুর্য্যো। (অশ্রুপাতের সহিত ক্রোধ) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, প্রথমে কুমারের সারথি, তুরঙ্গ নিহত হ'ল; আতপত্র, ধনু, চামর, ধ্বজদণ্ড সমস্ত ভগ্ন হ'ল; অবশেষে স্বর্গ-ভ্রষ্ট সুর-কুমারের ন্যায় একটি বাণে বিদ্ধ হয়ে কুমারও রথ-মধ্যে পতিত হলেন। এই সমস্ত দেখে আমি এখানে আস্ছি।

দুর্য্যো। (সাশ্রু-নয়নে) ওহোহো কুমার বৃষসেন! —আর শুনে কি হবে? হা বৎস বৃষসেন! আমার কোলের চঞ্চল শিশু! তুমি আমার কি আজ্ঞাকারীই ছিলে! হা গদা-যুদ্ধ-প্রিয়! হা শৌর্য্য-সাগর! রাধেয়-কুলাঙ্কুর! প্রিয়দর্শন! হা দুঃশাসন-নির্ব্বিশেষ সর্ব্ব-গুরু-বৎসল! কোথায় তুমি?—উত্তর দাও।

বিশাল সে নেত্র দুটি, নবচন্দ্র-কান্তি সম
অতি রমণীয় তার
ফুটন্ত যৌবন।
কেমনে গো অঙ্গরাজ পঙ্কজ-বদনে তার
মৃত্যুর বিকৃত-দৃষ্টি
করিল দর্শন?

সারথি। মহারাজ! শোকে অভিভূত হবেন না।

দুর্য্যো। সারথি! পুণ্যবানেরাই দুঃখ-ভাগী হয়; কিন্তু:—

হত-বন্ধু-অপমান
করিয়া গো প্রত্যক্ষ দর্শন
যে অনলে হৃদি মোর
দগধ হতেছে অনুক্ষণ
তার কাছে কোথা দুঃখ
—কোথা আর হৃদয়-বেদন?

(মূর্চ্ছিত)

সারথি। মহারাজ! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্।
(বস্ত্রাঞ্চলে বীজন)

দুর্য্যো। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভদ্র সুন্দরক! বয়স্য অঙ্গরাজ তার পর কি করলেন?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, পুত্রকে সেইরূপ নিহত দেখে, বিগলিত অশ্রুজল সম্বরণ ক'রে, শত্রুর প্রহার উপেক্ষা ক'রে, প্রভু অঙ্গ-রাজ ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন। তার পর, সারথির নিধনে রুষ্ট হয়ে, জীবনের আশা পরিত্যাগ ক'রে ঐরূপ ভাবে তিনি আস্ছেন দেখে, ভীমসেন নকুল সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ধনঞ্জয়ের রথকে আগ্‌লিয়ে দাঁড়াল।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর, অর্জ্জুনের ধনুরূপ প্রলয়-মেঘ হ'তে অজস্র শর-ধারা বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেল, প্রভু অঙ্গরাজকে শল্য তখন এইরূপ বল্লেন, —"দেখ অঙ্গরাজ! তোমার রথের অশ্বগণ নিহত, চক্রনেমি, যুগন্ধর ভগ্ন—এ অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করা তোমার উচিত নয়"—এই ব'লে রথ ফিরিয়ে দিলেন। এবং বহু প্রকারে বুঝিয়ে তাঁকে রথ হ'তে নামালেন।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর, প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব ক'রে পরিজনদের অন্য রথ আন্‌তে বল্লেন। পরিজনেরা অন্য রথ এনেছে দেখে, আমার দিকে চেয়ে বল্লেন:—"সুন্দরক! এই দিকে এসো", আমিও নিকটে গেলেম। তার পর মস্তক হ'তে একটা পত্রিকা বার ক'রে নিজ দেহ-বিগলিত রক্তবিন্দুতে বাণ-মুখ লিপ্ত ক'রে সেই বাণ দিয়ে মহারাজকে এই পত্র লিখ্‌লেন।

(পত্রিকা অর্পণ)

দুর্য্যো। (গ্রহণ করিয়া পাঠ)
স্বস্তি মহারাজ দুর্য্যোধন!
সমরাঙ্গন হইতে কর্ণ গাঢ় কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছে:—

"শস্ত্রের প্রয়োগে কৃতী আমারো অধিক যে গো;
ভ্রাতৃগণ-মাঝে যার নাহিক সমান;
নিশ্চয় সে অর্জ্জুনেরে অক্লেশে করিবে জয়"
—এইরূপ করিতে গো তুমি অনুমান।
কিন্তু দেখ তবু আমি পারি নাই বধিবারে
দুঃশাসন-অরি সেই দুষ্ট অরজুনে,

এসো তুমি ত্বরা করি' কর দুঃখ-প্রতিকার
ভুজ-বীর্য্য-বলে কিম্বা অশ্রু-বিমোচনে।

দুর্য্যো। বয়স্য! কর্ণ! কর্ণ!—একে আমি শত ভ্রাতৃ-নিধনে দগ্ধ হচ্ছি, তার উপর আবার কেন তুমি আমাকে বাক্য-শেলে বিদ্ধ করছ বল দিকি? আচ্ছা, ভদ্র সুন্দরক! এখন অঙ্গরাজ কি করছেন?

সুন্দ। মহারাজ! দেহের আবরণ-কবচ অপনীত ক'রে আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প হয়ে, এখন তিনি যুদ্ধের চেষ্টায় আছেন।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সত্বর উঠিয়া) সুন্দরক! আমার হয়ে তুমি শীঘ্র তাঁকে গিয়ে এই কথা বুঝিয়ে বল, "এখন আর তুমি জয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না, এখন আমাদের উভয়েরই একই সংকল্প" কিন্তু :—

পার্থেরে করিয়া বধ অন্ত্যেষ্টি-সলিল তার
যত সব বন্ধুবর্গে দিয়া
মোচন করিয়া অশ্রু কতিপয় মন্ত্রী আর
শত্রুদেরো গাঢ় আলিঙ্গিয়া
—সেই শেষ আলিঙ্গন জন্মান্তরে পুন যার
নাহি সম্ভাবনা—
ত্যজিব এ ছার দেহ— হবে তপ্ত কিম্বা তৃপ্ত
যা হয় হোক্ না।

কিন্তু না—শোকের বিষয় আমার কিছু বল্‌বার নেই।

তব পুত্র বৃষসেন মমানুজ দুঃশাসন
—রণে হত হ'ল
কি বুঝাব আমি তোমা, তুমিই বা মোরে কিবা
বুঝাবে তা বল।

সুন্দ। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান

দুর্য্যো। এ কি! রথ-চক্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

সারথি। মহারাজ! রথ-চক্রের শব্দটা যেন ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হচ্ছে।

দুর্য্যো। পরিজনেরা নিশ্চয়ই রথ নিয়ে এসেছে। যাও, তুমি রথ সজ্জিত কর গে।

সারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যো। (অবলোকন করিয়া) এখনও তুমি রথে ওঠো নি?

সারথি। পিতা ও জননী সঞ্জয়ের সঙ্গে রথে আরোহণ ক'রে মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন।

দুর্য্যো। হায় হায়! দৈব কি গর্হিত কর্ম্মই করেছেন! সারথি! তুমি যাও, শীঘ্র রথ নিয়ে এসো, আমিও পিতৃ-দর্শন পরিহার ক'রে একান্তে অবস্থান করি গে।

সারথি। মহারাজ! এখন এই দুই জন আত্মীয়মাত্র আপনার অবশিষ্ট—আপনি কি এঁদের সান্ত্বনা করবেন না?

দুর্য্যো। সারথি! বিধাতা যার প্রতি বিমুখ, সে আবার কি সান্ত্বনা করবে? দেখ :—

অদ্যই আমরা যবে রণ-ভূমে দুই জনে
করিনু প্রস্থান
দুঃশাসন ও আমার আনত মস্তক তাঁরা
করিলা আঘ্রাণ।
ঘটিল সে বালকের শত্রু-শরে রণ-ভূমে
যে দশা বিষম
—গুরুজন-পার্শ্বে গিয়া বল দেখি তাঁহাদের
কি বলি এখন?

তথাপি, গুরুজনের পাদবন্দনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

(রথারোহণে গান্ধারী, সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

ধৃত। বৎস সঞ্জয়! কুরু-কুল-কাননের একমাত্র অবশিষ্ট পল্লব,—আমার সেই বৎস দুর্য্যোধন বেঁচে আছে কি বেঁচে নেই?

গান্ধা। জাদু! বাছা এখনও বেঁচে আছে যদি সত্য হয়, বল এখন সে কোথায় আছে?

সঞ্জ। ঐ যে, মহারাজ একাকী বটচ্ছায়ায় ব'সে আছেন।

গান্ধা। কি বল্লে জাদু—একাকী? এক শত ভ্রাতা তাঁর পাশে ব'সে নেই?

সঞ্জ। তাত! জননি! ধীরে ধীরে রথ থেকে নাবুন।

(উভয়ের অবতরণ)

লজ্জিত দুর্য্যোধন উপবিষ্ট।

সঞ্জয়। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! এই দেখুন, জননীর সহিত পিতা এসেছেন, মহারাজ কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

দুর্য্যো। (অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন)

ধৃত। শরীর হইতে বর্ম্ম
একেবারে ক'রি উন্মোচিত,
কঙ্কমুখ-যন্ত্রে শল্য
ধীরে ধীরে করি অপনীত,
বেঁধেছে যে ক্ষত-পরে
ক্ষত-শোষী পটির বন্ধন,
—আর কর্ণ এবে যার
একমাত্র আশ্রয় অধম—
জিত-শত্রু সে রাজায়
দূর হ'তে করিয়া দর্শন
নাহি জিজ্ঞাসিনু তাবে
—আমি যে গো হতভাগ্য জন—
"বেদনা কি বৎস তব
হইয়াছে কিছু উপশম"?

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী স্পর্শ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)

গান্ধা। বাছা! বাণ-প্রহারের বেদনায় এত কাতর হয়েছ যে, আমাদের সঙ্গেও কথা কইতে পারছ না?

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমি কি কাজ করিনি, যার দরুণ তুমি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না?

গান্ধা। বাছা! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কও, তা হ'লে কি দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ কিম্বা আর কেউ আমাদের সঙ্গে এখন কথা কইবে? (রোদন)

দুর্য্যো। আমি পাপী নরাধম, নিজ চক্ষে করিয়াও
অনুজের বিনাশ দর্শন
না করিনু প্রতিকার; পিতা-মাতা উভয়েরি
আমি-ই তো অশ্রুর কারণ।
বিমল ভরত-কুল
—তাহে জাত আমি কুসন্তান
পুত্রক্ষয়-কারী মোরে
পুত্র বলি কেন কর জ্ঞান?

গান্ধা। জাদু! দুঃখ কোরো না। তুমিই এখন এই অন্ধ-দুটির পথপ্রদর্শক হয়ে চিরজীবী হও। আমার রাজ্যেই বা কি হবে?—বিজয়েই বা কি হবে?

দুর্য্যো। জননি গো, এ কি তব
অসঙ্গত বিপরীত কথা?
সুক্ষত্রিয়া তুমি যে গো
উচিত কি তব এ দীনতা?
বাৎসল্য-বিহীনা তুমি,
শত পুত্র তোমার নিহত
না ভাবো তাদের তরে,
—এ অযোগ্যে রক্ষিতে উদ্যত?

নিশ্চয় পুত্রশোক হ'তেই এ সব চেষ্টা হচ্ছে।

সঞ্জ। মহারাজ! তবে কি এই লোকপ্রবাদটি মিথ্যে যে, "ঘটের কূপ-পতন-কালে রজ্জুও সেই সঙ্গে সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়"?

দুর্য্যো। এ কথা সমাচীন নয়। উপকরণীয় বস্তর অভাবে উপকরণের কি প্রয়োজন? (রোদন)

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! তুমি নিজে শান্ত হও; আর, আমাকে ও তোমার অভাগিনী মাকেও সান্ত্বনা কর।

দুর্য্যো। তাত! এ সময়ে তোমাদের সান্ত্বনা আর কি করব? কিন্তু এখন এই একমাত্র সান্ত্বনা:—

কুন্তীপুত্রগণে আমি করিব নিধন,
তব পুত্রে বধিয়াছে কুন্তীর নন্দন,
কুন্তীও তোমার মত পুত্র-শোক-গ্রস্ত
হইবে অচিরে—ভাবি হও গো আশ্বস্ত।

গান্ধা। জাদু! এখন এই আমাদের যথেষ্ট যে, তুমি জীবিত আছ—এখন আর কার জন্য শোক করব? তা, দেখ জাদু! যুদ্ধ করবার তোমার এ সময় নয়—তোমার কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছি, তুমি যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হও—অনুগ্রহ ক'রে এই কথাটি আমাদের রাখো।

ধৃত। বৎস! আমার সব পুত্রই নিহত হয়েছে— তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট—তোমার জননীর কথা—আমার কথা শোনো বৎস। দেখ:—

যার পরাক্রম দেখি ভীষ্ম-দ্রোণ-বল-বীর্য্য
তুচ্ছ জ্ঞান করিত গো শত্রু জ্ঞাতিকুল
—সেই কর্ণ-সম্মুখেই তার পুত্রে ফাল্গুনি
বধিল—দেখিয়া বিশ্ব ভয়েতে আকুল।

সব পুত্র হত মোর, তোমাতেই শেষ এবে
রিপুর সে প্রতিজ্ঞা-বচন
মোরা অন্ধ পিতা মাতা—আমাদের অনুনয়
এবে বৎস করহ শ্রবণ।

দুর্য্যো। যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'তে ফিরে গিয়ে তার পর আমি করব কি?

গান্ধা। তোমার পিতা কিম্বা বিদুর যা বল্‌বেন, তাই করবে।

সঞ্জ। রাজন্‌! সেই কথাই ঠিক্‌।

দুর্য্যো। সঞ্জয়! এখনও কি কিছু উপদেশ দেবার আছে?

সঞ্জ। মহারাজ! যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিনই বিজিগীষু নৃপতিদের উপদেশ দেওয়া জ্ঞানীদের কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ভাল, এখন জ্ঞানীর উপদেশটা কি শোনা যাক্‌।

ধৃত। বৎস! সঞ্জয় তো ঠিকই বল্‌ছেন—এতে রাগ করবার কি আছে? যদি তুমি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকো, তা হ'লে আমিই তোমাকে বল্‌ছি শোনো।

দুর্য্যো। বল পিতা, বল।

ধৃত। বৎস! অধিক আর কি বল্‌ব, যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত পণ স্বীকার ক'রে এখন সন্ধি কর।

দুর্য্যো। দেখ পিতঃ! মা পুত্র-স্নেহে বিহ্বল হয়ে, সঞ্জয় নিৰ্ব্বুদ্ধিতার বশে, এইরূপ যা-ইচ্ছা তাই বলছেন; আপনারও মোহ উপস্থিত, অথবা পুত্রনাশ-জনিত হৃদয়-জ্বরে আপনিও অভিভূত। বাসুদেবের যে সন্ধির প্রস্তাব আমরা শত-ভ্রাতায় মিলে তখন অবজ্ঞার সহিত একেবারে অগ্রাহ্য করেছিলেম, এখন পিতামহ, আচার্য্য, অনুজ ও নৃপ-মণ্ডলীর বিনাশ দেখে, শুধু দেহের মায়াবশে, —উদাত্ত পুরুষদের যা লজ্জার বিষয়,—সেই দুঃখনিবারক সন্ধি কিনা দুর্য্যোধন আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে স্থাপন করবে? তা ছাড়া সঞ্জয়, তুমি তো একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি—তুমি তো জানো:—

কভু না করয়ে সন্ধি নৃপগণ, হীনবল
রিপুগণ-সনে
দুঃশাসন-হীন আমি—সানুজ-পাণ্ডব সন্ধি
করিবে কেমনে?

ধৃত। বৎস! তা হলেও আমার প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির কি না করতে পারেন? তা ছাড়া যুধিষ্ঠির তোমা অপেক্ষা আপনাকে সর্ব্বদাই হীন-বল মনে করেন।

দুর্য্যো। সে কিরূপ?

ধৃত। শোনো, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তাঁর এক ভ্রাতারও মৃত্যু হয়, তা হ'লে তিনি আর প্রাণধারণ করবেন না। সংগ্রামে তো ছলের অভাব নেই, তাই তিনি সর্ব্বদাই অনুজের বিপদ আশঙ্কা করেন, এবং এই হেতু তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যও তোমার সহিত তিনি সন্ধি করতে সম্মত হ'তে পারেন।

সঞ্জ। ঠিক্‌ কথা।

গান্ধা। বাছা! তোমার পিতার এই যুক্তি-সঙ্গত কথা তুমি শোনো।

দুর্য্যো। তাত! জননি! সঞ্জয়!

একটি অনুজ-নাশে—প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ—
করিবে সে প্রাণ বিসর্জ্জন,
শত ভ্রাতৃ-নিধনেও দুর্য্যোধন অনায়াসে
সহিবে এ কষ্টের জীবন?
দুঃশাসন-রক্তপায়ী ভীমসেনে চূর্ণ করি
এই মোর গদার আঘাতে
না নিক্ষেপি দিকে-দিকে তার সেই পাপ-দেহ
—করিব কি সন্ধি তার সাথে?

গান্ধা। হা জাদু দুঃশাসন! হা দুর্ম্মর্ষণ! হা বিকর্ণ! বীর-শত-প্রসবিনী গান্ধারী শত পুত্র তো প্রসব করে নি, শত দুঃখ প্রসব করেছিল।

(সকলে রোদন)

সঞ্জ। (অশ্রু ত্যাগ করিয়া) তাত! আপনারা মহারাজকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এখানে এসেছেন—অতএব আপনারা এখন ধৈর্য্য-ধারণ করুন।

ধৃত। বৎস! দৈব এখন তোমার প্রতি বিমুখ। তুমি যদি এখনও শত্রু-সম্বন্ধে অভিমান পরিত্যাগ না কর, অভাগিনী গান্ধারী এখন আর কাকে অবলম্বন ক'রে জীবন-ধারণ করবে?—তুমিই বৎস এখন তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

দুর্য্যো। শুনুন বলিঃ—

ভুবন রক্ষিল যারা,
ভুঞ্জিল গো অতুল ঐশ্বর্য্য,
শত্রু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী
যাহাদের মহাতেজ বীর্য্য,
সহস্র মুকুট-চূড়া
যাহাদের পদে অবনত,
সেই শত পুত্র তব
অরি নাশি' সমরে নিহত।
সগরের মত এবে
মাতৃ-সাথে তুমি গো এখন
ধরণীর ভার, তাত!
বিনা-শোকে করহ বহন।

এর বিপরীত হ'লে মহারাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হবে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

গান্ধা। (শুনিয়া সভয়ে) সঞ্জয়! এ কি!— হাহাকার-মিশ্রিত তূর্য্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?

সঞ্জ। হাহাকার করে, এরূপ ভীরুজন এখানে কোথায়?

ধৃত। বৎস সঞ্জয়! এই হাহাকার যে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে—জানো দিকি এর কারণটা কি—নিশ্চয় একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে।

দুর্য্যো। তাত! যতক্ষণ না আর কিছু অশুভ সংবাদ শোনা যায়, ততক্ষণ অনুগ্রহ ক'রে আমাকে রণস্থলে অবতরণ করতে অনুমতি দিন।

গান্ধা। জাদু! মুহূর্ত্তকাল তুমি এখানে থেকে আমাকে আশ্বস্ত কর।

ধৃত। বৎস! যদি তুমি যুদ্ধে যাব ব'লে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে থাকো, তা হলে শত্রুকে বরং গোপনে বধ করবার উপায় চিন্তা কর।

দুর্য্যো। চোখের সম্মুখে দেখি হত বন্ধুজনে
শত্রুবধ অনুচিত কপটে গোপনে।
না পারিব করিতে যা প্রকাশ্য আহবে
—সে কার্য্য করিয়া বল কিবা ফল হবে?

গান্ধা। জাদু! তুমি এখন একাকী—কে তোমাকে সাহায্য করবে?

দুর্য্যো। তব পুত্র-ক্ষয়-কারী
আমি একা বটে গো জননি,
সমতা আসুন দৈব,
নিষ্পাণ্ডব করিয়া ধরণী।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওহে বীরগণ! তোমরা কৌরবেশ্বরকে নিবেদন কর, এখন ঘোর সংহার-কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। অপ্রিয় কথা শ্রবণে বিমুখ হয়ে আর কি হবে? এখন সময়োচিত প্রতিবিধান করাই কর্ত্তব্য। দেখ:—

ছাড়ি দিয়া অশ্ব-রশ্মি
শল্য সেই কর্ণের সারথি
—পার্থ-বাণাঙ্কিত-তনু—
শূন্য-রথে চলে ধীর-গতি।
পরিচিত পথ ধরি
অশ্বগণ রথ লয়ে যায়,
জিজ্ঞাসে কুরুরা সবে
"অঙ্গরাজ কোথায়—কোথায়"?
সজল-নয়নে শল্য বলে বার্ত্তা—কাঁপাইয়া
যত কুরুবীরে
এইরূপে শূন্য-রথে শল্য দেখ, যাইতেছে
ফিরিয়া শিবিরে।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সভয়ে) আঃ! অস্পষ্ট বজ্রপাতের মত কে নিষ্ঠুররূপে এইরূপ ঘোষণা করছে? কে আছে ওখানে?

(ভয়-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।
(ভূতলে পতন)

দুর্য্যো। কি হয়েছে?

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়। বল, বল কি হয়েছে।

সারথি। মহারাজ! কি আর বল্‌ব?

শল্য-সম শল্য যবে শূন্য মনোরথ-সম
কর্ণ-শূন্য রথোপরি
হয়ে অবস্থিত
পশিল শিবির-মাঝে, জন-সঙ্ঘ তথাকার
কর্ণ-শূন্য রথ হেরি
হইল মূর্চ্ছিত।

দুর্য্যো। হা বয়স্য কর্ণ! (মূর্চ্ছিত)
গান্ধা। জাদু! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।
সঞ্জ। শান্ত হও, শান্ত হও মহারাজ!
ধৃত। ওঃ, কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ভীষ্ম দ্রোণ হ'লে হত একটি যে অবলম্বন
মম পুত্র-প্রিয়-সখা —সে কর্ণও হইল নিধন।

বৎস! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। দেখ হতবিধে!
শত পুত্র-শোক সহি—অন্ধ আমি—ভার্য্যা-সহ
মোর এই শোচ্য দশা
তোমারি গো কৃত;
এ দুর্য্যোধনেও তুমি নিরাশ করিলে হায়
সখা-গুরু-বন্ধুবর্গে
করি নিঃশেষিত।

বৎস দুর্য্যোধন! তোমার অভাগিনী মাতাকে
সান্ত্বনা কর।
দুর্য্যো। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ওগো কর্ণ! আমা-প্রতি অবিচল প্রীতি তব
করি প্রকাশিত
শ্রুতি-সুখকর-বাক্য ক্ষণেকের তরে তুমি
কর বিতরিত।
বিচ্ছেদ তোমার সনে কখন তো ঘটে নাই,
তোমার অপ্রিয় আমি
করি নাই কভু,
বৃষসেন-বৎসল! পাসরিয়া সখা-স্নেহ
কেন মোরে তেয়াগিয়া
যাইতেছ তবু?
(পুনর্মূর্চ্ছিত)

সকলে। (সান্ত্বনা দান)
দুর্য্যো। (সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মম প্রাণাধিক সেই অঙ্গরাজ কর্ণ আজি
সমরে নিহত,
আবার চেতনা লভি তবু আমি বেঁচে আছি
—লজ্জা হয় তাত।

অপিচ :—

শোচনীয় হইলেও রণ-হত দুঃশাসন,
বন্ধুবর্গ অন্য,
শোক করি না গো এবে দুঃশাসন-তরে কিম্বা
আর কারো জন্য।

কর্ণেতে দুঃশ্রাব্য যাহা কর্ণের সে অমঙ্গল
ঘটালে যে জন
তাহারে সবংশে আজি সমরে বধিব আমি
এই মোর পণ।

গান্ধা। জাদু! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হও।
ধৃত। বৎস! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমার্জ্জন কর।
দুর্য্যো। আমার উদ্দেশে যবে
করিল সে প্রাণ বিসর্জ্জন
সে সময়ে কেহই তো
না করিল তারে নিবারণ।
তার তরে করি আমি
এক বিন্দু অশ্রু বিমোচন
—তাহাও এ দীন জনে
করিতে কি দিবে না এখন?

সারথি! কে না জানি আমাদের
কুলান্তকর এই অসম্ভব কার্য্য সাধন করলে?
সারথি। মহারাজ! লোকের মুখে এইরূপ
শুন্‌লেম :—

চক্র ভূমে মগ্ন হ'লে,—চক্রপাণি সূত যার,
আমাদের সৈন্যের যে যম,
—ইন্দ্রের নন্দন সেই মহাবীর ধনঞ্জয়
বধিলা গো তাঁহারে রাজন্‌।

দুর্য্যো। কর্ণের সে মুখ-চন্দ্র স্মরণ করিয়া
শোক-সিন্ধু মম এবে উঠে উথলিয়া।
বাড়বাগ্নি সম ক্রোধ হয়ে প্রজ্বলিত
আচ্ছন্ন করিছে তাহে এবে মোর চিত।

জননি! তাত! প্রসন্ন হয়ে তোমরা
আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দাও।

সুদুঃসহ শোকানলে নিরন্তর দহিতেছি
আমি যে এখন;
—সমান বিপত্তি দুই— বরঞ্চ গো ভাল এবে
সমরে মরণ।

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)

সত্য বটে পুত্র ওগো! অনিশ্চিত রণ-স্থলে
জয়-পরাজয়;
কিন্তু সেই ভীম-কর্ম্মা ভীমে স্মরি ভয়ে দ্রব
হয় যে হৃদয়।

তুমি মানী দুর্য্যোধন শঠতায় নহ দক্ষ
—রণে তব শৌর্য্যেরি প্রকাশ।
শক্রগণ রণ-মাঝে করে ছল বহুতর
—হায়! মোর হবে সর্ব্বনাশ!

গান্ধা। জাদু! যে আমার শত পুত্রের যম, সেই বৃকোদরের সহিত তুমি যুদ্ধ প্রার্থনা করছ?

দুর্য্যো। জননি! বৃকোদরের কথা এখন থাক্।

হৃদি-মনোরথ যে গো সর্ব্বাঙ্গ-চন্দন-রস,
অমলেন্দু এ মোর নয়নে;
মাতঃ! তব পুত্র-তুল্য, পিতঃ! তব নীতি-শিষ্য,
—সেই কর্ণে যে বধিল রণে,
তারি পরে শর মোর
পড়িবে এক্ষণে।

সারথি! আর কাল-হরণ ক'রে কি হবে? আমার রথ সজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো। আর তুমি যদি পাণ্ডবদের ভয় কর, তুমি থাকো; আমি শুধু গদা-হস্তেই রণ-স্থলে অবতরণ করব। আর কিছু ভাব্‌বার দরকার নেই। এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন! যদি আমাদের দগ্ধ করবে বলেই তুমি স্থিরনিশ্চয় হয়ে থাকো, তা হ'লে অন্ততঃ নিকটস্থ কোন বীরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত কর।

দুর্য্যো। পূর্ব্ব-হ'তেই অভিষিক্ত হ'য়ে আছে।

গান্ধা। কে সে হতভাগ্য?

ধৃত। সে শল্য—না অশ্বত্থামা?

সঞ্জয়। হায় হায়!

ভীষ্ম গত, দ্রোণ হত, অঙ্গরাজ কর্ণ সেও
নিহত গো রণে।
—অতি বলবতী আশা— শল্য সে করিবে জয়
পাণ্ডু-পুত্রগণে?

দুর্য্যো। শল্যেরই বা কি প্রয়োজন? অশ্বত্থামারই বা কি প্রয়োজন?

হয়, রণে প্রাণ দিয়া লভিব গো কর্ণ-আলিঙ্গন
নয়, পার্থ-প্রাণ হরি করিব গো বৈর-নির্য্যাতন।
অভিষিক্ত করিয়াছি তাই আপনারে
অবারিত নয়নের অশ্রুবারি-ধারে।

নেপথ্যে। (কলরবের পর) ওগো কৌরব-সৈন্যের প্রধান বীরগণ! আমাদের দেখে ভয়ে কেন পালাচ্ছ? তোমরা বল, সুযোধন এখন কোথায় আছেন?

সকলে। (সভয়ে শ্রবণ)

(ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! একই রথে দুটি বীর-পুরুষ আরূঢ় হয়ে—আপনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা ক'রে ইতস্ততঃ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে।

সকলে। কোন্ দুজন?—কে কে?

সারথি। সেই কর্ণারি অর্জ্জুন, আর সেই বৃক-তুল্য বৃকোদর।

গান্ধা। (সভয়ে) জাদু! এখন কি কর্ত্তব্য?

দুর্য্যো। এই গদা তো আমার নিকটেই আছে।

গান্ধা। হায়! এইবার বুঝি এই হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হ'ল।

দুর্য্যো। এখন শোক-বিলাপের সময় নয়। সঞ্জয়! সঞ্জয়! রথে তুলে পিতা ও জননীকে শিবিরে নিয়ে যাও। আমাদের শোক দূর করবার লোক এখন এখানে উপস্থিত।

ধৃত। বৎস! একটু অপেক্ষা কর। কি অভিপ্রায়ে এসেছে, একবার জানি।

দুর্য্যো। তাত! জেনে কি হবে? আপনি যান।

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবস্থান)

(রথারূঢ় ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

ভীম। ওগো সুযোধনের অনুজীবিগণ! কেন তোমরা বৃথা ভয়াকুল হয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করছ?—তোমাদের আর কোন ভয় নাই।

দ্যূত-ছল-প্রবর্ত্তক, জতুগৃহ-দাহ-কারী,
কৃষ্ণা-কেশ-বস্ত্রাকর্ষী
দুরাত্মা যে জন;
পাণ্ডবেরা যার দাস;—দ্রোণাচার্য্য, দুঃশাসন
অনুজ-শতের যে গো
সুহৃদ উত্তম;
—কোথা সেই অভিমানী দুর্য্যোধন? রোষ-ভরে
আসি নাই হেথা তাঁরে
করিতে দর্শন।

ধৃত। সঞ্জয়! ও দুর্ম্মতির এ যে দারুণ ভর্ৎসনা।

সঞ্জ। তাত! অপ্রিয় কার্য্য সমস্ত শেষ ক'রে এখন অপ্রিয় বাক্য বল্তে আরম্ভ করেছে।

দুর্য্যো। সারথি! দুজনকেই গিয়ে বল, আমি এই-খানেই আছি।

সারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ। (তাহাদের নিকটে গিয়া) শোনো ওগো ভীম,অর্জ্জুন! মহারাজ পিতা-মাতার সহিত ঐ বট-বৃক্ষের ছায়া-তলে আছেন।

অর্জ্জু। মহাশয়! ক্ষমা করবেন। পুত্রশোকার্ত্ত পিতামাতাকে এখন দর্শন ক'রে বিরক্ত করব না—এখন আমরা তবে যাই।

ভীম। মূঢ়! সদাচার যে অলঙ্ঘনীয়। গুরুজনদের প্রণাম না ক'রে যাওয়াটা উচিত হয় না। (নিকটে গিয়া) সঞ্জয়! গুরুজনদের নিকটে আমাদের প্রণাম জানাও। না, থামো—আমরা নিজেই জানাবো। (রথ হইতে অবতরণ) গুরুজনেরা বন্দনীয়, স্বয়ং গিয়ে আমাদের প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জু। (নিকটে গিয়া) তাত! জননি!

তোমাদের পুত্রদের সর্ব্ব-রিপু-জয়-আশা
যার পরে ছিল বিদ্যমান,
যার গর্ব্বে গরবিত হইয়া তাহারা সবে
করিত গো বিশ্বে তৃণ-জ্ঞান
—সেই রাধা-পুত্র-নাশী মধ্যম পাণ্ডব আসি
তব পদে করে গো প্রণাম।

ভীম। বহুসংখ্য কৌরবে যে করিল নিধন,
দুঃশাসন রক্ত-পানে মত্ত যেই জন,
দুর্য্যোধন-উরু যে গো করিবে ভঞ্জন
কর সে ভীমের এবে প্রণাম গ্রহণ।

ধৃত। দুরাত্মা বৃকোদর! তুমিই যে কেবল শত্রুবিনাশ করেছ, তা নয়; যে অবধি ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি, সেই অবধিই সমর-বিজয়ীরা জয়লাভ ক'রে আসছে, বীরেরাও যুদ্ধে নিহত হয়েছে; তবে কেন বৃথা আস্ফালন ক'রে তুমি আমাদের বিরক্ত করছ?

ভীম। তাত! রুষ্ট হবেন না।

পাণ্ডুপুত্রগণ-বধূ—কৃষ্ণার আকর্ষি কেশ
যে সকল নৃপগণ করে অপমান
তাহারা সকলে এবে পাণ্ডবের ক্রোধানলে
হইয়াছে দগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গ সমান।

সংবাদ দিতেছি শুধু—ভুজ-বল-শ্লাঘা কিম্বা
নাহি করি বৃথা অহঙ্কার;
যেই গুরুতর কাজ পুত্র-পৌত্র করে তব
—তুমি তাত সাক্ষী আছ তার।

দুর্য্যো। ওরে পবন-তনয়! তোর নিন্দিত কাজের জন্য বৃদ্ধ রাজার কাছে আবার আত্ম-শ্লাঘা করছিস্?

তা ছাড়া:—

তুমি ভীম, তুমি পার্থ, সেই যুধিষ্ঠির, আর
নকুল ও সহদেব ভাই দুইজন
—তোমাদের ভার্য্যা সেই দ্যুত-দাসী—তার
কেশ সভামাঝে মমাজ্ঞায় করে আকর্ষণ।
যে সকল নৃপগণে বধিলে তোমরা রণে
তাহাদের কি বা দোষ এই বৈর-কাজে?
বাহুবীর্য্য-ধন-মদে ঘোর-মত্ত যে গো আমি
আমারে জিনিলে তবে দর্প তব সাজে।

ওরে দুরাত্মা! সে তোর অসাধ্য। (সক্রোধে উঠিয়া বধ করিতে উদ্যত)

ধৃত। (ধরিয়া বসাইয়া দিলেন)

ভীম। (ক্রোধে প্রজ্বলিত)

অর্জ্জুন। দাদা! এত রুষ্ট হচ্ছ কেন?

কাজে না করিতে পারি মোদের অপ্রিয়
বচনে করিছে এবে—ধর্ত্তব্য কি ও?
শত-ভ্রাতৃ-বধে দুঃখী কহিছে প্রলাপ,
তাহে দাদা বল দেখি কিসের সন্তাপ?

ভীম। ওরে রে ভরত-কুল-কলঙ্ক!

রে কটু-প্রলাপভাষি! না যদি গো করিতেন
গুরুজন মোরে নিবারণ,
গদায় চূর্ণিয়া অস্থি সদ্য তোরে পাঠাতাম
সে দুঃশাসনের সদন!

তা ছাড়া, মূঢ়!

তব কুল-পদ্ম-বনে প্রমত্ত বারণ যে গো
—সেই ভীম হলেও কুপিত
—কু-নৃপ তুই যে অতি—তবুও যে এত দিন
ধরাতলে আছিস্ জীবিত,
তাহার কারণ, তোর অদৃষ্টে ছিস রে দেখা
বিদারিত ভ্রাতৃ-বক্ষঃস্থল।
আর, স্ত্রীলোকের মত নেত্র হ'তে বিসর্জ্জন
অনর্গল শোক-অশ্রুজল।

দুর্য্যো। আমি তোমার মত কটূক্তি-মুখর নই। কিন্তু :—

অচিরে বন্ধুরা তব সমর-অঙ্গনে সুপ্ত
দেখিবে তোমায়
—ভীম-ভূষা-বিভূষিত গদা-ভগ্ন-বক্ষ-ক্ষত
শোণিত-ধারায়।

ভীম। (হাসিয়া) তোমার কথা কি অবিশ্বাস করতে পারি?—তুমি ঠিকই বলছ—আমার মৃত্যু তো আসন্ন—তবু তোমাকে একটা কথা বলি শোনো :—

মোর পীন ভুজ-দ্বয়ে ঘুরাইয়া গুরু গদা
চূর্ণি' বক্ষঃস্থল তব
শিরে পদ করিব স্থাপন,
—কালিকে প্রভাতে তাহা
নৃপগণ করিবে দর্শন।
তব ভ্রাতৃগণ-সহ তোমারে দলিত করি,
যে রক্ত নিঃসৃত হবে
সেই ঘন রকত-চন্দন
আনখ বিলিপ্ত করি'
করিব গো অঙ্গের ভূষণ

নেপথ্যে। ওগো ভীমসেন। ওগো অর্জ্জুন। যিনি অশেষ অরাতি-সৈন্য নিহত করেছেন, মহাপরাক্রান্ত পরশুরাম-সদৃশ যাঁর যশোরাশি, যাঁর প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল তাপিত, সেই শ্রীমান্ অজাত-শত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির এই আজ্ঞা করছেন :—

উভয়ে। দাদা কি আজ্ঞা করছেন?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে :—

গৃধ্র-কঙ্ক-বিখণ্ডিত হত দেহে রণ-স্থল
অতীব দুর্গম ;
আত্মীয়েরা অন্বেষিয়া দেহগুলি অগ্নিসাৎ
করুক এখন ;
জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদের অশ্রু-মিশ্র জল এবে
করুক অর্পণ।
রিপুদের সঙ্গে দেখ ভানুও হইল অস্তগত,
করহ একত্র এবে—রণস্থলে সৈন্য আছে যত।

উভয়ে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। ওরে রে গাণ্ডীব-ধারী মহাবল অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!—তুই এখন কোথায় যাস্?

কর্ণ-ক্রোধে এত দিন বিজয়ী ধনুক আমি
করিয়াছিলাম বিসর্জ্জন
শূর-শূন্য রণ-স্থলে তাইতো বর্দ্ধিত হয়
তব বাহু-বীর্য্য-পরাক্রম।
শস্ত্রত্যাগী অবিজিত পিতা মোর, তাঁর
শিরশ্ছেদ-কথা করিয়া স্মরণ
পাণ্ডু পুত্র-প্রলয়াগ্নি দ্রৌপদ-সৈন্য-নাশী
দ্রৌণি দেখ করে আগমন।

ধৃত। (শুনিয়া সহর্ষে) বৎস দুর্য্যোধন। দ্রোণের অপমানে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে ঐ দেখ বীরবর অশ্বত্থামা এসেছেন। পিতা অপেক্ষাও ওঁর সমধিক বল; আর উনি শিক্ষাবান, দেব-তুল্য; অতএব তুমি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা কর।

গান্ধা। যাও জাদু, ওঁর অভ্যর্থনা কর গে।

দুর্য্যো। তাত। জননি। অঙ্গরাজের বধাভিলাষী বৃথা-যৌবন-বল-শস্ত্রধারী এই বীরকে নিয়ে আমাদের কি হবে?

ধৃত। দেখ বৎস। এ সময়ে এইরূপ বাক্যে এতাদৃশ পরাক্রান্ত বীরদের বিরাগ উৎপাদন করা তোমার উচিত নয়।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। জয় হোক কৌরব-রাজের।

দুর্য্যো। (উঠিয়া) গুরুপুত্র! এখানে বোসো। (বসাইয়া)

অশ্ব। রাজন্। দুর্য্যোধন।

কর্ণ-তৃপ্তিকর বাক্য
তোমা কাছে কর্ণ কহি-কত
কার্য্যে যা করিল রণে
—সকলি তো আছ অবগত।
দ্রোণ-পুত্র এবে দেখ
ধনুতে জ্যা করি আরোপণ
শত্রু-অভিমুখ হ'তে
করিয়াছে হেথা আগমন;
রণ-পরাভব দুঃখ
এবে তুমি ত্যজহ রাজন্।

দুর্য্যো। (অসূয়া-সহকারে)—আচার্য্য-পুত্র !
অঙ্গরাজ হ'লে হত তবে তুমি শস্ত্র রণে
করিবে ধারণ
—এই যদি ছিল মনে প্রতীক্ষা কর গো তুমি
আমারো মরণ ;
কেন না, অভিন্ন মোরা ;—দোঁহা মাঝে কেবা কর্ণ
কেবা দুর্য্যোধন ?

অশ্ব। কি ? এখনও সেই কর্ণের পক্ষপাতী—আমাদের প্রতি অবমাননা ? রাজন্! কৌরবেশ্বর! আচ্ছা, তাই হোক্।

[প্রস্থান।

ধৃত। বৎস! এ তোমার কিরূপ মোহ? এই সময়ে কঠোর বাক্য ব'লে অশ্বত্থামার মত ব্যক্তির বিরাগ উৎপাদন কর্‌ছ ?

দুর্য্যো। আমি কি এমন অপ্রিয় মিথ্যা বলেছি, যাতে ও ক্রুদ্ধ হতে পারে ? দেখুন :—

ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্র-মাঝে
ছিল যার মহিমা অক্ষত,
তোমাদের ভাগ্য-দোষে
এবে যে গো সমরে নিহত
—সেই অঙ্গরাজ-নিন্দা
মিত্র-কাছে করিছে অশেষ
উহাতে অর্জ্জুনে তবে
বল দেখি, আছে কি বিশেষ ?

ধৃত। অথবা বৎস! তোমারি বা এতে কি দোষ? এখন ভরত-কুলের অন্তিম দশা উপস্থিত। দেখ, গান্ধারি! আমি অতি হতভাগ্য—আমি এখন কি বলি বল দেখি। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ করা যাক্। দেখ সঞ্জয়, আমার নাম ক'রে ভারদ্বাজ অশ্বত্থামাকে তুমি এই কথা বল—

এই সুযোধন-সহ একসঙ্গে গান্ধারীর
স্তন্য তুমি করিয়াছ পান ;
সেই সে শৈশবের চঞ্চল অঙ্গের ধূলি
বস্ত্র মোর করিয়াছে ম্লান ;
অনুজ-নিধন-শোকে অতি-প্রণয়ের বশে
যদি সে বলিয়া থাকে
অপ্রিয়-বচন ;
—তোমার সমীপে বৎস! কাতর মিনতি মোর—
ক্রোধ পুষি রেখো না গো
মনে বহুক্ষণ।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা তাত। (উত্থান)

ধৃত। আর যদি এ কথা গ্রাহ্য না কর, তা হ'লে এইরূপ বল্‌বে :—

অযথা কথায় ভুলি তোমার অমন পিতা
করিয়া গো শস্ত্র বিসর্জ্জন
সহিলা যে সেইরূপ ঘোরতর অপমান,
তাহা এবে তুমি বৎস করিয়া স্মরণ
সেই দুর্য্যোধন-উক্তি মন হ'তে করি দূর
বল-বীর্য্য আত্মা-মাঝে কর আনয়ন।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা তাত। [প্রস্থান।

দুর্য্যো। সারথি! আমার যুদ্ধের রথ সজ্জিত কর।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

ধৃত। গান্ধারি! এখান থেকে এসো আমরা এখন মদ্র-রাজ শল্যের শিবিরে যাই। বৎস! তুমিও সেখানে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী আসীন।
দাসী ও কঞ্চুকী দাণ্ডায়মান।

যুধি। (সচিন্ত-ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

ভীষ্ম-রূপ মহার্ণব
—আসিয়াছি মোরা তার পারে ;
দ্রোণানল নির্ব্বাপিত
হইল গো যে-কোন-প্রকারে ;
কর্ণ আশীবিষ-সর্প
—হয়েছে সে বিগত-পরাণ ;
মদ্র-অধিপতি শল্য
—সেও তো গো গেছে স্বর্গ-ধাম।
ভীম যে সাহস-প্রিয়, অল্প যার আছে বাকি
সাধিতে বিজয়,
—প্রতিজ্ঞা-বচনে তার করিয়াছে মো-সবার
জীবন-সংশয়।

দ্রৌ। (সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ! তার চেয়ে বল্লে না কেন, পাঞ্চালী হতেই এই জীবন-সংশয় ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে।

যুধি। কৃষ্ণা! আমি তো—(কঞ্চুকীকে অবলোকন করিয়া) দেখ বুধক!

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি। আমার নাম ক'রে সহদেবকে এই কথা বল:—ক্রুদ্ধ বৃকোদরের "আজি বধ করব" এইরূপ সদ্য-পাল্য প্রতিজ্ঞাব কথা শুনে মানী কৌরব-রাজ নিরুদ্দেশ হযে কোথায় লুকিয়ে আছেন। এখন তাঁর পদ-চিহ্ন অনুসরণ করবার জন্য অতি নিপুণ-বুদ্ধি, বিভিন্ন স্থানেব যথার্থ্যাভিজ্ঞ চর-সকল এবং যারা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করতে পটু—যারা সুযোধনের বিচরণ-স্থানের সন্ধান জানে—এইরূপ ভক্তিমান সুমন্ত্রিগণ সামন্ত-পঞ্চক প্রদেশের চারিদিকে গমন করুক। আর তারা যদি কৃতকার্য্য হয়, তা হ'লে ধনাদি পারিতোষিক দেবে ব'লে তাদের নিকট অঙ্গীকার কোরো। তা ছাড়া:—

কিবা পঙ্কে, কি সৈকতে— গুপ্ত-পথবেত্তা যারা
যাক্ সেই কইবর্ত্তগণ;
লতা ঢাকা কুঞ্জ-বন চেনে যারা—সেই সব
গোপালেরা করুক গমন;
শক্র-মিত্র-পদ-বেত্তা বন্ধাভিজ্ঞ ব্যাধ যত
ব্যাঘ্র-বনে করুক ভ্রমণ;
প্রতি মুনি-গৃহে যাক্ চর-সব—যাহাদের
আছে সিদ্ধ-পুরুষ-লক্ষণ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ!

যুধি। আরও এইরূপ সহদেবকে বল্বে:—

সশঙ্ক হইয়া কেহ করিছে আলাপ কি না
—জানুক গোপনে;
সুপ্ত বা রোগার্ত্ত কিম্বা সুরামত্ত—তাহাদের
যাক্ অন্বেষণে।
মৃগদের ত্রাস যেথা,
আর যেথা বিহঙ্গ নীরব,
নৃপ-পদ-চিহ্ন যেথা
—সেই বনে যাক্ তারা সব।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ করত সহর্ষে) মহারাজ! পাঞ্চালক এসেছে।

যুধি। শীঘ্র তাকে নিয়ে এসো।

কঞ্চু। (প্রস্থান করিয়া পাঞ্চালকের সহিত পুনঃ প্রবেশ) ঐখানে মহারাজ; পাঞ্চালক, তুমি এগিয়ে যাও।

পাঞ্চা। জয় মহারাজের জয়! মহারাজ ও দেবীকে একটি সুসংবাদ দিই।

যুধি। বাপু পাঞ্চালক! সেই দুরাত্মা কৌরবাধমের কি কোন পদ-চিহ্ন পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা। মহারাজ! শুধু পদ-চিহ্ন নয়, দেবীর কেশাকর্ষণ-পাপের প্রধান হেতু—স্বয়ং সেই দুরাত্মাকেই পাওয়া গেছে।

যুধি। (সহর্ষে পাঞ্চালককে আলিঙ্গন করিয়া) বাপু, তুমি উত্তম কাজ করেছ—এ সুসংবাদ বটে। তাকে কি দেখ্তে পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা। মহারাজ! শুধু দেখ্তে পাওয়া গেছে, তা নয়, সমর-ক্ষেত্রে দেখ্তে পাওয়া গেছে।

দ্রৌপদী। (সভয়ে) কি? আমার নাথ সমর-ক্ষেত্রে?

যুধি। (সভয়ে) সত্য, ভায়া আমার রণ-ক্ষেত্রে?

পাঞ্চা। আজ্ঞে হাঁ, সত্য। মহারাজের কাছে কি মিথ্যা বল্তে পারি?

যুধি। ভীম মহাপরাক্রান্ত জানি আমি, তবু চিত্ত
ভয়-বশে বিবেক-মন্থর,
উত্তোলিত-গদা সেই বৃকোদর-ভুজ-বীর্য্য
জানি তবু শঙ্কিত অন্তর।

(দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া ও তাঁহার মুখের অশ্রুজল মুছাইয়া) অয়ি সুক্ষত্রিয়ে!

গুরুজন, বন্ধুজন
—সহস্র নৃপের সন্নিধান,
সভামাঝে আমাদের
হয়েছিল যেই অপমান
তার প্রতিকার প্রিয়ে
করিব গো হয় প্রাণ দিয়া,
নয় সেই পশু-তুল্য
দুর্য্যোধনে সমরে বধিয়া।
না, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।
যাহার আদেশমতে দুঃশাসন করে তব
কেশ আকর্ষণ

—নিশ্চয় তাহারে ভীম বধি আজি করিবে গো
প্রতিজ্ঞা পালন,
কেশও তব বাঁধা হবে বধ হবে যখন সে
পাপ দুর্য্যোধন।

পাঞ্চালক! বল বল, সে দুরাত্মাকে কোথায় পাওয়া গেল? এখন সে কোন্ কাজেই বা প্রবৃত্ত?

দ্রৌ। বল বাছা, বল।

পাঞ্চা। মহারাজ! দেবি! আপনারা তবে শুনুন। মহারাজ যখন মদ্র-রাজ শল্যকে বধ করলেন, গান্ধার-রাজের পতঙ্গকুল যখন সহদেবের অনলে প্রবিষ্ট হ'ল, সেনাপতি-নিধনে নিরানন্দ হয়ে যখন বীরগণ রণভূমি ছেড়ে চ'লে যেতে লাগল, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনার অধিষ্ঠিত সৈন্যের ঘোর আক্রমণে শত্রু-সৈন্য পরাজিত হয়ে, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে, যখন উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে লাগল, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, যখন বিনষ্ট হ'ল, আর যখন কুমার বৃকোদরের সেই অল্প-পাল্য প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধন শ্রবণ করলে, তখন সেই দুরাত্মা কৌরবাধম যে কোথায় গিয়ে লুকালো, তা কেউ জানতে পারলে না।

যুধি। তার পর?

দ্রৌ। বল, তার পর কি হ'ল।

পাঞ্চা। মহারাজ! দেবি! অবধান করুন। তার পর, ভগবান বাসুদেবের অধিষ্ঠিত এক রথে আরূঢ় হয়ে ভীমার্জ্জুন কুমারদ্বয় আর আমরা সবাই সমস্ত "সামন্তপঞ্চক"-ময় খুঁজে বেড়াতে লাগলেম, কিন্তু কোথাও সেই অনার্য্যকে পাওয়া গেল না। তার পর, আমাদের ন্যায় ভৃত্যবর্গ দৈবের আচরণে খেদ প্রকাশ করছি, কুমার অর্জ্জুন উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করছেন, বৃকোদর বর্ষা-নিশা-সঞ্চরিত বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় পিঙ্গল-কটাক্ষে নিজ গদাকে উদ্দীপ্ত করছেন, ভগবান নারায়ণ অবশিষ্ট স্বল্পকার্য্যের অসমাপ্তির দরুণ বিধাতাকে তিরস্কার করছেন, এমন সময়ে এক জন সংবাদ-দাতা, কুমার ভীমসেনের নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। সে সদ্য একটা মৃগ বধ করায় সেই রক্ত তার চরণে তখনও সংলগ্ন; সেই মাংসরাশি ত্যাগ ক'রে সে যেন তখনি আসছে; তার পর, অৰ্দ্ধশ্রুত-বর্ণে—ভাবার্থ কেবল অনুমান করা যায় মাত্র এইরূপ অস্পষ্ট ভাষায়—কুমারের নিকট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এইরূপ বলতে লাগল:—মহারাজকুমার! এই বৃহৎ সরোবরের তীরে দুইটি পদের অনুরূপ পদ-পংক্তি দেখা গেছে—তার মধ্যে একটি যেন স্থল পার হয়ে এসেছে—আর একটি যেন তা নয়। "কুমারের যথা আদেশ"—এই কথা ব'লে আমরা সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলেম। আর ভগবান বাসুদেব সেই সরোবরতীরে এসে দুর্য্যোধনের পদ-চিহ্ন চিনতে পেরে বল্লেন:—"দেখ বৃকোদর, সুযোধনের সলিল-স্তম্ভনী বিদ্যা জানা আছে, নিশ্চয় সে তোমার ভয়ে এই সরসীর মধ্যে শুয়ে আছে।" কৃষ্ণের এই কথা শুনে, সলিলচারী সৈন্যগণ সরোবরের চারিদিকে ভ্রমণ ক'রে সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগল, ভয়ে কুম্ভীরেরা জল থেকে উঠে পড়ল; কুমার বৃকোদর তখন ভৈরব-গর্জ্জনে বলতে লাগলেন:—ওরে রে বৃথা-প্রখ্যাত অলীক-পৌরুষাভিমানি পঞ্চাল-রাজ-তনয়া-কেশাকর্ষক! মহাপাতকি! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম!

শুদ্ধ চন্দ্র-কুলে জন্ম— এই পরিচয় দিয়া
এখনো কি গদা তুমি করিছ ধারণ?
দুঃশাসন-রক্ত-পানে যে অরি প্রমত্ত এবে
তার সনে করিবে কি তুমি সম্ভাষণ?
দর্প-মদে অন্ধ হয়ে মধুকৈটভ-দৈত্য সম
হরি সনে হয়েছিলে প্রবৃত্ত সমরে;
মোর ভয়ে নরাধম! ত্যজিয়া সমর-ভূমি
এবে লুকায়েছ আসি পঙ্কের ভিতরে!
তা ছাড়া—রে মানান্ধ কৌরবাধম!
কুরু-অন্তঃপুর-নারী 'মোর বলে হত-পতি
—করে এবে কেশ উন্মোচন,
পাঞ্চালীর প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি এবে তাই
হইয়াছে প্রায় উপশম।
ভাই তব দুঃশাসন —হৃদয়-নিঃসৃত তার
তপত-শোণিত আমি করিনু যে পান,
দেখিয়াও তাহা চক্ষে, কি করিলে ভীম-প্রতি?
—অসময়ে অস্ত্র কেন তব অভিমান?

দ্রৌ। নাথ! আবার যদি তোমার দর্শন পাই, তবেই আমার কোপের শান্তি হবে।

যুধি। দেখ কৃষ্ণা, এ সময়ে অমঙ্গলের কথা বলা উচিত নয়। বাপু! তার পর, তার পর?

পাঞ্চা। মহারাজ! এইরূপ ব'লে ভীষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত উদ্যত-গদা-পাণি বৃকোদর ভীষণ বেগে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে সমস্ত সেই বৃহৎ সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগ্‌লেন; সরোবরের জল তীরে ছাপিয়ে উঠল, সমস্ত কমল-বন উৎসন্ন, জলজন্তুরা মূর্চ্ছিত, সমস্ত বিহঙ্গকুল উদ্‌ভ্রান্ত হ'ল।

যুধি। বাপু! তবুও সে জল থেকে উঠল না?

পাঞ্চা। মহারাজ! আর না উঠে থাকৃতে পারে?

সরোবর-তল-দেশ সবেগে সহসা ত্যজি
করিল উত্থ'ন
—কোপ-হুতাশন হ'তে উর্দ্ধদিকে প্রধাবিত
স্ফুলিঙ্গ সমান।
ক্ষিপ্ত ভীম-বাহু-রূপ
মন্দরে হইয়া সুমথিত
ক্ষীরাম্বুধি হতে যেন
কালকূট হ'ল সমুত্থিত।

যুধি। সাধু সুক্ষত্রিয় সাধু!

দ্রৌ। যুদ্ধ হ'ল কি হ'ল না?

পাঞ্চা। এই জলাশয় হতে উত্থান ক'রে, তোরণাকারে দুই হস্তে গদা উত্তোলন ক'রে দুর্য্যোধন এই কথা বল্লে:—"ওগো পবনপুত্র! তুমি কি মনে করছ, দুর্য্যোধন তোমার ভয়ে লুকিয়ে আছে? মূঢ়! পাণ্ডুপুত্রদের বধ করতে না পেরে লজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যেই পাতালে বিশ্রাম ক'রতে আমি উদ্যত হয়েছিলেম। আর, বাসুদেব ও অর্জ্জুন দুই জনেই পূর্ব্বে বলেছিলেন, "ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ জলের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ!" তার পর, কৌরব-রাজ ভূতলে গদা নিক্ষেপ ক'রে ব'সে পড়লেন। আর, যেখানে শত-গজ-বাজি নিহত, গৃধ্রকঙ্ক-জম্বু-ভক্ষিত শত শত মৃতদেহ নিপতিত, যেখানে আমাদের সৈন্যের সিংহনাদ-বিমিশ্র তূর্য্য-ধ্বনি সমুত্থিত, আর সমস্ত দুর্য্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট—সেই বন্ধু-শূন্য, বান্ধব-শূন্য কুরুক্ষেত্র অবলোকন ক'রে দুর্য্যোধন উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন। তার পর, বৃকোদর তাঁকে বল্লেন:—"ওগো কৌরব-রাজ! বন্ধুজনের বধে রুষ্ট হয়ে আর কি হবে?—এখন দুঃখ করাও বৃথা। আমরা পাণ্ডবেরা এসেছি। তবু দেখ, আমি এখন অসহায়। তা ছাড়া:—

এ পঞ্চ পাণ্ডব-মাঝে তুমি যারে
সুযোধ বলিয়া ভাবো মনের মাঝারে
—শস্ত্র ধরি, বর্ম্মাবৃত হয়ে, তারি সনে
—যথা অভিরুচি তব—মাতো এবে রণে।

এই কথা শুনে কৌরব-রাজ ঈষৎ অশ্রুপাত ক'রে সজল-নেত্রে কুমারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এই কথা বল্লেন:—

হত কর্ণ দুঃশাসন —মোর কাছে তোমরা তো
সবাই সমান এবে—এ বেশ জানিও;
—হলেও অপ্রিয় মোর—যুদ্ধ-প্রিয় তুমি, তাই
তব সনে যুদ্ধ করা মোর অতি প্রিয়।

তার পর, ভীম দুর্য্যোধন দুজনেই গাত্রোত্থান ক'রে কোপে প্রজ্বলিত হয়ে, পরস্পরের প্রতি পরুষ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করতে লাগ্‌লেন; আর বিচিত্র-বিভ্রমে গদা বিঘূর্ণিত ক'রে মণ্ডলাকারে সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগ্‌লেন। এই সময়ে, ভগবান চক্রপাণি মহারাজের নিকট আমাকে প্রেরণ করলেন। আর, মহারাজ! কৃষ্ণ আমাকে এই কথা বল্লেন:—"ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়ায়, আর কৌরবরাজও নিরুদ্দেশ হওয়ায়, আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেম। সম্প্রতি আবার ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের সাক্ষাৎ হয়েছে, এইবার তুমি জেনো, ভুবন নিষ্কণ্টক হবে। এখন তোমরা সৌভাগ্যোচিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আর কোন সন্দেহ নাই।

সলিলে করহ পূর্ণ রতন-কলস-চয়
—হবে রাজ্য-অভিষেক তব,
বহুদিন হ'তে কৃষ্ণা বন্ধন করেনি কেশ
—হোক্ কেশ-বন্ধন-উৎসব।
কুঠার-প্রদীপ্তকর যেই রাম করিলেন
ক্ষত্র-দ্রুম-ক্ষয়,

আর, এই ভীম—এঁরা ক্রোধান্ধ হইয়া রণে
হইলে উদয়
বিজয়-সাধন-পক্ষে পারে কি থাকিতে কভু
একটু সংশয় ?”

দ্রৌ। (সাশ্রুলোচনে) দেব ত্রিভুবন-নাথ যা আজ্ঞা করছেন, তার কি কখন অন্যথা হ'তে পারে ?

পাঞ্চালক। এ কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, মধুসূদনের এ আদেশ।

যুধি। ভগবানের আদেশে কি কারও সংশয় হ'তে পারে ? কে আছ এখানে ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। ভগবান দেবকী-নন্দনের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে ভায়ার বিজয়-মঙ্গল উদ্দেশে যথা-বিহিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হোক্।

কঞ্চু। (সোৎসাহে পরিক্রমণ করিয়া) ওগো পুরোহিতাদি কর্ম্মকর্ত্তাগণ ! আর অন্তঃপুরচারী প্রধান দৌবারিকগণ !—তোমরা শোনো,—যিনি দুর্ব্বহ প্রতিজ্ঞা-ভার বহন করছেন, যিনি সুযোধন-অনুজ-বিকম্পন প্রচণ্ড পবন, যিনি দুঃশাসন বিদলন নর-সিংহ, সেই প্রভঞ্জন-পুত্র মহাবলী ভীমের প্রতি স্নেহবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলাচরণ করতে তোমাদের আদেশ করছেন। (আকাশে) কি বল্‌ছ ?—“চারিদিকেই মঙ্গল-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি ?”—এই কথা বল্‌ছ ?—আচ্ছা, বেশ বাছারা বেশ। অনাদিষ্ট হয়েও যারা প্রভুর হিতকার্য্য করে, তারাই যথার্থ স্বামি-ভক্ত।

যুধি। দেখ জয়ন্ধর !

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। তুমি যাও, সুসংবাদ-দাতা পাঞ্চালককে পারিতোষিক দিয়ে পরিতুষ্ট কর।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ !

[পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান।

দ্রৌ। মহারাজ ! কেন আবার নাথ সেই দুরাত্মাকে বল্লেন :—“আমাদের পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর”—এই মাদ্রী-পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যদি একজনের সহিত সে যুদ্ধ প্রার্থনা করে, তা হ'লে যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

যুধি। এখন সুহৃদ্-বন্ধু, বীর অনুজ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি রাজন্যবর্গ সমস্তই নিহত। একাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে যে বান্ধবহীন, যার কেবল শরীর মাত্র বিভব এখন অবশিষ্ট, যে কখন আত্মাভিমান ত্যাগ করে নি, সেই দুর্য্যোধন এখন মনে করছে—“শস্ত্র ত্যাগ করি কি তপোবনে যাই, কি পিতার মুখ দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করি।” এইরূপ যখন দুর্য্যোধনের অবস্থা, তখন সর্ব্ব-রিপু-জয়ের প্রতিজ্ঞাভার হতে যে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তা ছাড়া, সুযোধন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না। আর আমার মনে হয়, বৃকোদরের সঙ্গেই সে গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। অয়ি সুক্ষত্রিয়ে ! দেখ :—

সত্য, নাহি আর কেহ ক্রোধোদ্ধত-গদা সেই
ভীমের সমান ;
আবার, সে দুর্য্যোধনও সিদ্ধ-হস্ত রণে, যথা
দেব বলরাম।
যে ভীম, দুর্য্যোধন-নলিনীর হস্তী
—সেই মম অনুজের রণে হোক স্বস্তি !
আর দেখ কৃষ্ণা ওগো ! হেন লয় মনে
তারি সাথে যুদ্ধ হবে—নহে অন্য-সনে।

(নেপথ্যে)—ওগো ! আমি বড়ই তৃষিত হয়েছি, তোমরা কেউ আমাকে জল-ছায়া দিয়ে তৃপ্ত কর।

যুধি। (শুনিয়া) ওরে ! কে আছে এখানে ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। জান দিকি ব্যাপারটা কি ?

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ ! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ-প্রবেশ) মহারাজ ! একজন ক্ষুধিত অতিথি উপস্থিত।

যুধি। তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

(মুনি-বেশ-ধারী চার্ব্বাক নামক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষ। (স্বগত) আমি সুযোধনের মিত্র, পাণ্ডবদের বঞ্চনা করবার জন্য ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

(প্রকাশ্যে) ওগো! আমি অত্যন্ত তৃষিত, জল-ছায়া দানে আমাকে কেউ তৃপ্ত কর।

(রাজার নিকট আগমন)

সকলে। (উত্থান)

যুধি। মুনিবর! অভিবাদন করি।

রাক্ষ। শিষ্টাচারের এ সময় নয়, জলদানে আমাকে তুষ্ট কর।

যুধি। মুনি! আসনে উপবেশন করুন।

রাক্ষ। (উপবেশন করিয়া) না না—তুমিও আসন গ্রহণ কর।

যুধি। ওরে! কে আছে এখানে?

(ভৃঙ্গার লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! সুশীতল সুরভি জলে এই ভৃঙ্গার পূর্ণ—আর এই পান-পাত্র।

যুধি। মুনি! পিপাসা শান্তি করুন।

রাক্ষ। (পাদ প্রক্ষালন ও জল স্পর্শ করিয়া) ওগো, তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয়ই বটে।

যুধি। ঠিক বলেছেন—আমি ক্ষত্রিয়ই বটে।

রাক্ষ। সংগ্রামে প্রতিদিনই তো তোমার আত্মীয়-বন্ধুজনের নাশ হচ্ছে, কাজেই জলাদি তোমার অদেয় নয়। ভাল, এই ছায়ায় ব'সে সরস্বতী-নদীর তরঙ্গ-স্পর্শী সুশীতল বায়ু সেবন ক'রে শ্রান্তি দূর করা যাক্।

দ্রৌ। বুদ্ধিমতিকে! মহর্ষিকে তাল-পাখায় বাতাস কর্।

রাক্ষ। ওগো! আমার প্রতি এ শিষ্টাচার অনুচিত।

যুধি। মুনি! সে কি কথা?—আপনি বড় শ্রান্ত হয়েছেন।

রাক্ষ। দেখ, আমি মুনিজন-সুলভ কৌতূহল-বশে সেই মহামান্য মহা ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখবার জন্য সমস্ত-পঞ্চক-প্রদেশময় পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছিলেম। আজ শরৎকালের প্রখর উত্তাপে অর্জ্জুন-সুযোধনের অসমাপ্ত গদা-যুদ্ধ অবলোকন ক'রে এইমাত্র আস্‌ছি।

কঞ্চু। মুনি! এ যুদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ কি না বল দিকি।

রাক্ষ। আঃ! আমি যেন কোন বৃত্তান্তই জানি নে, এরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

যুধি। মহর্ষে! বলুন, বলুন।

রাক্ষ। একটু বিশ্রাম ক'রে আপনাকে সমস্তই বল্‌ব, কিন্তু এই বৃদ্ধকে নয়।

যুধি। অর্জ্জুন-সুযোধনে কি হ'ল, বলুন।

রাক্ষ। পূর্ব্বেই তো বলেছি, অর্জ্জুন-সুযোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

যুধি। ভীম-সুযোধনের মধ্যে নয়?

রাক্ষ। সে তো পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। (জলসিঞ্চন) মহারাজ! দেবি! শান্ত হোন, শান্ত হোন!

(উভয়ের সংজ্ঞা-লাভ)

যুধি। আপনি কি বল্লেন মুনি?—ভীম-সুযোধনের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে গেছে?

দ্রৌ। মহর্ষি! বলুন, সে যুদ্ধে কি হ'ল?

রাক্ষ। কঞ্চুকি! এঁরা দুজন কে?

কঞ্চু। ব্রাহ্মণ! ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর ইনি পাঞ্চাল-রাজ-দুহিতা।

রাক্ষ। "আঃ! নৃশংস আমাকে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করেছে" এই কথা—

দ্রৌ। হা নাথ! ভীম!

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। তিনি কি বল্লেন, কি বল্লেন?

দাসী। দেবি! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্!

যুধি। (সাশ্রু-লোচনে)

মুনি! তব এই বাক্যে, সন্দিগ্ধ হইয়া কষ্ট
পায় যুধিষ্ঠির,
নিশ্চয় নিহত বৎস —জানিলেও হই সুখী
—হয় মন স্থির।

রাক্ষ। (সানন্দে স্বগত) আমার চেষ্টাই তো এই। (প্রকাশ্যে) যদি নিতান্তই বল্‌তে হয়, তবে সংক্ষেপে বল্‌ছি, শোনো বন্ধুজনের বিপদের কথা সবিস্তারে বলা উচিত নয়।

যুধি। (অশ্রু মুছিয়া)

সর্ব্বথা বল গো বিপ্র —সংক্ষেপে বিস্তারে হোক্—
তার বিবরণ,
কি ঘটিল অনুজের শুনিতে উৎসুক অতি
আমি যে এখন।

রাক্ষ। তবে বলি, শোনো ঃ—

সেই দুর্য্যোধন-ভীমে আরম্ভ হইল যুদ্ধ,
গুরু-গদা হ'তে শব্দ উঠিল সঘনে—

দ্রৌ। (সহসা উঠিয়া) তার পর—তার পর ?

রাক্ষ। (স্বগত) এরা সংজ্ঞালাভ করেছে—আবার কি এদের সংজ্ঞা অপনীত করব ? (প্রকাশ্যে)

হেনকালে হলধর সত্বর আসিলা সেথা,
বহুক্ষণ হ'ল যুদ্ধ তাঁহার সামনে ;
তাঁর প্রিয় শিষ্য বলি করিলেন বলরাম
গোপনে সঙ্কেত দুর্য্যোধনে ;
সেই সে সঙ্কেত বুঝি দুঃশাসন-প্রতিশোধ
দুর্য্যোধন লইলেন রণে।

যুধি। হা ভাই বৃকোদর! (মূর্চ্ছিত)

দ্রৌ। হা নাথ ভীমসেন! আমার অপমানের প্রতিকারে তুমি জীবন বিসর্জ্জন করলে? জটাসুর, বক, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, কীচক, জরাসন্ধ প্রভৃতির নিহন্তা যে তুমি—গঙ্গার সুবর্ণ-পদ্ম উপহার দিয়ে আমাকে যে কত তুষ্ট করতে—হা চাটুকার! তুমি কোথায় ?—উত্তর দেও।

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। (সাশ্রু-লোচনে) হা কুমার ভীমসেন!—ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল-কমলিনী-প্রলয়-বর্ষা! (ভয়ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্! আশ্বস্ত হোন্! বাছা! দেবীকে তুমি সান্ত্বনা কর। মহর্ষে! আপনিও মহারাজকে আশ্বস্ত করুন।

রাক্ষ। (স্বগত) হাঁ, আমি ওঁকে প্রাণত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়ে এখনি আশ্বস্ত করছি। (প্রকাশ্যে) ওগো ভীমাগ্রজ! একটুখানি ধৈর্য্য ধর—এখনও কথা শেষ হয় নি।

যুধি। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মহর্ষে! এখনও কি কিছু বল্‌তে বাকি আছে ?

রাক্ষ। তার পর, সেই সুক্ষত্রিয় নিহত হয়ে বীর-সুলভ সুগতি লাভ করলেন; তাঁর তৃতীয় অনুজ ভ্রাতৃ-বধ-শোকে অজস্রধারে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন; আর, গাণ্ডীব ত্যাগ ক'রে নব-রক্তচ্ছটা-চর্চ্চিত সেই গদা ভ্রাতৃ-হস্ত হ'তে নিয়ে সন্ধীচ্ছু বাসুদেবের নিষেধ-বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে, "এসো দেখি" "এসো দেখি" এইরূপ উপহাস-সহকারে বল্‌তে লাগলেন। আর সেই গদা ঘোরাতে ঘোরাতে অর্জ্জুন গম্ভীর বাক্যে কৌরব-রাজকে আহ্বান করায় কৌরব-রাজও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। হলধর বুঝলেন, তাঁর প্রতী শিষ্য দুর্য্যোধনেরই নিশ্চয় জয় হবে ; তাই, অর্জ্জুন-পক্ষপাতী দৈবকীনন্দন এই অবস্থা দেখে, অর্জ্জুনকে অতিযত্নে রথে উঠিয়ে নিয়ে দ্বারকায় চ'লে গেলেন।

যুধি। সাধু! অর্জ্জুন সাধু! তুমি যে তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীব পরিত্যাগ ক'রে বৃকোদরের স্থান অধিকার করেছিলে—সে বড় ভাল কাজ হয়েছিল। এখন আমি কি উপায়ে প্রাণত্যাগ করতে পারি, তারি চেষ্টা দেখি।

দ্রৌ। দেখ নাথ! তুমি ভ্রাতৃবৎসল! তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন গদাযুদ্ধে অশিক্ষিত, তাকে শত্রু-মুখে পতিত দেখে এ সময়ে তোমার উপেক্ষা করা উচিত নয়।

রাক্ষ। তার পর আমি—

যুধি। থাক্ মুনি! এর পর শুনে কি হবে? হা ভাই! ভীমসেন! জতুগৃহ-সমুদ্র-তরণ-পোত! কির্ম্মীর-হিড়িম্ব-অসুর জরাসন্ধ-বিজয়ী মল্ল! কীচক-সুযোধন-অনুজ-কমলিনী-কুঞ্জর! হা দ্যূত-পণানুরাগী! আমার শরীরের খেদ-শঙ্কা-নাশন! ভাই! তুমি যে আমার একান্ত কথার বাধ্য ছিলে—হা কৌরব-বন-দাবানল!

দ্যূত-ব্যসনী যে আমি নির্লজ্জ অতি
—লক্ষ মত্ত হস্তি-সম তোমার শকতি—
তবুও দাসত্ব মোর করিলে স্বীকার
ভক্তি-ভরে সহি কত দুখ-কষ্ট-ভার।
আর বেশি কি অনিষ্ট করেছি গো আজি
যা-লাগি সহসা ভাই গেলে মোরে ত্যজি
অনাথ অবন্ধু করি ফেলিয়া হেথায়,
বঞ্চিত করিয়া তব স্নেহ-মমতায় ?

দ্রৌ। (উঠিয়া) মহারাজ! সত্যই কি তাঁর এইরূপ ঘটেছে ?

যুধি। কৃষ্ণে! সত্য নয় তো আর কি।

কীচকে বধিল যে গো, বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মী
রক্ষোগণে করিল নিধন ;
মদান্ধ দ্বিরদ সেই জরাসন্ধ-দেহ যে গো
বজ্রসম করে বিদারণ ;

যার সেই ভুজ-যুগে
শোভে গদা পরিঘের মত,
তব প্রিয়, মমানুজ,
পার্থ-জ্যেষ্ঠ—সেই ভীম গত।

দ্রৌ। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) নাথ! ভীমসেন! তুমিই আমার চুল বেঁধে দেবে বলেছিলে; দেখ, ক্ষত্রিয়-বীরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়। আচ্ছা, তুমি তবে আমার প্রতীক্ষা কর, আমি তোমার কাছে শীঘ্রই যাচ্ছি।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত)

যুধি। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) জননী পৃথা! তোমার পুত্রের কিরূপ ব্যবহার শুন্‌লে তো? আমাকে শোক-গ্রস্ত অনাথ ক'রে একাকী ফেলে সে কোথায় দেখ চ'লে গেল। ভাই! জরাসন্ধ-শত্রু! তোমার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে লোকে তোমার কি বিপরীত ভাবই দেখ্‌লে। লোকের কথা কি বল্‌ছি—আমিই কত দেখ্‌লেম।

স নৃপ নিখিল ধরা তোমার বিজিত
আমাকে করিয়া দান হইলে লজ্জিত।
দ্যূতে আপনারে পণ করিনু যখন,
কুপিত না হয়ে প্রীত হইলে তখন।
পাচক হইয়া সেই মৎস্য-রাজ-ঘরে
ছিলে যে তখন তুমি—সেও মোর তরে।
যে চিহ্ন সূচনা করে সহসা বিনাশ,
এই সব কার্য্যে দেখি তাহারি প্রকাশ।

মুনি! কৌরব ও ভীমের কথা তখন কি বল্‌ছিলে? (মুনির কথাগুলি আবৃত্তি)

রাক্ষ। হাঁ, তাই বটে।

যুধি। আমার ভাগ্যকে ধিক্! (আকাশে অবলোকন করিয়া) ভগবন্ বলরাম! কৃষ্ণাগ্রজ!

জ্ঞাতি-প্রেম, ক্ষাত্রধর্ম্ম এ দুয়ের কিছুই না
করিলে গণনা;
তবানুজ বাসুদেব মমানুজ-চিরসখা
—তাও ভাবিলে না?
উভয়েই শিষ্য তব উচিত উভয়-প্রতি
তুল্য অনুরাগ;
হতভাগ্য আমা প্রতি সহসা বিমুখ হ'লে
—এ কি তব ভাব?

(দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) পাঞ্চালি! ওঠো ওঠো—দেখ আমাদের উভয়েরি সমান দুঃখ। তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে আবার কেন আমাকে ব্যাকুল কর বল দিকি?

দ্রৌ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) নাথ! ভীমসেন! দুঃশাসন আমার যে চুল খুলে দিয়েছে, দুর্য্যোধনের রক্ত হাতে মেখে তুমি তা আবার বেঁধে দেও। ওলো বুদ্ধিমতিকে! তোর সম্মুখেই তো নাথ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আর, "এইবার চুল বাঁধা আরম্ভ কর" এই কথা বাসুদেবও তো আজ্ঞা করেছিলেন। এখনি তবে ফুলের মালা আমার চুল বেঁধে দেও, পুরুষোত্তমের কথা রাখো: তিনি কখন অলীক কথা বলেন না। অথবা, শোক-সন্তপ্ত হয়ে আমি এ কি কথা বল্‌ছি? —না, সে কিছু নয়, আমি এখন সেই দূর-গত আর্য্যপুত্রের অনুগামী হই। মহারাজ! আমার চিতা জ্বালাও, তুমিও ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়ে সেই জীবনহারী নাথের অভিমুখী হও।

যুধি। পাঞ্চালী ঠিক্ কথা বলেছেন। দেখ কঞ্চুকি! আমিও চিতার ভাগী হয়ে এই হতভাগিনীর দুঃখ উপশম করি। তুমি আমার ধনু সজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো; কিন্তু না—এখন ধনুতেই বা কি হবে?

ধনু করি বিসর্জ্জন যাই আমি রণ-মাঝে
ভীম-অঙ্গ-রক্ত-মাখা
গদা হস্তে লয়ে,
ভ্রাতৃ-অনুরাগ-বশে অর্জ্জুন করিল যাহা
মোরো পক্ষে তাই শ্রেয়
—কি হবে বিজয়ে?

রাক্ষ। রাজন্! তোমার চিত্ত যদি রিপুজয়ে বিমুখ হয়ে থাকে, তবে সেখানে গিয়ে আর কি হবে? —যে-কোন স্থানে হোক্ প্রাণত্যাগ করলেই তো হয়।

কঞ্চু। (সরোষে) ধিক্! এ তো মুনি সদৃশ কথা নয়, এ যে তোমার রাক্ষসের মত কথা।

রাক্ষ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমাকে জান্‌তে পেরেছে না কি? (প্রকাশ্যে) ওগো কঞ্চুকি! দেখ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন এখন গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত; আর, দুর্য্যোধনের ভুজ-বল গদাতেই। রাজর্ষি

এখন শোকার্ত্ত হয়েছেন, তাঁর আবার কোন অনিষ্ট পাছে শুন্‌তে হয়, সেই ভয়ে ঐ কথা বলেছিলেম।

যুধি। (অশ্রু মোচন করিয়া) সাধু মহর্ষি সাধু! তুমি বন্ধুর মতই বলেছ।

কঞ্চু। মহারাজ! আপনি যে দেব-তুল্য, আপনি এখন সামান্য লোকেব মত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত?

যুধি। দেখ জয়ন্ধর!

বাহু-দণ্ড যাহাদের
স্থূল দৃঢ় পরিঘ-সমান,
কুবের বরুণ ইন্দ্র
—ততোধিক যারা বীর্য্যবান্,
সেই ভীমার্জ্জুন-দ্বয়ে
দেখি এবে ধরাশায়ী রণে
কৃতার্থ হইল রিপু
—ইহা আমি দেখিব কেমনে?

পাঞ্চল-রাজ-তনয়ে! আমার জন্যই তোমার এই শোচনীয় দশা ঘটল। যতক্ষণ না চিতাগ্নি প্রস্তুত হচ্ছে, ততক্ষণ এসো আমরা আত্মীয়, বন্ধুদের নিকট গিয়ে বিদায় নি।

দ্রৌ। দেখ কঞ্চুকি! তুমি কাষ্ঠ সঞ্চিত ক'রে রাখো। কি আশ্চর্য্য, মহারাজের কথা যে কেউই শুন্‌ছে না। হা নাথ! তুমি না থাকায় মহারাজ এখন পরিজনদের নিকটেও অপমানিত হচ্ছেন।

রাক্ষ। এই সহমরণ ভরত-বধূদেরই উপযুক্ত।

যুধি। মহর্ষি! আমাদের কথা তো কেহই শুন্‌ছে না। আপনি ইন্ধন দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করুন।

রাক্ষ। এ মুনিজনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। (স্বগত) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। এখন অলক্ষিত হয়ে আমি নিকটেই কাঠ জ্বালিয়ে দি। (প্রকাশ্যে) রাজন্! আমি এখানে আর থাক্‌তে পারছিনে।

[প্রস্থান।

যুধি। দেখ কৃষ্ণা! কেহই আমাদের কথা শুন্‌ছে না। এসো আমরা নিজেই কাষ্ঠ সঞ্চয় ক'রে চিতা জ্বালাই।

দ্রৌ। মহারাজ! এখনি—এখনি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ। (সভয়ে শুনিয়া) মহারাজ! কার যেন তেজোবল-দর্পিত নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে; আরও কোন অপ্রিয় সংবাদ বোধ হয় শুন্‌তে হবে, তাই এত বিলম্ব হচ্ছে।

যুধি। আর বিলম্ব নয়, ওঠো। (সকলের পরিক্রমণ) দেখ পাঞ্চালি! পরিজনদের বারণ ক'রে দেও, তারা যেন মাতাকে ও সপত্নীদের এ কথা কিছু না বলে।

দ্রৌ। মহারাজ! মাতাকে এইরূপ শুধু ব'লে পাঠাব, সেই বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মীর-জরাসন্ধ-জয়ী মহাবীরও আমার জন্য হতাশ হয়ে পরলোকগত হয়েছেন।

যুধি। ভদ্রে বুদ্ধিমতিকে! আমাদের নাম ক'রে মাকে তুমি এই কথা ব'লে এসো:—

জননি!
সেই জতুগৃহদাহে তোমারে যে উদ্ধারিল
ভুজবলে—পুত্রদের সনে
—সেই বলী প্রিয় পুত্র—তার অমঙ্গল কথা
তোমা কাছে বলিব কেমনে?

আর, দেখ জয়ন্ধর! তুমি সহদেবেরও কাছে গিয়ে এই কথা বলবে:—তুমি পাণ্ডুকুলের বৃহস্পতি, তোমার বৈমাত্রেয় ভাই, সকল-কুরুকুল-কমলাকরের যে বাড়বানল—সেই যুধিষ্ঠির এখন পরলোকে প্রস্থান করতে উদ্যত। তুমি আমার অজ্ঞাবহ প্রিয় অনুজ; তুমি কি বিপদে কি সম্পদে সর্ব্বদাই অমুগ্ধ-চিত্ত ধৈর্য্য-শালী ও আমার আশ্বাস-স্থল; তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে তোমার শির আঘ্রাণ ক'রে আমি এই প্রার্থনা করছি:—

বয়সে অধিক আমি,
জ্ঞানে তুমি আমার সমান,
সহজ দয়ায় জ্যেষ্ঠ,
বুদ্ধিতে তুমি-ই গরীয়ান্।
কৃতাঞ্জলি হয়ে এবে
যাচি এই তব সন্নিধান:—
মোর মায়া ত্যাগ করি
পিতৃদেবে কোরো বারি দান।

তা ছাড়া, বাল্যে যাকে আমি লালন-পালন করেছি, যার হৃদয় প্রস্তর-তুল্য সারবান, সেই নিত্য-অভিমানী নকুলও যেন আমার আজ্ঞামত এইখানেই থাকে। আর ভাই, তুমিও যেন আমার পদানুসরণ না কর্।

বিমল-বিবেক-বশে আমারে ও ভীমার্জ্জুনে
ক'রি বিস্মরণ
—আমরা হইলে গত— অশ্রু-মিশ্র জল-বিন্দু
করিবে অর্পণ;
—যেথায় থাক না কেন, জ্ঞাতি-গৃহে, কান্তারে বা
যাদব-ভবনে—
—করি গো মিনতি এই—আপন শরীর-রক্ষা
করিবে যতনে।

দেখ, জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ কর, নকুল-সহদেবকে এই কথা গিয়ে বল্বে:—আমাদের মৃত্যুর পর তারা যেন আমাদের পদানুসরণ না করে।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে। আমার নাম ক'রে প্রিয়সখী সুভদ্রাকে বলিস্, বাছা উত্তরার গর্ভের চতুর্থ মাস উপস্থিত হলে, সেই গর্ভস্থ বংশধরকে যেন সে সাবধানে রক্ষা করে। পরলোকগত শ্বশুরকুলের ও আমাদের তা হলে জলবিন্দু পাবার সম্ভাবনা থাকে।

যুধি। (সাশ্রু-লোচনে) ওঃ! কি কষ্ট!

শাখা-প্রশাখায় যার আচ্ছাদিত ভূমণ্ডল
—দিক্ বিভূষিত,
স্কন্ধ যার স্থূল-কায়, আলবালে মহামূল
যাহার বেষ্টিত
—সেই সে মহান তরু দৈব-বশে হয়ে দগ্ধ
সুসূক্ষ্ম অঙ্কুর তাহে হইলে উদ্গম
—ছায়ার্থী আমরা যে গো— তাহাতেই আমাদের
আশা-বৃন্ত কোনমতে করি গো বন্ধন।

(কঞ্চুকীকে দেখিয়া) জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ করলে, তবুও যাচ্ছ না?

কঞ্চু। (কাঁদিয়া) হা মহারাজ পাণ্ডু! অজাতশত্রু, ভীমার্জ্জুন, নকুল-সহদেব—তোমার এই পুত্রদের এ কি দারুণ পরিণাম! হা দেবি কুন্তি! ভোজরাজ-ভবন-পতাকা!

তব ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ,— তাঁরি জ্যেষ্ঠ, অর্জ্জুনের
শ্যালক—আচার্য্য বলরাম
মত্ত বা উন্মত্ত হয়ে, কুরু-পদ্ম-বন-দন্তী
ভীমের গো নাশিল পরাণ।
সেই সঙ্গে একেবারে দগ্ধ হ'ল তব সেই
তনয়-কানন
—যাহারা কবিত সবে ধরণীরে সুশীতল
ছায়া বিতরণ।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

যুধি। জয়ন্ধর! জয়ন্ধর!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি। আর একটা কথা বলি শোনো। যদি সৌভাগ্যক্রমে তোমাদের কখন আবার জয় হয়, তা হলে আমার নাম ক'রে অর্জ্জুনকে বল্বে:—

হলধর হেতু বটে আমার স্নেহের সে
অনুজ-নিধনে,
তবু সেই কৃষ্ণাগ্রজ স্বাভাবিক সখা তব
জানিও গো মনে।
তাই বলি, শোনো ভাই,
না করিও তাঁর পরে রাগ;
যাও বনে, নিরদয়
ক্ষাত্র ধর্ম্ম করি পরিত্যাগ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

যুধি। (অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া সহর্ষে) ঐ দেখ, শিখারূপ হস্ত উত্তোলন ক'রে অগ্নিদেব আমার মত দুঃখী জনকে আহ্বান করছেন—এইবার তবে ভগবান হুতাশনকে ইন্ধনস্বরূপ আপনাকে অর্পণ করি।

দ্রৌ। ক্ষান্ত হও মহারাজ, তোমার ন্যায় আমারো সমান অকৃত্রিম প্রণয়, আমিই আগে যাব।

যুধি। এসো, একসঙ্গেই এই সৌভাগ্য ভোগ করা যাক।

দাসী। হা ভগবান লোকপালগণ! এই চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষিকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ও খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন করেছেন, যিনি অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি সেই

সুগৃহীত-নামা মহারাজ যুধিষ্ঠির। আর ইনি পাঞ্চাল-রাজকুল-দেবতা, যজ্ঞবেদিসম্ভবা দেবী যাজ্ঞসেনী। এঁরা দুজনেই, নির্দ্দয় কালাগ্নিমধ্যে আমাদের ইন্ধনরূপে নিক্ষেপ করছেন। রক্ষা কর, রক্ষা কর। (তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে পতিত হইয়া) মহারাজ! দেবি! আপনারা করছেন কি?

যুধি। দেখ বুদ্ধিমতিকে! দ্রৌপদী নাথ-হারা হয়ে, আর আমি প্রিয় অনুজ-হারা হয়ে, আমরা যা করতে পারি তাই করছি। ওঠো, জল নিয়ে এসো।

দাসী। যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) জয় মহারাজের জয়!

যুধি। পাঞ্চালি! তুমি তবে এখন তোমার অনুরক্ত বৃকোদরের ও প্রিয় অর্জ্জুনের উদক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

দ্রৌ। মহারাজ, তুমি কর—আমি ততক্ষণ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি।

যুধি। দেখ, লোকাচার অনতিক্রমণীয়; আচ্ছা বাছা, জল নিয়ে এসো।

দাসী। (তথাকরণ)

যুধি। (পদ প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া) এই জল গাঙ্গেয় গুরুদেব শান্তনু-নন্দন প্রপিতামহ ভীষ্মকে —এই জল পিতামহ চিত্রবীর্য্যকে। (সাশ্রুলোচনে) তাত! এইবার তোমার পালা। এই জল স্বর্গস্থ গুরুদেব পিতা সুগৃহীতনামা মহারাজ পাণ্ডুকে।

আজ হতে আর নাহি
পাবে জল আমার এ হাতে;
তোমারে ও জননীরে
দেই জল, পিয়ো একসাথে।
জলজ-নীল-লোচন ভীম ওগো! এই জল
তব তরে দত্ত,
তোমার আমার তরে থাকুক গো ইহা এবে
হয়ে অবিভক্ত।
পিপাসিত হইলেও ক্ষণকাল তরে তুমি
থাকো ধৈর্য্য ধরি;
তব সনে এক-সাথে পি'তে জল আসিতেছি
আমি ত্বরা করি।

অথবা, তুমি ভাই সুক্ষত্রিয়দের গতি লাভ করেছ, আমি মৃত হলেও বোধ হয় তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না। ভাই ভীমসেন!

মোর পান হ'লে শেষ তবে করিয়াছ পান
তুমি মাতৃ-স্তন,
আমার উচ্ছিষ্ট দুধে তুমি করিয়াছ পরে
জীবন ধারণ।
সোম-যজ্ঞেতেও দেখ আমা-তোমা-মাঝে ছিল
এমনি বিধান:
বল দেখি কেন তবে মোর অগ্রে পিণ্ড-জল
করিতেছ পান?

কৃষ্ণা! ভীমকে এইবার তুমি জলাঞ্জলি দেও।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমাকে জল দে।

দাসী। (তথাকরণ)

দ্রৌ। (নিকটে গিয়া, এক অঞ্জলি জল লইয়া) কাকে জল দেব?

তারে দেও জল ওগো! স্বর্গলাভ হইয়াছে
সহসা যাহার,
যার তরে কাঁদি কাঁদি গান্ধারীর তুল্য দশা
হয়েছে মাতার।

দেখ নাথ! পরিজনেরা যে জল এনেছে, এই জল স্বর্গে তোমার পাদোদক হবে।

যুধি। অর্জ্জুনাগ্রজ!

মমানুজ ভীম ওগো! প্রতিজ্ঞা না করি পূর্ণ
গেছ তুমি চলি';
মুক্তকেশ হইয়াই দিলেন তোমার প্রিয়া
এই জলাঞ্জলি।

দ্রৌ। ওঠো মহারাজ! দেখ, তোমার ভ্রাতা দূরে চ'লে যাচ্ছেন।

যুধি। (দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন) পাঞ্চালি! স্বর্গে গিয়ে বৃকোদরকে আলিঙ্গন করতে পারবে, তারই এই নিমিত্ত-সূচনা হচ্ছে। আচ্ছা, এইবার তবে অগ্নি-মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করা যাক্।

দ্রৌ। আ! এইবার আগুন জলচে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! রক্তাক্ত-বসনে, যম-দণ্ডের ন্যায় রক্ত-লিপ্ত

গদা-বজ্র উত্তোলন ক'রে, সাক্ষাৎ-যমের মত সেই কৌরবাধম, পাঞ্চাল-রাজ-তনয়াকে ইতস্তত: অন্বেষণ করতে করতে এই দিকেই আস্‌ছে।

যুধি। হা!—দৈবই দেখ্‌ছি সন্ধান ব'লে দিয়েছেন। হা গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন! (মূর্চ্ছিত-প্রায়)

দ্রৌ। হা আর্য্যপুত্র! ধনঞ্জয়, তোমাকেই যে আমি স্বয়ম্বরে বরণ করেছিলেম—কোথায় তুমি? তুমি এই সময়ে এসে তোমার প্রিয় ভ্রাতা মহারাজকে —এই দাসীকে কেন দেখা দিচ্ছ না? (মূর্চ্ছিতা)

যুধি। হা! অদ্বিতীয় বীর! তুমিই নিবাত-কবচকে নিহত ক'রে দেবলোককে নিষ্কণ্টক করেছিলে; তুমিই তো বদরী আশ্রমের দুই মুনি নর-নারায়ণের মধ্যে দ্বিতীয় মুনি। তোমারই তো অস্ত্রশিক্ষার প্রভাব দেখে ভীষ্মদেব তুষ্ট হয়েছিলেন। হা! তুমিই রাধেয়-কুল-কমলিনীর প্রলয়-বর্ষা! তুমিই দুর্য্যোধনকে চিত্ররথের হস্ত হতে মুক্ত করেছিলে।—হা পাণ্ডব-কুল-কমলিনীর রাজহংস!

স্নেহময়ী জননীর
না করিয়া চরণ বন্দন
আমারেও না বলিয়া
—না করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন,
স্বয়ম্বর-বধূ তব—
তাহারেও না কিছু জিজ্ঞাসি
কোথা গেলে ভাই তুমি
হইয়া গো সুদীর্ঘ প্রবাসী?
(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। ওঃ, কি কষ্ট! এই দুরাত্মা সুযোধন এই দিকেই যে আস্‌ছে—এখানে এসে দেখ্‌ছি ও যা ইচ্ছা তাই করবে। এই সময়ে কালোচিত প্রতিকার করা আবশ্যক। বাছা বুদ্ধিমতি! পাঞ্চাল-রাজতনয়াকে শীঘ্র এই চিতার নিকটে নিয়ে এসো। (দাসীর প্রতি) বাছা! তুমিও দেবীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিম্বা নকুল-সহদেবকে বল;—এখন ভীমার্জ্জুন অস্তগত, এই অসহায় অবস্থায় মহারাজের আর পরিত্রাণ কোথায়?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওগো সমস্ত-পঞ্চক-নিবাসিগণ! দেখ, রক্তাস্বাদন-মত্ত রক্ষ-যক্ষ পিশাচ-ভূত—আর কঙ্ক গৃধ্র জম্বুক উলূক বায়স প্রভৃতিরাই এখন অবশিষ্ট—যোদ্ধাদের আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমাকে দেখে তবে আর ভয় করছ কেন? যাজ্ঞসেনী এখন কোথায় বল দিকি?—আমি কি তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করব? আচ্ছা শোনো:—

তাড়ন করিয়া উরু দুঃশাসন লীলাচ্ছলে
বস্ত্র যার করে উন্মোচন,
আর যার মস্তকের কবরী খুলিয়া দেয়
কেশগুচ্ছ করি আকর্ষণ,
—সেই সে দ্রৌপদী দেবী— বল দেখি মোরে, তিনি
কোন্ স্থানে আছেন এখন?

কঞ্চু। হা দেবি যজ্ঞ-বেদি-সম্ভবে! তুমি এখন অনাথা, তাই তোমাকে সেই কুরু-কলঙ্ক দুর্য্যোধন অপমান করতে আস্‌ছে।

যুধি। (সহসা উঠিয়া) পাঞ্চালি! ভয় নাই, ভয় নাই। কে আছে এখানে? আমার ধনুর্ব্বাণ শীঘ্র নিয়ে আয়। দুরাত্মা দুর্য্যোধন! আয়, এই বাণ-বর্ষণে তোর গদা-কৌশল-সম্ভূত ভুজদর্প চূর্ণ করি। আর দেখ্‌, কুরুকুলাঙ্গার!

জরাসন্ধ-শত্রু সেই প্রিয় অনুজেরে মোর
দেখিয়া নিহত
—আর সেই ভাই যে গো হর-কিরাতের সনে
হন যুদ্ধে রত—
তাদের নিধনে আমি না পারি করিতে আর
পরাণ ধারণ;
কিন্তু ক্রূর-চেতা ওরে! তোর প্রাণ সংহারিতে
আমি কি অক্ষম?

(রক্তাক্ত-কলেবর গদাপাণি ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। (উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ) ওগো! সমস্ত-পঞ্চক-সঞ্চারী সৈনিকেরা! আমাকে দেখে তোমাদের এত ভয় কেন?

রক্ষ নই, ভূত নই, গভীর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু
উত্তীর্ণ হয়েছে যেই,
—আমি সেই ক্ষত্রিয় কুপিত,
রণানল-দগ্ধ শেষ হে রাজন্য বীরগণ!
হত-করি-অশ্ব-পার্শ্বে,
লুকাইছ কেন হয়ে ভীত?
তোমরা বল, পাঞ্চালী কোথায়?

কঞ্চু। দেবি! পাণ্ডু-পুত্র-বধু! ওঠো ওঠো, এখনি চিতা-প্রবেশ করা শ্রেয়ঃ।

দ্রৌ। (সহসা উঠিয়া) কি? এখনও আমি চিতার কাছে যাই নি?

যুধি। কে আছে এখানে? তূণীর-সমেত আমার ধনু নিয়ে আয়। কি?—কোনও পরিজনই এখানে নেই? আচ্ছা, তবে বাহু-যুদ্ধেই দুরাত্মাকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে, তার পর অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি। (কটি বন্ধন)

কঞ্চু। দেখ দেবি! দুঃশাসন-আকৃষ্ট নেত্র-রোধী এই কেশ-পাশ এইবার বন্ধন কর। আর প্রতীকারের আশা নাই। শীঘ্র চিতার নিকটে এসো।

যুধি। না না, সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত না হ'লে কেশ বন্ধন করা উচিত নয়।

ভীম। দেখ পাঞ্চালি! দুঃশাসন যে চুল খুলে দিয়েছে,—আমি বেঁচে থাকতে—সে চুল নিজের হাতে কখনই তুমি বাঁধতে পারবে না।

(দ্রৌপদী ভয়ে পলায়নোদ্যত)

ভীম। ভীরু! দাঁড়াও দাড়াও—এখন কোথায় যাচ্ছ? (কেশ ধরিতে উদ্যত)

যুধি। (সবেগে আসিয়া ভীমকে আলিঙ্গন) দুরাত্মা! ভীমার্জ্জুন-শত্রু! হতভাগা দুর্য্যোধন!

আশৈশব প্রতিদিন
অপরাধ করি পদে পদে,
দুটি রাজপুত্রে তুই
বধিলি রে মত্ত ভুজ-মদে।
এবার পেয়েছি তোরে
মোর এই ভুজ-অভ্যন্তরে,
না পারি যাইতে তুই
প্রাণ লয়ে এক-পা অন্তরে।

ভীম। এ কি! সুযোধন মনে ক'রে দাদা আমাকে এরূপ নির্দয়ভাবে আলিঙ্গন করছেন কেন? দাদা! ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্।

কঞ্চু।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—কুমার ভীমসেন? —মহারাজ! কি সৌভাগ্য! কুমার ভীমসেনই বটে। পরিধান-বস্ত্র দুর্য্যোধনের রক্তে রক্তময়, তাই চিনতে পারা যাচ্ছিল না—এখন আর কোন সন্দেহ নাই।

দাসী।—(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে চুল বেঁধে দেবার জন্য কুমার ভীমসেন তোমায় খুঁজছেন।

দ্রৌ।—ওলো! আমাকে অলীক কথা ব'লে কেন আশ্বাস দিচ্ছিস বল্ দিকি?

যুধি।—জয়ন্ধর! সত্যই কি ভীম?—না আমার শত্রু সেই হতভাগা সুযোধন?

ভীম।—মহারাজ অজাতশত্রু! এখন আর সেই সুযোধন কোথায়?—সেই পাণ্ডবকুল-অপমান-কারী দুরাত্মার শরীর আমি:—

ভূমিতে করেছি ক্ষিপ্ত, লিপ্ত এবে ভীম-গাত্র
দেখ এই রক্তের চন্দনে,
সসাগরা ধরা-সহ রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত
তোমাতেই নৃপাত এক্ষণে।
রণ-দাবানলে দগ্ধ সমস্ত কৌরব-কুল
—ভৃত্য মিত্র বার নাহি লেশ,
যে নাম করিলে এবে, —ধার্ত্তরাষ্ট্র-মাঝে, সেই
নাম মাত্র আছে অবশেষ।

যুধি।—(ভীমকে অবলোকন করিয়া অশ্রু-মার্জ্জন)

ভীম।—(পদতলে পতিত হইয়া) জয় হোক দাদার!

যুধি।—ভাই! অশ্রু-জলে আমার চক্ষু আচ্ছন্ন, তাই তোমার মুখ-চন্দ্র আমি দেখতে পাচ্ছি নে। বল, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা প্রাণে-প্রাণে বেঁচে আছ তো?

ভীম।—আপনার শত্রু পক্ষ সমস্ত নিহত—ভীমার্জ্জুনও বেঁচে আছে।

যুধি।—(সস্নেহে পুনর্ব্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

রিপু-বধ-কথা থাক্
তাহে কিবা প্রয়োজন আর?
তুমি সেই বক-রিপু
ভীম কি না—বল শতবার।

ভীম।—হাঁ দাদা—আমিই সেই ভীম।

যুধি।—

জরাসন্ধ-উরু-সরে
—তার সেই রুধিরাক্ত জলে
তুমিই মকর-সম
করিয়াছ কেলি কুতূহলে?

ভীম।—হাঁ, আমিই সেই ভীম। দাদা! ক্ষণেকের জন্য আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

যুধি। কেন, আর কি কিছু বাকি আছে ভাই?

ভীম। প্রধান কর্ম্মই বাকি! এই দুর্য্যোধনের রক্ত শুকুতে না শুকুতেই দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন ক'রে দিতে হবে।

যুধি। শীঘ্র যাও ভাই, অভাগিনী দ্রৌপদীর আজ বেণী-সংহার উৎসব সম্ভোগ হোক্।

ভীম। ওগো পাঞ্চাল-রাজতনয়ে! সুসংবাদ বলি শোনো, আমি এইমাত্র শত্রুকুল ধ্বংস ক'রে এলেম।

দ্রৌ। জয় হোক্ নাথ জয় হোক্! (ভয়ে দূরে গমন)

ভীম। আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ:— বুদ্ধিমতিকে! পাণ্ডব-পত্নীকে যে উপহাস করেছিল, সেই ভানুমতী এখন কোথায়? ওগো যজ্ঞবেদি-সম্ভবে যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ।—আজ্ঞা কর নাথ।

ভীম।—

নৃপতি-সভার মাঝে
নর-পশু যেই দুঃশাসন
তব কেশ-গুচ্ছ ধরি
সবলে করিল আকর্ষণ,
পীত-শেষ রক্তে তার
সিক্ত মোর এই কর-দ্বয়
কর স্পর্শ; দেখ প্রিয়ে!
আর এই রক্ত সমুদয়
—গদাঘাতে বিচূর্ণিত কুরু-রাজ উরু হতে
যাহা বিনিঃসৃত—
অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত হয়ে অপমানানল তব
হোক্ নির্ব্বাপিত।

বুদ্ধিমতিকে! এখন সে ভানুমতী কোথায়? পাণ্ডব-পত্নীকে সে তখন উপহাস করেছিল না? দেখ, যজ্ঞবেদি-সম্ভবে! যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ। আজ্ঞা কর নাথ!

ভীম। প্রিয়ে! মনে আছে যা আমি তোমার কাছে প্রথমে ব'লে গিয়েছিলেম? ("চলন্ত ভুজ-ঘূর্ণিত গদার আঘাতে" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দ্রৌ। মনে আছে বৈ কি। আর শুধু মনে থাকা নয়—এখন আবার তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি।

ভীম। দেখ, দুঃশাসন যে বেণী খুলে দিয়েছিল, যে বেণী ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলের কালরাত্রিস্বরূপ, সেই বেণী—এস প্রিয়ে—এইবার বেঁধে দি।

দ্রৌ। অনেক দিন চুল বাঁধি নি—এ কাজ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেম, তোমার প্রসাদে আবার আমার সে শিক্ষা হবে।

ভীম। (বেণীবন্ধন)

(নেপথ্যে)

মহাসমরাগ্নির দগ্ধ-শেষ রাজন্যকুলের স্বস্তি হোক্!

যার কেশ উন্মোচনে, পাণ্ডু-পুত্র নৃপতিরা
ক্রোধান্ধ হইয়া অতি প্রবেশি সমরে
দিশি দিশি রাজাদের অন্তঃপুর-নারীগণে
মুক্ত-কেশ করিল গো চিরকালতরে;
সেই কৃষ্ণা-কেশ-পাশ কুরু-ধূম-কেতু-প্রায়
—এবে তার হইল বন্ধন,
প্রজার নিধন এবে হউক বিরাম, আর
কল্যাণ লভুক নৃপগণ।

যুধি। দেবি, দেখ, এই নভস্তল-বিহারী সিদ্ধ-পুরুষেরা তোমার বেণীসংহার হ'ল ব'লে আনন্দ প্রকাশ করছেন।

(বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

বাসু। (নিকটে আসিয়া) যার সমস্ত অরাতি-মণ্ডল নিহত, সেই অনুজ-পরিবেষ্টিত পাণ্ডব-কুল-চন্দ্রমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

অর্জ্জুন। ভগবানের জয়!

যুধি। (দেখিয়া) এ কি! ভগবান বাসুদেব যে! আর, এই যে অর্জ্জুন! ভগবন্! অভিবাদন করি। (অর্জ্জুনের প্রতি) এসো ভাই এসো, আমাকে আলিঙ্গন কর।

অর্জ্জুন। (প্রণাম করণ)

যুধি। (বাসুদেবের প্রতি) দেব! ভগবান পুণ্ডরীক স্বয়ং যাকে শুভ উপদেশ প্রদান করেছেন, তার জয় ভিন্ন আর কি হতে পারে?

গুরুত্ব-গুণ-অন্বিত প্রকৃতি-বিকার-জাত
মূরতি তোমার,
সৃষ্ট জীবদের তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু
—ত্রিগুণ-আধার।
অচিন্ত্য অজর অজ— তব ধ্যানে যদি হয়
বিশ্ব-দুঃখ ক্ষয়,
প্রত্যক্ষ দর্শনে তব না জানি গো ভগবান
আরো কিবা হয়।

(অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই! আমাকে আলিঙ্গন কর।

বাসু। দেখ, ব্যাস-বাল্মীকি, জামদগ্ন্য, জাবালি প্রভৃতি এই সব মহর্ষিগণ তোমার মঙ্গল অভিষেকের আয়োজন করছেন; নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও যাদব মৎস্য মাগধকুলোদ্ভব রাজকুমারেরাও সেই নিমিত্ত তীর্থ-বারি-পূর্ণ কলস-সকল স্কন্ধে ধারণ ক'রে আছেন; আর চার্ব্বাক তোমাকে প্রতারণা করেছে জান্‌তে পেরে আমিও অর্জ্জুনকে সঙ্গে ক'রে সত্বর এখানে এসেছি।

যুধি। কি? চার্ব্বাক আমাদের প্রতারণা করেছে? (সরোষে) কোথায় সেই ধার্ত্তরাষ্ট্র-সখা রাক্ষসাধম যে আমাদের এরূপ বিষম চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়েছিল?

বাসু। সেই দুরাত্মাকে ধৃত করা হয়েছে। এখন মহারাজ! বল, এ অপেক্ষা প্রিয়তর আকাঙ্ক্ষা তোমার আর কি আছে যা আমি পূর্ণ করতে পারি?

যুধি। ভগবান, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন, তার তুমি কি না ক'রে থাকো? তবে কি না আমি সাধারণ পুরুষার্থ লাভ করতে পারলেই সন্তুষ্ট—তার অধিক প্রার্থনা করতে আমি অক্ষম। দেখুন, ভগবন্!

হইয়া ক্রোধান্ধ মোরা করি রিপু-কুল ক্ষয়
অক্ষত আছি পঞ্চজন,
আমার দুর্নীতি-হেতু যেই অপমানার্ণবে
হয়েছিল পাঞ্চালী পতন
—তা হতে উত্তীর্ণ এবে; আর তুমি নরোত্তম!
সুপ্রসন্ন মনে
সাদরে কহিছ কথা —পুণ্যবান মনে করি—
এ অধম সনে
—এর চেয়ে প্রিয়তর কি আর প্রার্থনা করি
তোমার সদনে?

তথাপি, ভগবান আমার প্রতি প্রীত হয়ে আরও যদি কিছু প্রসাদ বিতরণ করতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমার এখন এই প্রার্থনা:—

অকৃপণ হয়ে লোকে শতবর্ষ পূর্ণ করি
থাকুক জীবিত;
ভগবান! তোমা-পরে অদ্বৈধ ভকতি যেন
হয় সমর্পিত।
ভুবন-বৎসল ভূপ বিদ্বজ্জন-বন্ধু হোন্
—পুণ্য-কার্য্যে রত;
—গুণ-বিশেষজ্ঞ হোন্, করুন রাজন্য-বর্গে
সৎকার নিয়ত।

সমাপ্ত

মালতী-মাধব

[নাটক]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষ বর্গ

মাধব ... মালতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী।
মকরন্দ ... মাধবের মিত্র ও মদয়ন্তিকার প্রেমাকাঙ্ক্ষী।
কলহংস ... মাধবের পরিচারক।
অঘোরঘণ্ট ... চামুণ্ডা-মন্দিরের পুরোহিত।
এক জন দূত।

স্ত্রী-বর্গ

মালতী ... অমাত্য ভূরিবসুর দুহিতা, মাধবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।
মদয়ন্তিকা ... নন্দনের ভগিনী, মালতীর সখী ও মকরন্দের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।
কামন্দকী ... বৌদ্ধ তাপসী।
কপালকুণ্ডলা ... চামুণ্ডার পুরোহিতা।
সৌদামিনী ... কামন্দকীর শিষ্যা ও সিদ্ধা যোগিনী।
লবঙ্গিকা ... মালতীর সখী।
বুদ্ধরক্ষিতা, অবলোকিতা ... কামন্দকীর শিষ্যাদ্বয়।
পরিচারিকাগণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পদ্মাবতীর রাজা।
নন্দন ... রাজার নর্ম্ম-সখা ও মদয়ন্তিকার ভ্রাতা।
ভূরিবসু ... রাজার মন্ত্রী, মালতীর পিতা।
দেবরাত ... মাধবের পিতা ও কুন্দিনীপুরের অমাত্য।

অনুবাদকের মন্তব্য

"মালতী-মাধব" কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হয় নাই। ইহার আখ্যান-বস্তু সমস্তই মহাকবি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহা "প্রকরণ"-শ্রেণীয় নাটকের অন্তর্গত। কবি-কল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়াই প্রকরণ রচিত হইয়া থাকে। প্রকরণের নায়ক—বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক।

কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভবভূতি খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন। প্রথমে ইনি কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মার আশ্রয়ে ছিলেন, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনৌজ-রাজকে পরাভূত করিলে, ভবভূতি বিজয়ী রাজার সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে যাত্রা করেন।

ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাই তাঁহার রচনায় গিরি-নদী-অরণ্য-সঙ্কুল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভূরি ভূরি বর্ণনা লক্ষিত হয়।

মালতী-মাধব প্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে অবরোধপ্রথা প্রবল ছিল না। দেখা যায়, মালতী হস্তি-পৃষ্ঠে সখীগণ সমভিব্যাহারে মদনোদ্যানে যাত্রা করিতেছেন এবং সেখানে সেই মদনোৎসবের জনতার মধ্যে অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। সেই জন্যই তখন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে "তারা-মৈত্রী," "চক্ষু-রাগ", বা প্রথম দর্শনের ভালবাসার সুযোগ ও অবসর হইত।

আরো জানা যায়, সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মও কতকটা হিন্দুধর্ম্মের উদার বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন সেই কাপালিক সম্প্রদায়েরও বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত-সাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বলতম তারা। উভয়ের মধ্যে কে উজ্জ্বলতর, বলা সুকঠিন। উভয়েরই নিজত্ব ও বিশেষত্ব আছে। তবে, স্থানে স্থানে কালিদাসের ছায়া ভবভূতির রচনার মধ্যে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিদের প্রভাব যে পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?—উহা স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, নাট্য-কলার হিসাবে কালিদাস ভবভূতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মালতী-মাধবের এক স্থলে এই কলা কৌশলের অভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে স্থলে মালতী লবঙ্গিকা ভ্রমে মাধবকে আলিঙ্গন করে, সেই স্থলটি ঠিক্ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মাধব স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই—লবঙ্গিকার ভাষার অনুকরণে কোন বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা করে নাই—কেবল, মাধব সেই সময়ে লবঙ্গিকার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এই মাত্র। ইহাতে অতটা ভুল হওয়া কি স্বাভাবিক? সে সময়ে মালতীর চক্ষু কতকটা বাষ্পজলে রুদ্ধ ছিল বটে এবং কবির কথার আভাষে মনে হয়—সেই জন্যই মালতীর এইরূপ ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক ভুল হওয়াই সম্ভব, অতক্ষণ ধরিয়া ভুলক্রমে আলিঙ্গন ও বাক্যালাপ করাটা ঠিক মনে হয় না।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েরই কবিত্বশক্তি অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমার মতে, এ বিষয়ে ভবভূতিও বড় কম নহেন। মালতী-মাধব পাঠ করিলেই ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তবে, একটা কথা এই মনে হয়, কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির আদিরসের বর্ণনায়, একটু যেন বেশি রক্ত মাংসের সংস্রব আছে। এক বিষয়ে ভবভূতিকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের প্রবল আবেগ প্রকাশে ও করুণারসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মালতী-মাধবে আদি, ভয়ানক ও বীভৎস এই তিন রসের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কালিদাসের রচনা—পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সুমার্জ্জিত, সুবিন্যস্ত, সুরম্য উদ্যান এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর, ভীষণ, বীভৎসময়, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য!

মালতী-মাধব

প্রস্তাবনা

নান্দী।

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণি-পতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুঞ্জি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউক রক্ষক।

অপিচ :—

ভুজঙ্গ-লতিকা-মালে বদ্ধ জটাজাল,
চূড়াদেশে বিভূষিত কপালের মাল,
মন্দাকিনী-অম্বুরাশি ঝরিতেছে তায়,
ললাটে লোচন-জ্যোতি বিদ্যুতের প্রায়,
কোমল কেতক-শিখা-সম ইন্দু শোভে,
রক্ষুন শঙ্কর সেই তোমাদের সবে

অপিচ :—

নয়নে পক্ষের পাতি, পিঙ্গল বিদ্যুৎ-ভাতি
ঈষৎ মেলিলে যাহা বিশ্ব ভস্ম হয়,
তাপি' যার তাপে ইন্দু, সুধামৃত বিন্দু বিন্দু
ঝঙ্কারিয়া মৃদুমন্দ অপাঙ্গেতে বয়,
সেই শম্ভু ত্রিনয়ন, মদন-তনু দহন
রক্ষণ করুন সবে নাশি' দুঃখ-ভয়।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিয়া) ভগবান সূর্য্যদেব! তুমি ধরণীর শেষ দ্বীপটি পর্য্যন্ত আলোকিত করেছ—এখন তোমার পূর্ণ উদয়! তোমাকে নমস্কার!

তেজের আধার শুভ, তুমি দেব বিশ্বের মুরতি!
বহিতে এ কার্য্য-ভার, পারি যাতে, দেহ গো শকতি।
দূর কর জগন্নাথ, সর্ব্ব পাপ, প্রণমি ও-পদে।
কল্যাণ বিতর তুমি, ভগবান্, নিবার বিপদে॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

দেখ নট-চূড়ামণি, এখন রঙ্গভূমির সমস্ত শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়েছে, সমস্ত আয়োজনও প্রস্তুত। এক্ষণে ভগবান কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে, দিগ্‌দিগন্তবাসী মহোদয়েরা এখানে সমবেত হয়েছেন এবং এই শাস্ত্রবিশারদ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী আমাকে এই আদেশ করছেন যে, কোন নূতন "প্রকরণ"-নাটক অভিনয় ক'রে যেন সকলের চিত্ত-বিনোদন করা হয়। কিন্তু এখন নটেদের এরূপ উদাসীন ভাব দেখছি কেন?

(সূত্রধারের সহকারী পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

নট।—মহাশয়! কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করা দর্শকমণ্ডলীর অভিপ্রায়, তা তো আমরা জানি না।

সূত্রধার।—আচ্ছা, বল দেখি নটবর, মহামান্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নাটকের কোন্ কোন্ গুণের কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন?

নট।—সেই গুণগুলি এই :—বিবিধ গভীর রসের অবতারণা; নায়ক-নায়িকার হৃদ্‌গত প্রণয়-চেষ্টার বর্ণনা; মদন-ব্যাপারে উদ্ধত বীরত্ব; বিচিত্র উপন্যাস-কথা এবং সরস বাক্-নৈপুণ্য।

সূত্রধার।—তাই যদি হয়, তবে আমার মনে পড়েছে।

নট।—কোন্ নাটকটি বলুন দিকি।

সূত্র।—দক্ষিণাপথে, বিদর্ভ দেশে, পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে, তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চরণ-গুরুপদিষ্ট, পংক্তি-পাবন, পঞ্চাগ্নি-সেবক, ব্রতপরায়ণ, সোমপায়ী কতক-গুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

সেই সে শ্রোত্রিয়গণ, তত্ত্বনির্দ্ধারণ-তরে
করিতেন সমাদরে বেদ অধ্যয়ন,

পুণ্য-তরে অর্থার্জ্জন, সন্তানার্থ দারগ্রহ,
তপস্যার্থ করিতেন আয়ুতে যতন।

সেই বংশোদ্ভূত সুগৃহীত-নামা গোপাল ভট্টের পৌত্র এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র, শ্রীকণ্ঠ-উপাধিধারী ভবভূতি ভট্টাচার্য্য। আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আমাদের এই নট-সম্প্রদায়ের সহিত এই কবি বিশেষরূপে পরিচিত। তাই ইনি পূর্ব্বোক্ত গুণে ভূষিত তাঁর স্বরচিত একটি নাটক আমাদের হস্তে অর্পণ করেন। তাতে এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে :—

অল্পই বোঝে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ,
তাহাদের তরে নহে
—বলি শুন—মোর এই রচনা-প্রযাস।
জনমিতে পারে পরে
কিম্বা আছে কেহ মোর সমান-ধরমী,
অসম্ভব কিবা তাহে
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।

তা ছাড়া :—

বেদোপনিষদ তুমি কর অধ্যয়ন,
সাংখ্য-যোগ-শাস্ত্রজ্ঞান করহ কথন,
হও না সকল শাস্ত্রে পরম নিপুণ,
বাড়িবে না তাহে কভু নাটকের গুণ।
গম্ভীর প্রাঞ্জল যদি হয় গো বচন,
অর্থের গৌরব তাহে থাকে অনুক্ষণ,
তাতেই নাটকে হয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ,
তাহাতেই রচনার নৈপুণ্য বিকাশ।

তাই বল্‌ছিলেম, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ ভবভূতি যে প্রকরণ-নাটকটি আমাদের হস্তে অর্পণ করেছেন, সেইটি এখন ভগবান কাল-প্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনয় করা যাক্‌। অতএব নটেরা, তোমরা সবাই এখানে এসে সঙ্গীত অভিনয়াদি ক'রে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নট।—(স্মরণ করিয়া) আপনি যা আদেশ করছেন, তাই করা যাবে। যে ব্যক্তি যে অংশ অভিনয় করবার উপযুক্ত, তাকে তো আপনি সেই অংশ পূর্ব্বেই অভ্যাস করিয়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার প্রথম ভূমিকাটি তো আপনি অভ্যাস করেছেন, আর আমি তাঁর শিষ্য অবলোকিতার ভূমিকাটি অভ্যাস করেছি।

সূত্র। তার পর?

নট। আচ্ছা, নাটকের যে নায়ক, সেই মালতীর প্রণয়-পাত্র মাধব কখন্ সেজে আস্‌বে, বলুন দিকি?

সূত্র। যখন মকরন্দ কলহংস প্রবেশ কর্‌বে, সেই সময়ে।

নট। আচ্ছা, এখন তবে আমরা এই প্রসিদ্ধ নাটকটি দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে অভিনয় করতে প্রস্তুত।

সূত্র। আচ্ছা, এই দেখ, আমি কামন্দকী হলেম।

নট। আর আমি, অবলোকিতা।

পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(রক্ত-পট্টিকাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ)

কাম। বৎস অবলোকিতা!

অব। আজ্ঞা করুন ভগবতি।

কাম। আমার ইচ্ছে, ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে দেবরাতের পুত্র মাধবের শুভ বিবাহ হয়।

(বামাক্ষি স্পন্দনে হর্ষ)

শুভ কথা কহিতে কহিতে, অন্তরক্ত বামনেত্র
করিছে স্ফুরণ।
অদক্ষিণ হয়ে ও যে, দাক্ষিণ্য-অনুকূলতা করয়ে
ধারণ॥

অব। আপনার দেখছি বিষম চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! একজন চীরধারী, ভিক্ষান্নজীবী তাপসীর হস্তে কি না অমাত্য ভূরিবসু এইরূপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপনি ভগবতি, এখন সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত, আপনিই বা কি ক'রে এই ভার গ্রহণ করলেন?

কাম।—

আমায় তিনি যে এই দিয়াছেন ভার
স্নেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার।
তপস্যা করিয়া কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন
করিতে যদি গো হয় এ কার্য্য সাধন
তবুও করিব আমি সখার এ কাজ
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ।

তুমি কি জান না, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য মানা দেশের লোক যখন আমার নিকট আস্‌ত, সেই সময়ে, আমার ও সৌদামিনার সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, "আমরা ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করব।" তাই এখন, সত্যপরায়ণ বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী দেবরাত, নিজ পুত্র মাধবকে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য, কুণ্ডিনপুর হতে এই পদ্মাবতী নগরে পাঠিয়েছেন।

আসল কথা :—
সে প্রতিজ্ঞা বিবাহের—
আর প্রিয় সুহৃদেরে করিয়া স্মরণ
বিবাহে প্রবৃত্তি দিতে
গুণবান পুত্রটিকে করিলা প্রেরণ।

অব। আচ্ছা, মন্ত্রিবর স্বয়ং কেন মালতীর সঙ্গে মাধবের বিবাহের প্রস্তাবটা করেন না? তিনি লুকিয়ে-চুরিয়ে এই বিবাহটা ঘটাবার জন্য, ভগবতি, আপনাকে কেন ভার দিলেন বলুন দিকি?

কাম।—

নৃপতির নর্ম্ম-সখা নন্দন নামেতে এক জনা
নৃপ-মুখে মালতীরে করেছে প্রার্থনা।
না রাখিলে সেই কথা, নৃপকোপে ঘটিবেক দায়
তাই করেছেন মন্ত্রী এই সদুপায়।

অব। কিন্তু আশ্চর্য্য, অমাত্যবর মাধবের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন এ বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদাসীন।

কাম।—

সে কেবল একটা আবরণ মাত্র। আসল কথা—
বালত্ব-স্বভাব হেতু
মালতী মাধব দোঁহে অনাবৃত-প্রাণ,
তাহাদের কার্য্যে তাই
নিজ ভাব লুকাইয়া হন সাবধান।

তা ছাড়া :—
রাষ্ট্র এই জনরব
যাহাদের মাঝে চলে গোপন মিলন
—আমরাও চাহি তাই—
প্রতারিত এইরূপে রাজা ও নন্দন।

দেখ :—
বিদ্বান্ সুবিজ্ঞ জন
লোকমাঝে অভিসন্ধি করিয়া গোপন
উদাসীন ভাব ধরি'
মৌন ভাবে স্ব-উদ্দেশ্য করেন সাধন।
বাহিরে তাঁদের সদা
অনুকূল রমণীয় মধুর ব্যভার,
সন্দেহের অবসর
কিছুমাত্র নাহি দেন মনেতে কাহার।

অব। আপনার কথার ভাবে বোধ হয়, এই জন্যই মাধব ভূরিবসুর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন।

কাম।—

মালতীর সহচরী ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা-কাছে
শুনেছি, মাধব ভ্রমে নিতি নিতি রাজপথ-মাঝে।
উচ্চ বাতায়ন হতে মাধবেরে মালতী দেখিয়া
কন্দর্পের রূপে যেন রতিদেবী গেল গো ভুলিয়া।
সে হতে মাধব-রূপ তার চিত্তে জাগে নিশি-দিন,
দারুণ মরম-ব্যথা করিছে ললিত তনু ক্ষীণ।

অব। তাই বুঝি মালতী আত্মবিনোদনের জন্য নিজ হস্তে মাধবের একটি ছবি এঁকেছেন? সেই ছবিটি, আজ দেখলেম লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে দিয়েছে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) লবঙ্গিকা তো বেশ উপায় ঠাউরেছে দেখছি। কেন না, মাধবের অনুচর কলহংস, মঠ-দাসী মন্দারিকার প্রেমাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং এই সূত্রে ছবিটি ক্রমে মাধবের হাতে গিয়ে পড়বে।

অব। আমিও আজ মাধবের কৌতূহল উদ্দীপিত ক'রে দিয়ে মদনোৎসব উপলক্ষে তাকে প্রভাতে মদনোদ্যানে যেতে ব'লে দিয়েছি। সেখানে মালতীরও যাবার কথা, সুতরাং সেইখানে দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা আছে।

কাম। সাধু বৎস সাধু! আমার মনের মত কাজটি ক'রে তুমি আমার পূর্ব্ব-শিষ্যা সৌদামিনীকে মনে করিয়ে দিলে।

অব। দেখুন ভগবতি, সৌদামিনীর এখন আশ্চর্য্য মন্ত্র-সিদ্ধি-ক্ষমতা জন্মেছে। তিনি শ্রীপর্ব্বতে গিয়ে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করেছেন।

কাম। এ সংবাদ তুমি কোথা থেকে পেলে ?

অব। এই নগরের মহাশ্মশানে 'করাল-মূর্ত্তি চামুণ্ডা নামে এক দেবী আছেন।

কাম। আছেন বটে। আর তাঁর দুঃসাহসী উপাসকদের মধ্যে এই প্রবাদ আছে, তিনি জীব-বলি ভালবাসেন।

অব। নিকটের কোন অরণ্যে, অঘোর-ঘণ্ট নামে একজন নিশাচর কাপালিক বাস করেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীপর্ব্বত থেকে এখানে এসেছেন। কপালকুণ্ডলা নামে মহাপ্রভাসম্পন্না তাঁর একজন শিষ্যা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যাতায়াত করেন। তাঁর নিকটেই এই কথা শুনেছিলেম।

কাম। সৌদামিনীর পক্ষে সকলই সম্ভব।

অব। এ তো হল। আবার মাধবের সহচর ও বাল্য-বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার যদি আপনি বিবাহ ঘটাতে পারেন, তা হলে মাধবের আর একটি মনের সাধ পূর্ণ করা হয়।

কাম। সে কার্য্যে প্রিয় সখী বুদ্ধ-রক্ষিতাকে নিযুক্ত করেছি।

অব। ভগবতি! এ উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) এখন তবে ওঠা যাক্। আগে মাধবের ভাব-গতি জেনে তার পর মালতীর ওখানে যাওয়া যাবে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) মালতীর অতি উদার প্রকৃতি। নিপুণ দূতীরা যেমন নায়ক নায়িকার ভাব-গতি জেনে, তার পর নিজ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে, আমাদেরও সেইরূপ করতে হবে। শরৎ-কৌমুদী যথা

কমনীয় কুমুদের আনন্দ-দায়িনী,
সুজাত মাধব-কাছে
তাহাই হয় গো যেন মালতী কল্যাণী।
করুক উভয়ে মুগ্ধ উভয়ের গুণ,
গুণ-রচনায় হেথা বিধাতা নিপুণ।
বিধাতার কার্য্য যেন হয় ফলবান,
উভে হয় উভয়ের মন-অভিরাম।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক

দৃশ্য—উদ্যান

(চিত্র-উপকরণ-হস্তে কলহংসের প্রবেশ)

কল। প্রভু মাধব যখন আপনার রূপ-প্রভাবে মালতীর এমন গম্ভীর হৃদয়কেও বিচলিত করেছেন, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে কন্দর্পের সঙ্গে তুলনা ক'রে আপনার রূপের দর্প করতে পারেন। কোথায় তিনি ?—এইখানে একবার অন্বেষণ ক'রে দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক। তার পর প্রভু মাধব ও তাঁর সহচর মকরন্দের অন্বেষণে যাওয়া যাবে।

(উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

(মকরন্দের প্রবেশ)

মক। অবলোকিতার কাছে শুনলেম, মাধব মদনোদ্যানে গেছেন, আমিও সেইখানে তবে যাই। (পরিক্রমণ) এই যে সখা এই দিকেই আস্‌ছেন। (নিরীক্ষণ করিয়া) এঁর দেখছি :—

অলস স্খলিত গতি,
শূন্য দৃষ্টি, আলুথালু বেশ,
ঘন ঘন বহে শ্বাস,
না জানি কি হয়েছে বিশেষ।
বুঝি বা কন্দর্প হতে
ঘটেছে এ যৌবন-বিকার,
ভুবনে কন্দর্প-আজ্ঞা
কোথায় না আছে গো প্রচার!
সর্ব্বত্রই মদনের
ললিত মধুর আয়োজন
ধীরতা বিনষ্ট করি',
কষ্ট-রাশি আনে অনুক্ষণ।

(পূর্ব্বোক্তভাবে মাধবের প্রবেশ)

মাধব।—

সে চন্দ্রবদন মনে ভাবি নিশি-দিন,
এখন ফিরানো চিত্ত বড়ই কঠিন।
লজ্জায় করিয়া জয়,
অতিক্রমি' সংযমের ভাব,
ধৈর্য্যেরে উচ্ছিন্ন করি',
শিথিলিয়া বিবেক-প্রভাব,

সহসা একি-এ মোহ
চিত্তমাঝে হ'ল আবির্ভাব।

আশ্চর্য্য :—

ছিলাম যখন আমি তাঁর সন্নিধানে,
বিস্ময়-স্তিমিত-চিত্ত মগ্ন তাঁরই ধ্যানে,
হৃদয় প্লাবিত কিবা অমৃত-ধারায়,
আনন্দের মোহে চিত্ত ছিল জড়প্রায়।
এবে সে হৃদয় মোর—আগে কে জানিত—
অঙ্গার-চুম্বিত-সম হইবে ব্যথিত।

মক। মাধব!—এই দিকে সখা, এই দিকে!

মাধ। (পরিক্রমণ করিয়া) তুমি?—আমার প্রিয়-সখা মকরন্দ?

মক। (সম্মুখে আসিয়া) সূর্য্যের তাপে কপাল যেন ফেটে যাচ্ছে—এসো সখা, এই উদ্যানে একটু বসা যাক্।

মাধ। প্রিয় সখা, তোমার যা অভিরুচি। (দুজনে উপবেশন)

কল। (দেখিয়া) এই যে মকরন্দের সঙ্গে মাধব। আহা, উনি থাকায় বকুল-বাগানটির কেমন শোভা হয়েছে! মালতী বিরহবেদনায় যখন অস্থির হন—এই ছবিটি দেখে বোধ হয় তাঁর চক্ষু জুড়িয়ে যায়! এইবার তবে মাধবকে ছবিটি দেখাই—না, উনি আর একটু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন।

মকরন্দ। এসো সখা, আমরা ঐ কাঞ্চন গাছের তলায় বসি গিয়ে। দেখ, ওখানে ফুলগুলি কেমন সুন্দর ফুটে আছে।—আহা, ওর স্নিগ্ধ সৌরভে বাগানটি যেন একেবারে ভর-পূর।

(উভয়ের উপবেশন)

মক। আজ নগরের সমস্ত রমণীরা মিলে মদনোদ্যানে মদনোৎসব করেছিল, তুমি বুঝি সেখানকারই একজন ফেরৎ-যাত্রী? তা সখা, মদন-বাণের দুই-এক ঘা খেয়েছ কি?

(মাধব লজ্জায় অধোমুখে উপবেশন।)

মক। (হাসিয়া) সুন্দর পদ্মমুখখানি হেঁট ক'রে রইলে যে?

দেখ সখা :—

কিবা জীব-জন্তু-প্রাণী
রজ-তমোগুণে যারা সতত আবৃত,
বিশ্বের বিধাতা কিবা,
কিবা সেই মহেশ্বর জগত-পূজিত,
সমান সবার পরে
খ্যাতনাম্নী মদনের শক্তি সম্মোহন,
তাই বলি, লজ্জা করি'
তাঁর কথা কিছুমাত্র কোরো না গোপন।

মাধ। সখা! তোমাকে বল্‌ব না কেন? শোনো তবে। অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হয়ে আমি মদনোদ্যানে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে সমস্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেম। শেষে শ্রান্ত হয়ে মন্দিরের অঙ্গনে যে বকুলগাছটি আছে, তার তলায় এসে বস্‌লেম। সে অতি রমণীয় স্থান। আহা! বকুল গাছটিতে অঙ্গনের কি শোভাই হয়েছে! বকুল-মুকুলের মদির মধুর সৌরভে চারিদিক একেবারে আমোদিত, সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলিকুল আকুল হয়ে গুণ-গুণ স্বরে গান করছে, আর বৃক্ষটি হতে ফুলগুলি আপনা আপনি অজস্র ঝরে পড়ছে। আমি সেই ফুলগুলি তুলে একটি সুন্দর মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা, পরিজন-পরিবৃতা, মহানুভব-প্রকৃতি, কুমারী-ভাবাপন্না একটি রমণী ভগবান মকরকেতুর জগদ্বিজয়ী সঞ্চারিণী পতাকার মত, মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। সে যে কি দেখ্‌লেম, কি আর বলব সখা :—

লাবণ্য-খনির দেবী বুঝি বা উদয়,
অখিল-সৌন্দর্য্য-সার, অথবা আলয়।
মৃণাল চন্দ্রের সুধা, জ্যোৎস্না মনোলোভা,
যাহা কিছু জগতের রমণীয় শোভা,
একত্র করিয়া সেই সব উপাদান
আপনি মদন যেন করিলা নির্ম্মাণ।

তার পর, তাঁর সহচরীরা ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আস্‌ছিল, তারা এইখানে অনেক ফুল পাবে বলায়, তাদের কথামত তিনি সেই বকুল-তলার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের উদ্দেশে তিনি যেন চির-সঞ্চিত মদন-বেদনা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করছেন।

কেন না :—

দলিত-মৃণাল সম দেবীর সে মলিন মূরতি
স্বজনের বাক্যে যেন কথঞ্চিৎ কাজকর্ম্মে মতি।
নির্ম্মল-হিমাংশু-শোভা আহা কিবা করেন ধারণ
নব-করি-দন্ত-সম কপোলটি পাণ্ডুর বরণ।

তাঁকে দেখবামাত্রই অমৃত-অঞ্জনে যেন আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল; আর অয়স্কান্ত মণির শলাকা যেমন লোহকে আকর্ষণ করে, আমার অন্তঃকরণও যেন সেইরূপ আকৃষ্ট হ'ল।

অহেতু আরষ্ট হয়ে হৃদয় আকুল
আনিল সন্তাপ-রাশি,—বিপদ বিপুল।
প্রবলা ভবিতব্যতা সবার প্রধান,
শুভাশুভ তিনি জীবে করেন বিধান।

মক। দেখ সখা মাধব, প্রীতি যে কোন হেতুর অপেক্ষা করে, এ কথা কিন্তু অসিদ্ধ।

অন্তরের মধ্যে হেন আছয়ে কারণ
যাতে পরস্পরে হয় স্নেহের বন্ধন।
গূঢ় সূত্রে বাঁধে প্রেম পরাণে পরাণ,
প্রীতির আশ্রয় নহে বাহ্য উপাদান।
উদিলে ভাস্কর হয় পদ্ম বিকশিত,
শশীর উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত।

সে যাক্—তার পর কি হ'ল বল দিকি ?

মাধব। তার পর, সেখানে—

চতুরা সঙ্গিনী সবে পরস্পরে করি চোখাচোখি
ভ্রূভঙ্গে বলিয়া উঠে, "এই সেই—দেখ প্রিয়সখি!"
অমনি তাহারা কবি' আমা পানে লক্ষ্য
হানিল মুচকি হাসি মধুর কটাক্ষ।

মক। (স্বগত) না জানি ওরা কি ক'রে এঁকে চিন্‌তে পারলে!

মাধ। তার পর—

ললিত কর-কমল করিয়া উন্নত
লীলাচ্ছলে করতালি দিয়া ঘন ঘন
সঞ্চালিয়া কর-ধৃত তরল বলয়
আসিল ফিরিয়া তারা সখীর সকাশে,
কলহংস-অভিরাম বিলাস-বিভ্রমে।
চারু-পদ-সঞ্চালনে মঞ্জুল মঞ্জীর
বাজি উঠে রুণুঝুনু, মেখলা-কলাপে
কিঙ্কিণী ঝিনিকিঝিনি উঠিল বাজিয়া।
আসিয়া সখীরে বলে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
"কোনো ব্যক্তি কারো তরে আছে গো হেথায়।"

মক। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পূর্ব্ব-অনুরাগের অঙ্কুরটি যে বিলক্ষণ গজিয়ে উঠেছে!

কল। (কর্ণপাত করিয়া) একজন রমণীর সম্বন্ধে কি একটা রসালো ধরণের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে না?

মক। সখা, তার পর?—তার পর?

মাধ।

পঙ্কজ-নয়নে তার
কি যে সেই দেখিলাম বিভ্রম-বিলাস,
বাক্যের অতীত যাহা
বাক্যেতে কেমনে তাহা করিব প্রকাশ।
হইলাম ধৈর্য্যচ্যুত,
আবির্ভূত হ'ল মনে সাত্ত্বিক বিকার,
মদন বিজয়ী হ'ল,
গাঢ় অনুরাগ হৃদে হইল সঞ্চার।

তার পর :—

কখন বা স্থির নেত্র বিকসিত
—বিলসিত ভ্রূলতা উপরে—
কখন বা মৃদু স্নিগ্ধ মুকুলিত
—অপাঙ্গ বিস্তৃত রসভরে।
কিন্তু সেই প্রতি চাহনিতে তাঁর
নেত্র যেন ঈষৎ কুঞ্চিত
এইরূপে কত ভাবে কত ছাঁদে
হইলাম আমি গো লক্ষিত।
কি যে সে চাহনি সখা, কি বলিব আর
অলস সরস স্নিগ্ধ বিস্ময়-বিস্ফার।
সেই সে কটাক্ষে এই হৃদি অসহায়
ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত উন্মূলিত-প্রায়।

সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোমোহিনী রমণীর আসক্তি বুঝতে পেরেও আমার মনের চঞ্চলতা গোপন করবার জন্য সেই বকুলমালাটি কোন প্রকারে গেঁথে শেষ করলেম। তার পর কতকগুলি বয়োবৃদ্ধ অস্ত্রধারী পুরুষে পরিবেষ্টিত হয়ে, করিণী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে সেই চন্দ্রাননা পথ অলঙ্কৃত ক'রে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন :—

যাইতে যাইতে মুহু বাঁকাইয়া গ্রীবা
ফিরি ফিরি আমা পানে চাহিলেন কিবা!
বৃন্তে যথা উলটিয়া পড়ে সরোজিনী
মুখানি শোভিল আহা তাঁহার তেমনি।

অমৃত ও বিষে মাখা সে কটাক্ষপাত
গাঢ়রূপে হৃদে মোর হইল নিখাত।
সেই অবধি :—
বর্ণন-অতীত যাহা, বলা অসম্ভব,
কোনো জন্মে করি নাই যাহা অনুভব,
বিবেকের নাশে যথা ঘোর মোহ-ঘন
তেমতি বিকার আসি করিছে দহন।
এখন :—
সম্মুখে রয়েছে যাহা
জ্ঞানে তাহা না হয় ধারণ,
চিরাভ্যস্ত যাহা তাও
ভাল করি না হয় স্মরণ।
সরসী-শীতল-জল
কিম্বা স্নিগ্ধ চন্দ্র-জ্যোছনায়
হৃদয়ের এ সন্তাপ
কিছুতেই নাহিক জুড়ায়।
নিষ্ঠাশূন্য হয়ে মন ভ্রমে ইতস্ততঃ
কত কি কল্পনা রচে নিজ ইচ্ছামত।

কল। না জানি প্রভুর মন কে হরণ করলে—মালতী নয় তো?

মক। (স্বগত) ওঃ! এ যে ঘোরতর আসক্তি দেখছি। কি করেই বা আমি এখন সখাকে নিষেধ করি।
"হয়ো না আহত সখা মনমথ-বাণে
বিকার-মালিন্য যেন নাহি পশে প্রাণে"
—এই সব কথা ওঁরে বোলে কিবা ফল
মদন, যৌবন, যবে উভয়ে প্রবল।
(প্রকাশ্যে) তাঁর নাম কি ও কোন্ বংশ, তা কি তুমি জান?

মাধ। শোনো সখা। তিনি যখন গজ পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, সেই সময়ে তাঁর সখীদের মধ্যে একজন বার-বনিতা বিলম্ব ক'রে বকুল-ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আমার নিকট এসে প্রণাম করলে। আর মালার কথাচ্ছলে আমাকে বল্লে—"মহাশয়, মালাটি বড় সুন্দর গাঁথা হয়েছে, এটি একবার দেখবার জন্য আমাদের ঠাকুরাণীর বড় কৌতূহল হয়েছে। তাও বলি, এই মালাটি তাঁর কণ্ঠে গেলে কারিগরের কারিগুরি, গুণপনা, রচনানৈপুণ্য, সমস্তই সার্থক হবে, আর মালাটিরও মূল্য বেড়ে যাবে।"

মক। ওঃ! কি বাক্-চাতুরী!

মাধব। আমি জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে :—"আমাদের ঠাকুরাণী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, নাম মালতী। আর আমি, ঠাকুরাণীর যিনি ধাত্রী, তাঁরই কন্যা; আমার নাম লবঙ্গিকা।"

কল। (সহর্ষে স্বগত) কি! তাঁর নাম মালতী? বেশ হ'ল—ভগবান কুসুমশরের বিলাস-লীলা এর মধ্যেই দেখছি আরম্ভ হয়েছে—আমাদের মনস্কামনা এইবার তবে পূর্ণ হবে।

মক। (স্বগত) অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা—এই তো যথেষ্ট মানের কথা। তা ছাড়া, ভগবতীও রাতদিনই "মালতী মালতী" করেন—এই নামটিতে তাঁর কতই আনন্দ। কিন্তু এ দিকে আবার একটা জনরব শুনতে পাই, রাজা নাকি নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মাধ। তার পর শোনো সখা। মালাটি আমার কাছ থেকে চাওয়াতে, আমার কণ্ঠ থেকে খুলে তাকে দিলাম। মালা গাঁথবার সময় মালতীর মুখপানে একদৃষ্টে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে ছিলাম বোলে মালার শেষ ভাগটির গাঁথুনি অসমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছ থেকে, বহুমূল্য প্রসাদ বোলে আদরের সহিত মালাটি গ্রহণ করলে। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে গেলে পৌরজনেরা সব চ'লে যেতে লাগল—সেও তখন জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল। আর, আমিও এখানে এসে উপস্থিত হলেম।

মক। মালতীও যখন তোমাকে অনুরাগ-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তখন সমস্তই পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁর কপোলের পাণ্ডুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই অনুরাগটি তোমার প্রতি তাঁর পূর্ব্ব হতেই জন্মেছে। আর তাঁর ভাবভঙ্গীতেও তাই প্রকাশ পায়। অবশ্যই, পূর্ব্বে কোথাও-না-কোথাও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাকবে। কেন না, এরূপ সম্ভ্রান্ত-কুলের কুল-বালারা, এক-জনের প্রতি আসক্তচিত্ত হলে অপরের প্রতি কখনই সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। তা ছাড়া :—
সখীগণ পরস্পরে
তখন যে করেছিল চোখের ইঙ্গিত

তাহাতেই বুঝা যায়
পূর্ব্ব-অনুরাগ তাঁর ছিল সুনিশ্চিত।
তার পর, ধাত্রী-কন্যা
বলিল এই কথা যাহা নিপুণ বচনে
"কেহ কারও আছে হেথা"
তাহে আরও স্পষ্ট উহা বুঝা যায় মনে।

কল। (নিকটে আসিয়া) এই চিত্রপট।

(চিত্রপট প্রদর্শন ও উভয়ে দর্শন)

মক। কলহংস! মাধবের এই ছবিটি কে আঁক্‌লে বল দিকি?

কল। যিনি প্রভুর মন হরণ করেছেন, তিনিই।

মাধ। সখা মকরন্দ, তুমি যা ঠাউরেছিলে, তাই বটে।

মক। কলহংস! কোথা থেকে ছবিটি পেলে বল দিকি?

কল। লবঙ্গিকা মন্দারিকাকে দিয়েছিল—আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

মক। মাধবের চিত্রে মালতীর কি প্রয়োজন, সে কথা মন্দারিকা কি কিছু বল্লে?

কল। প্রয়োজন উৎকণ্ঠা দূর করা।

মক। সখা মাধব! এখন তবে তুমি নিশ্চিন্ত হও।
সুজন্মা সে কুল-বালা
তব নেত্র-জ্যোছনা-অমিয়
তুমিও তাহার যে গো
বাসনার ধন—অতি প্রিয়।
মিলন হইবে দোঁহে
নাহি তাহে সন্দেহের লেশ,
বিধি ও মদন যেথা
করিছেন উদ্যোগ বিশেষ।

যার জন্য তোমার এরূপ দশা উপস্থিত, সেই মালতীর রূপ নিশ্চয়ই দেখবার জিনিস। তা সখা, মালতীর একটা ছবি এঁকে আমাকে দেখাও না।

মাধ। আচ্ছা, এঁকে দেখাচ্ছি। দেখ, চিত্রের উপকরণ সব এখানে নিয়ে এসো তো।

(মকরন্দের আনয়ন)

মাধ। দেখ সখা মকরন্দ!
অশ্রুর প্রবাহ বহি'
বারম্বার দৃষ্টি মোর আচ্ছাদিত
নিরন্তর ধ্যানে তার
জড়িমা-জড়িত চিত—শরীর স্তম্ভিত
স্বেদ ঝরে অনিবার,
কাঁপে দেহ থর থর, অঙ্গুলী চঞ্চল,
কর লগ্ন চিত্রপটে,
না পারে চিত্রেতে তবু, কি করি তা বল।
আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

(অনেকক্ষণ ধরিয়া আঁকিয়া পরে প্রদর্শন)

মক। (দেখিয়া) হাঁ, এ তোমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বটে। (সকৌতুকে) কি আশ্চর্য্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে চিত্র রচনা ক'রে আবার একটা শ্লোকও লিখেছ যে? (পাঠ করণ)
নব-ইন্দুকলা-আদি আছে দ্রব্য প্রকৃতি-মধুর
উন্মাদক আরো কত পদার্থ প্রচুর।
সে নেত্র জ্যোছনা হেরি মনে নাহি ধরে এই মন
সেই মোর একমাত্র নেত্রের বিষয়—মহোৎসব।

(মন্দারিকা সত্বর প্রবেশ করিয়া)

মন্দা। (কলহংসের প্রতি) তোমার পিছনে পিছনে এসে, দেখ কেমন তোমাকে ধ'রে ফেলেছি।

(মাধব ও মকরন্দকে দেখিয়া লজ্জায়)

ও মা কি হবে! ওঁরা এখানে আছেন যে!

(অগ্রসর হইয়া প্রণাম করণ)

উভয়ে। এসো মন্দারিকা, বোসো।

মন্দা। (বসিয়া) কলহংস! আমার সেই চিত্রপটখানি দেও তো।

কল। (গ্রহণ করিয়া) এই লও।

মন্দা। (দেখিয়া) ও মা! মালতীর ছবি আবার কে আঁক্‌লে? কেনই বা আঁক্‌লে?

কল। মালতী যাঁর ছবি এঁকেছেন, তিনিই আবার এইটি এঁকেছেন।—আর সেও একই অভিপ্রায়ে।

মন্দা। (সহর্ষে) আহা! বিধাতার চিত্র-বিদ্যা এইবার সার্থক হ'ল।

মক। এই বিষয় কলহংস যা বলছে তা ঠিক?

মন্দা। হাঁ মহাশয়— তাই বটে।

মক। আচ্ছা, মালতী প্রথমে কোথায় মাধবকে দেখেছিল বল দিকি?

মন্দা। লবঙ্গিকা বলে, বাতায়ন হতে।

মক। হাঁ, আমরা অমাত্য-ভবনের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে যাতায়াত করতেম বটে। এখন সব বুঝতে পারছি, সখা।

মন্দা। আপনাদের যদি অনুমতি হয় তো, ভগবান অনঙ্গদেবের এই সব ব্যাপার লবঙ্গিকাকে বলি গিয়ে।

কম।—বলবার এই তো ঠিক সময়।

[চিত্রপট লইয়া মন্দারিকার প্রস্থান।

মক। সখা, এখন মধ্যাহ্ন—সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। এসো, এখন গৃহে যাওয়া যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

মাধ। হাঁ আমারও তাই মত।

গণিকা দাসীর দল
প্রাতে চারু পত্র-লেখা রচে নিজ গালে,
মধ্যাহ্নের খর তাপে
কপোল-কুঙ্কুম ধৌত হয় ঘর্ম্ম-জালে।
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধ
তার বন্ধু সহচর তুমি সমীরণ,
চঞ্চল-নয়না বালা
নতাঙ্গীরে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন।
সে অঙ্গ-পরশ-সুধা বহি' আনি রঙ্গে
বুলাও সে হস্ত তব মোর প্রতি অঙ্গে।

মক।

মাধব সখা যে মোর সুকুমার-কায়,
অবাধে মদন তারে দহিতেছে হায়!
সহসা এ কি রে তাঁর দারুণ বিকার,
করি-জ্বর সম নাহি কোন প্রতিকার।

এখন দেখছি, কামন্দকীই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

মাধ। (স্বগত)

আশ্চর্য্য!

সেই মূর্ত্তি হেরি আমি
হেথা হোথা সম্মুখে পশ্চাতে,
অন্তরে বাহিরে সে যে
চারিদিকে ফেরে সাথে সাথে।
কনক-কমল-নিভ
কিবা সেই আনন বিরাজে,
অপাঙ্গে নেহারে কিবা
অভিভূতা অনুরাগ-লাজে।

(প্রকাশ্যে)

সখা! আমার এখন কি হয়েছে জানো?—

দারুণ দহনে দহে অঙ্গ সমুদয়,
মহা মোহে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-নিচয়,
মদন-বাসনা-ভরে অস্থির পরাণ
জ্বলে চিত অবিরত—সেই মাত্র ধ্যান॥

ইতি বকুল-বীথি নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—মালতীর গৃহ।

(দুই জন দাসীর প্রবেশ)

প্রথম। সঙ্গীত-শালার ওখানে দাঁড়িয়ে তুই অবলোকিতার সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলি লা?

দ্বিতীয়। দেখ সই, সেই মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দ, মদনোদ্যানের সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবতী কামন্দকীর কাছে বলেছেন।

প্র। তার পর?

দ্বি। তার পর, আমাদের দিদিঠাকরুণকে ভগবতীর দেখবার ইচ্ছে হওয়ায়, তাঁকে বলে-কোয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর কাছে অবলোকিতাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি অবলোকিতাকে বল্লুম, এখন দিদিঠাকরুণের কাছে শুধু লবঙ্গিকা আছে, আর কেউ নেই।

প্র। ওলো! লবঙ্গিকা যে মদনোদ্যানে বকুলফুল তুলছিল, সেখান থেকে সে কি ফিরে এসেছে?—তার সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

দ্বি। দেখা হয়েছে বৈ কি। সে ফিরে আসবামাত্রই তার হাতটি ধরে দিদিঠাকরুণ তাকে উপরের বারন্দায় নিয়ে গেলেন। আর সেখানে অন্য লোকজনকে আসতে বারণ ক'রে দিলেন।

প্র। তবে নিশ্চয় এখন তিনি সেই পুরুষটির কথাবার্ত্তা পেড়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োচ্চেন।

দ্বি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সই! এখন কি কোন সান্ত্বনা মানে? আজ আবার তাতে দুজনে ভাল ক'রে চাক্ষুষ হয়ে গেছে, এতে এই আসক্তিটা যতদূর বাড়বার তা বাড়বে। এ দিকে আবার মহারাজ নন্দনের সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বিবাহের যে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়েও মন্ত্রী মহাশয় নাকি মত দিয়েছেন।

প্র। মন্ত্রী মহাশয় কি বল্লেন?

দ্বি। তিনি বল্লেন, "মহারাজই নিজ কন্যার প্রভু।" এখন দেখ্‌চি মাধবের উপর দিদিঠাকরুণের যে ভালবাসা পড়েছে, সে ভালবাসা চিরকাল শেলের মত তাঁর মনে বিঁধতে থাক্‌বে—না ম'লে আর যাবে না।

প্র। দেখা যাক্‌ এখন ভগবতী কি করেন—তিনি যে ভগবতী, তাঁর সেই ক্ষমতার এখন কি কিছু পরিচয় দেবেন না?

দ্বি। ও সব মিছে আশা কেন করিস্‌ বল্‌ দিকি—চল্‌ এখন যাওয়া যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—অলিন্দের উপর।

লবঙ্গিকার সহিত মালতী বিষণ্ণভাবে আসীনা।

মালতী। হুঁ। সখি, তার পর—তার পর?

লব। তার পর, তিনি এই বকুলের মালা ছড়াটি আমাকে দিলেন।

(মালা প্রদান)

মাল।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! একপাশের গাঁথুনিটা একটু অসমান হয়েছে।

লব। যদি কিছু খারাপ গাঁথুনি হয়ে থাকে, সে তো তোমারই দোষে।

মাল। কেন বল দিকি?

লব। সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর পুরুষটির মন তুমিই তো বিচলিত ক'রে দিয়েছিলে।

মাল। প্রিয়সখি লবঙ্গিকে। কেবল লোককে আশ্বাস দেওয়াই তোমার স্বভাব দেখ্‌ছি।

লব। সখি! এতে আমার আশ্বাস দেবার স্বভাব কি দেখ্‌লে? আমি তোমায় নিশ্চয় করে বল্‌ছি, প্রথমে যখন তিনি মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি মালার পরেই ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে আর দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলেন না। সুমন্দ-মারুত-কম্পিত প্রফুল্ল পদ্মের মত তাঁর সেই বিস্ময়-স্তিমিত অপাঙ্গ-বিস্তৃত দীর্ঘ নেত্র, মালা থেকে চ'লে গিয়ে তোমার মুখের পানে আকৃষ্ট হ'ল, আর মদনের ধনুর মত তাঁর সেই ভুরু দুটি বিভ্রম-বিলাসে যেন নৃত্য করতে লাগল।

মাল। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! তাঁর সঙ্গে আমাদের মুহূর্ত্তের দেখা বৈ তো নয়? তাই ভাবছি, সেই সুন্দর পুরুষটির চোখের হাবভাবগুলি স্বাভাবিক, না তুমি যা মনে করছ তাই?

লব। (হাসিয়া) তুমিও যে সেই সময়ে বিনা-সঙ্গীতে নেচে উঠেছিলে, সেও তবে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—না?

মাল। (সলজ্জে) হুঁ। তার পর—তার পর?

লব। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে যাত্রিদল চ'লে গেলে আমি মন্দারিকার বাড়ী গেলেম—গিয়ে প্রভাতে সেই চিত্রটি তার হাতে দিলেম।

মাল। তার হাতে দিলে কেন?

লব। মাধবের অনুচর কলহংস মন্দারিকাকে ভালবাসে, সুতরাং মাধবকে সে নিশ্চয়ই দেখাবে—এই অভিপ্রায়ে। আমরা যা ভেবেছিলেম, তাই হয়েছে—মন্দারিকা কলহংসকে বাস্তবিকই সেই চিত্রটি দেখিয়েছে।

মাল। (স্বগত) আর কলহংসও নিশ্চয় তার প্রভুকে সেটি দেখিয়েছে, (প্রকাশ্যে) সখি! এখন আর কোন সু-খবর আছে কি?

লব। আছে বৈ কি—যিনি নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন, আর তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন; আর, যার হৃদয় দুর্লভ-জনে আসক্ত হ'য়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে, সেই মাধব শুধু ক্ষণিক সান্ত্বনার আশায়, দেখ তোমার এই চিত্রটি এঁকেছেন।

(চিত্র প্রদর্শন)

মাল। (সহর্ষে উচ্ছ্বাস-সহকারে চিত্র নিরীক্ষণ করত) না—এখনও আমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না। এই চিত্রটিতে যে তাঁর সান্ত্বনা হয়, এ কেবল তাঁর ছলনার কথা। ভাল, এ অক্ষরগুলি কিসের? ("নব ইন্দুকলা" আদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিয়া আনন্দে) আহা মাধব! তোমার যেমন সুন্দর আকৃতি, তেমনি তোমার রচনাও মধুর। কিন্তু তোমার দর্শন সে সময়ে সুখের হলেও পরিণামে এখন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কুমারীরাই ভাগ্যবতী, যে তোমাকে কখন দেখে নি, কিম্বা দেখেও যারা নিজের মনকে বশে রাখতে পেরেছে। (ক্রন্দন)

লব। কি! সখি! এতেও তোমার মন প্রবোধ মানছে না?

মাল। সখি, কি ক'রে মানবে বল।

লব। সখি, যার জন্য তুমি ছিন্ন-বৃন্ত অশোক-পল্লবের মত—নব-মল্লিকা-কুসুমের মত ম্রিয়মাণা, তিনিও ভগবান্ কন্দর্প হ'তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

মাল। তিনি সুখে থাকুন। কিন্তু আমার সুখশান্তি জন্মের মত বিদায় হয়েছে, আমাকে সান্ত্বনা করা তোমাদের শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র—বিশেষতঃ আজকে সখি।

এ দারুণ মনোব্যথা
সুতীব্র বিষের মত দেহেতে সঞ্চার,
কিম্বা যেন উদ্দীপিত
নির্ধূম-অনল-শিখা জ্বলে অনিবার।
প্রবল জ্বরের ন্যায়
প্রতি অঙ্গ করি' ক্ষয় দহিতেছে দেহ,
না তুমি, না পিতামাতা
আমারে করিতে রক্ষা পারিবে না কেহ॥

লব। সজ্জনদের মিলনেই সুখ, আর বিচ্ছেদেই অসহ্য যন্ত্রণা চিরকালই হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে পূর্ণিমার চাঁদকে বাতায়ন হ'তে মুহূর্ত্তের জন্য দেখেই তখন মদন-জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিলে—এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হয়েছিল—আজ তাঁর পূর্ণ দর্শন পেয়ে কোথায় সুখী হবে, না আরও দুঃখ করছ?—এর কি উত্তর দেবে বল দিকি? গভীরতম অনুরাগের দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা যদি তুল্য-কুলোদ্ভব প্রিয়জনের সমাগমে চরিতার্থ হয়, তার চেয়ে এ পৃথিবীতে সুখের বিষয় আর কি আছে?—এ কথা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে সখি।

মাল। মালতীকে তুমি খুব ভালবাস বটে, কিন্তু যাও সখি, ওরূপ দুঃসাহসের পরামর্শ আমাকে আর দিও না। কিন্তু না—আমিই অপরাধী। যতই আমি তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, ততই আমার ধৈর্য্য চ'লে গেল, তখন লঘু-চিত্তের মত আমি আর মনের সংযম রাখতে পারলেম না। কিন্তু এখন যাই হোক্ না কেন —

জলুক গগন-তলে
পূর্ণকলা শশধর প্রতি নিশি নিশি,
দহুক মদন হৃদি,
কি আর করিবে বল মরণের বেশি।
দুষি না পিতামাতায়,
দুষি না অমল কুল-মানে,
দুষি শুধু আপনারে,
দুষি শুধু এ ছার পরাণে।

লব। (স্বগত) এখন এর উপায় কি?

(নেপথ্য হইতে প্রতীহারীর অর্দ্ধ-প্রবেশ)

প্রতী। ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

উভয়ে। ভগবতীর কি জন্য আগমন?

প্রতী। ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উভয়ে। তাঁকে এখনি নিয়ে এসো।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

মালতী। (চিত্রপট গোপন করিয়া)

লব। (স্বগত) ঠিক্ সময়ে এসেছেন। আমি যা চাচ্ছিলেম, তাই হয়েছে।

কাম। (স্বগত) সাধু ভূরিবসু সাধু! তুমি যে বলেছ, "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু" এ কথা উভয় পক্ষেই খাটে। এর এক অর্থ এই—"মহারাজ! মালতী আপনার নিজের কন্যা-সদৃশ, আপনিই তার প্রভু" আর এক অর্থ এই হতে পারে—"মহারাজ! আপনি নিজ-কন্যারই প্রভু—অন্যের উপর আপনার অধিকার নাই।"—যা হোক, এতে স্পষ্ট কোন কথা দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া আজ মদনোদ্যানের যে বৃত্তান্ত শোনা গেল, তাতে তো বোধ হয় বিধাতাও অনুকূল হয়েছেন। এ দিকে আবার, বকুলফুলের মালা ও চিত্র-পটের ব্যাপারটা প্রণয়-কৌতূহল খুব উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। আর, বিবাহ-অনুষ্ঠানে পরস্পরের অনুরাগই তো পরম কল্যাণের হেতু এবং অঙ্গিরস ঋষিও বলেছেন—"যে স্থলে বাক্য, মন ও চক্ষু এক-সূত্রে বদ্ধ, সে স্থলেই সিদ্ধিলাভ।"

লব। ইনিই মালতী।

কাম। (নিরীক্ষণ করিয়া)

অতিমাত্র কৃশ তনু
সরস কদলী-গর্ভ সমান সুন্দর,
মনোহর শশাঙ্কের
কলা-শেষ মূর্ত্তিখানি নেত্রানন্দকর।

মদন-দহন-দাহে
দারুণ বিধুরা দশা ঘটেছে ইহার,
মুখ-খানি হেরি এঁর
হরষ বিষাদ চিতে আসে একাধার।
পাণ্ডুর পাংশুল বর্ণ কপোল আনন,
তাহাতে হয়েছে আরো সুন্দর শোভন।
সুন্দর জনেরই পরে মদন-প্রভাব,
—ললিত মদন বিধি করে জয় লাভ।
অথবা বোধ হয় ইনি কল্পনার মূর্ত্তি রচনা ক'রে নিয়ত প্রিয়-সমাগম সম্ভোগ করেন। তাই এঁর
স্খলিত বসন-গ্রন্থি, অধর-স্পন্দন,
অবসন্ন বাহু দুটি, স্বেদ-নিঃসরণ,
মধুর নয়ন-তারা স্নিগ্ধ আকুঞ্চিত,
অচল অলস তনু, স্তন বিকম্পিত,
গণ্ডস্থলে মুহুর্মুহু পুলক রচনা,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে লভেন চেতনা।

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)

লব। (মালতীকে ঠেলিয়া) মালতি! এই দিকে।

(উভয়ের উত্থান)

মালতী। ভগবতি! প্রণাম।
কাম। মহাভাগে! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।
লব। ভগবতি! এই আসনে বসুন।

(সকলে উপবেশন)

মাল। ভগবতীর সমস্ত কুশল তো?
কাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, কুশল বৈ কি।
লব। (স্বগত) এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি আমাদের কপট-নাটকের প্রস্তাবনা-স্বরূপ হ'ল। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! তোমার অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌ছে —ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ছে—অথচ তুমি বল্লে "কুশল বৈ কি"—এ কথার সঙ্গে এ সবের তো মিল হচ্ছে না। আপনার এই উদ্বেগের কারণটা কি বলুন দিকি।
কাম। সে কথা আমার এই সন্ন্যাসী বেশের অযোগ্য।
লব। সে কিরূপ?
কাম। তুমি কি তা জান না? (মালতীকে লক্ষ্য করিয়া)
মদনের বিজয়াস্ত্র
মদন-বিলাসক্ষেত্র ও হেন শরীর
অনুচিত বরে দান
শোচনীয় অতি—ব্যর্থ রূপ সুন্দরীর।

(মালতীর চিত্ত-বিভ্রমের অভিনয়)

লব। তাই বটে। মন্ত্রিবর রাজার অনুরোধে নন্দনের হস্তে মালতীকে সমর্পণ করবেন শুনে লোকে ভারি নিন্দে করছে।
মাল। (স্বগত) কি! পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন?
কাম। আশ্চর্য্য!
পাত্রদের গুণাগুণ
কিছুমাত্র না করি গণনা
এ কার্য্যে প্রবৃত্ত তিনি
কি ক'রে গো হলেন বল না?
কোথায় বাৎসল্য তাঁর?
শুধু এই অভিসন্ধি মনে
মিত্রতা হইবে কিসে
কন্যাদানে নৃপ-মিত্র সনে।
মাল। (স্বগত) রাজার আরাধনাই পিতার কাছে গুরুতর হ'ল, আর মালতী তাঁর কেউই নয়।
লব। ভগবতী যা আজ্ঞা করছেন, তাই ঠিক। নৈলে অমন কদাকার বুড়ো বরের হাতে কি মন্ত্রী মশায় তোমাকে সঁপে দিতে পারতেন?—একটুকুও কি বিবেচনা করতেন না?
মাল। হা! কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিষম বজ্রাঘাত!
লব। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি! অনুগ্রহ ক'রে এই জীবন-মৃত্যু হতে প্রিয়সখীকে রক্ষা করুন—এঁকে আপনার কন্যা বলেই জান্‌বেন।
কাম। দেখ সবলে! আমি এঁর কি উপকার করতে পারি বল? পিতা ও দৈবই কুমারীদের একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা। তবে, আখ্যান-বেত্তারা বলেন বটে, কৌশিক-বংশের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি এবং অপ্সরা উর্ব্বশী পুরূরবার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আর, বাসবদত্তা পিতৃদত্ত-পাত্র সঞ্জয়কে ছেড়ে উদয়নকে আত্মদান করে-ছিলেন। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করতে কাকেও উপদেশ দেওয়া যেতে পারে না।
সুখী হোন্ মন্ত্রিবর
রাজ-প্রিয়-সুহৃদেরে নিজ কন্যা দিয়া,
রাহু-গ্রস্ত শশী সম
করুন মালতী সেই পুরুষেরে বিয়া।

মাল। (সজল-নয়নে স্বগত) হা তাত! তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখছি ভোগতৃষ্ণারই জয়!

অব। ভগবতি, বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, মাধবের শরীর আজ বড়ই অসুস্থ।

কাম। বৎসে, এখন তবে বিদায় হই।

লব। (মালতীর প্রতি জনান্তিকে) সখি মালতি! এই সময়ে ভগবতীর কাছে থেকে তাঁর কুলের বৃত্তান্তটা জানা যাক্ না কেন।

মাল। (জনান্তিকে) সখি! আমিও তাই জান্‌বার জন্য উৎসুক।

লব। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! যে মাধবের উপর আপনার এত স্নেহ, সে মাধবটি কে বলুন দিকি?

কাম। সে অনেক কথা। এখন তা বল্‌বার নয়।

লব। অনুগ্রহ ক'রে বলুন না ভগবতি!

কাম। আচ্ছা, তবে বলি শোনো। বিদর্ভাধিপতির সমগ্র রাজ্যভার-ধারী নীতি-চক্র-চূড়ামণি দেবরাত নামে একজন অমাত্য আছেন। সেই জগন্মান্য, কৃতকীর্ত্তি, পুণ্যমহিম মহাত্মা যে কিরূপ ব্যক্তি, তা তোমার পিতা বিলক্ষণ জান্‌তেন। তা ছাড়া—

দিগন্ত বিস্তৃত তাঁর শুভ্র যশোমান,
সতেজ পুণ্যের তিনি পূত লীলাস্থান।
অবিদিত মহিমার পুণ্য নিকেতন,
কোথায় এ ধরা-মাঝে সম্ভব তেমন?

মাল। সখি! ভগবতী যাঁর নাম করলেন, পিতাও তাঁর কথা সর্ব্বদাই বলেন।

লব। সখি! সে সময়কার লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা দুজনে একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

কাম। সে উদয়-গিরি হতে
নয়ন-আনন্দকর এই সব-চন্দ্রের উদয়,
পরকাশে গুণজ্যোতি
এই জগতের মাঝে—কলাবান্ সুশ্রী অতিশয়।

লব। (জনান্তিকে) সখি, উনি কি মাধবের কথা বলছেন?

কাম। বিদ্যার আধার তিনি, শিশুকালে গৃহ তেয়াগিয়া
আইলেন এই স্থানে শুধু বিদ্যা শিক্ষার লাগিয়া।
শরচ্চন্দ্র-সম কিবা সুমধুর রূপ,
—দেখিবারে পুরনারী সতত উৎসুক।
ছুটাও তাদের নেত্র তরল কটাক্ষে
পঙ্কজ ফুটায়ে তুলি প্রত্যেক গবাক্ষে।

এখন তিনি এইখানে তাঁর বাল্য-সুহৃদ্ মকরন্দের সহিত ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন—তাঁর নাম মাধব।

মাল। (সানন্দে জনান্তিকে) শুনলে সখি?

লব। সখি! মহাসমুদ্র ছাড়া পরিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে বল?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কাম। ওহো, সময় চ'লে যাচ্ছে।
সৌধভূমি-নিকুঞ্জের
নিবিড়তা হ'ল যেন আরো ঘনীভূত,
চক্রবাক চক্রবাকী
প্রথমে বিরহ দুঃখে ছিল অভিভূত।
হইলে মিলন পরে
সুরতের শ্রমে হল নিদ্রায় বিভোর,
হেনকালে সান্ধ্য-শঙ্খ
কাঁপাইয়া কুঞ্জবন নিনাদিল ঘোর।
সেই ধ্বনি বিচরিছে শূন্য নভস্তলে
নিদ্রা হ'তে জাগাইয়া বিহঙ্গ-যুগলে।
তবে এখন আমরা উঠি।

(উত্থান)

মাল। (স্বগত) পিতা আমাকে রাজার নিকট উপহার দেবেন—রাজারাধনাই পিতার নিকট গুরুতর হ'ল—আর মালতী তাঁর কেউ নয়? (সাশ্রুলোচনে) পিতা, তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখছি ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। (আনন্দে) প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "তিনি মহাকুলোদ্ভব—মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে" —হা! আবার কি তাঁকে দেখতে পাব?

লব। অবলোকিতা! এই দিকে এসো—এই সিঁড়ি দিয়ে নামো।

কাম। (স্বগত) সাধু! আমি উদাসীনের ভাব দেখিয়ে দূতীর কাজ তো একরকম বেশ সমাধা করলেম—আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হ'ল।

জন্মেছে বালার দ্বেষ
নন্দনের পরে, আর ঘৃণা নিজ জনকের প্রতি,
পূর্ব্ব-দৃষ্টান্তের ছলে
দেখাইয়া দেছি ওরে ঠারে-ঠোবে কার্য্যের পদ্ধতি।
কুল-শীল—সে বিষয়ে
করিয়াছি বিধিমতে বাছাটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন,
মিলন বিধির হাতে
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা এবে তাহা হবে সংঘটন।

ইতি ধবল-গৃহ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—কামন্দকীর গৃহ

(বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। (পরিক্রমণ ও আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) অবলোকিতা! ভগবতী কোথায় আছেন বল্‌তে পার?

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব। বুদ্ধরক্ষিতা! এ তুমি কি জান না, আজ-কাল ভগবতী ভিক্ষার সময় হলেও ভিক্ষা করতে যান না—সময় অসময় মানেন না, অষ্ট-প্রহর মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন?

বুদ্ধ। হুঁ। ভাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল দিকি?

অব। ভগবতী আমাকে মাধবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর এই কথা তাঁকে বল্‌তে বলেছিলেন যে, শঙ্কর-মন্দিরের "কুসুমাকর উদ্যানে যে কুব্জক গাছের কুঞ্জ আছে, তারই শেষ-ভাগে রক্ত-অশোকের বন—সেই বনে গিয়ে তুমি অপেক্ষা করবে।"

বুদ্ধ। মাধবকে সেখানে পাঠালেন কেন?

অব। আজ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী; তাই আজ মালতীর সঙ্গে শঙ্কর-মন্দিরে যাবেন। আর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য মালতী আজ লবঙ্গিকাকে সঙ্গে ক'রে পূজার ফুল স্বহস্তে তুলবেন, ভগবতীও সেই উপলক্ষে মালতীকে "কুসুমাকর" উদ্যানে নিয়ে আস্‌বেন। তার পর, এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। ভাল, তুমি কোথায় যাচ্ছ বল দিকি?

বুদ্ধ। আমার প্রিয়সখী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-মন্দিরে গেছেন; আমাকেও সেখানে যেতে বলেছেন। এখন আমি ভগবতীকে প্রণাম ক'রে সেই-খানেই যাচ্ছি।

অব। ভগবতী তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তার কি হ'ল?

বুদ্ধ। আমি ভগবতীর আদেশক্রমে, এ কথা সে কথা পেড়ে, "তিনি এমন, তিনি তেমন" এইরূপ নানা কথা ব'লে মকরন্দের প্রতি মদয়ন্তিকার অনুরাগ জন্মে দিয়েছি। তাই, মদয়ন্তিকারও ইচ্ছা, মকরন্দকে আজ দেখেন।

অব। সাধু বুদ্ধরক্ষিতা সাধু!

বুদ্ধ। এসো, আমরা এখন যাই।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক

দৃশ্য—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কাম।—
মালতী-বিনয়-নম্র,
নানাবিধ করিয়া উপায়
লভেছি বিশ্বাস তার
সখীসম সেবা-শুশ্রূষায়।
বিমনা বিরহে মম,
প্রসন্না সে মম-সন্নিধানে,
গুপ্ত কথা কহে মোরে,
তোষে কত উপহার-দানে।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সদা,
গমনের কালে ধরে জড়াইয়া গলে,
আটকি আটকি রাখে,
দিব্য দিয়া পুন মোরে আসিবারে বলে।
আর একটি ব্যাপারেও বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয়:—
শকুন্তলা প্রভৃতির ইতিহাস
বলিলাম কথার প্রসঙ্গে,
শুনিয়া সে কথা মোর
বসিল অমনি আসি আমার উৎসঙ্গে।
বসিয়া বসিয়া কোলে হয়ে আন-মনা
চিন্তায় মগনা হল স্তিমিত-নয়না॥

এর পরে যা কিছু করবার আছে, সে সমস্ত আজ মাধবের সম্মুখে করতে হবে।

(নেপথ্যাভিমুখে) এই দিকে বৎসে—এই দিকে!

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মাল। (স্বগত) পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন? রাজারাধনাই পিতার সর্ব্বস্ব হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয়? পিতা! আমার প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার?—তবে দেখছি পৃথিবীতে ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "মহৎ-বংশে তাঁর জন্ম। মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে?"

লব। সখি!

"কুসুমাকর"-উদ্যান হ'তে হের সুমন্দ অনিল
তোমায় করিছে আলিঙ্গন; আহা! মরাল-গমনে
স্খলিত-চরণে চলিয়া তবু ও-চন্দ্রবদনে
দেখা দেছে স্বেদ-বিন্দু; মন্দানিল চুম্বিয়া তাহায়
করিতেছে চন্দন-শীতল;—হের সহকার-শাখে
মধুর মঞ্জরী করি' কবলিত, কত কেলিকল
কোকিল-কুল করিছে কোলাহল আকুল হইয়া।
তাহাদের কলরবে অলিকুল হইয়া উড্ডীন
বসে গিয়া চম্পক-শাখায়;—মৃদু পরশে তাহার
বিকসিত-দল কুসুম-চম্পক সুগন্ধ বিলায়।
এস সখি, আমরা এই উদ্যানে প্রবেশ করি

(মাধবের প্রবেশ ও অলক্ষিতভাবে অবলোকন)

মাধব। (সহর্ষে) এই যে, ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

তাপ-দগ্ধ শিখীর নয়নে
বর্ষণের পূর্ব্বে যথা অগ্রদূত বিদ্যুৎ-প্রকাশ,
—আইলেন ভগবতী;
এবে আসিবেন প্রিয়া—চিত্তে হেন হতেছে আশ্বাস।

(দেখিয়া) এই যে! লবঙ্গিকার সঙ্গে মালতীও এসেছেন যে!

কি আশ্চর্য্য! হেরি ওই
অমল মধুর মুখ চন্দ্র-বিনিন্দিত
মুহূর্ত্তের মাঝে মোর
হৃদয় হইল মুগ্ধ জাড়িমা-জড়িত।
চন্দ্রকান্ত মণি যথা
মহীধরে দ্রব করে জ্যোতি-বরিষণে
এ হৃদি পাষাণ মোর
বিগলিত হল আজি হেরি চন্দ্রাননে।

এখন মালতীকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

দলিত চম্পক-বাস, ললিত অঙ্গ-বিলাস,
অলস-মাধুরী হেরি মুগ্ধ মন প্রাণ;
প্রেমানল উঠে জ্ব'লে হৃদি মাতাইয়া তোলে,
কৃতার্থ হইল আজি এ মোর নয়ান।

মাল। এসো সখি, আমরা এই কুরুবক-নিকুঞ্জে গিয়ে ফুল তুলি গে।

লব। আচ্ছা চল। (পুষ্প চয়ন)

মাধব।—

শুনিয়া প্রিয়ার এই প্রথম বচন
প্রতি অঙ্গে হল মোর পুলক-স্ফুরণ।
নবমেঘ-বরিষণে কদম্ব-মুকুল
সহসা হয় গো যথা কণ্টক-আকুল।

ভগবতীর কি আশ্চর্য্য কৌশল!

মাল। এসো সখি, ঐ দিকে গিয়ে আরও কতকগুলি ফুল তুলিগে।

কাম। (মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম কর।

স্খলিত বচন তব,
অঙ্গে অঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া।
মুখচন্দ্র উদ্ভাসিত,
স্বেদ-বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া।
নেত্র আধো-মুকুলিত,
মনে হয় দেখে তব দশা
—হেরি যেন প্রিয়জনে,
তাঁর মত তুমিও বিবশা।

মালতী। (লজ্জিতা)

লব। ভগবতী কথাটি বড় সুন্দর বলেছেন।—"হেরি' যেন প্রিয়জনে, তাঁর মত তুমিও বিবশা!"

মাধ। আহা! পরিহাসটি কি হৃদয়গ্রাহী!

কাম। আচ্ছা, বোসো তবে। একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি।

(সকলের উপবেশন)

কাম। (মালতীর চিবুক উঠাইয়া) শোন বাছা, সে অতি চমৎকার কথা।

মাল। বল ভগবতি, আমি মন দিয়ে শুনছি।

কাম। তোমাকে কথায় কথায় এক দিন বলেছিলেম, মাধব ব'লে একটি ছেলে আছে, তোমার

মত সেও আমার আর একটি স্নেহের সামগ্রী—প্রাণের বন্ধন।

লব। হাঁ, মনে আছে, আপনি বলেছিলেন বটে।

কাম। তা, সেই মদনোৎসবের দিন থেকে সে ভয়ানক বিষণ্ণ—আর, শরীরের তাপে যেন একেবারে অবশ অবসন্ন।

ইন্দুতে আনন্দ নাহি যদিও তাহার,
প্রণয়িনী-জনের নাহিক ধারে ধার,
সুধীর বিবেকশীল সে যে গো এমন
তবুও তাহাতে ব্যক্ত সন্তাপ বিষম।
শ্যামাঙ্গ প্রিয়ঙ্গু-সম * শীতল-প্রকৃতি,
পাণ্ডুর বরণ-কান্তি, বপু ক্ষীণ অতি,
দারুণ তনুর তাপে তাপিত যদিও,
তবু সে মোহন রূপ অতি রমণীয়।

লব। পূর্ব্বে যখন আর একবার অবলোকিতা ভগবতীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তখন যাবার তাড়া দিয়ে এক সময় বলেছিলেন বটে যে, মাধবের শরীর বড় অসুস্থ।

কাম। তার পর, যখন শুনলেম মালতীই তাঁর প্রেমোন্মাদের মূলকারণ, তখন আমারও মনে তাই দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল।

মনে হ'ল হেরি' তার সে চাঁদ-বদন
—দারুণ উৎকণ্ঠা হৃদে জাগে অনুক্ষণ।
মনে হ'ল—মহোদধি ছিল যে স্তিমিত
চন্দ্রের উদয়ে যেন সহসা ক্ষুভিত।

মাধ। (স্বগত) বাঃ! ভগবতী ঠিক বর্ণনাটি করেছেন—আবার আমার উপর মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেষ্টা করছেন। ভগবতীর চেষ্টা নিষ্ফল হবার নয়:—

শাস্ত্রেতে অটল নিষ্ঠা, জ্ঞান স্বাভাবিক,
পাণ্ডিত্য প্রকাশ, আর বাক্য সুরসিক,
কালের প্রতীক্ষা, প্রতিভার নূতনতা,
—এ গুণ-গুলিতে ঘটে কার্য্য-সফলতা।

কাম। তা ছাড়া, জীবনের উপর তাঁর এতটা বিরক্তি জন্মেছে যে, হেন দুষ্কর কাজ নেই যা তিনি এখন করছেন না।

কোকিল-কূজন-পূর্ণ
মুকুলিত চূত-বৃক্ষে সদা তাঁর নেত্র পড়ি রহে।
ঢালি' দেন গান তাঁর
—বকুল-সৌরভ-পূর্ণ মন্দানিল যেই পথে বহে।
প্রেম-জ্বালায় কাতর
—সরস নলিনী-পত্রে শয্যা রচি' করেন শয়ন
তাহাতে বিফল হয়ে
মৃত্যু-ইচ্ছা করি' পুন চন্দ্রকর করেন সেবন॥

মাধ। ভাগবতীর এ কথাও খুব ঠিক্।

মালতী। (স্বগত) বিরহীর পক্ষে এ অতি দুষ্কর কাজ বটে।

কাম। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ এমন সুকুমার, যে তপস্বীর ক্লেশ কখন সহ্য করেনি, সে কি না এখন মরণ যন্ত্রণা ভোগ করতেও প্রস্তুত।

মাল। (জনান্তিকে) সখি! যিনি জগতের অলঙ্কার, তিনি আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। এখন কি ক'রে এর প্রতিকার হয়?

মাধ। আমার কি সৌভাগ্য, আমার উপর ভগবতীর একটু দয়ার উদ্রেক হয়েছে।

লব। ভগবতী বললেন এইরূপ; এদিকে আবার
ঠাকুরাণী আমাদের, নিজ-গৃহ-সন্নিকট-পথে
মাধবে দর্শন করি' সে অবধি তিনিও কাতরা।
অঙ্গগুলি রবি-কর-আলিঙ্গিত পদ্ম-কন্দ-সম
পাণ্ডু-বরণ—মদন-বেদনায় অতীব অধীরা;
—তনু তাহে আরো যেন মনোহর;—পরিজন সবে
ব্যথিত হেরি এ দশা; কেলি-কলা আমোদ-প্রমোদ
কিছু আর তাঁর ভাল নাহি লাগে; এখন কেবল,
কর-কমলে কপোল করি' ন্যস্ত—যাপেন দিবস!
মদন-উদ্যান-বাহী মন্দ-মন্দ সুগন্ধ অনিল
বিষবৎ তাঁর কাছে এবে; বিশেষতঃ যেই দিন,
মাধব সুন্দর বেশ-ভূষা করি' মদন-উৎসবে
করিলা গমন; তাঁহারে হেরিয়া, মনে হ'ল যেন,
আপনার মহোৎসব দরশন-মানসে অনঙ্গ
অঙ্গ পরিগ্রহ করি' কানন করিলা অলঙ্কৃত!
ঠাকুরাণী আমাদের, ছিলেন সেখানে সেই দিন;
—দৈব-বশে উভয়ের চারি চক্ষু হইল মিলন।
অমনি গো প্রিয়সখী প্রকাশিলা বিভ্রম-বিলাস,
রোমাঞ্চ-ঘরম-স্তম্ভে তনুখানি হইল সুন্দর,
—উভয়ের যৌবনের উভে যেন বুঝিলা মাহার্ঘ্য।
হোলো যেই চোখাচোখি, উভয়ের নয়ন-সঙ্কোচে

* প্রিয়ঙ্গু—লতাবিশেষ। শ্যামলতা। পিপুল।

উভয়ের বাড়িল ঔৎসুক্য— মোরা হনু আনন্দিত।
তদবধি প্রিয়সখা মনস্তাপে অতীব কাতরা,
মুহূর্ত্তের তরে হেরি পূর্ণচন্দ্রে যথা সরোজিনী
—তেমতি মলিনা সখী : ভেবেছিনু আমরা সবাই
—জলদের বরিষণে ধরা যথা হয় সুশীতল,
মুহূর্ত্তেরও তরে হেরি' প্রিয়সখা হৃদয়-বল্লভে
হবেন আশ্বস্ত, কিন্তু বিপরীত দেখি সব এবে।
—মুক্তা-কান্তি-দন্ত-শোভী ওষ্ঠাধর কাঁপে থরথর,
কপোলে রোমাঞ্চ সদা, স্পন্দহীন নয়নের তারা,
কভু বা নয়ন মুদে চারিধারে আনন্দাশ্রু-ভরে,
—বিকসিত মুকুলিত, কভু বা সে স্নিগ্ধ ছলছল।
নবচন্দ্র-রেখা সম তাঁর সেই সুন্দর ললাটে
স্বেদজল অবিরল বিন্দু বিন্দু উঠিছে ফুটিয়া।
—এই সব নানাভাব হেরি তাঁর পঙ্কজ-আননে
তাঁর সে কুমারী-ভাবে আমাদের জনমে সংশয়।

অপিচ :—

শশিকর-বিচুম্বিত বিগলিত চন্দ্রমণি-হার
ধারণ করেন সখী নিশাগমে ; সহচরীগণ
সুশীতল কর্পূর চন্দন-রস, কদলীর দল
যোগায় হইয়া ব্যস্ত ; পদ্ম-দল-জলার্দ্র বসনে
শয়ন রচিয়া দেয়—এইরূপে সখী আমাদের
যাপন করেন নিশি অনিদ্রায় ; নিদ্রা যদি আসে,
স্বপ্নলব্ধ প্রিয়-সমাগমে, পাদ-পল্লব হইতে
স্বেদজল ঝরি'ঝরি' অলক্তক হয় প্রক্ষালিত,
উরু-মূল কাঁপি' থরথর—খসি' পড়ে নীবির বন্ধন,
হৃদয়ের মধ্য হতে দীর্ঘশ্বাস হয় উচ্ছ্বসিত,
রোমাঞ্চিত পয়োধর হয় তাহে সঘনে কম্পিত
—বেষ্টিয়া বাহু-লতায় সখী তাহা রাখেন বাঁধিয়া।
সহসা জাগিয়া উঠি, করেন আকুল দৃষ্টিপাত ;
শয্যাতল হেরি' শূন্য মূর্চ্ছায় মুদিত হয় আঁখি,
—আমরা অমনি সবে কত যত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করি।
তখন একটি পড়ে দীর্ঘ শ্বাস—মনে হয় যেন
এতক্ষণে প্রাণ এল দেহে : মোরা হেরিয়া সে দশা
কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হয়ে চাহি গো মরিতে, কখন বা
অদৃষ্টেরে করি শত তিরস্কার ; বলুন এখন
কত দিনে এহেন লাবণ্যময় সুকুমার-দেহে
মদনের এ বিষম শরজ্বালা হবে প্রশমিত ?
যে সময়ে রজনীর সমাগমে মধুর চন্দ্রমা
শুভ্র রজত ছটায় ঘোচায় তিমির-আবরণ,
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া মলয়-সমীর
দশদিক করে গন্ধে আমোদিত বসন্তের রাতে,
তখন না জানি আহা সজনীর কি দশা হইবে,
মরমে মরিবে সখী, ঘটিবে বিষম প্রমাদ।

কাম। শোনো লবঙ্গিকা !

মাধবের পরে যদি, হয়ে থাকে প্রেমের সঞ্চার
—মালতীর ইথে পাই পরিচয় গুণগ্রাহিতার।
শুনে সুখী হনু বটে, কিন্তু তার যে দারুণ দশা,
বিদরে হৃদয় মম, হারাই যে সকল ভরসা।

মাধ। এ স্থলে ভগবতীর মনে উদ্বেগ হবারই কথা।

কাম। ওঃ ! কি প্রমাদ !

ললিত-কোমল যে গো মালতী-প্রকৃতি
তাহে পুনঃ পঞ্চবাণ নিদারুণ অতি।
মলয়-কম্পিত চূত-পুষ্প সুশোভন,
আর, চারু চন্দ্র এবে কালের ভূষণ।
কেমনে ধৈরয ধরি' থাকিবে গো বালা,
কেমনে সে নিবারিবে হৃদয়ের জ্বালা।

লব। ভগবতি ! আরও একটা কথা নিবেদন করি। এই চিত্রফলকটিতে মাধবের যে ছবিটি আছে, আর এই বকুল-মালা গাছি যা মাধবের স্বহস্তে গাঁথা ব'লে উনি এখন গলায় প'রে আছেন, এই দুইটিই এখন সখীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

মাধব। (আগ্রহ সহকারে স্বগত)

তোরই জয়মালা ও রে ! ধন্য বলি তোরে,
হৃদয়-বল্লভ হয়ে বিলম্বিত প্রেয়সীর বুকে,
সুপক্ক মৃণালসম শুভ্র স্তনপরে
বিলাস-লতিকারূপে আহা কিবা রয়েছিস সুখে।

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কাণ পাতিয়া শ্রবণ)
পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শঙ্কর-মন্দির-বাসী তোরা সবে হ রে সাবধান।
মন্দিরের পোষা বাঘ দুর্বিষহ রোষভরে
(যৌবন-সুলভ)
লোহার পিঞ্জর ভাঙি', ছিন্ন করি' কঠিন শৃঙ্খল,
উত্তুঙ্গ লাঙ্গুল করি' উত্তোলন বৈজয়ন্তী সম,
ফুলাইয়া দেহ-খানা, মঠ হতে হয়েছে বাহির।
ভীমবজ্রপাত-সম থাবা মারি' নর-অশ্ব যত
প্রাণিগণে করি বধ ব্যগ্রভাবে করে কবলিত।
অস্থি-দন্ত-প্রতিঘাতে সমুত্থিত কড়মড়-ধ্বনি
সুবিকট ; সুকঠোর নিদারুণ নখর-প্রহারে
বিদারিছে জীবজন্তু—পঙ্কিল করিয়া নিজ পথ

রুধিরধারায়, মাঝে মাঝে সুভীষণ গরজনে
হত-শেষ প্রাণিগণে করিতেছে ভীত বিদ্রাবিত।
কুপিত কৃতান্ত-সম ওই দেখ মদয়ন্তিকারে
করে আক্রমণ—বাঁচাইতে তারে তোরা হ রে
অগ্রসর।

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রিয়সখী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা শ্বশুর-গৃহে ছিলেন, সহসা একটা বাঘ এসে তাঁর লোক-জনের পিছনে তাড়া ক'রে তাদের বধ করেছে। তার পর এখন সখীকেও ধরেছে।

মাল। লবঙ্গিকা, কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ। (শশব্যস্তভাবে উঠিয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) বুদ্ধিরক্ষিতা! কোথায় তিনি?

মাল। (দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে স্বগত) ও মা! এই যে, ইনিও এইখানে আছেন দেখছি।

মাধ। (স্বগত) আহা! আমি কি পুণ্যবান্! প্রিয়া আমাকে এখানে অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কেমন উল্লাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হল যেন

পদ্মের মালায় বদ্ধ হল এই প্রাণ,
কিম্বা দুগ্ধ-স্রোতে যেন করিলাম স্নান।
বিস্ফারিত নেত্রে তার হনু কবলিত,
অমৃত-বর্ষণে যেন হইনু সিঞ্চিত।

বুদ্ধরক্ষিতে! বাঘটা কোথায়?

বুদ্ধ। উদ্যান হতে বেরোবার যে পথ, সেই পথের মুখে।

(মাধব সদর্পে পরিক্রমণ)

কাম। দেখ বাছা, বিক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে অসাবধান হয়ো না।

মাল। (জনান্তিকে) লবঙ্গিকা, কি সর্বনাশ উপস্থিত—এ কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ। (যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিয়া) ওহোহো! পরস্পর-সংলগন

ছিন্ন-ভিন্ন অন্ত্রজাল কত ছড়াছড়ি,
সদ্য-ছিন্ন অধোমুখী
রুণ্ড-মুণ্ড থাকি' থাকি' উঠে ধড়ফড়ি।
প্রচণ্ড নখরাঘাতে
আগুল্‌ফ-শোণিত-পঙ্কে পঙ্কিল এ পথ,
ভীষণ হয়েছে স্থান,
জীব-জন্তু-মৃত-দেহ পড়ি আছে কত।

ওঃ! কি বিপদ! কুমারীটিকে যেখানে আক্রমণ করেছে, সেখান থেকে আমরা আবার দূরে।

সকলে। হা! মদয়ন্তিকে!

কামন্দকী ও মাধব—(হর্ষধ্বনি)

ওই দেখ কোথা হতে মকরন্দ আসি,'
অন্য লোক-হস্ত হতে কাড়ি চর্ম্ম অসি,
উভয়ের মধ্যস্থলে সহসা দাঁড়ায়
—এইবার বুঝি বালা প্রাণে রক্ষা পায়।

অন্যলোক। সাবাস্ মহাশয় সাবাস্!

কামন্দকী ও মাধব! (সভয়ে) উঃ! বাঘটা ভয়ানক থাবা মেরেছে।

অন্যলোক। উঃ! কি প্রচণ্ড আঘাত!

কামন্দকী ও মাধব। (সহর্ষে) এই যে! বাঘটাও যে মারা গেছে দেখচি।

অন্যলোকে। বাঘটা মরেছে?—বাঘটা মরেছে? আঃ! বাঁচা গেল!

কাম। (ভয়ব্যাকুলভাবে) এ কি! মকরন্দ যে চৈতন্য-রহিত। খর-নখর-প্রহারে শরীর হতে রুধির-ধারা বিগলিত হচ্ছে; অসিলতা ভূতলে পতিত, আর মদয়ন্তিকা ওঁকে ধরে তুলছে।

অন্যলোক। আহা, আহা! বাঘের থাবায় মূর্চ্ছা গেছেন।

মাধ। এ কি! সখা যে একেবারে চৈতন্য-রহিত। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কাম। তুমি দেখছি বাছা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছ। আচ্ছা চল, দেখি কি করতে পারি।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি শার্দ্দূল-বিদ্রাবণ নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

(মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা মূর্চ্ছিত মাধব ও মকরন্দকে লইয়া প্রবেশ এবং কামন্দকী, মালতী, বুদ্ধ-রক্ষিতার শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ)

মদ। ভগবতি! ইনি বিপন্ন-জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার জন্য ওঁর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত; ভগবতি! আপনি অনুগ্রহ ক'রে রক্ষা করুন।

অন্যলোক। হায় হায়! না জানি আমাদের শেষে কি দেখতে হবে!

কামন্দকী। (উভয়কেই কমণ্ডলু-জলে সিক্ত করিয়া) তোমাদের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাছাদের বাতাস কর।

(মালতী প্রভৃতির তথা করণ)

মক। (সচেতন হইয়া অবলোকন) সখা! তোমরা কেন এত কাতর হয়েছ? এই দেখ আমি সুস্থ হয়েছি।

মদ। (সহর্ষে স্বগত) এই যে! আমার পূর্ণিমার চাঁদ মকরন্দের চেতনা হয়েছে দেখছি।

মাল। (মাধবের ললাটে হস্ত দিয়া) স'খ লবঙ্গিকা! বাঁচা গেল। তোমার প্রিয়সখা মকরন্দের চৈতন্য হয়েছে।

মাধ। (চৈতন্য লাভ করিয়া) এসো, এসো, আমার সাহসী সখা এসো। (মকরন্দকে আলিঙ্গন)

কাম। (উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) বাঁচা গেল—আমার বাছাদের প্রাণ রক্ষা হ'ল।

অন্যলোক। আমরা বড় সুখী হলেম।

(সকলের হর্ষ প্রকাশ)

বুদ্ধ। (জনান্তিকে) দেখ সখি মদয়ন্তিকা! ইনিই সেই ব্যক্তি।

মদ। আমি তখনই বুঝেছি, ইনি মাধব, আর ইনিই সেই ব্যক্তি।

বুদ্ধ। কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

মদ। তোমার মত লোক ওরূপ গুণ না দেখলেই বা অত পক্ষপাতিনী হবে কেন বল? আর, দেখ সখি, এই মহাত্মাকে মালতী ভালবাসেন ব'লে যে একটা জনরব আছে, তা সে-ভালবাসা যোগ্য পাত্রেই পড়েছে—আর অতি মধুরও বটে।

(পুনর্ব্বার মকরন্দকে সস্পৃহভাবে অবলোকন)

কাম। (স্বগত) আজ মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মধ্যে এই আকস্মিক দেখা-সাক্ষাৎটা বড় সুন্দররূপে ঘটে গেল। (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ! তুমি সেই সময় মদয়ন্তিকার প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৈবক্রমে কি ক'রে এসে পড়লে বল দিকি?

মক। আজ আমি নগরে একটা সংবাদ শুনলেম, তাতে মাধবের বিশেষ ভাবনার কথা ব'লে মনে হ'ল। পরে অবলোকিতার কাছে সন্ধান নিয়ে যেমন "কুসুম-আকর" উদ্যানে আসছি, এমন সময়ে ভদ্রবংশের একজন কুমারীকে একটা বাঘে আক্রমণ করেছে দেখে আমার মনে দয়া উপস্থিত হ'ল, আর আমি অমনি ছুটে গেলেম।

কাম। (স্বগত) না জানি সংবাদটি কি—বোধ হয় নন্দনের হস্তে মালতীকে সম্প্রদান করবার কথা। (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব! মালতী তোমার সখার চৈতন্যের সংবাদ দিয়ে তোমাকে সুস্থ করলেন, এখন তাঁকে তোমার কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাধব। সখারে মূর্চ্ছিত দেখি ব্যাঘ্রের আঘাতে
আমিও মূর্চ্ছিত হই সুহৃদের সাথে।
উহাঁরই সৌজন্য-বশে হনু গত-ব্যথা,
গ্রহণ করুন উনি হৃদি-কৃতজ্ঞতা।
ভগবতি, অন্য কিবা দিব পুরস্কার
মন প্রাণ ওই পদে দিনু উপহার।

লব। এইটি প্রিয়সখার মনের মত পুরস্কার হয়েছে।

মদ। (স্বগত) আহা! মহৎ ব্যক্তিরা কেমন সময় বুঝে মিষ্টি কথা বলতে পারেন।

মাল। (স্বগত) মকরন্দ না জানি এমন কি কথা শুনেছেন, যাতে আমাদের ভাবনা হতে পারে।

মাধ। সখা! ভাবনার কথা কি শুনেছ বল দেখি?

(একজন সংবাদ-বাহক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ। বৎসে মদয়ন্তিকে! আজ পদ্মাবতীর রাজা আমাদের বাড়ী এসে, অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে, নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে মালতীকে নন্দনের উদ্দেশে স্বয়ং দান ক'রে গেছেন। এখন তোমার ভ্রাতার এই আদেশ, তোমরা গৃহে এসে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ কর।

মক। সখা! এই সেই সংবাদ।

(মালতী ও মাধবের নৈরাশ্য অভিনয়)

মদ। (মালতীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) দেখ সখি! আমাদের এক নগরে বাস, গৃহে ছেলেবেলায় একত্রে খেলাধূলা করেছি, এত দিন তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনীর মত ছিলে, এখন আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হলে!

কাম। বাছা মদয়ন্তিকা! তোমার ভায়ের ভাগ্য ভাল, তিনি দেখ মালতীকে লাভ করলেন।

মদ। সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে, এত দিনে তোমাদের পেয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হ'ল।

লব। সখি, এর পর আর আমাদের কি বলবার আছে?

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে। এসো তবে এখন বিবাহ-উৎসবে যাওয়া যাক্।

বুদ্ধ। হাঁ সখি, চল। (উত্থান)

লব। (জনান্তিকে) ভগবতি, মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার পরস্পরের চাহনির ভাব-খানা দেখুন—পদ্মপত্র ঈষৎ দলিত হলে যে রকমটি হয়, এ যেন সেই রকম চোখের ভাব। বোধ হয়, ওরাও মনে মনে আপনাদের প্রণয়-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হতেই স্থির করেছে।

কাম। (ঈষৎ হাসিয়া) ওরা পরস্পরকে দেখে, মনে মনে যে মুহুর্মুহুঃ সুখানুভব করছে, তা ওদের ভাব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে কেন না—

নয়ন ঈষৎ বাঁকা, অপাঙ্গ কুঞ্চিত,
অনুরাগ-আবির্ভাবে সুন্দর স্তিমিত।
ভ্রূ দুটি একটু তোলা, মনে সুখোদয়,
তাহাতে মসৃণ নেত্র—স্থির পক্ষ্মচয়।
বক্র দৃষ্টে দৃষ্টিপাত—এ সব লক্ষণ
মনের হরষ ব্যক্ত করে বিলক্ষণ।

পুরুষ। এই দিক দিয়ে—এই দিক দিয়ে।

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! আবার কি আমার সেই জীবন-দাতা প্রাণেশ্বরকে দেখতে পাব?

বুদ্ধ। যদি কখন দৈব আবার অনুকূল হন, তবেই দেখতে পাবে।

[সংবাদ-দাতা পুরুষের সহিত উহাদের প্রস্থান।

মাধ। (জনান্তিকে কামন্দকীর প্রতি)

মৃণাল-তন্তুর মত
সুভঙ্গুর চির-আশা হউক গো ছিন্ন,
আধি-ব্যাধি নিরবধি
আমার এ দেহ মন করুক বিদীর্ণ।
অধৈর্য্য চঞ্চলতা
করুক সে অধিকার হৃদি-মন-প্রাণ,
বিধাতা সুস্থির হোন্,
মদন হউন এবে পূর্ণমনস্কাম।

অথবা—

দুর্লভ সামগ্রীলাভে মোর মনস্কাম,
তাই তো গো সমুচিত এই পরিণাম।
মালতী শুনিয়া তাঁর নিজ দান-কথা
প্রাতশ্চন্দ্র-সম ম্লান—তাই পাই ব্যথা।

কাম। (স্বগত) বৎস মাধবকে বিমনা দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে, মালতীও অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি মনে করেছ, অমাত্য স্বয়ং মালতীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবেন?

মাধ। (সলজ্জ) না-না, তা নয়।

কাম। তবে এত ম্লান হলে কেন?

মক। নন্দনের হাতে মালতীকে অর্পণ করা হ'ল—আমি তাই ভাবছি।

কাম। এ কথা শুনেছি বটে। আর বৎস, সে তো সবাই জানে। যখন রাজা নন্দনের নিমিত্ত মালতীকে প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য বলেছিলেন, "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।

মক। হাঁ, তা বটে।

কাম। সেই লোকটিও তো ব'লে গেল, রাজা স্বয়ং মালতীকে দান করেছেন! দেখ বৎস, দেহীদের মধ্যে হৃদয়ের দৃঢ় অনুরাগই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। তবে, বাক্যেতেও পুণ্যাপুণ্যের হেতু বিদ্যমান—সকলই বচনের অধীন! কিন্তু দেখ, সেই ভূরিবসুর বাক্য নিশ্চয়ই অনৃতাত্মক। কেন না, মালতী কিছু আর রাজার নিজ কন্যা নয়। তা ছাড়া, অন্যের কন্যাদানে রাজার অধিকার আছে, এ কথাও ধর্ম্মাচার-বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্যবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তা ভেবে দেখ। তুমি কি ভাবছ বাছা, আমি নিতান্ত অনবধান হয়ে ব'সে আছি? দেখ—

যে পাপ আশঙ্কা করি
শত্রুরও না যেন তাহা ঘটে কদাচন,
যাহাতে মিলন হয়
প্রাণপণে আমি তাহে করিব যতন।

মক। ভগবতি, যা আজ্ঞা করলেন, তা অতি সঙ্গত কথা। তা ছাড়া :—

আরো এক কথা এই—
সন্তান-সদৃশ তব বালক মাধব,
সংসারে বিরত তুমি
দয়া কিম্বা স্নেহে তবু হিয়া তব দ্রব।
তপস্বীর ব্রত ছাড়ি
ইথে তুমি ভগবতি সঁপিয়াছ প্রাণ,
এতেও না হলে সিদ্ধি
জানিলাম একমাত্র দৈব বলবান্।

(নেপথ্যে)—ভগবতি কামন্দকি! মা ঠাকরুণ আমাকে আজ্ঞা করলেন—মালতীকে নিয়ে শীঘ্র এখানে এসো।

কাম। এখন তবে ওঠো বাছা।

(সকলের গাত্রোত্থান)

মাধ। (স্বগত) ওঃ, কি কষ্ট! মালতীর সঙ্গে একত্রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করব ব'লে যে আশা করে'ছলেম, তার দেখছি এইখানেই শেষ হ'ল। সুহৃদের ন্যায় বিধি

প্রথমেতে নিরন্তর হন অনুকূল
পুনঃ দশা-বিপর্য্যয়ে
মনস্তাপে মানবেরে করেন আকুল।

মাল। (স্বগত)

প্রাণেশ্বর! আমার নয়নানন্দ! এই দেখাই আজ শেষ দেখা!

লব। হা ধিক্! অমাত্য পিতা হয়ে মালতীর কি না প্রাণ-সংশয় উপস্থিত করলেন।

মাল। (স্বগত) আমার জীবন-তৃষ্ণার ফল এই হ'ল, নির্দ্দয় পিতার ঘাতুক বৃত্তি চরিতার্থ হ'ল, আর দুষ্ট বিধাতার আরব্ধ কার্য্যেরও সমুচিত শেষ-পরিণাম এই হ'ল। কিন্তু আমি নিজে হতভাগিনী, কারই বা দোষ দেব—আমি অনাথা হয়ে কারই বা শরণাপন্ন হব?

লব। সখি, এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

[প্রস্থান।

মাধ। (স্বগত) আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, বোধ হয়, তারই অনুরোধে তিনি এই সব কথা বল্লেন। (সোদ্বেগে) হায়! আমার জন্মের সফলতা বোধ হয় আর ঘটল না। এখন তবে কি কর্ত্তব্য? (চিন্তা করিয়া) মহামাংস বিক্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখ্ছিনে। (প্রকাশ্যে) কেমন, সখা মকরন্দ! তোমার মনও কি মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে?

মক। হাঁ সখা।

আমারে আহত হেরি কুরঙ্গ-নয়না
বস্ত্র খসি পড়ে তবু না করি গণনা,
সুধাময় অঙ্গে করিলেন আলিঙ্গন
—সে অবধি অস্থির হয়েছে প্রাণমন।

মাধ। দেখ সখা, মদয়ন্তিকা হচ্ছে বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রিয়-সখী—তাই আমার বোধ হয়, তুমি তাঁকে অনায়াসেই পেতে পারবে। বিশেষতঃ—

মৃত্যু-মুখ হতে যারে করেছ রক্ষণ,
লভিয়াছে যেই জন সুখ-আলিঙ্গন,
মুগধা-স্তিমিত দৃষ্টি যে চারু নয়নে,
তার প্রেম যায় কি গো অন্য কোনো খানে?

মক। তবে ওঠো সখা। পারা-সিন্ধু-নদীর সঙ্গমে অবগাহন ক'রে নগরে যাওয়া যাক্।

(গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দৃশ্য—নদী-সঙ্গম

মাধ। এই তো সেই দুটি মহানদীর সঙ্গম-স্থান।

স্নান সমাপন করি কুলবধূগণ
ধীরে ধীরে উঠে তটে মন্থর-গমন।
তাহাদের পরিহিত জল-সিক্ত বাস
অঙ্গের উন্নত-নত করিছে প্রকাশ।
রুচির কনক-কুম্ভ শোভে চারু কক্ষে
তুঙ্গ স্তন ঢাকে লাজে হাত দিয়া বক্ষে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

দৃশ্য—আকাশ-পথ

(ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপা। ষোল নাড়ী চক্র-মাঝে
আত্মা অবস্থিতি করে—যার এই জ্ঞান
সেই জ্ঞানি-জন-হৃদে
সিদ্ধিদাতারূপে যে গো করে অধিষ্ঠান,
অবিচল-মনে যারে
বিশ্বের সাধক সবে করে অন্বেষণ,
শক্তিগণে সুবেষ্টিত
সে শক্তিনাথের জয় করহ ঘোষণ।

অপিচ।—
ষড়ঙ্গ-চক্র-নিহিত হৃৎপদ্ম-সমুদিত
শিবরূপী আত্মামাঝে আত্মা করি লয়
নাড়ীর উদয়-ক্রমে, পঞ্চভূত-আকর্ষণে
না পাইয়া কোন বাধা উড়ি ব্যোমময়।
ভেদ করি নভোমেঘ, অতিক্রমি বায়ু-বেগ
অক্লেশে বিচরি ব্যোমে, নাহি শ্রমোদয়।

অপিচ।—
গগনে গমন-বেগে
আন্দোলিত স্খলিত কপাল-কণ্ঠমাল,
নৃমুণ্ড-সংঘট্ট-ভরে
অবিরত ধ্বনিত ভীষণ ঘণ্টি-জাল,
পর্য্যাপ্ত আমাতে যত সৌন্দর্য্য করাল।
ঘন-বদ্ধ জটাভার
বায়ুবেগে এলাইয়া ওড়ে চারি ধার,
খট্টাঙ্গ-কিঙ্কিণী-রাজি
আন্দোলনে তীব্রধ্বনি করে বারম্বার।
শব-শিব-কুঞ্জ-মাঝে
গুঞ্জি বায়ু উঠাইছে বিলাপের তান,
কাঁপে উর্দ্ধে কর-ধৃত ধ্বজের নিশান।

(পরিক্রমণ, অবলোকন ও গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া)

এই তো এইখানে চিতাধূমের গন্ধ পাচ্ছি—পুরাতন নিমের তেলে ভাজা রসুনের মত গন্ধ—তা হ'লে সামনেই বোধ হয় মহাশ্মশান—আর করালা-দেবীর মন্দিরও বোধ হয় নিকটেই হবে। মন্ত্র-সিদ্ধ আমার গুরুদেব অঘোর-ঘণ্টার আদেশক্রমে, আজ সেখানে পূজার বিশেষ আযোজন করতে হবে। আর, গুরুদেব আজ্ঞা করেছেন, দেবীর পরিতোষের জন্য আজ একটি স্ত্রীরত্ন উপহার চাই। তা, এই নগরের চারিদিকে অন্বেষণ ক'রে দেখা যাক্। (সকৌতুকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া)—অতি গম্ভীর মধুর আকৃতি, জটাবদ্ধকেশ তলোয়ার হাতে—পথে নাম্‌ছেন না জানি ইনি কে? আহা!

কুবলয়-দল-শ্যাম
তনুখানি ধূসর বরণ,
স্খলিত চরণক্ষেপ,
শশি-সম সুচারু বদন।
বামকরে নরমাংস
—বিগলিত রুধিরের পঙ্ক,
প্রকাশে সাহস ঘোর,
হেরি ওরে জনমে আতঙ্ক।

(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো! এ যে কামন্দকীর সখা-পুত্র মাধব—মহামাংস বিক্রয় করছে। তা, এ্ঁর এ কাজ কেন? সে যা হোক—এখন আমার অভীষ্ট-সাধনের চেষ্টা দেখা যাক। ক্রমে সন্ধ্যা-সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

ঘন ঘোর তমঃপুঞ্জ
তালতরু-কুঞ্জসম ছাইল গগন,
বসুমতী-শেষ-প্রান্ত
নব-জল-ধারে যেন হইল মগন।
বাত্যার বেগেতে যেন
ধূমরাশি চতুর্দ্দিক করিল আচ্ছন্ন,
ত্রিযামা আরম্ভ সবে
তবু যেন ঘোরতর হইল অরণ্য।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—করালাদেবীর মন্দির-সমীপস্থ মহাশ্মশান।

(মহামাংস-হস্তে মাধবের প্রবেশ)

মাধ।—(সন্দিগ্ধ-চিত্তে)

আমা প্রতি তার সেই
প্রেমার্দ্র প্রণয়-স্পৃহ মুগ্ধ হাব-ভাব,
সুস্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি,
—এ মোর অদৃষ্টে পুন হবে কি গো লাভ ?
ভাবিলেও মনে উহা
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হয় তিরোহিত,
প্রগাঢ় আনন্দ-রস
ক্ষণমাত্র হৃদে আসি হয় সমুদিত।
মুক্তা-বিনা গাঁথা সেই
বকুলের মালাগাছি আমার রচিত,
—প্রিয়া-স্তনে করি বাস
সুবাসে স্বতনু তার করে সুরভিত।
সে চারু কোমল অঙ্গ
আলিঙ্গন করিতে কি পাইব আবার ?
প্রেয়সীর কর্ণমূলে
নিবেশিয়া মনসুখে আনন আমার ?

কিন্তু সে তো দূরের কথা, এখন আমার শুধু এইমাত্র প্রার্থনা—

যার ধ্যানে হৃদিমাঝে
অতিমাত্র সুখের উদ্ভব,
যার শুভ দরশনে
নয়নের মহা-মহোৎসব,
বালেন্দু-সৌন্দর্য্য-সারে
উৎপাদিত হইয়াছে উপাদান যার,
অনঙ্গ-মন্দির সেই,
সেই মুখচন্দ্র যেন হেরি গো আবার।

কিন্তু তাও বলি,তাঁর দর্শন ও অদর্শনে এখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই। কেন না, পূর্ব্ব-দর্শনের সংস্কার এখনও আমার হৃদয়-মাঝে অনবরত জাগছে; এমন কি, এ সব বিসদৃশ ব্যাপার দেখেও তা বিলুপ্ত হচ্ছে না—প্রিয়তমার স্মৃতিতে আমার হৃদয় একেবারে তন্ময় হয়ে আছে।

প্রিয়ার সে রূপ হৃদে
বিলীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত, ক্ষোদিত,
বজ্রের লেপনে লিপ্ত,
পঞ্চবাণে দৃঢ়-বিদ্ধ, নিখাত, প্রোথিত,
সেই দিকে চিন্তা মোর সদা প্রবাহিত,
সেই মোর চিন্তা-তন্তু—চিন্তায় জড়িত।

(নেপথ্যে—কলরব)

মাধব।—আহা! এখন শবাহারী জীবজন্তুদের সমাগমে শ্মশানপথ কি ভীষণ হয়ে উঠেছে! এখন এখানে :—

কোথাও বা চিতা-জ্যোতি
মাংসাহুতি পেয়ে করে দিক উদ্ভাসিত,
সমুজ্জ্বল সে প্রভায়
নিকটের ভূমি হয় আঁধারে আবৃত।
কোথাও প্রমোদ-ভরে
চপল ক্রীড়ায় রত নিশাচর-দল
কিল-কিল শব্দ করে
—ভয়ঙ্কর উত্তাল করাল কোলাহল।

আচ্ছা, ওদের একবার ডেকে দেখা যাক।

ওগো শ্মশানবাসী প্রেতগণ!
প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত-বিনে
সুন্দর এ মহামাংস নিয়ে যাও কিনে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

মাধ।—কি আশ্চর্য্য! আমি ডাকবামাত্রই বেতাল, ভৈরব, ভুত-প্রেতেরা চারিদিকে বিচরণ করতে করতে কি বিকট অব্যক্ত কোলাহলই আরম্ভ করেছে—ওঃ! শ্মশানের পথটা কি ভয়ানক ভাব ধারণ করেছে!

কোথাও বা উল্কামুখী
আকর্ণ-বিদীর্ণ মুখ করিয়া ব্যাদান
বিকট দশন-পাঁতি
বিকাশিয়া ইতস্ততঃ হয় ধাবমান।
তাহাদের দীপ্তানলে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত গগন,
কেশ নেত্র ভুরু শ্মশ্রু
বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ।
বিশুষ্ক সুদীর্ঘ বপু
লক্ষ্য হয়, যবে মুখে অনল উদ্গারে,
নহিলে অলক্ষ্য হয়ে
ভক্ষ্য অন্বেষণে তারা করে চারিধারে।

আবার :—

পূতনা প্রভৃতি দানা ভুত প্রেত সব
নৃমাংস অধীর হয়ে খায় গবাগব!

অৰ্দ্ধ থাকে মুখে—অৰ্দ্ধ ভূমে পড়ি' যায়
সে উচ্ছিষ্ট কাঁদি কাঁদি বৃকগণ খায়।
খৰ্জ্জুর-তরুর মত জঙ্ঘার আকার,
—নীরস কর্কশ দীর্ঘ অস্থি-চর্ম্মসার।
অসিত-বরণ চর্ম্মে ব্যাপ্ত স্নায়ুজাল,
গ্রন্থি-ঘন অস্থি-রাশি—সুজীর্ণ কঙ্কাল।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া হাস্য-সহকারে)

এ আবার আর এক প্রকার পিশাচ :—
বিবর্ণ সুদীর্ঘকায়
মুখগর্ত্ত বিদারিয়া বিস্তারয়ে রসনা বিশাল,
নড়ে যেন অজাগর
দগ্ধ জীর্ণ তরুর কোটরে—অতি ভীষণ করাল।

(পরিক্রমণ করিয়া)

আঃ! সম্মুখে আবার এ কি বীভৎস ব্যাপার!
অধম পিশাচ এক
কোটরাক্ষ, দন্ত প্রকটিয়া
ভেদ করে শব-চর্ম্ম,
পরে খায় কাটিয়া কাটিয়া :
পচিয়া উঠেছে ফুলি
মাংস-পিণ্ড কটির পশ্চাৎ,
খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত
চতুর্দ্দিকে করে দৃষ্টিপাত।
পরে পুনঃ শবটিরে
কোলে তুলি কপাল কুরিয়া
সন্ধিগত মাংসগুলি
খায় সুখে উদর পূরিয়া।

আবার :—
কোথাও পিশাচ সব
ধূম-ব্যাপ্ত শব-দেহ চিতা হতে টানি,
মজ্জা-ধারা করে পান
নির্মাংস করিয়া তুলি জঙ্ঘা-অস্থিখানি।
অলস্ত সে শব হ'তে জল বিনিঃসৃত,
বিগলিত মাংস, অস্থি-সন্ধি বিয়োজিত।
ঝরিয়া পড়িছে বসা—ঝরে মজ্জাধারা,
ব্যগ্র হয়ে মহা সুখে পান করে তারা।

(হাস্য করিয়া)

আহা! এ দিকে আবার পিশাচ-অঙ্গনাদের প্রাদোষিক আমোদ-প্রমোদও চল্‌ছে দেখছি!

শব-অন্ত্র তাহাদের মঙ্গল-কঙ্কণ ;
স্ত্রী-শবের পদ্ম-হস্ত—কর্ণের ভূষণ।
পদ্মের মালিকা হৃৎপিণ্ড যতেক,
শোণিতের পঙ্করাশি—কুঙ্কুম-প্রলেপ।
নৃ কপাল-পানপাত্রে কান্তগণ-সনে
মজ্জা-সুরা পান করে আনন্দিত-মনে।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে)

প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে, অস্ত্রাঘাত বিনে
সুন্দর এ মহামাংস, নিয়ে যা রে কিনে।

এ কি! এই নানা প্রকার ভীষণ পিশাচগুলা হঠাৎ কোথায় পালাল? ওঃ! এরা কি সার-হীন লঘু-প্রকৃতি! (পরিক্রমণ করত নিরাশভাবে দর্শন) সমস্ত শ্মশান-পথটা তো ঘুরে দেখলেম—কৈ, তারা তো আর নাই।

এই তো :—
শ্মশানের পারে নদী ;
তটোপরি কুঞ্জমাঝে পেচকের চীৎকার করাল।
কোথাও বা স্থানে স্থানে
কাঁদি কাঁদি ডাকিতেছে ঘোর রবে
শৃগালের পাল।
নদীর প্রবাহ-মাঝে
শবের কঙ্কালচূর্ণে স্রোতোগতি হয়ে প্রতিরুদ্ধ
মাবেগে ধায় নদী
প্রচণ্ড ঘর্ঘর-রবে বাধা ঠেলি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ।

(নেপথ্যে) হা নির্দ্দয় পিতা! যাকে তুমি রাজার পরিতোষের জন্য উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ, তার আজ মৃত্যু উপস্থিত।

মাধ। (আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ)
ত্রস্তা কুররীর মত
স্নিগ্ধ মধুর চীৎকার,
চিত্তাকর্ষী স্বর এ যে
পরিচিত শ্রবণে আমার।
শুনি হয় মর্ম্মভেদ,
হৃদি ভ্রমে হইয়া চঞ্চল,
শরীর স্তম্ভিত প্রায়,
প্রতি অঙ্গ বিকল বিহ্বল।
স্খলিত হতেছে গতি,
কি ব্যাপার—না জানি কারণ,
করালা-মন্দির হতে
আসে এই করুণ ক্রন্দন।

ওই বটে ভয়ানক অনিষ্টের স্থান,
ওই খানে গিয়া তবে করি গে সন্ধান।

(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

করালা দেবীর মন্দির।

(দেবতার্চ্চনার সামগ্রী হস্তে করিয়া কপাল-কুণ্ডলা ও অঘোর-ঘণ্টা এবং বধ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া মালতীর প্রবেশ)

মাল। হা নির্দ্দয় পিতা! রাজার মনস্তুষ্টির জন্য যাকে তুমি উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ, তার আজ মৃত্যু উপস্থিত। হা স্নেহময়ী জননি! বিধাতা তোমারও সর্ব্বনাশ করলেন। ভগবতি কামন্দকি, তোমার মালতীগত প্রাণ, মালতীর শুভ-সাধনই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ—তাই, সেই স্নেহের উপর নির্ভর ক'রে চিরদিন কেবল তোমাকেই আমার মনের দুঃখ জানিয়েছি। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকা! এখন থেকে আমি তোমার স্বপ্নেরই বিষয় হয়ে রইলেম।

মাধ। আ! এই যে আমার মালতী।—সেই সুন্দর ঢুলু-ঢুলু চোখ! এখন আমার সব সন্দেহ দূর হ'ল। তবে, এখন গিয়ে জীবিত দেখতে পেলে হয়। (সত্বর গমন)

অঘোর ঘণ্টা ও কপালকুণ্ডলা। } —দেবি চামুণ্ডে, নমস্তে নমস্তে!

নিশুম্ভ-মর্দ্দনতরে, সদর্প ও-পদভরে
নিষ্পীড়িত বিশ্বভূমণ্ডল;
কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিকম্পিত, ব্রহ্ম-অণ্ড বিগলিত,
সপ্তসিন্ধু ধায় রসাতল!
কি তব নৃত্যের শোভা, আনন্দিত শিব-সভা
বন্দি ও-চরণ-শতদল।
করি-চর্ম্ম-বাসাঞ্চল, নৃত্যভরে সচঞ্চল,
নখাহত ললাটের ইন্দু;
হয়ে হেন বিখণ্ডিত, তাহা হতে নিস্যন্দিত
দর-দর অমৃতের বিন্দু।
অমৃতে সিঞ্চিত হয়ে, মুণ্ডমালা উঠে জিয়ে,
কাঁপায় দিগন্ত অট্টহাসে;
ভূতগণ অগণন, করি তাদের বেষ্টন,
স্তুতি করে মনের উল্লাসে।
বাহুতে ভুজঙ্গ নানা, শ্বসে ফুলাইয়া ফণা,
—বিষজ্যোতি করয়ে উদ্গার,
দীর্ঘ বাহু ইতস্তত, হইতেছে সঞ্চালিত,
তাহে ঠেকি গিরি চুরমার,
ললাটে ত্রিনেত্র ফুটে, পিঙ্গল অনল ছুটে,
মুণ্ড ঘোরে যেন চক্রাকার।
খট্টাঙ্গ পরশে নভ, বিক্ষিপ্ত তারকা সব,
প্রমোদিত ভূত-প্রেত দল,
তাল বেতালাদি দানা, হয়ে অতি হৃষ্টমনা
উঠাইছে ভীম কোলাহল।
তাহে গৌরী ভয়ত্রাসে, ধরে শিবে বাহুপাশে,
শিব তাহে অতি হরষিত,
এ হেন তাণ্ডব-নৃত্য, পূরাক অভীষ্ট নিত্য,
হৃষ্ট করি সবাকার চিত।

মাধব। হায়! কি দৈব-দুর্ব্বিপাক!
ভূরিবসু-বসু সেই সাধের দুহিতা
পাষণ্ড চণ্ডাল-করে হয়েছে গো ধৃতা!
ভীরু মৃগে ধরে যথা ক্রূর বৃকদলে
—এ ললনা সেইরূপ মৃত্যুর কবলে।
দুষ্ট কাপালিক ওই এখনি বধিবে ওর প্রাণ
—অলক্তক, রক্তবস্ত্র, মাল্য তাই করিয়াছে দান।
কি কষ্ট, কি কষ্ট আহা নিদারুণ বিধি!
কেন গো প্রয়াস তব হরিতে এ নিধি।

কপাল। স্মরণ কর গো ভদ্রে তব প্রিয়জনে,
এখনি হরিবে তোমা দারুণ শমনে।

মাল। হা নাথ! হৃদয়-বল্লভ মাধব! আমি পরলোকে গেলেও তুমি আমাকে স্মরণ কোরো। সে কখন মৃত হয় না—মৃত্যুর পরেও যাকে প্রিয়-জনে স্মরণ করে।

কপাল। আহা! এ হতভাগিনী দেখছি মাধবে অনুরক্ত।

অঘোর। (খড়্গ উঠাইয়া) এইবার তবে বধ করি।
মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে
দিয়াছিনু তোমারে বচন
—ভগবতি হে চামুণ্ডে!
সেই বলি করহ গ্রহণ।
(বধ করিতে উদ্যত)

মাধব। (সহসা অগ্রসর হইয়া মালতীকে হস্তের

দ্বারা অপসারণ) অধম কাপালিক, দূর হ! এ কাজ কখনই তোকে করতে দেব না।

মালতী। মাধব! আমাকে রক্ষা কর!—রক্ষা কর!

(মাধবকে আলিঙ্গন)

মাধব। ভয় নাই ভদ্রে ভয় নাই!
মরণসময়ে ত্যজি মরণের ভয়
সপ্রতাপে যেই দেয় স্নেহ-পরিচয়।
সেই তব সখা দেখ তোমার সম্মুখে
ত্যজ ভয় সুন্দরি—সাহস ধর বুকে।
ফলোন্মুখ হইয়াছে পাপ দুরাত্মার
এবে হবে সমুচিত প্রতিফল তার।

অঘোর। আঃ! কে এ পাপ এসে আমাদের অন্তরায় হ'ল?

কপা। জানেন না এ কে? এ হচ্ছে মালতীর প্রণয়-পাত্র, কামন্দকীর সুহৃৎ-পুত্র, মহামাংস-বিক্রেতা, নাম মাধব।

মাধ। (সাশ্রুলোচনে) ভদ্রে! এ কি ব্যাপার?

মাল। (কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া) আমি কিছুই জানি নে। এইমাত্র জানি, উপরে অলিন্দে ঘুমুচ্ছিলেম, এইখানে জেগে উঠলেম। তুমি কোথা থেকে এখানে উপস্থিত হলে?

মাধ। (সলজ্জ)
এ তব পাণি-পঙ্কজ করিয়া গ্রহণ
পবিত্র করিব মম এ ছার জনম।
—হৃদে এ সঙ্কল্প ধরি এসেছি এখানে
—নৃমাংস-বিক্রয় করি ভ্রমি গো শ্মশানে।
সহসা শুনিয়া তব ক্রন্দনের ধ্বনি
উপনীত হইয়াছি হেথায় এখনি।

মাল। (স্বগত) হায় হায়! উনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না ক'রে আমার জন্য শ্মশানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন?

মাধ। শাস্ত্রে যে কাকতালীয় ঘটনার কথা বলে, এ দেখছি তাই।
দৈবযোগে আসি হেথা
রাহুগ্রস্ত শশি-সম মম প্রেয়সীরে
দস্যুর কৃপাণ হ'তে
ছিনিয়া লইতে ভাগ্যে পেয়েছি অচিরে।
শাতঙ্কে বিহ্বল এবে
করুণায় বিগলিত, বিক্ষোভিত অদ্ভুত বিস্ময়ে
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত,
পুলকিত দরশনে, এ কি ভাব এ মোর হৃদয়ে?

অঘো। ওরে ব্রাহ্মণ-ডিম্ব!
ব্যাঘ্র-ধৃত মৃগী পরে
মৃগ যথা হয়ে কৃপাবিষ্ট
ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে
—মোর হাতে পড়িলি পাপিষ্ঠ!
হিংসারুচি আমি ঘোর,
কার্য্য মোর প্রাণি-বলিদান,
খড়্গে ছেদি মুণ্ড তোর
রুধির করায়ে বহমান,
আগে তোরে দিব বলি
জগদম্বা দেবী-সন্নিধান

মাধ। দুরাত্মা পাষণ্ড চণ্ডাল!
ভাবিয়া দেখ রে মনে
করিতেছিস্ এবে তুই কিসের উদ্যোগ।
সংসার অসার হবে,
ত্রিভুবন রত্ন-শূন্য নিরালোক লোক।
কন্দর্প অদর্প হবে,
বান্ধব জনের হবে মরণ শরণ,
নেত্রের নির্ম্মাণ ব্যর্থ,
জগৎ হইবে আশু জীর্ণ মহাবন
—করিস্ যদি রে তুই উহারে নিধন।
রে পাপিষ্ঠ!
প্রণয়িনী সখীদলে, লীলা-পরিহাসচ্ছলে
হানিলে শিরীষ-পুষ্প যার লাগে ব্যথা,
এ হেন তনুর পরে, যদি তোর শস্ত্র পড়ে
এই যম-দণ্ড-ভুজে যাবে তোর মাথা।

অঘোর।—আরে দুরাত্মা! মার্ দেখি কেমন তোর ক্ষমতা—এই দেখ্, তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাই।

মালতী।—নাথ! এ দুঃসাহসিক কার্য্য হ'তে ক্ষান্ত হও। ঐ হতাশ কাপালিক ভয়ঙ্কর লোক—আমাকে রক্ষা কর—তুমি ফিরে যাও, কি জানি যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে।

কপা।—গুরুদেব! সতর্ক হয়ে দুরাত্মাকে বধ কর।

(মাধব মালতীর প্রতি)

মাধব।—ধৈর্য্য ধর হৃদি-মাঝে, দেখ এই কাপালিক
দুর্ব্বৃত্ত পাপাত্মা হবে এখনি নিপাত।

কে কবে গো দেখিয়াছে, করি-কুম্ভ-বিদারক
সিংহ পরাভূত যুদ্ধে হরিণের সাথ।

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)।—

ভো ভো মালতী-অন্বেষী সৈন্যগণ!

অমাত্য ভূরিবসুর আশ্বাসদাত্রী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ভগবতী কামন্দকী তোমাদের এই আদেশ করছেন ঃ—

অবরোধ কর শীঘ্র করালার মন্দির-আলয়,
কাপালিক ছাড়া দেখ এই কার্য্য অন্য কারো নয়,
করালার সন্নিধানে বলি তারে দিতেছে নিশ্চয়।

কপা। গুরুদেব! আমরা অবরুদ্ধ হয়েছি!

অঘোর। পৌরুষ প্রকাশের এই তো অবসর।

মাল। হা পিতা! হা ভগবতি!

মাধ। আচ্ছা, বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মালতীকে নিরাপদে রেখে, তাঁরই সমক্ষে এইবার দুরাত্মা পাষণ্ডটাকে বধ করি।

(মালতীকে একদিকে সরাইয়া দিয়া এবং কাপালিককে অন্যদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরিক্রমণ)

মাধব ও অঘোরঘণ্টা।—(পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে পাপিষ্ঠ!

সুকঠোর অস্থি-প্রতিঘাতে অসি করুক ঝঙ্কার
খরস্নায়ু-চ্ছেদকালে ক্ষণেক লাঘবি' বেগ তার।
পিষ্টপিণ্ড মাংস পঙ্কে নিরাতঙ্কে বিলাসি' কৌতুকে
দেহ করি খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-অঙ্গ উড়াক্ চৌদিকে।
[সকলের প্রস্থান]

ইতি পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

প্রকাশ্য স্থান।

(কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ)

কপা। রে দুরাত্মা! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুদেবকে হত্যা করলি? হতভাগ্য মাধব! আমিও সেই সময়ে তোকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেম, কিন্তু তুই আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে অবজ্ঞা করেছিলি। তা যাই হোক্, এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল তোকে এক সময়ে ভোগ করতেই হবে।

সর্পিণীর রোষানল
যত দিন না হয় নির্ব্বাণ,
সর্প-শত্রু গরুড়ের
কোথা শান্তি—কোথায় আরাম?
জাগিয়া থাকে সে বসি
করিবারে তাহারে দংশন
শাণিত সুতীক্ষ্ণ দন্তে
বিষ-রাশি করি উদ্গিরণ।

নেপথ্যে। ভো ভো নৃপগণ!

বৃদ্ধদের কথামত করে আচরণ,
করুন্ ভূদেবগণ
সুখশ্রাব্য বেদ-মন্ত্র মুখে উচ্চারণ।
মঙ্গলাচরণতরে
বচনাদি নানা কর্ম্ম করিয়া বিশেষ
বরযাত্রী সন্নিকট
—সত্বর এখনি তারা করিবে প্রবেশ।

"যতক্ষণ না আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসেন, ততক্ষণ বাছা মালতী বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত নগর-দেবতার মন্দিরে যাক্"—ভগবতীর আদেশ-অনুসারে অমাত্য-পত্নী এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। অতএব মালতীর সঙ্গে যারা যাবে, তারা উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হোক্।

কপা। বিবাহের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত শত শত প্রহরীর দল এখানে উপস্থিত—আমি তবে এখান থেকে প্রস্থান ক'রে ভাববো কিসে অনিষ্ট হয়, সেই চিন্তা করি গে। [প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরের অভ্যন্তর।

(কলহংসের প্রবেশ)

কলহংস। প্রভু মাধব মকরন্দের সঙ্গে এই নগর-দেবতার মন্দিরে লুকিয়ে আছেন। তিনি আমাকে জান্‌তে বলেছেন, মালতী যাত্রা করেছেন কি না। এখন তবে সেই সংবাদটা তাঁকে দিই গে, তা হলে তিনি খুব খুসী হবেন।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মাধব। হরিণাক্ষী মালতীরে
যে দিন প্রথম আমি মদন-উৎসবমাঝে
করিনু দর্শন
তার পর হতে তাঁর
প্রেম-নিদর্শন হেরি, যার-পর-নাই চিত্ত
হয় উচাটন।
মদন-বেদনা আজি
নিশ্চয় হইবে শান্ত, মনোরথ হইবে সফল,
ভগবতী-আশীর্ব্বাদে
হইবে কল্যাণ কিম্বা ব্যর্থ তাঁর
নীতির কৌশল।

মক। সখা, বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি কখন বিফল হয় ?

কল। (নিকটে আসিয়া) প্রভু, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—মালতী এই দেবগৃহে আস্‌বার জন্য গৃহ হ'তে যাত্রা করেছেন।

মাধব। সত্যি ?

মকরন্দ। সখা! সন্দিগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করছ কেন ? যাত্রার কথা দূরে থাক্, ঐ দেখ নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঐ শোনো :—

যথা বায়ু-বিকীরিত
জলদের ঘটা করে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন,
সহস্র মৃদঙ্গ হতে
সুগম্ভীর বাদ্য-রবে অন্য কিছু না হয় শ্রবণ।

এসো আমরা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে দেখি।

(তথা করণ)

কল। দেখ প্রভু :—
শ্বেত ছত্র সারি-সারি
ভাসে যেন বৃন্ত-পরে শতদল নভঃ-সরোবরে,
পতাকা-তরঙ্গ-রাজি
আন্দোলিত চামরের মৃদুমন্দ বীজনের ভরে।
কনক-কিঙ্কিণী কত
ঝঙ্কারিছে সুমধুর শত শত করিণীর গায়,
পৃষ্ঠে বসে বারাঙ্গনা
নানারত্নে বিভূষিত, ছটা যার ইন্দ্রধনু প্রায়।
গাল-ভরা পাণ মুখে
ভরিয়া উঠেছে আরো মনোহর ফুল্ল মুখখানি,
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গান,
তাম্বূলে বাধিত কিবা আধো-আধো
গীতি-সুধা-বাণী '

মাধব মকরন্দ—(সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে)

মক। অমাত্য ভূবিবসুর কি অতুল ঐশ্বর্য্য! দেখ না কেন :—
মণি-সমুত্থিত দীপ্তি
ছড়াইয়া চারিদিকে ব্যাপিল গগন,
ময়ূর-চন্দ্রক-জাত
যেন রে সুবর্ণ-কান্তি স্নিগধ কিরণ।
কিম্বা যথা চাতকের
পক্ষ ধরে নানা বর্ণ উড়িলে আকাশে,
অথবা দিগন্তে যথা
ইন্দ্রধনু নানাবিধ বরণ প্রকাশে,
কিম্বা নভ ছায় যেন
সুচিত্র বিচিত্র চারু চীনাংশুক-বাসে।
ওই দেখ, অগণন প্রতীহারী দল
কনক-রজত-লিপ্ত দীপ্ত বেত্র-লতা
সঞ্চালিযা চারিদিকে রচিয়াছে রেখা
মণ্ডল-আকার ;—সেই গণ্ডীর বাহিরে
পরিজন অবস্থিত ; চক্রের মাঝারে
গজবধূ-আরোহণে চলেছে মালতী।
বহুল-সিন্দুর-বিন্দু-মণ্ডিত-ললাটে
—সন্ধ্যারাগ-সুরঞ্জিত—শোভে সে করিণী।
অঙ্গে তার বিলম্বিত মুক্তা-মালা-জাল
—নক্ষত্রমালিনী যথা তমসা রজনী।
মালতী শোভিছে তাহে পাণ্ডু ক্ষীণ তনু
প্রথম শশাঙ্ক লেখা, সে রূপ-লাবণ্য
নেহারে দর্শকগণ কৌতূহল-ভরে।

মক। বয়স্য! দেখ, দেখ :—
পাণ্ডু-ক্ষীণ ওই অঙ্গে অলঙ্কার কিবা সুশোভিত,
অন্তঃশুষ্ক লতিকায় পুষ্পজাল যেন বিকশিত।
বিবাহের মহোৎসবে কিবা শোভা, ধরে নিরুপমা
তাহাতে আবার দেখ মুখে ব্যক্ত মনের বেদনা॥

ঐ দেখ হাতীটি কেমন হাঁটুগেড়ে বস্‌লো।

মাধ। (সানন্দে) হাতীর পিঠ থেকে নেমে, মালতী ও লবঙ্গিকাকে নিয়ে, ঐ দেখ ভগবতী কামন্দকী দেবগৃহে প্রবেশ করলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের প্রাঙ্গণ

(কামন্দকী, মালতী, লবঙ্গিকার প্রবেশ)

কাম। (সহর্ষে চুপি চুপি)
বাঞ্ছিত বিবাহে এই
বিধাতা করেন যেন মঙ্গল-বিধান,
দেবতারা সবে যেন
ঘটাইয়া দেন আজি শুভ পরিণাম,
কৃতকৃত্য হই যেন
প্রিয় দুটি মিত্রের অপত্য-পরিণয়ে,
সফলতা লভি যেন
এই মম কষ্ট-সাধ্য চেষ্টা সমুদয়ে।

মাল। (স্বগত) এখন কি উপায়েই বা মৃত্যু-সুখ সম্ভোগ করে তাপিত প্রাণকে শীতল করি। হায়! হতভাগ্য জন মৃত্যুকে চায় বলেই মৃত্যু এত দুর্লভ।

লব। (স্বগত) মাধবের বিরহে প্রিয়সখী নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

(পেটিকা-হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। ভগবতীকে অমাত্য এই জানাতে বলেছেন, "মহারাজ এই বিবাহ-পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন, দেবতার সম্মুখে মালতী দেবীকে যেন এই সমস্ত পরিয়ে দেওয়া হয়।"

কাম। অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন, এই পবিত্র মঙ্গল স্থানেই পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য। কোথায় সে পরিচ্ছদ দেখাও দিকি।

প্রতী। এই ধবল পট্ট-বসন, এই লোহিত উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, মুক্তার হার, আর এই চন্দন ও ফুলের মুকুট।

কাম। (চুপি চুপি) মদয়ন্তিকা! এই পরিচ্ছদ আভরণে মকরন্দকে সুন্দর দেখাবে, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, অমাত্যকে বোলো তাই হবে।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

কাম। দেখ বাছা লবঙ্গিকা! মালতীকে নিয়ে তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও।

লব। আর আপনি ভগবতি, কোথায় থাকবেন?

কাম। আমি ততক্ষণ একান্তে গিয়ে এই রত্ন অলঙ্কারগুলি বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কি না পরীক্ষা করি গে। [প্রস্থান।

মালতী। (স্বগত) এ কি! আমার কাছে এখন শুধু লবঙ্গিকাই রইল?

লব। এই তো দেব-মন্দিরের দ্বার—এখন তবে প্রবেশ করা যাক। (প্রবেশকরণ)

চতুর্থ দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তর

মকরন্দ। সখা! এস, আমরা এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। (তথাকরণ)

লব। সখি! এই অঙ্গরাগ, আর এই পুষ্পমালা।

মাল। তার পর, আর কি?

লব। সখি, তোমার মা এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভে, কল্যাণ-সম্পদের জন্য যেন দেবতাকে পূজা করা হয়।

মালতী। একে এই দারুণ অদৃষ্টের অত্যাচার, তার উপর আবার মর্ম্মভেদী কথা তুলে কেন হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দাও?

লব। আচ্ছা, তোমার এখন মনের কথাটা কি বল দিকি?

মালতী। দুর্লভজনে যে হতভাগিনীর অনুরাগ, তার মনের কথা যা হতে পারে, তাই।

মক। সখা! শুন্‌লে?

মাধ। শুনলেম—শুনে হৃদয় ক্ষুব্ধ হ'ল।

মাল। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমি আমার ধর্ম্মভগিনী—দেখ, তোমার এই অনাথা সখী এখন মরণের মুখে; আজন্ম তুমি আমার উপকার ক'রে এসেছ, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রাণের প্রিয়সখী—তোমার গলাটি জড়িয়ে ধ'রে আমি এই প্রার্থনা করছি, আমার মনের সাধ যদি পূর্ণ করতে চাও, তবে আমার মৃত্যুর পর, সেই প্রিয়তমের সৌম্য-সুন্দর পদ্ম-মুখ-খানি তুমি আমার হয়ে নয়নভোরে দেখো। (রোদন)

মাধ। সখা মকরন্দ!
প্রসন্ন অদৃষ্ট মোর
শুনিয়া প্রিয়ার এই বচন-অমৃত,
বিশুষ্ক জীবন-পুষ্প
সহসা হইল যেন পূর্ণ-বিকসিত।
পরিতৃপ্ত হল পুন
বিমোহিত ইন্দ্রিয়-সকল,

আনন্দে হইল মগ্ন
হৃদয়ের গূঢ় মর্ম্মস্থল।

মাল। আর এক প্রার্থনা, আমি পরলোকে গমন করেছি শুনে সেই প্রাণেশ্বরের শরীর যাতে শুষ্ক-শীর্ণ না হয়, আমার কথা স্মরণ ক'রে জীবনে উদাসী হয়ে যাতে তিনি সংসার-ধর্ম্মে শৈথিল্য না করেন, সেইটি তুমি বিশেষ ক'রে দেখো;—অনুগ্রহ ক'রে এইটুকু করলেই আমি কৃতার্থ হই।

মক। হা! মালতীর কি শোচনীয় অবস্থা!
শুনিয়া সে মৃগাক্ষীর
মনোহর করুণ বিলাপ নিরাশার,
উল্লাস, বিষাদ, চিন্তা,
যুগপৎ আবির্ভূত হৃদয়ে আমার।

লব। সখি, তোমার দুঃখ এখনি দূর হবে; ও সব কথা বোলো না, আমি আর শুন্‌তে পারিনে।

মাল। সখি, এখন বুঝলেম, মালতীর জীবনকেই তোমরা বেশী ভালবাসো, মালতীকে নয়।

লব। ও কি কথা বল্‌ছ সখি?

মাল। (আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া) সখি, তুমি ক্রমাগত আশ্বাস দিয়েই আমার এই ঘৃণিত জীবনকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছ। এখন আমার এই মনের বাসনা, আমার সেই হৃদয়-দেবের অসাক্ষাতে হৃদয়-দেবের গুণকীর্ত্তন ক'রে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি। প্রিয়সখি, আমার এই সাধে বাধা দিও না।

(লবঙ্গিকার চরণে পতন)

মক। এই তো প্রণয়ের চূড়ান্ত সীমা!

লব। (মাধবকে ইঙ্গিত-পূর্ব্বক আহ্বান)

মক। দেখ সখা! তুমি এইখানে এসে লবঙ্গিকার জায়গায় দাঁড়াও।

মাধ। সখা! আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—আমি যেন আর আমার বশে নাই।

মক। আসন্ন মঙ্গলেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

মাধ। (মাধব আসিয়া লবঙ্গিকার স্থানে দণ্ডায়মান)

মাল। সখি! দয়া ক'রে আমার প্রতি এই অনুগ্রহটি কর।

মাধ।—

হতাশ জনের মত মৃত্যু-ইচ্ছা কোরো না সরলে,
কেমনে সহিব আমি তোমার সে বিচ্ছেদ-অনলে।

মাল। সখি! মালতী তোমার পায়ে ধ'রে এই ভিক্ষাটি চাইলে, এখন তুমি কি ক'রে তার কথা লঙ্ঘন করবে বল?

মাধ। (সহর্ষে) কি আর বলিব বল,
দারুণ বিচ্ছেদ-ক্লেশ দিবে যদি মোরে,
কর যাহা ইচ্ছা তব,
আলিঙ্গন দেও এবে মন-প্রাণ ভোরে।

মাল। (সহর্ষে) বড় খুসী হলেম। (উঠিয়া) এই এসো, আলিঙ্গন করি। চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ, প্রিয়সখীর মুখ দেখতে পাচ্ছিনে। (আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন) সখি, তোমার এই কঠোর কমলগর্ভ রোমাঞ্চিত অঙ্গের স্পর্শ আজ যেন আর এক প্রকার ব'লে মনে হচ্ছে—আজ আমার সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হ'ল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি, তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে আমার এই নিবেদন জানাবে:—"আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, তাঁর সেই প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখখানি দর্শন ক'রে আমার নয়নের আর চির-মহোৎসব সম্ভোগ হ'ল না—কেবল অবিরত যাতনাই ভোগ করলেম। দুর্নিবার উদ্বেগে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হলেও, কেবল সুধাময় আশার আশ্বাসেই এত দিন জীবন ধারণ করেছিলেম। শরীরের তাপ কতই সয়েছি, প্রিয় সখীদের কতই যন্ত্রণা দিয়েছি—চন্দ্রাতপ, মলয়-মারুত, অতি কষ্টে কোন প্রকারে সহ্য করেছি। এইরূপ কষ্টের পর কষ্ট পেয়ে, পরি-শেষে নিরাশ হয়ে এই হতাশ জনের পথ অবলম্বন করেছি।" প্রিয়সখি, তুমি সর্ব্বদা আমাকে মনে কোরো। আর, মাধবের স্বহস্তে গাঁথা এই সুন্দর বকুল-মালাটিকে মালতীর জীবন হ'তে কিছু-মাত্র ভিন্ন বোলে মনে কোরো না—সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ কোরো।

(স্বীয় কণ্ঠ হইতে খুলিয়া মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া সহসা সরিয়া গিয়া সাধ্বস-বশে কম্পন)

মাধ। (মুখ ফিরাইয়া অশক্ত স্বরে) হা!
পীবর কুচ-মুকুলে
তনু মোর বিমর্দ্দিত হইল যখন
মনে হ'ল যেন আহা
কর্পূরের হার, চন্দ্রমণি সুচন্দন,

শৈবাল, মৃণাল, দ্রব
একত্রে সমস্ত অঙ্গে হতেছে লেপন।

মাল। (স্বগত) ওহো! লবঙ্গিকা দেখছি আমাকে প্রতারণা করেছে।

মাধ। সুন্দরি, তুমি কেবল আপনার যাতনাই অনুভব করতে পার, পরের যাতনা কিছুমাত্র বোঝো না—এই তোমার দোষ।

মহাজ্বরে দগ্ধ হয়ে
আমিও গো কত দিন করেছি যাপন,
কল্পনা-সঙ্গমে শুধু
মনোব্যথা কোনমতে করি প্রশমন;
তুমি মোরে ভালবাসো
এ আশ্বাস-ভরে শুধু রেখেছি জীবন।

লব। সখি! সত্যই তুমি ভর্ৎসনার যোগ্য, তাই উনি তোমাকে ভর্ৎসনা করছেন।

কপা। এই নায়ক-নায়িকার কলহটি বড়ই রমণীয়।

মক। দেবি! উনি যা বল্‌ছেন, তা ঠিক।

তুমি ভালবাসো ওঁরে, এই মনে করি
এতদিন প্রাণ উনি রেখেছেন ধরি
ও কঙ্কণ-পাণি তব
কৃপা করি কর ওঁরে দান,
বিতর চির-আনন্দ,
সফল হউক মনস্কাম।

লব। মহাশয়! যাঁর মনে মনে এই ইচ্ছা, কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কোনও বাধা না মেনে, আপনা হতে সাহস ক'রে তাঁর কঙ্কণ-পাণি গ্রহণ করে, তাঁর এখন এ বিষয়ে কি কোন আপত্তি হতে পারে?

মালতী। (স্বগত) হা! ধিক! কি লজ্জা! লবঙ্গিকা এ কি প্রস্তাব করছে? এ যে কুমারী-জনের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কামন্দকী। বৎসে! এত কাতর কেন? কি হয়েছে?

মালতী। (কাঁপিতে কাঁপিতে কামন্দকাকে আলিঙ্গন)

কাম। (মালতীর চিবুক উঠাইয়া ধরিয়া)

যার জন্য তব বৎসে
প্রথমে নেত্রের প্রীতি, পরে চিত্ত-অনন্য-পরতা,
মনের বিষাদ, পরে,
গ্লানিযুক্ত তনু—তাঁরো সেই দশা,
সেই কাতরতা।

এই সে মাধব যুবা;
জড়তারে করি' পরিত্যাগ*
বিধি-বাঞ্ছা কর পূর্ণ
—সফল মদন-অনুরাগ।

লব। ভগবতি! এই মহাত্মাই কৃষ্ণ চতুর্দশী রজনীতে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছেন, প্রচণ্ড দোর্দণ্ড-প্রতাপে সেই পাষণ্ডকে বধ ক'রে কি দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন—বোধ হয়, এখন তাই মনে করেই প্রিয়সখী ভয়ে কাঁপছেন।

মক। (স্বগত) সাধু লবঙ্গিকে সাধু! ঠিক্ অবসর বুঝে গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথা দুই একসঙ্গে কেমন সুকৌশলে তুমি শুনিয়ে দিলে!

মাল। হা তাত!—হা জননি!

কাম। বৎস মাধব!

মাধব। আজ্ঞা করুন!

কাম।—

দেখ বৎস মাধব! অমাত্য-ভূরিবসু—যিনি সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য, তাঁর এই মালতীই একমাত্র অপত্য-রত্ন। প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোজনায় সুরসিক। তাঁরা এবং আমি—আমরা সকলে মিলে এখন সেই রত্নটি তোমার হস্তে সমর্পণ করছি।

(রোদন)

মক —

ভগবতি! এখন তবে আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদের মনোরথ সফল হ'ল।

মাধ। ভগবতি, আপনি তবে রোদন কচ্ছেন কেন?

কাম। (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) কল্যাণাস্পদ! তোমাকে একটি কথা নিবেদন করি।

মাধ। নিবেদন কি, আজ্ঞা করুন।

কাম।—

জানি, সুজনের প্রেম
যত পরিণত হয়, তত আরো হয় গো সুন্দর,
তবু অনুরোধ করি
(মান্যাস্পদা আমি তব) মালতীরে
দেখো নিরন্তর।
মম অসাক্ষাতে বৎস যেন গো তোমার
তিলার্দ্ধ না হয় হ্রাস স্নেহ করুণার।

(পায়ে পড়িতে উদ্যত)

মাধ। (নিবারণ করিয়া) ও কি করেন?—ও কি করেন? অতিমাত্র বাৎসল্যে আপনি সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করছেন।

সৎকুল-সম্ভবা ইনি, পূর্ণ-প্রণয়িনী,
গুণোজ্জ্বলা, নয়নের আনন্দ-দায়িনী।
এক একটি গুণ এই
বশীকরণের মুখ্য অমোঘ উপায়,
তাহে আমারি এখন,
এর পর কিবা কাজ অপর কথায়?

কাম। বৎস মাধব!

মাধ। আজ্ঞা করুন।

কাম। বৎসে মালতি!

লব। আজ্ঞা করুন ভগবতি!

স্ত্রীদিগের পতি, আর
ধর্ম্মপত্নী পুরুষগণের
পরস্পর-প্রিয় মিত্র,
সমষ্টি সকল বান্ধবের।
সকল কামনাধার
মহানিধি, দ্বিতীয় জীবন,
—এ সম্বন্ধ তোমাদের
হৃদে সদা করিও ধারণ।

মক। অবশ্য।

লব। ভগবতি। আপনার আজ্ঞা শিরোধর্য্যে।

কাম। বৎস মকরন্দ! তুমি এখন তবে মালতীর এই বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে নিজ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন কর গে।

(পরিচ্ছদের পেটিকা প্রদান)

মক। আজ্ঞে হাঁ—ঐ চিত্র-যবনিকার অন্তরালে গিয়ে এখনি বেশভূষা ক'রে আসছি।

(তথা করণ)

মাধ। ভগবতি। এ কার্য্যে কিন্তু সখার নানাপ্রকার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

কাম। আঃ! তোমার সে চিন্তায় কাজ কি?

মাধ। ভগবতী কি কচ্ছেন, ভগবতীই জানেন।

(হাসিতে হাসিতে মকরন্দের প্রবেশ)

মক। সখা! এই দেখ, আমি মালতী হয়েছি।

(সকলে সকৌতুকে দর্শন)

মাধ। (মকরন্দকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া) ভগবতি! এমন প্রিয়তমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই মনে মনে কামনা করতে পায়, তা হলে নন্দনের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে!

কাম। বৎস মালতী-মাধব! এখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে, ঐ তরু-কাননের মধ্যে দিয়ে আমার আশ্রম-সন্নিহিত উদ্যানে গমন কর। মাঙ্গলিক কার্য্যের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী অবলোকিতা সেখানে প্রস্তুত রেখেছেন।

চৌদিকে সুপারি গাছ ফল-ভরে নত,
ঘিরিয়া রয়েছে তাহে পাণ-লতা কত,
কেরলী-কপোল সম পাণ্ডুর বরণ।
ফুল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গাহে পক্ষিগণ।
চৌদিকে নেবুর বেড়া রয়েছে বেষ্টিত,
বায়ু-ভরে মন্দ-মন্দ হয় বিচলিত।
দেখিয়া উদ্যান-শোভা প্রীত হবে মন,
তথায় তোমরা এবে করহ গমন।

আর দেখ, যতক্ষণ না মকরন্দ মদয়ন্তিকা সেখানে যান, ততক্ষণ তোমরা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

মাধ। (সহর্ষে) এ দেখছি, কল্যাণের উপর কল্যাণ।

লব। আমাদের ভাগ্যে কি এরূপ ঘটবে?

মক। এতে তোমার সন্দেহ কিসের?

লব। শুনলে প্রিয়সখি?

কাম। বৎস মকরন্দ! বৎস লবঙ্গিকে! এসো আমরা এই দিক দিয়ে যাই।

মাল। সখি, তুমিও যাচ্ছ তো?

লব। (হাসিয়া) বল কি সখি, আমি যাব না? আমাদের সকলেরই তাড়া আছে।

মাধ। আহা!

আমূল রোমাঞ্চ যার
মৃণাল-বাহু কোমল,
অনঙ্গের তাপে আর্দ্র
অঙ্গুলি-পঙ্কজ-দল,
ললিত হস্তটি তার
পরশিব মম এই করে,
গ্রীষ্মতাপে করী যথা
ব্যগ্র হয়ে করে পদ্ম ধরে।

গুপ্ত-বিবাহ নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দনের প্রাসাদ

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। ভগবতীর পরামর্শক্রমে অমাত্য ভূরিবসুর ভবনে মকরন্দকে কেমন সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পর, মকরন্দ মালতীর বেশভূষা পোরে মালতী সেজে নন্দনকে কেমন ঠকিয়েছে—সে মালতী মনে করেই ওর পাণি-গ্রহণ করেছে। আজ তো আমরা নন্দনের বাড়ীতে এসেছি ; ভগবতী নন্দনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে গেছেন। আজ নববধূ গৃহে প্রবেশ কর্‌বে ব'লে অকালে কৌমুদী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, আর সেই উদ্যোগেই গৃহের পরিজনেরা ব্যস্ত। আবার তাতে এখন সন্ধ্যাকাল। আমাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার বেশ অনুকূল অবসর হয়েছে। নূতন জামাতা মনের আবেগে অধীর হয়ে, বিলম্ব সইতে না পেরে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর অনেক সাধ্য-সাধনা করে, এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত পড়ে, তাতে কোন ফল না হওয়ায় তার পর বল প্রকাশ করে ; তাতে ছদ্মবেশী স্ত্রী তাকে বিলক্ষণ প্রহার করে। নন্দন তার এই বিসদৃশ ব্যবহার দেখে দুঃখিত হয়ে, রোষভরে প্রস্ফুরিত-নয়নে স্খলিত বচনে এই কথা তাকে বলে, "তুই কৌমার-বন্ধকী—তুই বালক-নায়কে আসক্ত, তোকে আমি চাই নে"—এই ব'লে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করে গৃহ হ'তে প্রস্থান করে।

[বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়ন-কক্ষ

মালতীর ছদ্মবেশে মকরন্দ শয্যাগত—পার্শ্বে লবঙ্গিকা।

মক। লবঙ্গিকে। বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতী যে কৌশল ব'লে দিয়েছেন, তা কি খাটবে ?

লব। তাতে আর সন্দেহ আছে ? অত কথায় কাজ কি, ঐ শুনুন,—নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে ; বোধ হয়, সেই সব কথা ব'লে কৌশল ক'রে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে এনেছে। এখন আপনি চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকুন, যেন কতই ঘুমচ্ছেন।

(মকরন্দ তথা করণ)

(মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

মদ। সখি, সত্যই কি মালতী আমার ভাইকে রাগিয়ে দিয়েছেন ?

বুদ্ধ। সত্যি বৈ কি।

মদ। এসো তবে এই দুর্ব্যবহারের জন্য মালতীকে ভর্ৎসনা করি গে।

(পরিক্রমণ)

বুদ্ধ। তার গৃহের এই দ্বার।

মদ। সখি, লবঙ্গিকে ! প্রিয়সখী কি ঘুমচ্ছেন ?

লব। এসো সখি ! মালতী এতক্ষণ অভিমান-ভরে বিমনা হয়ে ছিলেন, এই মাত্র রাগটা প'ড়ে গিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে। এখন আর জাগিও না, আস্তে আস্তে এই শয্যার পাশে এসে বোসো।

মদ। (তথা করণ) সখি ! নিজে দুর্ব্যবহার ক'রে আবার উল্টে রাগ করেছেন ?

লব। আহা ! তোমার ভাইটি কেমন প্রণয়ী, নব-বধূকে বশ কর্‌তে কেমন নিপুণ, কেমন সুচতুর মিষ্টভাষী ! এমন সুরসিক স্বামীর কাছে এসে প্রিয় সখী বিমনা হবেন, তাও কি কখন হ'তে পারে ?

মদ। দেখ বুদ্ধরক্ষিতে, উল্টে যে আমরা তিরস্কৃত হচ্ছি !

বুদ্ধ। উল্টোও বটে, উল্টো নয়ও বটে।

মদ। কেন বল দিকি ?

বুদ্ধ। যদি মালতী পদানত স্বামীর প্রতি উচিত সম্মান না দেখিয়ে থাকে তো সে কেবল লজ্জার দরুণ—এই লজ্জা-দোষের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে না। আর দেখ প্রিয়সখি, নববধূ মালতীর সাহস দেখে তোমার ভাই ক্রোধে অধীর হয়ে মালতীকে যেরূপ মন্দ কথা বলেছেন, তার জন্য তোমরাই তো ভর্ৎসনার পাত্র। কেন না, কাম-সূত্রকারেরা এইরূপ

বলেন, "স্ত্রীজাতি কুসুম-সদৃশ, তাদের প্রতি সুকুমার ব্যবহার করবে, অজাত-বিশ্বাস পুরুষেরা সহসা বলপ্রয়োগ করলে তারা সেই সকল পুরুষের সংসর্গ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।"

লব। (সাশ্রুলোচনে) ঘরে ঘরেই ত দেখা যায়, পুরুষেরা কুলকুমারীদের পাণিগ্রহণ করছে, কিন্তু আমার প্রভুতা আছে বোলেই—কে বল দেখি—লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহ কুলবালাকে বাক্য-জ্বালায় অনর্থক দগ্ধ করে? এই সকল বাক্য-শেল হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হলে, এমন দুঃসহ হয়ে ওঠে যে, আর কখনই ভোলা যায় না। এই নিমিত্তই পতিগৃহে বাস করতে তাদের বিরাগ জন্মে, আর এই জন্যই স্ত্রী-জন্ম আত্মীয়-স্বজনের কাছে এত ঘৃণিত বোলে মনে হয়।

মদ। বুদ্ধরক্ষিতে, প্রিয়সখী লবঙ্গিকা দেখছি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। বোধ হয়, আমার ভাই কোন বিশেষ গুরুতর বাক্য-অপরাধে মালতীর কাছে অপরাধী হয়ে থাকবেন।

বুদ্ধ। অপরাধী নয় তো কি। আমিও এই কথাগুল তাকে বলতে শুনেছি, "তোকে আমি চাইনে, তুই কৌমার-বন্ধকী।"

মদ। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) ওঃ, কি অত্যাচার—কি জঘন্য কথা! সখি লবঙ্গিকে! আমি আর তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। যাই হোক, আমি তোমার কর্ত্রী-স্থানীয়, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো।

লব। বল, আমি তো তোমার আজ্ঞাধীনা।

মদ। আমার ভাই যতই মন্দ লোক হোন্ না কেন, তবুও তিনি মালতীর স্বামী, তাঁর মতে তোমাদের চলতেই হবে। আর আমার ভাই স্ত্রী-জাতির নিন্দনীয় যে কথা বলেছেন, তার মূল যে তোমরা একেবারেই জান না, তাও তো নয়।

লব। সখি, মালতীর সঙ্গে এত কথা হয়েছে, কৈ, এ কথা তো কখন শুনি নি।

মদ। মাধবের প্রতি মালতীর যে চোখের ভালবাসা আছে, সে কথা তো সবাই জানে;—তারই এই ফল। যা হোক প্রিয়সখি, এখন যাতে অপরের উপর ভালবাসা মালতীর হৃদয় হতে একেবারে দূর হয়, তার চেষ্টা কর, নৈলে বড় দোষের হবে। যে কুমারীরা নির্লজ্জ হয়ে নিয়ত পরপুরুষের সহ বাস করে, তারা বুঝতে পারে না, তার দরুণ অনুরক্ত পুরুষদের কি যন্ত্রণা হয়। কিন্তু দেখো সখি, আমি যা বল্লেম, এ কথা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়।

লব। সখি, তুমি বড় অবিবেচক, লোকের উড়ো কথায় সহসা বড় বিশ্বাস কর। যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে।

মদ। সখি, থামো থামো, আর ঢাকতে হবে না। মালতী মাধবগতপ্রাণ, আমরা কি তা সত্য সত্যই জানি না মনে কর? যখন বিরহ-বেদনায় মালতীর শরীর শুষ্ক ও কঠোর কেতকী-ফুলের মত ধূসর হয়েছিল, তখন মাধবের স্বহস্তে গাঁথা বকুল-মালাই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল; আর, যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের মত মলিন হয়েছিল, তখন তা কে না দেখেছে? আর, সে দিন কুসুমাকর-উদ্যানের পথে পরস্পরের যখন মিলন হ'ল, তখন উভয়েরই নেত্র বিলাসে উল্লাসিত, কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে যেন অনঙ্গের উপদেশে নৃত্য করছিল, আমি কি তা লক্ষ্য করি নি? আর, যখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে স্থির হয়েছে শুনলেন, তখন দুজনেরই ধৈর্য্য লুপ্ত, শরীর ম্লান এবং হৃদয়ের মূল বন্ধন পর্য্যন্ত যেন ছিন্ন হয়ে গেল, আমরা কি আর তা বুঝতে পারি নি? হাঁ, আরও একটা কথা মনে হচ্ছে।

লব। আবার কি?

মদ। আমার যিনি প্রাণ বাচিয়েছিলেন, সেই মহাত্মার মূর্চ্ছার পর আবার যখন চেতনা হয়, তখন এই প্রিয় সম্বাদটি মালতী মাধবকে দেওয়ায়, বচনকৌশলে ভগবতী মাধবের মনঃ-প্রাণ পারিতোষিকস্বরূপ মালতীকে গ্রহণ করতে বলেন; তখন লবঙ্গিকা, তুমিই তো বলেছিলে "প্রিয় সখী এই পারিতোষিকই চান"।

লব। সে মহাত্মা কে?—কৈ, আমার তো স্মরণ হচ্ছে না।

মদ। সখি, স্মরণ ক'রে দেখ, ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে দেখ। তোমার কি মনে নেই, যে দিন সেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত বাঘটা আমাকে আক্রমণ করে, আমি একেবারে নিরুপায় অসহায় হয়ে পড়ি, তখন একজন অকারণ-বন্ধু এসে আপনার শরীর

দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন ; তীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে তাঁর বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'ল, রুধির-ধারায় যেন জবাকুসুমের মালা পরেছেন ব'লে মনে হতে লাগ্‌ল, কেবল আমার উপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হওয়ায় আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই প্রচণ্ড নখাঘাত সহ্য করেও সেই হিংস্র পশু-টাকে তিনি বধ করলেন। আমি তাঁরই কথা বল্‌ছি।

লব। হাঁ, তিনি মকরন্দ।

মদ। (সানন্দে) প্রিয়সখি! কি—কি—কি বল্লে?

লব। তাঁর নাম মকরন্দ।

(আগ্রহ-ভরে মদয়ন্তিকার শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক)

মাধব-আসক্তি-কথা

আমাদের বলিলে গো যাহা,

আচ্ছা, ভাল, সত্য বলি

তোমা কাছে মানিলাম তাহা।

কিন্তু সখি বল দেখি

কুলবালা তুমি যে গো মুগধা বিশুদ্ধ-চিত্ত অতি

নামের প্রসঙ্গে কেন

হইল বিকল তনু—রোমাঞ্চিত কদম্ব যেমতি?

মদ। (সলজ্জে) সখি, আমাকে কেন আর উপহাস কর? যে ব্যক্তি নিজের শরীরের প্রতি কিছু-মাত্র লক্ষ্য না ক'রে, রাক্ষস-কবল হতে আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, তাঁর-প্রসঙ্গে সেরূপ মহা-ত্মার নাম স্মরণ কিম্বা গ্রহণ করলেও শরীর জুড়িয়ে যায়। দেখ প্রিয়সখি, যখন তিনি ভীষণ প্রহারে অচেতন হয়েছিলেন, তার শরীর হতে রক্তবারি প্রবাহিত হচ্ছিল, ভূতল-লগ্ন অসি-লতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মোহের আবেশে তাঁর কমল-নেত্র নিমীলিত হয়েছিল, তখন তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছিলে, কেবল মদয়ন্তিকার জন্যই তাঁর বহুমূল্য জীবন তিনি বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

(স্বেদাদি বিকারের অভিনয়)

বুদ্ধ। প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত হচ্ছে।

মদ। (সলজ্জে) যাও প্রিয়সখি, তুমি আমার কাছে সর্ব্বদাই থাকো, তাই বিশ্বাস ক'রে তোমাকে বলেছিলেম, তাই বোলে তুমি—

লব। সখি মদয়ন্তিকে, যা জানবার, তা আমরাও সমস্ত জানি। ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নেই। এস, এখন মন খুলে পরস্পরের ভালবাসার কথা বোলে সুখে সময়টা কাটানো যাক।

বুদ্ধ। লবঙ্গিকা বেশ কথা বলেছে।

মদ। আচ্ছা, প্রিয়সখীর কথাই শিরোধার্য্য।

লব। তাই যদি হ'ল, আচ্ছা বল দেখি, তোমার সময়টা কাটে কি ক'রে?

মদ। তবে শোনো প্রিয়সখি। প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে তাঁর গুণের প্রশংসা শুনেই তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে—তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমার বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা হয়। তার পর, দৈববশে যে দিন তাঁর দর্শন পেলেম—সেই অবধি দুর্ব্বার মদন-সন্তাপে ও দারুণ মনের উদ্বেগে আমার যেন একেবারে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হ'ল। আমার এই দুঃসহ যাতনা দেখে সখীরাও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। শেষে নিরাশ হয়ে মনে করলেম, মৃত্যুতেই আমার সকল যন্ত্রণার শান্তি হবে। কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস-বাক্যে আমি তা হতে বিরত হলেম, আমার উদ্বেগ ও সংশয় ক্রমে আরও বৃদ্ধি হ'ল। এইরূপে জীবনের কতই পরিবর্ত্তন অনুভব করলেম। বাসনার উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে, আমার কল্পনা ও স্বপ্নের মধ্যেও আমি এখন কেবল সেই জনকেই দেখতে পাই। তিনিও যেন তাঁর সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত মদ-ঘূর্ণিত কমল-নেত্রে আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন। তার পর, কল-হংসের মত ধীর গম্ভীরস্বরে, স্খলিত বচনে আমাকে যেন বলেন, "এসো প্রিয়ে মদ-য়ন্তিকে", এই কথা ব'লে বল-পূর্ব্বক আমার উত্তরীয় অঞ্চল টেনে খুলে দেন, তখন আমার বুক ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। আমি সহসা সেই উত্তরীয় ফেলে পালাতে চেষ্টা করি, আর বাহু দিয়ে বুক ঢেকে রাখি। কিন্তু পালাতে গিয়ে রোমাঞ্চজনিত শিথিল মেখলা আমার খুলে খুলে পড়ে, গুরু নিতম্বের ভারে আর পালাতে পারিনে। আমি তখন তাঁকে তিরস্কার করতে থাকি, তিনি আমাকে আট্‌কে রাখতে কত চেষ্টা করেন; তাতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে একটু বিরক্তি বোধ হয়, তখন আমি তাঁকে বারবার নিষেধ করি, কিন্তু নিষেধ করতে করতেও তাঁর

দিকেই আবার ফিরে ফিরে চাই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি তখন আমাকে উপহাস করেন। তার পর প্রিয়সখি, তাঁর বাহু-দণ্ড দিয়ে বেষ্টন ক'রে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। তখন দেখতে পাই, সেই নিষ্ঠুর বাঘের কঠোর নখাঘাতে তাঁর বক্ষে দুটি যেন লোহিতপত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। তার পর, তিনি আমার মুখটি তুলে চুম্বনের বিবিধ চাতুরী প্রকাশ ক'রে আমার মুখের সমস্ত অবয়বের উপর তাঁর বদন-কমল যেন ফুটিয়ে তোলেন। আমি সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেমন তাঁর হাত ধরতে যাই, অমনি তিনি আমার কবরীতে হাতটি নিবিষ্ট ক'রে তাঁর স্ফুরিত অধর আমার বাম গণ্ডমূলে নিহিত করেন —সেই মনোহর স্পর্শে আমার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত ও লোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন কতকটা ভয় ও কতকটা আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে আমি এক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি—তখন তিনি দুর্বিনীত সাহসভরে আমার নিকট যা' অপ্রার্থনীয়, তাই প্রার্থনা করেন। প্রিয়সখি, এই সমস্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব ক'রে হঠাৎ যখন জেগে উঠি, তখন এই হতভাগিনীর নিকট সমস্ত জীবলোক যেন শূন্য অরণ্যের মত বোধ হয়!

লব। (হাসিয়া) আচ্ছা সখি মদয়ন্তিকে, স্পষ্ট কথা বল দিকি, সেই সময়ে, পরিজনের কাছেও যা গোপনীয় এমন কোন-কিছু, শয্যার আচ্ছাদন-বস্ত্রে ঢাকতে যাচ্ছিলে কি না, আর বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহ-চক্ষে তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসছিলেন?

মদ। যাও সখি, তুমি যে কি ঠাট্টা কর, তার ঠিক নেই!

বুদ্ধ। সখি, মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয় সখীরাই এই রকম কথা বল্‌তে খুব নিপুণ।

মদ। তাই ব'লে সখি, মালতীকে এইরকম ক'রে উপহাস কোরো না।

বুদ্ধ। সখি মদয়ন্তিকে! যদি বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তা হলে তোমাকে একটি কথা বলি।

মদ। সখি! কখনও কি প্রণয়ভঙ্গের অপরাধী হয়েছি যে, তুমি ও-কথা বল্‌ছ। এখন তুমি আর লবঙ্গিকা আমার দ্বিতীয় হৃদয়।

বুদ্ধ। আচ্ছা, আবার কখন যদি মকরন্দের সহিত দেখা হয়, তা হলে কি কর বল দিকি?

মদ। তা হলে তাঁর শরীরের প্রত্যেক অবয়ব এক-দৃষ্টে স্থির হয়ে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বুদ্ধ। যদি আবার সেই পুরুষোত্তম কাম-জননী রুক্মিণীর মত বল পূর্ব্বক তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ ক'রে তোমাকে তাঁর সহধর্ম্মিণী করেন, তা হলেই বা কি কর?

মদ। (নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কেন আর আমাকে এইরূপ বৃথা আশ্বাস দিচ্ছ সখি?

বুদ্ধ। সখি! আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, তার উত্তর দাও।

লব। এই দীর্ঘ নিশ্বাসেই ওঁর মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আর জিজ্ঞাসা ক'রে কি হবে?

মদ। সখি! যখন তিনি প্রাণপণ ক'রে সেই দুষ্ট বাঘের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন, তখন আমি আর এ দেহের কে?—এ দেহ তাঁরই।

লব। এ কথা কৃতজ্ঞ-জনেরই উপযুক্ত।

বুদ্ধ। ওঁর ওই কথাটি যেন মনে থাকে।

মদ। এ কি! দ্বিতীয় প্রহর হল যে—ঐ শোনো প্রহর-সূচক দুন্দুভিধ্বনি হচ্ছে। আমি গিয়ে নন্দনকে ভর্ৎসনা করেই হোক্ বা তাঁর পায়ে পড়েই হোক্, মালতীর উপর যাতে তাঁর অনুকূল ভাব হয়, তার চেষ্টা করি গে।

(উঠিয়া গমনোদ্যত)

(মকরন্দ মুখোদ্‌ঘাটন করিয়া মদয়ন্তিকার হস্ত ধারণ)

মদ। সখি মালতি! ঘুম ভেঙ্গেছে? (দেখিয়া হর্ষে ও সভয়ে) ও মা! এ কি! এ যে আর একজন!

মক।—

সত্বর সত্বর ভয়
ত্যজিতন্বে সুন্দরি লো, শোনো মোর বাণী,
কম্পিত ও স্তন-ভার
সহিতে অক্ষম তব ক্ষীণ মাজাখানি।
প্রণয়ের অনুগ্রহ
করেছিলে যার প্রতি এইমাত্র করিলে প্রকাশ,
স্বপ্ন-সুখ বাখানিলে
যার সহবাসে থাকি', এই দেখ আমি সেই দাস।

বুদ্ধ। (মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া)

সহস্র বাসনা-ভরে
বরিলে যাহারে তুমি—সেই প্রিয়তম,

অমাত্য-ভবনে দেখ
সুপ্ত বা প্রমত্ত এবে যত পরিজন।
গাঢ় অন্ধকার রাতি,
কৃতজ্ঞ হইয়া কাজ কর সমুচিত,
ত্যজিয়া মণি-নূপুর
নিঃশবদে বাহিরিয়া চল গো ত্বরিত।

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! কোথায় যেতে হবে বল দেখি?

বুদ্ধ। মালতী যেখানে আছে।

মদ। মালতী কি সেই দুঃসাহসিক কাজটা করেছে?

বুদ্ধ। করেছে বৈ কি। আর, তুমিও তো এইমাত্র বলেছ, "আমি এ দেহের কে"? (মদয়ন্তিকার অশ্রুপাত)

বুদ্ধ। দেখ মকরন্দ! প্রিয়সখী তোমায় আত্ম-দান করলেন—গ্রহণ কর।

মক। অর্জ্জন করিনু আজি
দুর্জ্জয় বিজয়, চাহি অন্য কিবা আর,
স্মর-সখা-কৃপাবলে
যৌবন-উৎসব হ'ল সফল আমার।
এখন তবে চল, এই পার্শ্ব-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাক্।

(নিস্তব্ধভাবে পরিক্রমণ)

মক। অহো! এই নিশীথসময়ে রাজমার্গ জনশূন্য হয়ে কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!
এখন :—
উত্তুঙ্গ প্রাসাদোপরি
উচ্চ বাতায়ন দিয়ে
বায়ু বহি ফিরি আসে
পরিচিত সুরাগন্ধ নিয়ে।
মাল্য-পরিমল তাহে,
ভরপূর কর্পূরের বাস,
নববধূ-যুবকের
সম্মিলন করিছে প্রকাশ।
ইতি নন্দন-বঞ্চনা নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব। নন্দন-ভবন হ'তে ভগবতী ফিরে এসেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করেছি। এখন মালতী-মাধবের কাছে যাই। গ্রীষ্মদিনের অবসানে তাপ-শান্তির জন্য তাঁরা দীর্ঘিকায় স্নান ক'রে ঘাটের শিলা-তলে ব'সে আছেন।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—দীর্ঘিকার শিলাতল।

মালতীমাধব ও অবলোকিতা উপবিষ্ট

মাধ। কন্দর্পের প্রিয় সুহৃৎ নিশীথ-কাল এখন কেমন যৌবনশ্রীতে বিরাজ করছে! দেখ তাই :—
দলিয়া তিমির-জাল
শুষ্কতালপত্র-পাণ্ডু পূর্ব্বদিকে ইন্দুর প্রকাশ,
মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে
কেতকী-পরাগ ঘন আহা যেন ছাইল আকাশ।
মালতী এখনও দেখছি বিমুখ, কি ক'রে এখন ওঁকে প্রসন্ন করি। আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে মালতি! তুমি তো সায়াহ্ন-স্নানে শীতল হয়েছ, এখন তুমি আমার গ্রীষ্ম-তাপের শান্তি কর। কিন্তু এই কথাটি বল্লেই তুমি আমার অন্য উদ্দেশ্য কেন মনে ক'রে নেও বল দেখি? সুন্দরি!—
যাবৎ কবরী হতে
কুসুমের রস-বিন্দু না হয় ক্ষরণ,
যাবৎ না স্তন হতে
ঝরি ঘর্ম্ম মধ্য-দেহে না হয় পতন,
যাবৎ না সারা দেহে
পুলকে পুলকে অঙ্গ উঠে গো শিহরি,
অন্তত একটিবার
গাঢ় আলিঙ্গন দেও প্রসাদ বিতরি।
যে বাহু-যুগলে তব
সাধ্বসের বশে ঝরে স্বেদবিন্দুধার

—ইন্দুর কিরণ-স্পর্শে
বিগলিত আহা যেন চন্দ্রমণি-হার,
সেই বাহু মোর কণ্ঠে কব গো অর্পণ—
মুমূর্ষু দেহেতে পুন আনো গো জীবন।

অথবা, তাও দূরে থাক্, তুমি যে আমার সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করবে, আমি কি তারও যোগ্য নই?

চিরদগ্ধ মম তনু
মলয়-অনিলে, আর ইন্দুর কিরণে,
নহে গো ইচ্ছুক তুমি
নির্ব্বাপিতে সেই জ্বালা গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রমত্ত কোকিল-রবে
ব্যথিত হইয়া আছে এ মোর শ্রবণ,
অয়ি লো কিন্নর-কণ্ঠি!
অন্ততঃ পিয়াও তব মধুর বচন।

অবলোকিতা। (নিকটে আসিয়া) এ তোমার কিরূপ অসঙ্গত ব্যবহার? এই কিছু পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত-মাত্র মাধব স্থানান্তরে গেলে, তুমি বিমনা হয়ে আমার কাছে এসে বল্‌তে—তাঁর এত বিলম্ব কেন?—আবার কতক্ষণে তাঁকে দেখতে পাব, যদি এবার তাঁকে পাই, তবে লজ্জাভয় সমস্ত ত্যাগ ক'রে অনিমিষ-লোচনে তাঁকে দেখি, আর বলি, "গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে আমাকে সুখী কর"—তার পরিণাম কি শেষ এই হ'ল?

মালতী। (সাসূয়লোচনে দৃষ্টিপাত)

মাধ। (স্বগত) অহো! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্‌চাতুরী, আর কত কথাই সময়মত ওঁর যোগায়। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! অবলোকিতার কথা কি সত্য?

মালতী। (তির্য্যক্‌ভাবে মস্তক সঞ্চালন)

মাধ। আমার দিব্যি, লবঙ্গিকার দিব্যি, অবলোকিতার দিব্যি, যদি তুমি না কথা কও।

মাল। আমি কিছু জানি নে—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে)

মাধ। যদিও কথাগুলি শেষ হ'ল না—ভাল ক'রে মুখ দিয়েও বেরোল না, তবু কেমন মিষ্টি লাগল। (সহসা নিরীক্ষণ করিয়া) অবলোকিতে! এ কি ব্যাপার?

হরিণাক্ষী মালতীর
বিমল কপোলতল অশ্রুজলে সহসা প্লাবিত,
জ্যোৎস্নাপাতে মনে হয়
নল দিয়া কান্তিসুধা পান করে ইন্দু পিপাসিত।

অব। সখি! কাদ্‌ছ কেন বল দেখি?

মাল। (জনান্তিকে) আর কতকাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিরহ দুঃখ সহ্য করব? আজকাল তাঁর সংবাদ পাওয়াও দুষ্কর।

মাধ। অবলোকিতে! ব্যাপারটা কি?

অব। দিব্যি দেবার সময় আপনি লবঙ্গিকার নাম করায় তার কথা মনে পড়ে গেছে, লবঙ্গিকার কোন সংবাদ না পেয়ে সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

মাধ। আমি এইমাত্র কলহংসকে পাঠিয়েছি, আর বোলে দিয়েছি, গোপনে নন্দন-ভবনে গিয়ে যেন তার সংবাদ নিয়ে আসে। (ব্যগ্রভাবে) অবলোকিতে! আহা, মদয়ন্তিকার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা যে চেষ্টা-যত্ন করছেন, তা সফল হবে তো?

অব। মহাশয়! তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সেই যে সময়ে প্রথমে মালতী আপনাকে মকরন্দের চেতনার সংবাদ দেয়, তখন আপনি খুসী হয়ে মালতীকে আপনার মন-প্রাণ পারিতোষিক দিয়েছিলেন; এখন যদি কেউ মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মিলন-সংবাদ দিয়ে আপনাকে খুসী করে, তা হলে তাকে কি পারিতোষিক দেন বলুন দিকি?

মাধ। হাঁ, এ কথা বল্‌তে পার (বক্ষোদেশ অবলোকন করিয়া স্বগত) মদনোদ্যানের শোভা ও অলঙ্কার যে বকুল-গাছটি, তারই ফুলে এই মালাটি গাথা। প্রিয়তমার প্রথম দর্শনে আমার যে মনের ভাব হয়, এটি যেন তারই সাক্ষিস্বরূপ এখনও রয়েছে।

মম হাতে গাঁথা বলি
আনাইলা এই মালা সখী-হস্ত দিয়া,
রাখিলেন প্রেমভরে
বিশাল সে কুচকুম্ভে যতন করিয়া,
আবার বিবাহ-কালে
প্রণয়ে হতাশ হয়ে, লবঙ্গিকা জ্ঞানে
এই মালা পরাইয়া
তুষিলেন মোরে তাঁর সরবস্বদানে।

অব। সখি মালতি! এই বকুল-মালাটি তোমার অতি প্রিয় সামগ্রী, অতএব সাবধান, এটি যেন সহসা পরহস্তগত না হয়।

মাল। প্রিয়সখি, ঠিক্ বলেছ।

অব। কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

মাধ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কলহংস এসেছে।

মাল। একটি সুসংবাদ দি, মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছেন।

মাধ। (সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের এটি প্রিয় সংবাদ বটে। (নিজ কণ্ঠ হইতে বকুল-মালা খুলিয়া প্রদান)

অব। ভগবতী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, বুদ্ধরক্ষিতা সে কাজটি সিদ্ধ করেছেন দেখছি।

মাল। (সহর্ষে) ও মা! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকেও যে দেখতে পাচ্ছি।

(সকলের গাত্রোত্থান)

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া কলহংস, মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

লবঙ্গিকা। মহাশয়, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আসতে আসতে অর্দ্ধপথে নগর-রক্ষী পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করেছে। কলহংসও সেই সময়ে এসে পড়ায়, তাঁর সঙ্গে তিনি আমাদের এখানে পূর্ব্বাহ্লেই পাঠিয়ে দিলেন।

কল। এই দিকে আসবার সময় একটা ঘোরতর যুদ্ধের কলরব শোনা গেল—বোধ হয়, আর এক দল শত্রু-সৈন্যও জড় হয়ে থাক্‌বে।

মাল। এ কি! হর্ষ ও বিষাদ দুই যে এক সময়ে উপস্থিত।

মাধ। সখি মদয়ন্তিকে! এসো এসো! তোমার পদার্পণে আমার গৃহ ধন্য হল। আর, তিনি তো যে-সে পুরুষ নন, কেন তবে উদ্বিগ্ন হচ্ছ? একলা তাঁকে যদি অনেক লোকও আক্রমণ করে, তাতেই বা সখার কি হবে? দেখ

গজ-সনে যুদ্ধকালে
অতুল বিক্রমশালা কেশরী যখন,
মদরস-সিক্তানন
গজরাজ-শির-অস্থি করে বিদারণ।
তখন বল গো দেখি
সেই সে সিংহের কেবা সহায় সম্বল?
—তখন সহায় এক
প্রচণ্ড-খর-নখর নিজ করতল।

তোমার ভয় কি, তুমি এ বেশ জেনো, প্রিয়সখা নিজ বল-বিক্রমের অনুরূপই কাজ করবেন, আর দেখ, আমিও তাঁর সাহায্যে এখনি চল্লেম।

[উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ করত কলহংসের সহিত প্রস্থান।

অবলোকিতা, লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা। এঁরা এখন অক্ষত-শরীরে ফিরে এলে হয়।

মাল। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! সখি অবলোকিতে! তোমরা শীঘ্র গিয়ে ভগবতীর নিকট উপস্থিত-বিপদের সংবাদটা দাও, আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমিও শীঘ্র গিয়ে মাধবকে বল—"যদি আমাদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে যেন একটু সাবধান হয়ে যুদ্ধ করেন।"

[অবলোকিতা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

মাল। হায়! এখন কি ক'রে সময় কাটাই? আচ্ছা, আমি লবঙ্গিকার ফেরবার পথে গিয়ে দেখি, কতক্ষণে লবঙ্গিকা আসে। (পরিক্রমণ) (পরে আতঙ্কে) এ কি! ডান্ চোখ্ নাচছে যে!

(উপবেশন)

(কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ)

কপাল। আরে পাপীয়সি! দাঁড়া—কোথা যাস্?

মালতী। (সত্রাসে) হা নাথ মাধব!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া বাক্‌রোধ)

কপা। (সক্রোধে) হা, তাকে তুই ডাক্—ডাক্।

তপস্বী জনের হন্তা,
কন্যা-চোর, কোথা তোর নাথ,
রক্ষা করুক এখন,
হয়েছিস এবে তুই
শ্যেন-আক্রমণে যথা সচকিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গম।
আর কেন বৃথা চেষ্টা,
পলাইয়া কোথা যাবি চ'লে?
—অনেক দিনের পর
পড়েছিস্ আমার কবলে।

এখন একে শ্রীপর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে, টুকরো টুকরো ক'রে কেটে দগ্‌ধে দগ্‌ধে মারতে হবে।

[মালতীকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

মদ। মালতী যে দিকে গেছে, আমিও সেই দিকে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখি মালতি!

(লবঙ্গিকার প্রবেশ)

লব। সখি মদয়ন্তিকে! আমি মালতী নই, আমি লবঙ্গিকা।

মদ। তাঁর দেখা পেয়েছ কি?

লব। না, পাইনি। বল্‌ব কি, তিনি উদ্যান থেকে বেরিয়েই যেই সৈন্যদের কোলাহল শুন্‌লেন, অমনি সগর্ব্বে গিয়ে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কাজেই এ হতভাগিনীর ফিরে আস্‌তে হল। আমি কেবল দূর হতে শুন্‌তে পেলেম, "হা মহানুভাব মাধব! হা সাহসিক মকরন্দ!" এই ব'লে গুণানুরাগী পৌরজনেরা ঘরে ঘরে বিলাপ করছে। আর লোকের মুখে শুন্‌লেম, মহারাজও নাকি মন্ত্রিকন্যা দুটির হরণ-বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, অস্ত্র শস্ত্র প্রবীণ অনেক পদাতি সৈন্য পাঠিয়েছেন, আর নিজে প্রাসাদের ছাতে উঠে জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত কাণ্ড স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন।

মদ। হায়! এ হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হল!

লব। সখি! মালতী কোথায়?

মদ। সে প্রথমেই, তুমি যে পথে গিয়েছিলে, সেই পথে তোমাকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিল, তার পর আমিও গিয়েছিলেম, কিন্তু তাকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ হয়, উদ্যানের নিবিড় কুঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লব। সখি! এসো, শীঘ্র তাকে আবার খুঁজে দেখি। প্রিয়সখী মাধবের জন্য বড়ই কাতর হয়েছেন, আর বুঝি তার ধৈর্য্য থাকে না। (দ্রুত পরিক্রমণ) সখি মালতি!—বলি, ও মালতি!

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

(সহর্ষে কলহংসের প্রবেশ)

কল। আঃ, বাঁচা গেল। সেই ভয়ানক যুদ্ধের হাঙ্গাম থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় ভাগ্যি বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি। বাবা রে! এখনও যেন সমস্ত চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি। যেমন চমৎকার, তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্রের আস্ফালন হ'চ্ছে, আর চাঁদের আলো প'ড়ে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল তলোয়ারের পাতগুলো চক্‌মক ক'রে জ্বলে উঠছে। দেখে বোধ হতে লাগল, বলদেব যেন মদলীলাভরে প্রচণ্ড ভুজ-দণ্ডে কালিন্দী-স্রোত আলোড়িত কচ্ছেন। মকরন্দের বিকট লম্ফ ঝম্পে শত্রুসৈন্য বিশৃঙ্খল হয়ে পলাতে লাগ্‌ল, তাদের আর্ত্তনাদে গগনতল আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। তার পর সে কথাও ভুলব না, আমার প্রভু মাধব সেখানে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের হস্ত হতে অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিয়ে, ভীষণ ভুজবজ্র প্রহার করতে লাগ্‌লেন—তাঁর বিকট বলবিক্রম দেখে ক্রমে রাজমার্গ পদাতি শূন্য হল। হতশেষ সৈন্যরা এইরূপ বিষম সমর-সাহস দেখে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগ্‌ল। আহা! মহারাজ কি গুণানুরাগী! তিনি সেই সময়ে প্রতীহারীকে সৌধশিখর হতে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে, বিনয়বচনে মাধব মকরন্দকে শান্ত ক'রে, আপনার সম্মুখে আনালেন। তাঁরা উপস্থিত হ'লে, রাজা তাঁদের মুখচন্দ্রের উপর পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তার পর আমার মুখে তাঁদের বংশ-পরিচয়, আভি-জাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁদের বিশেষ সম্মান ও সৎকার করলেন। অমাত্য ভূরিবসু ও নন্দনের মুখ লজ্জায় মসীবর্ণ হয়ে গেল। তখন মহারাজ মধুর-বচনে তাদের বল্লেন;—"তোমাদের পরম সৌভাগ্য, কুলে শীলে রূপে গুণে এদুটি সর্ব্বাংশেই সৎপাত্র; এমন জামাতা আর পাবে না" এইরূপ প্রবোধ দিয়ে রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই যে, মাধব ও মকরন্দও এসে পৌঁচেছেন। আমি এখন ভগবতীর কাছে গিয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি গে।

[প্রস্থান।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মক। অহো! সখার সাহস ও বল বাস্তবিকই অলৌকিক।

বাহুর প্রহারে তব
বিশীর্ণ শত্রুর দল বিচূর্ণ কঙ্কাল,
উন্মথিয়া আকর্ষিয়া
বীরগণে, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অস্ত্রজাল।

সম্মুখে করিয়া পথ
রক্তময়, চলিলে করিয়া মহা বিক্রম-প্রকাশ,
দ্বিবিভক্ত জনার্ণবে
স্তম্ভিত সৈন্যের পংক্তি, নৃমুণ্ডে আকীর্ণ
চারি পাশ।

মাধ। কিন্তু এটি কি অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার নয়?
অদ্যই যে সব লোক
নিশীথ-উৎসবে পান করিয়াছে সুখে
প্রিয়ায় গণ্ডূষ-শেষ
মধুটুকু—উদ্ভাসিত ইন্দুর ময়ূখে।
লভিয়াছে সেই সঙ্গে
প্রিয়াদত্ত আলিঙ্গন প্রেম-লীলাচ্ছলে,
আজি দেখ তাহারাই
রণস্থলে ভগ্ন-অস্থি তব ভুজ-বলে।

আর যাই হোক্ সখা, রাজার সৌজন্য আমরা কখনই ভুলব না। যে দোষী, তারও প্রতি তিনি নির্দোষীর ন্যায় ব্যবহার ক'রে কত অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন। এসো এখন মালতীর নিকট যাওয়া যাক—সেইখানে গিয়ে তাঁর সাম্নে বোসে, মদয়ন্তিকা-হরণের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুনতে হবে।

তোমার আখ্যান-মাঝে
মালতী মুচকি হাসি, সখী মদয়ন্তিকা পরে
চঞ্চল কটাক্ষপাত করিবেন পরিহাস-ভরে।
অমনি গো সখীটির
বদন-পঙ্কজ কিবা হবে উল্লসিত,
লজ্জায় স্তিমিত দৃষ্টি হইবে নমিত।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

দৃশ্য—উদ্যান।

(মাধব প্রভৃতির প্রবেশ)

মাধব। এই তো সেই উদ্যান। কিন্তু এ স্থানটি এরূপ শূন্য ব'লে মনে হচ্ছে কেন?

মক। সখা, বোধ হয় আমাদের বিপদে ব্যাকুল হয়ে আত্মবিনোদনের জন্য ওঁরা ঐ গহন উদ্যানে ভ্রমণ কচ্ছেন—এসো দেখা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

লব ও মদ। সখি মালতি! (সহসা দেখিয়া) আঃ! বাঁচা গেল—ঐ যে মাধব মকরন্দ দুই জনকেই এইখানে দেখ্তে পাচ্ছি।

মকরন্দ, মাধব। এই যে তোমরা! মালতী কোথায়?

উভয়ে। কোথায় মালতী? আপনাদের পদশব্দে আমরা মনে কর্ছিলেম, বুঝি মালতী আস্ছে।

মাধ। কি?—কি বল্লে? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে—স্পষ্ট ক'রে বল!
পঙ্কজাক্ষি প্রেয়সীর
অনিষ্ট হ'ল বা বুঝি এই ভাবনায়,
বিগলিত হৃদি মোর,
অন্তরাত্মা সশঙ্কিত উন্মত্ত-প্রায়।
নাচিতেছে বামচক্ষু
প্রতিকূল বাক্য তব তারি সাক্ষ্য দ্যায়।

মদ। আপনি এখান থেকে চ'লে গেলে, মালতী সংবাদ দেবার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর কাছে পাঠালেন, আর সাবধান করবার জন্য লবঙ্গিকাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তার পর লবঙ্গিকার ফিরে আস্তে বিলম্ব দেখে ব্যাকুল হয়ে দেখবার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। আমি তার পর এসে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না—সেই অবধি আমরা এ-বনে সে বনে অন্বেষণ করছি, এমন সময়ে আপনাকে দেখ্তে পেলেম।

মাধ। হা! প্রিয়ে মালতি!
কি জানি কি অমঙ্গল
ঘটিল গো, ভাবি প্রাণ বিষম আকুল,
ক্ষান্ত হও পরিহাসে
নির্দ্দয়ে! ভাঙ্গায়ে দাও শীঘ্র মোর ভুল।
পরীক্ষা করিতে চাও
দিয়াছি তো সে পরীক্ষা—দাও গো উত্তর,
নির্দ্দয় হয়ো না আর,
বিহ্বল হৃদয় মোর বড়ই কাতর।

উভয়ে। হা প্রিয়সখি! কোথায় গেলে তুমি?

মক। সখা! বিশেষ না জেনে শুনেই এত কাতর হচ্ছ কেন বল দেখি?

মাধ। সখা! তুমি কি জান না, মাধবের বিরহে কাতর হয়ে প্রিয়তমা কি না করতে পারেন?

মক। সত্য, কিন্তু ভগবতীর নিকটেও তো তাঁর

যাবার সম্ভাবনা আছে—এখন তবে চল, সেই-খানে গিয়ে দেখা যাক্।

উভয়ে। খুব সম্ভব তাই।

মাধ। আচ্ছা, তবে সেইখানেই চল।

(সকলের পরিক্রমণ)

মক। (স্বগত চিন্তা)

হয় তো গিয়েছে সখী
ভগবতীর আশ্রম-সদনে,
অথবা বাঁচিয়া নাই
এই কথা পুনঃ ভাবি মনে।
প্রায়ই তো গো দেখা যায়
বান্ধব-সুহৃৎ-প্রিয় জনের সঙ্গম,
সংসারের যত সুখ,
চঞ্চল অস্থির-গতি সৌদামিনী-সম।

ইতি অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত

নবম অঙ্ক

দৃশ্য—পদ্মাবতী নগর

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। আমি সৌদামিনী। শ্রীপর্ব্বত হ'তে উড়ে এসে পদ্মাবতী নগরের উপরে এসে বসেছি। এখন মালতীর বিরহে চির পরিচিত স্থানগুলি মাধবের অসহ্য হওয়ায় মাধব সেই সব স্থান পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। এখন তবে আমি তাঁর নিকটে যাই। আমি উড়ে এসে যেখানে বসেছি, এখান থেকে এই সকল গিরি, নগর, গ্রাম, সরিৎ, অরণ্য, সমস্ত একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া)

চমৎকার! চমৎকার!

কিবা শোভে পদ্মাবতী,
সুবিশাল দুই নদী "সিন্ধু" আর "পারা"
ঘিরিয়া রয়েছে তারে
কটিবন্ধ-সম কিবা স্বচ্ছ বারিধারা।
উত্তুঙ্গ প্রাসাদ কত,
দেবগৃহ, পুরদ্বারী অট্ট অগণন,
হইয়া বিভক্ত তাহে
আকাশ করিছে নিজ মস্তকে ধারণ।

অপিচ,

শোভিছে লবণা নদী
বক্ষে যার ঊর্ম্মি-মালা সুন্দর শোভন,
বর্ষাগমে যার তট
নব উদ্ভিদ্-তৃণরাজি করয়ে ধারণ।
(জনপদ-সুখদায়ী
—গর্ভিণী গাভীর ভক্ষ্য প্রিয় অতিশয়)
নদীটির উপকণ্ঠে
শোভিতেছে মনোহর বিপিন নিচয়।

(অন্য দিকে অবলোকন করিয়া) এই সেই ভগবতী "সিন্ধুর" প্রপাত; জলের পতন-বেগে ভূতল বিদীর্ণ ক'রে যেন একটা রসাতলের সৃষ্টি করেছে।

হেথায় তুমুল ধ্বনি
জলগর্ভ-নবঘন-ঘোরতর-গর্জ্জন-সমান
সীমান্ত-ভূধর-কুঞ্জে
সমুত্থিত—হেরম্বের কণ্ঠ-ধ্বনি হয় অনুমান।

এই সকল অরণ্য-গিরিভূমি চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল, পাটল প্রভৃতি গহন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও পক্ব বিল্বফলের সৌরভে আমোদিত। এইগুলি দেখে দাক্ষিণাত্যের অরণ্য-পর্ব্বতগুলি মনে পড়ে: সেই সব স্থান—যেখানে গোদাবরী নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ, তরুণ-কদম্ব-জম্বু-বৃক্ষাচ্ছন্ন তমসাবৃত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করে, এবং তার ঘোরতর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল মেখলা-ভূমি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর ঐ দেখ, "সুবর্ণবিন্দু" নামে ভগবান ভবানীপতি এইখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মধুমতী ও সিন্ধুর এই সঙ্গম-প্রদেশটিকে পবিত্র করছেন।

(প্রণাম করিয়া)

জয় দেব ভুবন-ভাবন, জয় ভগবন্
নিখিল-নিগম আশ্রয়,
জয় রুচির শশি-শেখর, মদন-নাশন
জগত-আদি গুরু জয়।

(অগ্রসর হইয়া)

এই যে উত্তুঙ্গ-সানু
অভিনব-মেঘ-শ্যাম মহাকায় পর্ব্বত হেথায়

মিলিয়া ময়ূরী সাথে
ময়ূর মদ-মুখর, হর্ষভরে কেকা-রবে ছায়।
স্নিগ্ধচ্ছায় দেহ-মাঝে
বিচিত্র-বরণ কত পক্ষি-নীড় করয়ে ধারণ,
নিরখিয়া হেন গিরি তিরপিত
হয় গো নয়ন।
অপিচ :—
গহ্বর-নিবাসী যত
সুভীষণ মদমত্ত ভল্লুক তরুণ,
তাদের থুৎকার-রবে
গরজন-প্রতিধ্বনি বাড়য়ে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
গ্রন্থিখণ্ড চারিধারে রহে বিকীরিত,
তা' হ'তে ঝরিয়া ক্ষীর
শিশির-কটু কষায় গন্ধে আমোদিত।
(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)
এ কি ! মধ্যাহ্ন যে ! এখন এখানে :—
ত্যজিয়া "কাশ্মরী" তরু
"কোবা" পক্ষী, পল্লবিত-"কুতমালে"
করয়ে গমন,
তীরের "অশ্মন্ত" শাকে
চুম্বিয়া "পূর্ণিমা" পক্ষী জলাশয়ে
করয়ে ধাবন।
"তিনিশ"-কোটর-মাঝে
"দাত্যূহ" নিলীন হয়ে করে অবস্থান,
"কপোত" সে গুল্ম-নাড়ে
কাঁদিছে, "কুক্কুভ" নাচে করে যোগ দান।
আচ্ছা, এখন আমি তবে মাধব মকরন্দকে অন্বেষণ ক'রে যথাসাধ্য তাদের সান্ত্বনা করি গে।
[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মক। (সকরুণভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
যে বিষম অবস্থায়
নাহি কোন আশা কিম্বা নৈরাশ্য বিশেষ,
হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়ে
ঘোর মোহ অন্ধকারে করয়ে প্রবেশ।
না পারি করিতে কিছু
বিধির বিপাকে, বিধি এমনি গো বাম—
অস্থির হইয়া ঘুরি
বিপদের মাঝে মোরা পশুর সমান।
মাধ। হা প্রিয়ে মালতি ! কোথায় তুমি ? কেন সহসা অন্তর্হিত হলে, তার কারণ কিছুই জানতে পারলেম না ! হা ! নির্দ্দয়ে ! এখন আমাকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত কর।
তবে কি মাধব পরে
দয়ামায়া স্নেহ তব নাহিক কিঞ্চিৎ ?
এখনো তো সেই আমি
যে পরশি তব কর কঙ্কণ-ভূষিত
(সাক্ষাৎ উৎসব সম)
হয়েছিল সে সময় কত আনন্দিত।
সখা মকরন্দ ! এ জগতে ওরূপ প্রেম পুনর্ব্বার লাভ করা নিতান্তই দুর্লভ ও অসম্ভব !
কোমল-কুসুম-অঙ্গে
সহিল অনন্ত-জ্বালা কত দিন ধরি।
অতি তুচ্ছ তৃণসম
বিসর্জ্জিবে নিজ প্রাণ মনে স্থির করি,
সাহস করিয়া শেষে মম হস্তে দিল নিজ কর,
ইহার অধিক প্রেম কোথা আছে বল অতঃপর ?
তা ছাড়া :—
বিবহ-বিধির আগে
আমায় পাবার আশে হইয়া নিরাশ
করিয়াছিল গো কত
সকাতরে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ।
প্রিয়া মোর সে সময়
মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল-ইন্দ্রিয়,
মনের বেদনা-ভরে
অস্থির কাতর-তনু তখন আমিও।
(আবেগ সহকারে)
অহো ! কি আশ্চর্য্য !
দলিত হৃদয় শোকে
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।
অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ,
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত।
মক। সখা মাধব ! দারুণ দৈবের ন্যায় সূর্য্যদেবও

আমাদের এখন অবিরত দগ্ধ করছেন। তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, এখন চল, ঐ পদ্ম-সরোবরের ধারে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসি গে। দেখ এখানে—

সনাল কমল নব
উঠিয়াছে মাথা তুলি জলের উপরি,
মৃদুমন্দ মকরন্দ
তাহা হতে আহা কিবা পড়ে ঝরি ঝরি।
সে গন্ধে হইয়া পুষ্ট,
শীতল হইয়া আর তরঙ্গ-শীকরে,
মধুর মলয়-বায়
জুড়াইবে তব অঙ্গ রহি ধীরে ধীরে।
(পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

দৃশ্য।—সরোবর-তীর।

মক। (স্বগত) হাঁ, সেই ভাল। এই রকম ক'রে অন্য দিকে ওঁর চিত্ত বিক্ষেপ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) সখা মাধব!

মদকল মরালের
পক্ষ-সঞ্চালনে দেখ দোলে শতদল,
অশ্রুবারি নিবারিয়া
যতক্ষণ নাহি আসে পুন অশ্রু-জল
ততক্ষণ দেখে লও
এই সব সুশোভন মনোহর স্থল।
(সোদ্বেগে মাধবের গাত্রোত্থান)

মক। এ কি! আমার কথায় কর্ণপাত না করেই শূন্য মনে অন্য দিকে কোথায় যাচ্ছ? সখা! স্থির হও। দেখ:—

বঞ্জুল-কুসুম-গন্ধে
নিকুঞ্জ-তটিনী-বারি কিবা সুরভিত।
যূথিকা-কলিকা-রাশি
তটিনীর প্রান্ত দেশ করে আচ্ছাদিত।
পর্ব্বতের সানু পরে
'কুটজ'-কুসুম ফোটে সহাস আনন,
মেঘ-চন্দ্রাতপ শিরে
—মত্ত ময়ূরের নৃত্য করে উত্তেজন।

তা ছাড়া:—

শৈলের পর্য্যন্ত-ভূমি
সমাচ্ছন্ন বিকসিত-কদম্ব-কোরকে,
নদীকূল সুশোভিত
উদ্‌ভিন্ন-অঙ্কুর নব সুচারু কেতকে।
দিগন্ত হয়েছে কিবা জলদ-শ্যামল।
শিলীন্ধ্র-কুসুম-লোভে হাসে বনস্থল।

মাধ। সখা! সবই দেখছি; দূর-দৃশ্য অরণ্য-ভূমি রমণীয় বটে—কিন্তু এ সব আমার কাছে কি? (সাশ্রু-নয়নে) অথবা আরও যদি কিছু থাকে তাতেই বা আমার কি?

আসিয়াছে কাল, যবে
স্নিগ্ধ জলদ-রাজি, পূরবের ঝঞ্ঝানিলে হয়ে সঞ্চালিত
(শালার্জ্জুন-গন্ধী বায়ু)
বিগলিত ইন্দ্রনীল-খণ্ড যেন,নভস্থল করে আচ্ছাদিত।
আহা কি কালের শোভা!
তাপ বৃষ্টি ক্রমান্বয়ে করে যাতায়াত, এক যায় অন্য আসে।
জলদের বরষণে
ধারাসিক্ত বসুন্ধরা আমোদিত আহা কিবা মধুর সুবাসে।

হা প্রিয়ে মালতি!

কেমনে সহিব এবে
তরুণ-তমাল-নীল দিগন্তে জলদ-অগণনা
শীত-বায়ু-সঞ্চালিত অভিনব সলিলের কণা।
কেমনে সহিব বল
সেই সে দিগন্ত-দেশ চারু-ইন্দ্রধনু-সুশোভিত
মদকল নীলকণ্ঠ-ময়ূর-কলহ-মুখরিত।
(শোকাকুলভাবে)

মক। ওঃ! সখার এ কি দারুণ পরিণাম! (সাশ্রুলোচনে) আশ্চর্য্য! আমার বজ্রময় হৃদয় এখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছে? (নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা, মাধবের বাঁচবার আর কোন আশাই নাই। (সভয়ে অবলোকন করিয়া) এ কি! মূর্চ্ছিত হয়েছেন নাকি? (আকাশে) সখি মালতি! এখনও কি তোমার দয়ার উদ্রেক হল না?

না মানি বান্ধব-জনে
প্রেমের আবেগে-ভরে সাহস করিলে প্রদর্শন,
তবে কেন বল সখি
নিরদোষী প্রিয়জনে হইলে গো নিদ্দয় এখন?

এ কি! এখনও যে নিশ্বাস পড়ছে না! হা বিধাতঃ! আমার কি সর্ব্বনাশই করলে! মা গো! মা গো!

দলিত হৃদয় মম,
বিচ্ছিন্ন এ দেহের বন্ধন,
শূন্যময় এ জগৎ,
অবিরত অন্তর্দহন।
প্রগাঢ় তিমিরে মগ্ন
অন্তরাত্মা বড়ই ব্যাকুল,
সমস্ত স্তম্ভিত মোহে,
এ অভাগা কোথা পায় কূল ?
হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! আহা!
সখা মোর বন্ধুতার হৃদয়-জোছনা,
মালতীর নয়নের পূরণ-চন্দ্রমা
মকরন্দ-পরাণের আনন্দদায়ক,
সর্ব্ব-অগ্রগণ্য, জীব-লোকের তিলক।
সেই সে মাধব এবে মোহে হতজ্ঞান
ইহলোক হতে বুঝি করিলা প্রযাণ।
হা! সখা মাধব!
গালের চন্দন-রস, শারদেন্দু নেত্রে মোর,
হৃদয়-আনন্দ তুমি, তোমাতে ছিলাম ভোর।
সুন্দর সকল হতে, হরিল তোমারে কাল,
এ কি সর্ব্বনাশ হল হায়! ভাঙ্গিল কপাল।
(স্পর্শ করিয়া)
অকরুণ সখা ওহে
স্মিতোজ্জ্বল তব দৃষ্টি কর বিতরণ,
নিদারুণ! কৃপা করি
একটি কবহ দান মুখের বচন।
তোমা পরে অনুরক্ত
চিত্ত যার,—মকরন্দ তব সহচর
করিছ কেন গো তবে তারে হতাদর ?
(মাধব সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মক। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) নব-জলধরের জলকণা-বর্ষণে উজ্জ্বল রাজপট্ট-মণির যে অবস্থা হয়, সেইরূপ আমার সখা আবার বেঁচে উঠেছেন দেখছি—আ! বাঁচা গেল, জগৎ যেন আবার প্রাণ পেলে।

মাধ আচ্ছা বল দেখি, এই বনের মাঝে কাকে এখন দূত ক'রে প্রিয়ার নিকট পাঠাই ?
(অবলোকন করিয়া) আহা, কি চমৎকার!
নদীতীরে ওই দেখ ফল-ভরে পরিণত
শ্যামল জম্বুর কুঞ্জ হয়ে আছে অবনত
উর্ম্মিদল মৃদু মৃদু তটে ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে,
নদীর উত্তর ভাগে পর্ব্বত-শিখর-পরে।
নব-জলধর ওই উপচিত-ঘন-পুঞ্জ,
যেন রে প্রবীণ-কায় নীলবর্ণ তাল-কুঞ্জ।
(সাদরে উত্থান করিয়া উর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)
ও গো সৌম্য! বল দেখি ঃ—
প্রিয়সখী সৌদামিনী করে কি না
তোমা আলিঙ্গন ?
প্রণয়ী চাতক চারু করে কি না
তব আরাধন ?
পূর্ব্ব বায়ু যত্নে কি গো গাত্র টিপি
দেয় গো তোমার ?
ইন্দ্র-ধনু চিনি' তনু করে কি গো
শোভার বিস্তার ?
(কর্ণপাত করিয়া) এই যে! মেঘের স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে গিরিগুহা সব পরিপূরিত হয়ে উঠল। আর ঐ শোনো, উর্দ্ধকণ্ঠ আনন্দিত ময়ূরগণ মন্দ্র হুঙ্কারে আমার কথায় সায় দিচ্ছে। আচ্ছা, এইবার তবে আমার এই প্রার্থনা জানাই। ভগবন্ জীমূত!
এ জগতে ইচ্ছামত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি কভু প্রিয়া পড়ে তোমার দৃষ্টিতে।
প্রথমে আশ্বাস দিযা বোলো তাঁরে
মাধবের দশা,
বলিতে সে কথা কিন্তু দেখো যেন
ভেঙ্গো নাকো আশা।
আশাতন্তু হলে ছিন্ন নিশ্চয় মরণ।
সেই তাঁর একমাত্র জীবন-বন্ধন॥
(সহর্ষে) এ কি! মেঘ চলে গেল যে! তবে এখন আমি অন্যত্র যাই। (পরিক্রমণ)

মক। (সোদ্বেগে) এ কি! রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মাধব উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন দেখছি। হা তাত! হা জননি! ভগবতি! রক্ষা কর। মাধবের কি অবস্থা হয়েছে দেখ এসে।

মাধ। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) হা! কি প্রমাদ!
লোধ্রের কুসুম নব কান্তি নিল তাঁর,
কুরঙ্গী লোচন নিল, গজ গতি আর,
লতিকা নম্রত্ব নিল, আমার সে প্রিয়া
আছেন বিপিনে ব্যক্ত বিভক্ত হইয়া।
হা প্রিয়ে মালতি! (মূর্চ্ছা)

মক।—

গুণের নিধান যেই, পরাণের প্রিয়তম নাথ,
গাঢ় সখ্য জনমিল ধূলি-খেলা করি যার সাথ।
এহেন সখারে হেরি' প্রিয়-জন-বিরহ-আতুর,
দুই ভাগে ফাটি কেন, হৃত-হৃদি না হইল চুর?

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)

ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে সাদৃশ্য নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। আচ্ছা তবে (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে পর্ব্বত-অরণ্যচারী জীবগণ! তোমাদের প্রণতি পুরঃসর এই নিবেদন করছি, অনুগ্রহ ক'রে মুহূর্ত্তকাল আমার কথায় অবধান কর।

এ স্থানে করিছ বাস, দেখেছ কি তোমরা হেথায়
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কোন কুল-ললনায়?
অথবা জানো গো যদি কি দশা ঘটিল—বল তবে,
বয়োবস্থা তাঁর যাহা, শুন সখা সবে:—
—যে বয়সে মনোভব মনোমাঝে জাগে বিলক্ষণ
অথচ থাকে না অঙ্গে অনঙ্গ-লক্ষণ।

ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

পাখা তুলি নাচে শিখী
আচ্ছন্ন করিয়া মোর বাক্য-হাহাকারে
মদ-লান্ত নেত্র-তারা
চাতক হয়ে চলে কান্ত-অভিসারে।
নিজ-প্রিয়া-কপোলটি
কুসুম-পরাগে চিত্র করয়ে বানর,
প্রার্থনা জানাই কাবে
সবাই কাজেতে ব্যস্ত—নাহি অবসর।

আরও দেখ:—

বানর সে চুম্বে নিজ প্রিয়া-মুখ তুলি',
সে মুখে অধর-রাগে শোভে দন্তগুলি।
"রোচনী"র পুষ্পসম কপোল পাটল,
মুখবর্ণ—পাকা ফাটা দাড়িম্বের ফল।

দেখ, গজরাজ রোহিণ-গাছে ঠেস্ দিয়ে, নিজ প্রিয়তমা করিণীর কাঁধে শুঁড়টি রেখে, কেমন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে! এ কি, ওরও দেখছি কিছুমাত্র অবসর নাই।

দন্ত-অগ্র বুলাইয়া
নিজ সহচরী-গাত্র করে কণ্ডূয়ন,
পরশ-সুখের বশে
মুদে আসে করিণীর মুকুল-নয়ন।
কর্ণ দুটি আন্দোলিয়া পরম্পরা-ক্রমে
বীজন করে সে তারে সুখদ পবনে।
খাওয়াইছে অর্দ্ধভুক্ত নব কিশলয়,
ধন্য রে মাতঙ্গ তব প্রেম-পরিচয়!

(অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

এই যে আর একটি গজরাজ।
মেঘের গর্জ্জন শুনি
প্রত্যুত্তরে আর ও যে করে না গর্জ্জন,
আসন্ন সরসী হতে
শৈবালের রাশি মুখে করে না গ্রহণ।
মদ নাহি ঝরে গণ্ডে
বিষাদে মধুপ তাই হয়ে আছে মূক
ম্লান-মুখ গজরাজ
প্রাণ-সমা প্রিয়ার বিরহে পায় দুখ।

আর ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমি অন্য দিকে যাই। (অবলোকন করিয়া)

এই যে আর একটি যূথ-পতি মত্ত গজ সরোবরে বিহার করছে। তার মাংসল গণ্ড-নিঃসৃত মদস্রাবে সরোবর আমোদিত! আবার বিকসিত কদম্বের সংস্পর্শে আরও যেন সুরভিত হয়ে উঠেছে। গজরাজ পদ্মের পত্র, কেশর, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি বিদলিত ও বিকীর্ণ করতে করতে নলিনী-বনের মধ্য দিয়ে চলেছে। তার অনবরত কর্ণ-সঞ্চালনে চরিদিকে যেন জলকণার কুয়াসা বিস্তার হয়েছে। গজরাজের কণ্ঠ হতে মধুর গম্ভীর গর্জ্জন-ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে—আর তার সহচরী আনন্দে শ্রবণ করছে। আর ঐ গর্জ্জন শুনে হংস বক চক্রবাক জলপক্ষিগণ ভয়ে পলাচ্ছে। আচ্ছা, তবে এইবার ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করা যাক। মহাভাগ নাগপতে! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্য, প্রিয়ার মনস্তুষ্টিসাধনেও তোমার বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে।

(নিন্দাচ্ছলে)

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া
মৃণালের দণ্ডগুলি কর-কবলিত,
গণ্ডূষ পরশে তার
বিকসিত পদ্ম-গন্ধে হয় সুরভিত।
গণ্ডূষের জল-কণা
শুণ্ডে করি প্রিয়গাত্রে করিছ সিঞ্চন,

কিন্তু কৈ করিলে না তো
পদ্মপত্র-ছত্র তার মাথায় ধারণ।

এ কি! আমার কথা অবজ্ঞা ক'রে নীরস-ভাবে যে চ'লে গেল! হা! আমি কি নির্ব্বোধ! সখা মকরন্দের সঙ্গে যেরূপ ভাবে কথা কই, এই বনচর পশুর সঙ্গে আমি যে সেইরূপ ভাবেই কথা কচ্ছি! হা সখা!

একাকী থাকিনু যদি
ধিক্ তবে দুখের জীবনে,
ধিক্ সে সৌন্দর্য্য, যদি
না ভুঞ্জিনু মিলি তোমা সনে।
যে দিন না কাটে মম
তোমার বা তাঁহার সহিত
সে দিন বিলুপ্ত হয়ে
স্মৃতি হ'তে হোক্ তিরোহিত।
প্রমোদের আশে চিত্ত
অপরত্র যদি কভু ধায়
কি ফল তাহাতে বল
ধিক্ সেই মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

মক। আহা! সখা উন্মাদ-মোহে আচ্ছন্ন, তবু আমার প্রতি কেমন সদয়; পূর্ব্ব স্নেহের সেই সহজ সংস্কারটি কোন সূত্রে বোধ হয় আবার জাগরূক হয়েছে। এখন উনি মনে করছেন, আমি নিকটে নাই। (সম্মুখে আসিয়া) এই দেখ, আমি তোমার সেই হতভাগ্য সহচর মকরন্দ।

মাধব। প্রিয় সখা! আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ কর, আমাকে আলিঙ্গন কর—মালতীর আশায় নিরাশ হয়ে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি! (মূর্চ্ছা)

মক। এই শোনো, তোমাকে আমি সাদর-সম্ভাষণ করছি—প্রাণ-সখা! (সকরুণে অবলোকন করিয়া) হা! কি কষ্ট! যে মুহূর্ত্তে উনি আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসুক, সেই মুহূর্ত্তেই আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। সব শেষ হয়ে গেছে, আর দেখছি আমার আশার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমার সখা আর নাই। হা বয়স্য!

স্নেহেতে ব্যাকুল হয়ে
অকারণে হইতাম কম্পিত-হৃদয়,
বিপদ আশঙ্কা করি
চিত্ত-মাঝে হ'ত কত ভয়ের উদয়,
সেই সে উদ্বেগ-চিন্তা
মুহূর্ত্তের মধ্যে এবে শান্ত সমুদয়।

সখা! সেই পূর্ব্বকার মুহূর্ত্তগুলি কষ্টকর হলেও তবু তো সে ভাল ছিল—তবু তো তখন মনে করতে পারতেন তোমার চৈতন্য আছে, কিন্তু এখন:—

ভারমাত্র দেহ মোর প্রাণ বজ্রময়,
শূন্য দশ দিক্, ব্যর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
দিনপাত কষ্টকর তোমার গমনে,
জীবলোক নিরালোক তোমার বিহনে।

(চিন্তা করিয়া) তবে কি এখন মাধবের মরণে সাক্ষী হয়েই জীবন ধারণ করব? না, ঐ গিরি-শিখর হ'তে পাটলবতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মাধবের মরণ-পথে অগ্রসর হই। (করুণ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

একি সেই নীলোৎপল দেহ-খানি মনোহর অতি
গাঢ়তর আলিঙ্গন করি যারে না হ'ত তৃপতি।
মালতী উৎসুক হয়ে যে তনুটি করিত দর্শন
বিস্ময়-উল্লাস-ভরে নব প্রেমে বিভ্রান্ত-লোচন।

আশ্চর্য্য! এই দেহে এত অল্পবয়সে এত অধিক গুণের সমাবেশ কি ক'রে হল? সখা মাধব!

নিরমল পূর্ণ ইন্দু পড়িল গো রাহুর গরাসে,
ঘনীভূত জলধর ছিন্ন-ভিন্ন প্রবল বাতাসে।
ফলপ্রসূ তরুবর হ'ল আহা দগ্ধ দাবানলে
ধরা-হৃত চূড়ামণি তুমি গেলে মৃত্যুর কবলে।

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যদিও আমার সখা গত হয়েছেন, তবু তাঁকে একবার আলিঙ্গন করি। কিছু পূর্ব্বে উনিই তো এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন। (আলিঙ্গন করিয়া) হা সখা! বিমল বিদ্যার নিধি! সর্ব্ব-গুণের গুরু! মালতীর স্বয়ং-গৃহীত জীবিতেশ্বর! হা স্মরসুন্দর! কামিনীজনচিত্তহারী! তুমি যে বান্ধব-পয়োনিধির শরচ্চন্দ্র! তুমি যে কামন্দকী ও মকরন্দের আনন্দকর চন্দ্রবদন মাধব! এত দিন মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এ সংসারে তোমার ইচ্ছা-সুলভ ছিল, এখন তাও আর পাবে না। মকরন্দ এখন তোমা বিনা মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকবে, এ কথা মনেও করো না।

জন্মাবধি দুই জনে একসঙ্গে করি অবস্থান
এক মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ সমভাবে করিয়াছি পান।

এখন যে বন্ধুদত্ত প্রেতোদক পিইবে একাকী
বল দেখি প্রিয় সখা, তোমার তা উচিত হয় কি ?

(করুণভাবে ত্যাগ করিয়া পরিক্রমণ)

এই তো নীচে পাটলবতী নদী।

ভগবতি পাটলবতি! যেখানে প্রিয় সুহৃদের জন্ম হবে, সেইখানে আমারও যেন জন্ম হয়—আমি যেন আবার তাঁরই সহচর হই। (নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

(সহসা সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌ। (নিবারণ করিয়া) বৎস! ও দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না।

মক। (দেখিয়া) তুমি কে মা? কেন তুমি আমাকে নিষেধ কচ্ছ ?

সৌ। তুমি কি বৎস মকরন্দ ?

মক। আমি হতভাগ্য মকরন্দই বটে—আমাকে ছেড়ে দিন।

সৌ। বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর একটি অভিজ্ঞান-চিহ্ন আমার কাছে আছে।

(বকুল-মালা প্রদর্শন)

মক। (নিশ্বাস ফেলিয়া করুণভাবে) আর্য্যে! মালতী কি জীবিতা আছেন ?

সৌ। আছেন বৈ কি। বৎস! মাধবের কি কোন অমঙ্গল হয়েছে যে, তুমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ? ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপছে—মাধব কোথায় ?

মক। আর্য্যে! আমি প্রমুগ্ধ হয়ে বৈরাগ্যের বশে তাঁকে ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি। তবে আসুন, আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে।

(দ্রুত পরিক্রমণ)

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এ কি! আমাকে কে জাগিয়ে দিলে? (চিন্তা করিয়া) নব-জলধর-বাহী এই পবনেরই কার্য্য দেখছি—পবন তো আমার অবস্থা জানে না।

মক। আঃ! বাঁচা গেল, সখার চৈতন্য হয়েছে।

সৌ। (অবলোকন করিয়া) মালতী যেরূপ আমাকে বলেছিলেন, এই দুই জনের সেই প্রকার আকৃতিই বটে!

মাধ। ভগবন্ প্রাচ্য-সমীরণ!

জলভরা জলদেরে কর সঞ্চালিত,
বিহঙ্গম চাতকেরে কর প্রমোদিত,
উৎকণ্ঠ শিখীর উঠাও কেকা-রব,
করাও গো কেতকীর কুসুম প্রসব,
বিরহী সে মূর্চ্ছা লভি
কথঞ্চিৎ ব্যথা করে দূর,
চৈতন্যের আধি-ব্যাধি
কেন তবে আনিলে নিঠুর!

মক। অখিল জীবের যিনি জীবন, সেই পবন-দেব ভাল কাজই করেছেন।

মাধ। যাই হোক্ পবন-দেব! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা :—

বিকসিত কদম্ব-কুসুম-রেণু সনে
লয়ে যাও মোরে তুমি প্রিয়ার সদনে।
অথবা থাকয়ে যদি
প্রিয়-অঙ্গ-সহবাসে সুশীতল দ্রব্য এক-রতি
অর্পণ কর গো মোরে,
তুমিই এখন মোর একমাত্র আশ্রয় ও গতি।

(কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রণাম)

সৌ। এইবার অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখাবার ঠিক্ সময় হয়েছে।

(মাধবের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে মালা নিক্ষেপ)

মাধ। (বিস্ময় ও হর্ষ-সহকারে) এই কি সেই আমার স্বহস্ত-রচিত, প্রিয়া-বক্ষ-স্থিত, মদনোদ্যানের বকুল ফুলের মালা? (নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) হাঁ, তাই বটে—কোন সন্দেহ নাই। দেখ না কেন—

সেই চারু চন্দ্রানন
দরশন কৌতূহল করিতে গোপন
মালার যে ভাগ আমি
গ্রন্থন করিয়াছিনু করিয়া বিষম।
সুবিন্যস্ত না হলেও,
যে ভাগ দেখিয়া তুষ্ট হয় লবঙ্গিকা,
সে ভাগ দেখি যে হেথা,
সন্দেহ নাহিক তবে—সেই সে মালিকা।

(হর্ষোন্মাদ-সহকারে উত্থান)

প্রিয়ে মালতি! এই মালায় যেন তোমাকেই

দেখ্‌ছি। (কোপ-সহকারে) আমার কি দশা হয়েছে, তুমি কি তা জান্‌ছ না?

প্রাণ বুঝি বাহিরয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
দহে সর্ব্ব-অঙ্গ, তম চতুর্দ্দিক-ময়,
শীঘ্র হও পরকাশ এ নহে গো পরিহাস,
নেত্রানন্দ দান কর হয়ো না নির্দ্দয়।

(নৈরাশ্য-সহকারে চারিদিক্ অবলোকন করিয়া)

কৈ—মালতী কেথায়? (বকুল-মালাকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো প্রিয়া-প্রণয়িনী বকুলমালা! তুমি আমার উপকারী বন্ধু, তোমাকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হলেম!

প্রিয়সখি মালিকা গো!
জ্বলিতেন প্রিয়া যবে দুঃসহ মদন-যাতনায়
আলিঙ্গন করি তোমা
ভাবিতেন আলিঙ্গিলা মোরে তাঁর
মুগ্ধ কল্পনায়।

(করুণভাবে নিরীক্ষণ)

একবার মোর কণ্ঠে
পুনঃ প্রেয়সীর কণ্ঠে ক'রি যাতায়াত
জ্বালিলে মদন-জ্বালা
আনন্দ-রস মিশ্রিত করি তার সাথ।
স্নেহের আকর গাঢ়
অনুরাগ হৃদয়ে করিলে সঞ্চারিত,
স্মরিলে সে সব কথা
ঘোর কষ্ট হৃদে আসি হয় উপস্থিত।

(হৃদেয় স্থাপন করিয়া মূর্চ্ছিত)

মক। (নিকটে আসিয়া বীজন) সখে! ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মকরন্দ! দেখ না, কোথা হ'তে সহসা মালতীর স্নেহ বহন ক'রে এই বকুলমালা এখানে এসে উপস্থিত। এতে তোমার কি মনে হয়? ব্যাপারটা কি বল দেখি।

মক। সখা! এই আর্য্যা যোগেশ্বরীই মালতীর এই অভিজ্ঞান-চিহ্নটি নিয়ে এসেছেন।

মাধ। (দেখিয়া করুণভাবে কৃতাঞ্জলি) আর্য্যে, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, প্রিয়া আমার বেঁচে আছেন কি না।

সৌ। বৎস! নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চিন্ত হও—সে কল্যাণাস্পদা জীবিতা আছে।

মাধব, মকরন্দ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) আর্য্যে! তা যদি হয়, তবে তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা আমাদের বলুন।

সৌ। যখন অঘোরঘণ্টা করালা দেবীর মন্দিরে মালতীকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন মাধব অসি দ্বারা তার প্রাণ সংহার করেন।

মাধ। (উদ্বেগ-সহকারে) আর্য্যে! ক্ষান্ত হোন্—তার পর কি হয়েছিল. বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মক। কি হয়েছিল?

মাধ। সখা, আর কি হবে?—কপালকুণ্ডলার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

মক। আর্য্যে! তা কি সত্য?

সৌ। বৎস যা বল্‌ছেন, তাই বটে।

মক। ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

শরৎ-জোছনা-রাশি কুমুদে মিলিল আসি,
উভয়-লাবণ্য তাহে বাড়িল কত না,
আহা কিবা সুশোভন, রূপে রূপে সম্মিলন
কিন্তু হায় এ কি পুনঃ, বিধি-বিড়ম্বনা,
সহসা আনি অকালে নিবিড় জলদ-জালে
পুনঃ করে দোঁহা-মাঝে বিচ্ছেদ ঘটনা।

মাধ। হা প্রিয়ে মালতি! তোমার কি ভয়ানক কষ্টের অবস্থা। কপালকুণ্ডলা যখন এসে তোমাকে ধরলে, তখন প্রিয়ে, না জানি তোমার কি দশা হয়েছিল। চন্দ্রকলা রাহু-গ্রস্ত হলে যেরূপ হয়, বোধ হয় তাই হয়েছিল। ভগবতি কপালকুণ্ডলে!

এ হেন রমণী-রত্ন
আদরের যতনের ধন
রাক্ষসীর ব্যবহার
তার প্রতি করো না অমন।
হও গো কল্যাণপর;
শিরেই ধারণ করা পুষ্প স্বাভাবিক,
যে দলে চরণে তারে,
না করে উচিত কাজ—তারে শত ধিক্।

সৌ। বৎস, অধীর হয়ো না।

নিষ্করুণ সে যে অতি,
করিত সে পাপ আচরণ,
যদি না গো আমি আসি
করিতাম তারে নিবারণ।

মাধব-মকরন্দ। (প্রণাম করিয়া) আমাদের প্রতি

শ্রীচরণের যথেষ্ট অনুগ্রহ। এখন বলুন, কি ক'রে আপনি আমাদের বন্ধু হলেন।

সৌ। পরে তা জান্‌তে পার্‌বে।

(উত্থান করিয়া)

আপাততঃ আমি :—
গুরুচর্য্যা, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগের অভ্যাসে
যে শকতি লভিয়াছি প্রভূত আয়াসে,
সেই আকর্ষণী-শক্তি তব শুভতরে
এই দেখ বিস্তারিনু আকাশের পরে।

[মাধবকে লইয়া প্রস্থান।

মক। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
বৈদ্যুৎ ও তামসের এ কি হেরি চমৎকার
ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে চকিতে মিলায়ে গেল
ধাঁধিয়া নয়ন।
(সভয়ে অবলোকন করিয়া)
এ কি হল? বয়স্য তো নাহি হেথা, কোথা
তিনি তবে?

(চিন্তা করিয়া)

দেখিছ কি? যোগীশ্বরা গেছে লয়ে
মহিমা-প্রভাবে।
(সন্দিগ্ধ-চিত্তে) আবার কোন অনর্থ উপস্থিত হল না তো? কিছুই তো ভেবে পাই নে।
প্রবল বিস্ময়-বশে
ভুলিতে না ভুলিতে সে পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত,
অদ্ভুত নূতনতর
ভয়-জ্বরে জর-জর হয় পুনঃ চিত্ত।
ঘোরতর মোহ আসি
ভাঙ্গিছে গড়িছে একইক্ষণে
শোকানন্দ যুগপৎ
উদয় হইল আসি মনে।
আমাদের লোকজনের সঙ্গে ভগবতী এই গহন কান্তারে প্রবেশ ক'রে মালতীর অন্বেষণ করছেন— যাই তাঁকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলি গে।

[প্রস্থান।

ইতি নবম অঙ্ক সমাপ্ত।

দশম অঙ্ক

দৃশ্য—অরণ্যের অপর অংশ।

(কামন্দকী, লবঙ্গিকা, ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ)

কাম। (সাশ্রুলোচনে) হা বৎসে মালতি? তুমি যে আমার কোলের ভূষণ—কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।
জন্মাবধি হতে তব
প্রতি মুহূর্ত্তের আচরণ সব করিয়া স্মরণ,
আর সে মধুর বাণী—
সন্তাপেতে দহে তনু, হৃদি মোর হয় বিদারণ।
(আকাশে) আরও শোনো বৎসে!
মনে হয় শৈশবের
সেই তব হাসি-কান্না স্বত-উচ্ছ্বসিত,
কলিকাগ্র দন্ত-গুলি,
শোভিত রে মুখ তব চন্দ্র-বিনিন্দিত,
আর সেই অসম্বদ্ধ
আধো-আধো-বাধো-বাধো মধুর জল্পিত।

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা }—(সাশ্রুলোচনে আকাশে) হা প্রিয়সখি! চন্দ্রাননে—তুমি কোথায় গেলে? তুমি এখন একাকিনী, না জানি তোমার সেই কুসুম-সুকুমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে। হা মহাভাগ মাধব! জীব-লোকের মহোৎসব জন্মের মত অস্ত হল।

কাম। (খেদ-সহকারে) হা বৎস-দ্বয়!
যেই মাত্র জনমিল নূতন প্রণয়,
—পরস্পর আলিঙ্গনে উৎসুক-হৃদয়—
অমনি গো নিয়তির মহাবাত্যা আসি
লবলী-লবঙ্গে যেন গেল রে বিনাশি।

লব। (উদ্বেগ-সহকারে) হতাশ বজ্রময় প্রাণ, তুই কি নিষ্ঠুর। (বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া পতন)

মদ। সখি লবঙ্গিকে! আমি তোমাকে অনুনয় করছি, আর একটুখানি ধৈর্য্য ধরে থাক।

লব। সখি, কি করি, বজ্রময় কঠিন প্রাণ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করছে না।

কাম। বৎসে মালতি! জন্মাবধি লবঙ্গিকা তোমার প্রিয় সহচরী, এখন অভাগিনীর প্রাণ যাচ্ছে, তবু ওর উপর তোমার দয়া হচ্ছে না? এখন :—

তোমার বিহনে ম্লান স্নেহময়ী তব এই সখী—
দীপ-শিখা নিবে গেলে সলিতাটি যথা মসী-মুখী ॥

বৎসে, কেমন করে নির্দ্দয় হয়ে কামন্দকীকে পরিত্যাগ করলে? আমার এই চীর-বসনের উত্তাপেই কি তোমার অঙ্গগুলি বর্দ্ধিত হয় নি?

স্তন্য-ত্যাগ হতে বাছা
পেয়ে তোরে সুধামুখি দন্ত-পুত্তলির মত
শিখাইনু খেলাধূলা
লালিয়া পালিয়া পরে বিদ্যা শিক্ষা দিনু কত।
তার পর বড় হলে
গুণবান লোক-শ্রেষ্ঠ বর আনি দিনু তোকে,
মায়ের অধিক করি
নহে কি উচিত তোর দেখা মোরে স্নেহ-চোখে?

(নৈরাশ্য-সহকারে) চন্দ্রমুখি আমার! এখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছি।

আশা ছিল দেখিব রে
কোলে শুয়ে শিশু তোর করে স্তন পান
দেখিব তাহার সেই
অকারণ-হাস্যময় সুচারু বয়ান।
ললাটে মাথায় তার
শ্বেতবর্ণ সর্ষপ হয়েছে অর্পিত;
এমনি অদৃষ্ট মন্দ
সে সব আশায় আমি হইনু বঞ্চিত।

লব। ভগবতি! প্রসন্ন হয়ে আজ্ঞা করুন, আমি এই গিরি-শিখর হতে পড়ে শান্তিলাভ করি, এই জীবনের ভার আর আমি বহন করতে পাচ্ছি নে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরে প্রিয়-সখীকে আবার দেখ্‌তে পাই।

কাম। না লবঙ্গিকে! মালতীর বিরহে কামন্দকী যে জীবিত থাক্‌বে, এ কথা মনেও কোরো না। আমাদের উভয়েরই শোক-বেগ সমান। দেখ :—

কর্ম্ম-ফল-ভেদে যদি
প্রিয়জন-সনে পুনঃ না ঘটে মিলন,
প্রাণ-বিসর্জ্জনে তবু
অবশ্য হইবে শোক-তাপ নিবারণ।

লব। তাই ঠিক্। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! (উত্থান)

কাম। (সদয়ভাবে দেখিয়া) বৎসে মদয়ন্তিকে!

মদ। আমাকে কি অগ্রসর হতে আজ্ঞা করছেন? —আমি প্রস্তুত আছি।

লব। সখি! আমার কথা শোনো, তুমি আত্ম-হত্যা কোরো না, তুমি থাকো আমি চল্লেম— সখি, আমাকে ভুল না।

মদ। (কোপ-সহকারে) যাও সখি, আমি তোমার ও কথা শুন্‌তে চাই নে।

কাম। (স্বগত) হায় হায়! হতভাগিনী যে স্থির-সঙ্কল্প দেখ্‌ছি।

মদ। (স্বগত) মকরন্দ! নাথ! প্রণাম! প্রণাম! এই অন্তিম কালের প্রণাম!

লব। ভগবতি, এই দেখ, পবিত্র মধুমতী নদী মেখলার ন্যায় চারি দিক বেষ্টন ক'রে আছে, আর এই সেই পর্ব্বতের শিখর।

কাম। কোনো বাধাই আমাদের এখন বিরত করতে পারবে না।

(সকলে নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

নেপথ্যে।—

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদ্যুৎ ও তামসের
এ কি হেরি অকস্মাৎ ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে
চকিতে মিলায়ে গেল ধাঁধিয়া নয়ন।

কাম। (দেখিয়া—বিস্ময়-হর্ষ-সহকারে)
এই যে বাছাটি মোর! এ কি এ ব্যাপার?

(মকরন্দের প্রবেশ)

মক। যোগিনী-প্রভাবে এনু—অন্য কিবা আর।

নেপথ্যে

এ কি! লোকের যে ভয়ানক জনতা হয়েছে দেখছি।

মালতীর অমঙ্গল শুনিয়া শ্রবণে
হইয়া বিরক্ত-চিত্ত বিষয়ে জীবনে।
ভূরিবসু অগ্নি-ঝাঁপ দিবে বলি করিয়াছে স্থির
আশ্রয় করিলা হায় তাই এই শিবের মন্দির।

মদ। লবঙ্গিকে! এইমাত্র আমরা মালতী-মাধবকে দেখব বলে কত আশা করছিলেম, আর এই মুহূর্ত্তেই কি না আর এক বিপদ্ এসে উপস্থিত।

কামন্দকী মকরন্দ। (সহর্ষে) এক দিকে কষ্ট, অন্য দিকে আনন্দ!—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

একত্রে চন্দন-রস
অসি-পত্র উভে দেখি হয় বরিষণ,

বরিষে অনভ্র-সুধা
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সনে হযে সম্মিলন।
বিষ-সনে সঞ্জীবনী,
—ঘোর অন্ধকাব সনে আলোক-মিশ্রণ,
অশনি শশাঙ্কে যোগ,
এ কি আজি বিধির বিষম সংঘটন।

(নেপথ্যে)

হা তাত! ক্ষান্ত হও—আমি তোমার মুখকমল দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক, আমাকে প্রসন্ন হযে দেখা দেও। কি! তুমি যে অখিল লোকের মঙ্গল প্রদীপ, তুমি কিনা তোমার এই অযোগ্য কন্যার জন্য—যে কন্যা তোমাকে নিদ্দয মনে করেছিল—তার জন্য, তোমার প্রাণ বিসর্জ্জন করছ?

কাম। হা বৎসে।
পুনর্জ্জন্ম যদি বা হইল লাভ কোন ক্রমে তোর,
রাহু-গ্রস্ত শশি-সম এ আবাব কি বিপদ ঘোর।

লব। হা। প্রিয়সখি।
(মূর্চ্ছিতা মালতীকে ধরিযা মাধবের প্রবেশ)

মাধ। ওঃ। কি কষ্ট। কি কষ্ট।
প্রবাসের দুঃখ যদি কোন মতে হল অতিক্রম,
অপব সঙ্কটে পড়ি এবে এঁর সংশয জীবন।
ফলোন্মুখ হয যদি দৈব অনিবাব
কে বল রোধিতে পাবে তাহাব দুযার?

মক। (সহসা সম্মুখে আসিযা মাধবের প্রতি) সখা! আচ্ছা, এখন সেই যোগিনী কোথায?

মাধ। শ্রীপর্ব্বত হতে আমি
আসিছিনু দ্রুতবেগে হেথা তাঁর সনে
কাঁদিল বনের পশু,
তার পর আর তাঁরে না দেখি নযনে।

কামন্দকী মকরন্দ। (কাতরভাবে আকাশে) আর্য্যে। আবার এসে আমাদের রক্ষা করুন, কেন অন্তর্হিত হলেন?

মদযন্তিকা লবঙ্গিকা। সখি মালতি। বলি ও প্রিয়সখি মালতি। ভগবতি। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! অনেকক্ষণ ধ'রে আর নিঃশ্বাস পড়ছে না—হৃদযে স্পন্দন নাই। হা অমাত্যবর। হা প্রিযসখি! হায! উভযেই উভয়ের মৃত্যুর কারণ হল!

কাম। হা বৎসে মালতি।

মাধ। হা প্রিযে।

মক। হা প্রিযসখি। (সকলে মূর্চ্ছিত হইযা আবার সংজ্ঞা লাভ করণ)।

কাম। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিযা) এ কি এ। হঠাৎ মেঘরাশি বিদীর্ণ ক'রে কে বারিবর্ষণ ক'রে আমাদের শান্তিদান করছেন?

মাধ। (নিশ্বাস ফেলিযা) এই যে, মালতীর চৈতন্য হযেছে।
চলশ্বাস নাসা এবে,
হইযাছে শান্ত পযোধব,
হৃদযো হযেছে স্নিগ্ধ,
প্রকৃতিস্থ নেত্র মনোহর।
—মূর্চ্ছা-অপগমে এবে
প্রসন্নতা বিরাজে বদনে,
দিবাব প্রারম্ভে যথা
পদ্ম শোভে সরসী-সদনে।

(নেপথ্যে)

নন্দন ও নবপতি নিপাতিত অমাত্য-চরণে,
অগাহ্য করিযা মন্ত্রী তাঁহাদেব মিনতি-বচনে
অনলে পড়িতে যান,
এমন সমযে আমি বলিনু সমস্ত,
বিস্ময-আনন্দে তোর
তখন সে কার্য্য হতে হলেন নিরস্ত।

মাধব মকরন্দ। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিযা সবিস্মযে) ভগবতি। এইবার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।
ওই দেখ যোগাশ্বরী, মেঘরাশি করিযা বিদীর্ণ
আকাশ হইতে এবে হতেছেন নিম্নে অবতীর্ণ।
বরষিলা এইমাত্র যিনি যেই অমৃত বচন
জলদ-বর্ষণ হতে তাহা আরো সন্তাপ হরণ।

কাম। কি আনন্দ। কি আনন্দ।

মাল। কি ভাগ্যি, আবাব আমি বেঁচে উঠলেম।

কাম। (আনন্দাশ্রুলোচনে) এসো বৎসে, এসো।

মাল। এ কি। ভগবতি যে। (চরণে পতন)

কাম। (উঠাইযা মস্তকাঘ্রাণ করিযা)
বেঁচে থাকো বাচাও গো
যারা তব জীবন-সমান;
বাঁচুক সুহৃদ্ জন;
তুহিন-শীতল অঙ্গ-স্পর্শ করি দান;

বাঁচাও আমারে বাছা,
আর তব প্রিয় এই সখীটির প্রাণ।

মাধ। সখা মকরন্দ! জীবলোক এখন কি মধুময়!

মক। (সহর্ষে) তাই বটে।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। আবার দেখতে পাব ব'লে আশা ছিল না—এসো, আমাদের আলিঙ্গন কর।

মাল। হা প্রিয়সখি! (উভয়কে আলিঙ্গন)

কাম। বাছা, এখন তোমার সমস্ত বৃত্তান্তটা বল দেখি।

মাধব মকরন্দ। ভগবতি!
কপাল-কুণ্ডলা-কোপে মোদের এ বিপদ অপার,
আর্য্যার প্রযত্নে মোরা বহুকষ্টে হইনু উদ্ধার।

কাম। কি! অঘোরঘণ্টাকে বধ করায় এই সমস্ত ঘটেছে?

মদ। লবঙ্গিকে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বিধাতা পুনঃ পুনঃ নিদ্দয়াচরণ ক'রে পরিণামে দেখ কেমন রমণীয় ভাব ধারণ করেছেন!

(সৌদামিনার প্রবেশ)

সৌদামিনী। (সম্মুখে আসিয়া) ভগবতি কামন্দকি! আপনার পুরাতন শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

কাম। এ কি! ভদ্রা সৌদামিনী যে!

মাধব মকরন্দ। (সবিস্ময়ে) কি?—ইনিই ভগবতীর পুরাতন প্রিয় শিষ্যা সৌদামিনী! এখন তবে সমস্তই বোঝা যাচ্ছে।

কাম। এসো এসো প্রাণসখি!
বহু পুণ্য লভেছ বাঁচায়ে বহুজনে,
অনেক দিনের পরে,
সাক্ষাৎ পাইনু আজি তোমা হেন ধনে।
দিয়াছ আনন্দ আগে
পুনঃ আনন্দিত কর আলিঙ্গন দানে
সৌহৃদ্যের নিধি মোর!
ক্ষান্ত হও—কাজ নাই ভূমিষ্ঠ প্রণামে।
জগতের বন্দনীয়া!
যে সকল সিদ্ধি তুমি করেছ সঞ্চয়
সিদ্ধ আদি-বুদ্ধ যারা
তাহাদেরো স্পৃহণীয়—প্রার্থনা-বিষয়।
বন্ধুতার বীজ যাহা
হয়েছিল অঙ্কুরিত তোমার অন্তরে
এবে দেখিতেছি তাহা
বহুফল-প্রসূ হয়ে মঙ্গল বিতরে।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। ইনিই সেই আর্য্যা সৌদামিনী?

মাল। হাঁ, ইনিই সেই সময়ে ভগবতীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে কপালকুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করেন। তার পর আমাকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে ভগবতীর সমান যত্নে রক্ষা করেন। আর, সেই অভিজ্ঞান-চিহ্ন বকুল-মালাটি হাতে ক'রে এনে তোমাদের সবাইকে মৃত্যুমুখ হতে উদ্ধার করেন। ইনিই সেই আমাদের জীবনদায়িনী সৌদামিনী।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। আমাদের প্রতি কনিষ্ঠা-ভগবতীর যথেষ্ট অনুগ্রহ!

মাধব মকরন্দ। তা আর বল্‌তে।
চিন্তামণি হতে যদি
হয় ইষ্টলাভ, তবু তাহে কত চিন্তা শ্রম চাই,
আর্য্যা যাহা করিলেন
চিন্তার অতীত সে যে, অত্যাশ্চর্য্য—
বলি হারি যাই।

সৌদামিনী। (স্বগত) আহা! এঁদের সৌজন্যে আমি লজ্জিত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) দেখ, আজ পদ্মাবতীর অধীশ্বর, নন্দনের সম্মতি লয়ে, ভূরি-বসুর সমক্ষে এই পত্র লিখে, চিরঞ্জীব মাধবের নিকট প্রেরণ করেছেন।

(পত্র অর্পণ)

কাম। (গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তিরস্তু! পদ্মাবতী-শ্বরের বিজ্ঞাপন এই :—
গুণবান-অগ্রগণ্য
তুমি গো জামাতা শ্লাঘ্য উচ্চ-কুলান্বিত,
বিষম বিপদ হতে
পাইয়াছ রক্ষা শুনি মোরা আনন্দিত।
তোমারে তুষিতে আরো
মদয়ন্তিকারে দিনু তব মিত্রবরে
—বালার প্রথম প্রেম
হয় সঞ্চারিত যেই মকরন্দ-পরে।"
(মাধবের প্রতি) বৎস! শুনলে?

মাধ। শুন্‌লেম, শুনে কৃতার্থ হলেম।

মাল। বাঁচা গেল—হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হ'ল।

লব। এখন মাধব ও মালতী উভয়েরই মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সফল হ'ল।

মকরন্দ। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখ অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা, কলহংসের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে এই দিকে আস্‌ছেন।

অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংসের প্রবেশ)

অব, বুদ্ধ, কল। (বিবিধ প্রকার নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কামন্দকীর প্রতি)

কার্য্য-কুশলা ভগবতীর জয়! মকরন্দ-হৃদয়ানন্দ পূর্ণচন্দ্র মাধবের জয়! আজ কি সৌভাগ্য!

(সকলে সহর্ষে ও স্মিত-মুখে দর্শন)

লব। এমন কে আছে যে, এই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন মহোৎসবে নৃত্য না ক'রে থাক্‌তে পারে?

কাম। তাই বটে। এরূপ বিচিত্র রমণীয় ব্যাপার কোথায়ই বা সচরাচর ঘটে?

সৌদা। আরও সুখের বিষয় এই, অমাত্য ভূরিবসুর ও দেবরাতের অপত্য-সম্বন্ধ-বাসনা এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল।

মাল। (স্বগত) সে আবার কি?—তাঁহাদের কি সে বাসনা ছিল?

মাধব ও মকরন্দ। (কৌতূহল-সহকারে) ভগবতি! আর্য্যার বচনের সঙ্গে বাস্তবিক ঘটনার তো মিল হচ্ছে না!—তাঁদের সেরূপ বাসনা ছিল ব'লে তো মনে হয় না।

লব। (জনান্তিকে) ভগবতি! এর উত্তর কি?

কাম। (স্বগত) এখন মদয়ন্তিকার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় নন্দন শান্ত হয়েছেন—আর কোন ভয় নাই। (প্রকাশ্যে) শোনো বৎসগণ! বাস্তবিক ঘটনার কিছুই অন্যথা হয় নি। তাঁদের পঠদ্দশায় এই সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার অপত্য-সম্বন্ধ নিশ্চয়ই স্থাপন করবেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নন্দন পাছে রুষ্ট হন, তাই এই বিষয়টি আমি গোপন ক'রে রেখেছিলেম।

মাল। ওঃ! ভগবতীর আশ্চর্য্য সম্বরণ-শক্তি!

মাধব, মকরন্দ। (আশ্চর্য্য হইয়া)

ভগবতীর অচল নীতি-কৌশলকে বলিহারি!

কাম। বৎস মাধব!

সঙ্কল্প করিয়াছিনু
মনে মনে পূর্ব্বে যে কল্যাণ,
এবে তব পুণ্যে, মম
শিষ্য-যত্নে হ'ল ফলবান।
তব প্রিয় সখা সনে
হ'ল নিজ কান্তার মিলন;
নন্দন, নৃপতি তুষ্ট,
বল আর কিবা প্রয়োজন?

মাধব। (সহর্ষে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! এ অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে? তথাপি ভগবতী-প্রসাদে এইটুকু যেন হয়:—

সাধু সজ্জনেরা যেন
পাপ বিরহিত হয়ে হন পুণ্যে রত,
পালন করেন পৃথ্বী
নৃপগণ ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিয়ত।
যথাকালে মেঘগণ
করুক সুচারুরূপে বারি বরিষণ
পুণ্যরত প্রজা সবে
লয়ে ধনশালী মিত্র আত্মীয়-স্বজন,
হরষ-প্রমোদ-ভরে
অবিরত সুখে কাল করুক যাপন।

সম্পূর্ণ

দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ

(প্রহসন)

(মোলিয়ের-কৃত "মারিয়াজ ফোর্সে" অবলম্বনে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

জগমোহন	...	রামকান্ত বাবুর জামাতা
সতীশ	...	জগমোহনের বন্ধু
রামকান্ত বাবু	...	জগমোহনের শ্বশুর
তুলসীদাস	...	বামকান্ত বাবুর পুত্র
ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ	} ...	দুই জন টুলো পণ্ডিত

স্ত্রীবর্গ

কমলমণি	...	রামকান্ত বাবুর কন্যা

দুই জন বেদিনী।

দায়ে প’ড়ে দার-গ্রহ

প্রহসন

দৃশ্য।—জগমোহনের বাটী।

জগমোহন। (বাড়ীর লোকদিগের প্রতি) আমি এখন বাহিরে যাচ্ছি, এখনি ফিরে আস্‌ব। দেখ, তোমরা বাড়ীর উপর নজর রেখো—যেখানকার যা’ সব যেন ঠিক্-ঠাক্ থাকে। যদি কেউ আমার এখানে টাকা দিতে আসে, সতীশ বাবুর কাছে যেন শীঘ্র লোক পাঠান হয়—আমি সেইখানেই থাক্‌ব; আর যদি কেউ টাকা নিতে আসে, তাকে যেন বলা হয়, আমি বাহিরে গেছি, আজ আর ফিরব না।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

সতীশ। (জগমোহনের শেষ কথা শুনিতে পাইয়া) বাঃ! চাকরদের তো বেশ হুকুম দেওয়া হল!

জগ। সতীশ, তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ ভাই; আমি এইমাত্র তোমার বাড়ী যাচ্ছিলেম।

সতীশ। কি জন্য বল দিকি?

জগ। একটা কথা তোমাকে বল্‌বার জন্য; একটা কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে।

সতীশ। তা বেশ তো, তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল—তা, এইখানেই সেই সব কথা হোক্ না।

জগ। তুমি তবে বোসো। একটা গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে, সে বিষয়ে তোমার মতামত কি, আমি জান্‌তে চাই। কেন না, আমি বন্ধুদের না জিজ্ঞাসা ক’রে কোন কাজ করি নে।

সতীশ। তুমি আমার পরামর্শ জিজ্ঞসা করছ, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা, কথাটা কি বল দিকি, সে বিষয়ে আমার যা মতামত, এখনি আমি বল্‌ছি।

জগ। আগু থাক্‌তেই তোমাকে কিন্তু একটা কথা ব’লে রাখি—দেখ, আমার মন যুগিয়ে কোন কোন কথা বোল না—তোমার যা মত, তা পষ্টাপষ্টি আমাকে বল্‌বে।

সতীশ। তা অবিশ্যি বল্‌ব।

জগ। বন্ধু হয়ে মন খুলে কথা না বলাটা বড়ই দোষের বিষয়।

সতীশ। তার সন্দেহ কি?

জগ। কিন্তু এই কলি-যুগে সে রকম বন্ধু মেলাও ভার।

সতীশ। সে কথাও ঠিক্।

জগ। আচ্ছা সতীশ, তুমি তবে মন খুলে আমার কাছে তোমার মতামত বল্‌বে?

সতীশ। হাঁ, নিশ্চয়ই বল্‌ব।

জগ। আমার মাথার দিব্যি যদি না বল।

সতীশ। দিব্যি আবার কি?—আমি বল্‌ছি, মন খুলে বল্‌ব। এখন ব্যাপারটা কি বল দিকি।

জগ। আমি তোমার পরামর্শ জান্‌তে চাই, আমার পক্ষে বিবাহ করাটা ভাল কি না?

সতীশ। কি?—তুমি?—তুমি বিবাহ করবে?

জগ। হাঁ গো, আমিই বিবাহ করব। এই বিষয়ে তোমার মতটা কি বল দিকি?

সতীশ। কিন্তু আগেই একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

জগ। কি কথা?

সতীশ। তোমার এখন বয়স কত হবে?

জগ। আমার?

সতীশ। তোমার না তো আবার কার?

জগ। তা তো ভাই আমি জানিনে—তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আমার শরীর এখনও দিব্যি আছি।

সতীশ। কি?—তোমার বয়স কত হ’ল, তা তুমি জান না?

জগ। না দাদা, আমি তা জানিনে ; তুমিও যেমন, বয়সের কথা কে ভাবে ?

সতীশ। আচ্ছা, একটু মনে ক'রে বল দিকি, কত দিন হ'ল তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয় ?

জগ। আরে, তখন তো আমার বয়স ২০ বৎসর।

সতীশ। কাশীতে আমরা কত দিন ছিলেম ?

জগ। ৮ বৎসর।

সতীশ। কত দিন লাহোরে বাস করেছিলেম বল দিকি ?

জগ। ৭ বৎসর।

সতীশ। তার পর ফরাসডাঙ্গায় ?—যখন তুমি সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলে।

জগ। পাঁচ বৎসর।

সতীশ। আর, কত দিন কালাপানি-পারে ?

জগ। আরে, সে তো ১৪ বৎসর বৈ তো নয়।

সতীশ। আচ্ছা, সে যাক, কত দিন হ'ল তুমি এখানে ফিরে এসেছ বল দিকি ?

জগ। আমি ফিরে এসেছি বায়ান্ন সালে।

সতীশ। বায়ান্ন সাল—আর এটা হল ৬৪ সাল—এই তো হচ্ছে ১২ বৎসর। চন্দননগরে ৫ বৎসর—এই হ'ল ১৭ ; লাহোরে ৭ বৎসর—এই হ'ল ২৪ ; ৬ বৎসর আমাদের কাশীতে বাস—এই হ'ল ৩০ ; আর আমার সঙ্গে প্রথমে যখন তোমার আলাপ-পরিচয় হয়, তখন তোমার বয়স ছিল ২০ বৎসর —এই তো সব শুদ্ধ ৫০ বৎসর হচ্ছে ! আর কালাপানির কথা ধরলে তো আরও ১৪ বৎসর হয়—এই তো হ'ল ৬৪। তবে জগমোহন দাদা, তোমার কথাতেই তো দেখা যাচ্ছে, তোমার বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর হয়েছে।

জগ। কি !—৬০।৬৫ বৎসর আমার বয়স ?—তা হতেই পারে না—অসম্ভব।

সতী। আমার হিসেবটা কিন্তু ঠিক্—তাতে এক কড়াও ভুল নেই। এখন, এ বিষয়ে আমার যা মত, তা তোমাকে তবে পষ্টাপষ্টি বলি ; আর তুমিও তো আমাকে মন খুলে বল্‌তে অনুরোধ করেছ। এখন তবে প্রকৃত বন্ধুর মতই তোমাকে পরামর্শটা দিতে হচ্ছে। দেখ, বিবাহ করাটা এ বয়সে কিছুতেই তোমার উচিত নয়। আর বিবাহটাও তো বড় সোজা জিনিষ নয় ; বিবাহ করবার পূর্ব্বে যুবাদেরও যখন সাত-পাঁচ ভাবতে হয়, তখন তোমার মত বয়সের লোকের তো কথাই নেই। দেখ, ও কথা তোমার একেবারে মনে আনাই উচিত নয়। একে তো লোকে বলে, বিবাহ করাটাই একটা মস্ত পাগলামি ; তার পর, যে বয়সে আমাদের একটু বিজ্ঞ হবার কথা, সেই বয়সে যদি আবার বিবাহ করা যায়, তার চেয়ে পাগ্‌লামি আর কি হ'তে পারে ? এই তো আমার মতামত তোমার কাছে পষ্টাপষ্টি বল্লেম। দেখ দাদা, বিবাহের কথা এখন মনেও এনো না। এখন বিবাহ করলে লোকে কেবল হাস্‌বে। এতদিন তো বেশ এক-রকম খোলসা ভাবে কাটিয়ে এসেছ—এতদিনের পর, এই বয়সে বিবাহের বেড়ি পায়ে পরতে হঠাৎ তোমার সাধ হ'ল কেন বল দিকি ?

জগ। ভায়া, তোমার ও-সব উপদেশ এখন রেখে দেও ; আমি তোমাকে বল্‌ছি, আমি বিবাহ করবই। যাকে আমার প্রাণ চাচ্ছে, তাকে বিবাহ করলে যদি লোকে হাসে—হাসুক। আমি সে জন্যে পিছপাও হতে পারিনে।

সতীশ। আরে, সে আলাদা কথা—এ কথা তুমি আগে আমাকে বলনি কেন ? ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—এত দিন কেন বিবাহ করনি দাদা ?

জগ। আরে তুমি তো ভারি বোকা দেখছি হে। আমি কখন্ বিবাহ করি বল দিকি ?—আমার সময় কৈ ?—সময় কৈ ? আমি তো জন্মাবধি তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়াচ্ছি—কাশী থেকে আণ্ডামান পর্য্যন্ত কোন্ তীর্থটা আমার বাকি আছে বল দিকি ?

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ ! সে কথা সত্যি, তা ধরতে গেলে তোমার মত সাধু পুরুষ আর ভূভারতে নেই !

জগ। দেখ ভাই, এত দিনের পর আমি একটু গা ঝাড়া দিয়ে, গুছিয়ে বসেছি। এইবার মনে কর্‌ছি, বিয়েথাওয়া ক'রে একটু আয়েস করব। তাই একজন ঘটক লাগিয়েছিলেম ; ঘটকও একটি মেয়ের সন্ধান দিয়েছে—তার ফোটোও আমি দেখেছি, মেয়েটি দিব্যি।

সতীশ। পছন্দ হয়েছে ?

জগ। খুব পছন্দ হয়েছে, আর তার বাপের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

সতীশ। তার বাপের সঙ্গেও কথা ঠিক হয়ে গেছে?

জগ। আর বিবাহটাও আজ রাত্রে হবে, আমি তাদের কথা দিয়েছি।

সতীশ। তবে আর এ বিষয়ে মতামতই বা কি? পরামর্শই বা কি?

জগ। তা বটে, এখন অমত করলেই বা কি হবে? ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি এখন আর পিছতে পারি? আর দেখ, কত বয়স হ'ল—তা দেখবার দরকার কি? আসল অবস্থাটা একবার বিবেচনা ক'রে দেখ না। একজন ৩০বৎসর বয়সের লোককে দেখ, আর আমাকে দেখ, কে দেখতে বেশী মজবুত বল দিকি? রাস্তায় চলবার সময় আমাকে কি কেউ কখন গাড়ি-পাল্‌কিতে চড়তে দেখেছে? আমার দাঁতগুলো দেখ দিকি, এখনো আমি লোহার কড়াই চিবিয়ে খেতে পারি; শুধু খাওয়া নয়, খেয়ে হজম করতে পারি, তা তুমি জান? (কাসিতে কাসিতে খক্ খক্ খক্) এখন এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি শুনি।

সতীশ। তোমার কথাই ঠিক—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল, তোমার পক্ষে বিবাহ করাটাই উচিত।

জগ। দেখ, পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার কোন ঝোঁক্ ছিল না—কিন্তু এখন বিবাহ করাটাই উচিত ব'লে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া বিবেচনা ক'রে দেখ, একটি ভাল স্ত্রীকে বিবাহ করায় কত সুখ! সে আমাকে কত আদর করবে, যত্ন করবে, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। এই সুখের কথা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। আমি যদি এখন অবিবাহিত থাকি, তা হ'লে আমার যে এমন উচ্চ বংশ, তা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে। দেখ, বিবাহ ক'রে সন্তান হ'লে আমারই যেন আবার পুনর্জ্জন্ম হবে; আমা হ'তে কতকগুলি জীবের উৎপত্তি হয়েছে দেখে আমার কত আনন্দ হবে! তারা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে খেলিয়ে বেড়াবে; আমি যখন বাড়ী আসব, বাবা বাবা ব'লে আমার কাছে দৌড়ে আস্‌বে; আর আধ-আধ ক'রে কত কথাই বলবে;—এর চেয়ে আর সুখ কি আছে বল দিকি? দেখ ভায়া, আমার মনে হচ্ছে, এখনি যেন আমি ছেলের বাপ হয়ে পড়েছি, আর যেন কতকগুল কাচ্চা-বাচ্চা আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক বলেছ দাদা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র বিবাহ কর।

জগ। এ বেশ কথা,—তবে তোমারও এতে মত আছে?

সতীশ। এতে আমার খুবই মত আছে।

জগ। দেখ, তোমার কথা শুনে ভাই আমি ভারি খুসি হলেম—তুমিই আমাকে প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছ।

সতীশ। আচ্ছা, সে মেয়েটি কে বল দিকি?

জগ। তার নাম কমলমণি।

সতীশ। সেই ও-পাড়ার কমলমণি?

জগ। হাঁ, সেই।

সতীশ। রামকান্ত বাবুর মেয়ে কমলমণি?

জগ। হাঁ সেই!

সতীশ। তুলসীদাসের বোন্ কমলমণি?—যে তুলসীদাসের সার্কাসের দল আছে?—

জগ। সার্কাসের দল?—তা হ'তে পারে, আশ্চর্য্য কি?

সতীশ। যে তুলসীদাস ঘোড়া ব্রেক্ করে?

জগ। ঘোড়া ব্রেক করে?—তা হোক্, তারা মস্ত কুলীন!

সতীশ। ও! তবে বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ, বেশ, তোফা!

জগ। রোসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। (ফোটো আনিয়া প্রদর্শন) পাত্রীটি কেমন মনে হয়?—আমার কেমন পছন্দ বল দিকি?

সতীশ। (স্বগত) দশ বছরের মেয়েকে, এই ফোটোতে দেখাচ্ছে যেন ত্রিশ বছরের মাগী! (প্রকাশ্যে) বাঃ! পাত্রীটি দিব্যি! আর কথা নেই, পত্রপাঠ বিয়ে ক'রে ফ্যালো, দাদা।

জগ। আমার পছন্দটা কি ভাল হয় নি?

সতী। খুব ভাল হয়েছে—তা আর বল্‌তে! আর দেরী না—শুভস্য শীঘ্রং বুঝলে কি না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) (স্বগত) বিয়ে তো

করবেই, আমি ফাঁকতালে এই সময় দাদার মাথায় কিঞ্চিৎ হাত বুলিয়ে নিইনে কেন। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা, এইবার কিছু গহনা-পত্র গড়াতে দেও, কাপড়-চোপড় তৈরি করাও। বয়সটা কত হয়েছে—এখন তো জানতে পেরেছ—এখন সেই বুঝে কাজ কর; বুঝলে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ! আবার আজকাল কত রকম নূতন ফ্যাশান উঠেছে—"আমায় ভুলো না" বোরোচ্—ডানা-তোলা-জ্যাকেট—আরও কত কি! মন যোগাতে হ'লে এসব দেওয়া চাই—বুঝলে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ!

জগ। তা কি আর বুঝিনে—বুঝেছি'বৈ কি। তা ওতে কত পড়বে বল দিকি?—আমি তো ভাই, আজকালের ফ্যাশান-ট্যাশান বুঝিনে—দেখ ভায়া, তোমার উপরেই সমস্ত ভার, যা লাগে, তুমিই সব খরিদপত্র ক'রে দিও। তুমি যে এই কথা বল্লে, তাতে আমি যে কত খুসি হলেম, তা বল্‌তে পারি না।—ভায়া, আজ রাত্রে বিবাহে উপস্থিত থেকো—দেখো ভুলো না।

সতীশ। হাঁ—আমি নিশ্চয়ই আসব।—তোমার বিবাহে আমি আসব না?—বল কি? (স্বগত) রামকান্ত বাবুর কন্যা—যার বয়স ১০ বৎসর বই নয়—সেই কমলমণির সঙ্গে ৬৫ বৎসর বয়স্ক জগমোহনের বিবাহ? বাঃ! চমৎকার বিবাহ, বলিহারি যাই! যাক্, ফাঁকতালে আমার ত কিছু লাভ হয়ে যাবে! (প্রকাশ্যে) জগমোহন দাদা, আমি তবে এখন আসি।

জগ। দেখো ভায়া, ভুলো না। বিবাহের সময় আসতেই চাও।

সতীশ। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! এ বিবাহে আমি আবার আসব না?—বল কি। ভাল কথা, গহনা কাপড় খরিদের টাকাটা কি এখন দেবে?

জগ। কত চাই?

সতীশ। এই এখন হাজারখানেক দিলেই হবে।

জগ। হাজার টাকা?—এই নেও (নোট বাহির করিয়া প্রদান) টাকা নিয়ে তো আমি স্বর্গে যাব না।

সতীশ। না দাদা, সে দিকে যাবার বড় একটা সম্ভাবনাও নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো দিকেই বোধ হচ্ছে যেতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

[সতীশ বাবুর প্রস্থান।

জগ। এই বিবাহে নিশ্চয়ই আমি সুখী হব—যে শুনছে, তারই যেন আনন্দ আর ধরছে না, একটু না হেসে আর থাকতে পারছি না। আহা! সেই কমলমণি আমার হবে—একমাত্র আমারি হবে। তার সেই জল-জলে পিট্-পিটে চোখ দুটি আমার হবে, তার সেই থ্যাবড়া-থোবড়া নাকটি আমার হবে, তার সেই ফুলো-ফুলো ঠোঁট দুটি আমার হবে, তার সেই জিলিপি-পাকানো কান দুটি আমার হবে! আমি তাকে আদর করতে পাব, যে রকম ইচ্ছে গালাগালি দিতে পারব; আমি তাকে হৃদয়রত্ন বল্‌তে পারব, প্রাণেশ্বরী বল্‌তে পারব, তাকে আমি প্যাঁচামুখী বল্‌তে পারব, বাঁদরমুখী বল্‌তে পারব; আর তাতে আমাকে কেউ নিন্দেও করতে পারবে না—এইবার আমার চূড়োন্তো সুখের সময় উপস্থিত! আরও তার কি কি গুণ আছে, লোকের কাছে একটু সন্ধান নিই গে যাই। (যাইতে যাইতে গান)

সোহিনী—দাদ্‌রা।

একা একা এতদিন কেটে গেল,
এখন দুখের নিশা প্রভাত হ'ল!
আর না জ্বালা স'ব, দুজনে এক হব,
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল!
তাহারি মুখ চেয়ে, যামিনী যাবে ব'য়ে,
নিবারি তারি প্রেমে হৃদি-অনল॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—জগমোহনের গৃহ।

জগ। একটা কথা শুনে বড় যে খট্‌কা লাগল!—সে তার ভায়ের সার্কাশে নাকি ঘোড়ার উপর ডিগ্‌বাজী খ্যালে! এ রকম ঘোড়ায়-চড়া মেয়ের সঙ্গে কি বিয়ে ক'রে সুখ হবে?—শেষে সে আমার মাথায় চড়বে না তো?

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। এই যে ভায়া, তুমি ঠিক্ সময়েই এসেছ। টাকাটা তো খরচ হয়ে যায়নি?

তীশ। কেন বল দিকি? আমি সমস্তই খরিদপত্র করেছি; সে হাজার টাকাটা তো গেছেই, আরও নিজের গাঁট থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে তবে বাকি জিনিস-গুল খরিদ করেছি।

গ। এর মধ্যেই সমস্ত খরিদ ক'রে ফেলেছ?—কি বিপদ্! এত তাড়াতাড়ি করবার আবশ্যক ছিল কি?

তীশ। আবশ্যক নেই? আজ রাত্রে তোমার বিবাহ—বল কি?—আবশ্যক নেই? দাদা, তুমি এখন এই কথা বলছ?—এই কিছু আগে এত অনুরাগ, এত উৎসাহ দেখ্‌লেম—সে সব কোথায় গেল?

গ। দেখ, একটা সময় থেকে, এই বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে ভারি একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই এই বিষয়টা আর একটু ভাল ক'রে তলিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়া দুকুর বেলা ঘুমুতে ঘুমুতে একটা স্বপ্ন দেখলেম—সে স্বপ্নটারও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। তুমি তো ভাই জান, শাস্ত্রে বলে, স্বপ্ন এক-রকম আর্শি-বিশেষ; পরে যা ঘটবে, স্বপ্নে তার ছায়া আগু থাকতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখ, আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন একটা ঘোড়া-ব্রেক-করবার গাড়িতে আমাকে যুড়ে দিয়েছে—আর একটা মেয়েমানুষ চাবুক হাতে ক'রে—

সতীশ। দাদা, আমার এখন একটু কাজ আছে, তোমার স্বপ্নের কথাটা আমি এখন শুন্‌তে পারছিনে; তা ছাড়া, স্বপ্নের ফলাফলের বিষয় আমি কিছু বুঝিনে; তোমার প্রতিবাসী যে দুইজন দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁরাই সে বিষয়ে বেশ ব্যবস্থা দিতে পারবেন। তাঁরা দুই ভিন্ন টোলের পণ্ডিত; তাঁদের উভয়েরি মতামত তুমি অনায়াসেই জান্‌তে পারবে। আমার যা মত, তা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি। এখন তবে আমি আসি।

[প্রস্থান।

জগ। (স্বগত) সতীশ বেশ কথা বলেছে। এই খট্‌কা সম্বন্ধে ঐ দুই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখা যাক।

[প্রস্থান।

দৃশ্য।—ন্যায়রত্নের টোল।

ন্যায়রত্ন ও জগমোহন।

ন্যায়। (কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে) তুমি অতি অশিষ্ট! তোমাকে পণ্ডিত-মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত।

জগ। এই যে! ঠিক সময়ে আপনাকে পাওয়া গেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রণাম।

ন্যায়। (জগমোহনকে না দেখিয়া) আমি বিবিধ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিতে পারি—ন্যায়শাস্ত্র থেকে সিদ্ধ করতে পারি যে, তুই অতি মূর্খ—মূর্খতর—মূর্খতম—মূর্খাৎ মূর্খ—মূর্খেষু মূর্খ—যত প্রকার কারক ও বিভক্তি আছে, সকলগুলিই তোতে প্রযোগ হ'তে পারে!

জগ। (স্বগত) কারও উপরে পণ্ডিতটা ভয়ানক চটেচে দেখছি (প্রকাশ্যে) ও! ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও জগমোহনকে না দেখিয়া) তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিস্, অথচ তর্কশাস্ত্রের ক খ তুই জানিস্ নে।

জগ। (স্বগত) রাগের মাথায় আমাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) ও ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায় (এখনও দেখিতে না পাইয়া) তর্কশাস্ত্রের সকল নিয়মানুসারেই এই যুক্তি নিন্দনীয়।

জগ। পণ্ডিতটাকে কে না জানি ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে!

ন্যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্কনির্ণয়"।

জগ। ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রণাম।

ন্যায়। জয়োস্তু!

জগ। আচ্ছা মশায়—

ন্যায়। (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই দিক্‌পানে গিয়া) তুই কি করিছিস্, তা কি তুই জানিস্ মূর্খ?—তোর যুক্তিতে "বাধিত হেত্বাভাস" দোষ ঘটেছে, তা তুই জানিস্?

জগ। আমি আপনাকে একটা কথা—

ন্যায়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পঞ্চাবয়বের কোন অবয়বই তোর কথার সঙ্গে মেলে না।

জগ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—

ন্যায়। তোর কথা আমি মান্‌ব?—আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার মত বজায় রাখব।

জগ। এইবার তবে শুনুন—

ন্যায়। প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি শব্দ প্রভৃতি সকল প্রমাণের দ্বারাই আমার এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করতে পারি, তা তুই জানিস?

জগ। ও ন্যায়রত্ন মহাশয়! এত রুষ্ট হয়েছেন কেন?

ন্যায়। রুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ আছে

জগ। তবু, ব্যাপারটা কি বলুন দিকি?

ন্যায়। একজন মূর্খ লোক আমাকে দিয়ে একটা কথা স্বীকার করিয়ে নিতে চায়—যা অতি ভয়ানক, অতি ভীষণ, অতি জঘন্য!

জগ। আচ্ছা, সে কথাটা কি বলুন দিকি।

ন্যায়। আরে বাপু—গেল—গেল—সব রসাতলে গেল!—এই কলিকালে আর কিছুই থাকে না। পৃথিবীটা পাপে একেবারে ডুবে যাচ্ছে—চারি দিকে ভয়ানক যথেচ্ছার—যে যা খুসি তাই বল্‌ছে। দেখুন, রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজপুরুষদের লজ্জায় ম'রে যাওয়া উচিত যে, তাঁরা এরূপ গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন—কিছুমাত্র শাসন করেন না।

জগ। মহাশয়! বিষয়টা কি?

ন্যায়। আরে মহাশয়, সে দিন প্রকাণ্ড সভায় একটা মূর্খ বল্‌ছে কি না, "এই বঙ্গদেশে খুবই বক্তৃতার ধূম—কিন্তু ভিতরে বহ্নি নাই!" ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই—এর চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কি আর কিছু হ'তে পারে?

জগ। সে কি রকম?

ন্যায়। ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় থাক্‌লেও ব্যাপ্যের আরোপ ক'রে ব্যাপকের অভাব প্রসঞ্জিত করাকেই তর্ক বলে; তার প্রয়োগ এইরূপ যথা:—"বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকিত না, কারণ, বহ্নিমাত্রই ধূমব্যাপ্ত।" এমন সহজ কথা, যা তুমি পর্য্যন্ত বুঝতে পারছ, তা কিনা সে মূর্খটা বুঝতে পারে না? (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আবার সেই দিকে গিয়া) আরে মূর্খ, তুই বলিস্ কি না—যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি নাই? —ভগবান্ গৌতমের তর্কপরিচ্ছেদটা আর একবার উল্টে দেখ গে যা—মূর্খ কোথাকারে!

জগ। আমি মনে করেছিলেম, এইবার বুঝি রাগটা প'ড়ে গেছে। (ন্যায়রত্নের প্রতি) পণ্ডিত মশায়! অত ক্রুদ্ধ হবেন না।

ন্যায়। আমি ক্রুদ্ধ?—হাঁ, আমার ক্রোধের উৎপত্তি একটু হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা আমি অনুভব কর্‌ছি নে!

জগ। ধূম বহ্নির কথা এখন রেখে দিন—আপনাকে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে—আমি বলছিলেম কি—

ন্যায়। পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। অনুগ্রহ ক'রে আমার কথাটা একবার শুনুন —আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। একে বলে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা!

জগ। ভাল বিপদ্! —আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এই প্রকার কথা কেউ কখন বলে?

জগ। তার ভুল হয়েছিল সন্দেহ নেই—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এইরূপ প্রতিজ্ঞা মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে দুষিত ব'লে আখ্যাত হয়েছে।

জগ। সে কথা সত্য—এখন আমি কি বল্‌ছি শুনুন।

ন্যায়। কেন?—এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরেই তো ব'লে গেছেন—

জগ। হাঁ—হা, আপনার কথাই ঠিক। (যে দিক্ দিয়া ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিক্‌পানে গমন করিয়া) ওগো! তুমি অতি মূর্খ!—অতি নির্লজ্জ!—এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সঙ্গে তুমি কি না তর্ক করতে এসো। (ফিরিয়া ন্যায়রত্নের প্রতি) আমিও খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আর কি? এইবার হয়েচে। এইবার আমার কথাটা শুনুন দিকি। আমার এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাই আপনার কাছে ব্যবস্থা নিতে এসেছি। দেখুন, আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। পাত্রীটি দেখতে সুশ্রী, গড়নও বেশ পরিপাটী, তার বাপেরও মত হয়েছে। তবে কিনা, বিবাহ করাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, এখনো আমি ঠিক্ করতে পারছিনে। একটা স্বপ্ন দেখে আমার মনটা বড়ই বিচলিত হয়েছে। আপনি একজন মস্ত পণ্ডিত—তাই সেই স্বপ্নটার ফলাফল জানতে আপনার নিকট এসেছি।

ন্যায়। ধূমের সদ্ভাব সত্ত্বেও তুই যদি বল্‌তে পারিস্ বহ্নি নাই, তা হ'লে তুই বল্ না কেন, আমার বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও আমি একটা আস্ত গর্দ্দভ!

জগ। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? যাক্, আমার কথাটা অনুগ্রহ ক'রে শ্রবণ করুন—এক ঘণ্টা ধ'রে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—আর আপনি তার একটা উত্তর দিলেন না।

ন্যায়। আমাকে মার্জ্জনা করবে। কোন উচিত কারণে, আমার মন ক্রোধের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।

জগ। ও সব কথা এখন রেখে দিন—আমার কথাটা এইবার শুনুন।

ন্যায়। ভাল, তোমার এখানে আসবার প্রয়োজনটা কি শুনি।

জগ। কোন একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করতে চাই।

ন্যায়। কোন্ ভাষায়!

জগ। কোন্ ভাষায়?

ন্যায়। হাঁ।

জগ। বাঙ্গালীর ছেলে আবার কোন্ ভাষায় বলে?

ন্যায়। বলি, সংস্কৃত ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও কি?

জগ। না।

ন্যায়। প্রাকৃত?

জগ। না।

ন্যায়। মাগধী?

জগ। না।

ন্যায়। মহারাষ্ট্রীয়?

জগ। না।

ন্যায়। গৌড়ীয়?

জগ। না—না—খাঁটি বাঙ্গালা—বাঙ্গালা—বাঙ্গালা।

ন্যায়। তবেই হ'ল—তাকেই বলে গৌড়ীয়—আচ্ছা, বেশ, বাঙ্গালা ভাষাতেই হোক্।

জগ। বেশ।

ন্যায়। আচ্ছা, তবে এই পাশে এসো। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় যারা বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণটা নির্দ্দিষ্ট—আর যারা ইতর ভাষায়—মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণটা নির্দ্দিষ্ট।

জগ। (স্বগত) ভাল বিপদ্! এই সব ম্যাচাংদের সামান্য একটা কথা বলাও দেখছি বৃব-উচ্ছুগ্‌গের ব্যাপার!

ন্যায়। এখন তোমার জিজ্ঞাস্যটা কি, বল দিকি?

জগ। একটা ছোট-খাট বিষয়ে আমার একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে—

ন্যায়। তা, বেশ—বেশ! ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় তো উপস্থিত হতেই পারে—বল, আমি এখনি তার ভঞ্জন করছি।

জগ। মাপ কর্‌বেন—তা নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। তুমি হয় তো জান্‌তে চাও, বহ্নিমান্ পর্ব্বত হ'তে ধূমের অনুমান, ও ধূমমান্ পর্ব্বত হ'তে বহ্নির অনুমান—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রমাণসিদ্ধ—এই না?

জগ। ও সব কিছুই নয়।

ন্যায়। অথবা হয়তো জান্‌তে চাও, ন্যায়শাস্ত্রে নিগ্রহস্থান কোন্‌গুলি—এই না?

জগ। না না—তা নয়।

ন্যায়। তবে বুঝি, কত প্রকার তর্ক আছে, তাই জান্‌তে চাও?

জগ। না না, সে সব কিছুই নয়—আমি বলছিলেম কি—

ন্যায়। পদার্থ কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। ন্যায়ের কতকগুলি অবয়ব—তাই বুঝি?

জগ। না মশায়, তা নয়—আমি—

ন্যায়। হেত্বাভাস কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না—না—পাঁচ শো বার না।

ন্যায়। তবে কি?—আমি তো কিছুই অনুমান ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

জগ। সেই কথাই তো আপনাকে আমি বল্‌তে যাচ্ছি—আমার কথাটা না শুন্‌লে আপনি অনুমান করবেন কি ক'রে? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আমি একটি সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েছি, এবং আমি তার বাপকেও এ বিষয় জানিয়েছি—তবে কি না আমার একটা খট্‌কা হয়েছে—

ন্যায়। (জগমোহনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) মনের চিন্তা প্রকাশ কর্‌বার জন্যই বাক্যের সৃষ্টি। যেমন আমাদের চিন্তাগুলি বাহ্য বস্তুর চিত্র, সেইরূপ আমাদের বাক্যও চিন্তার একরূপ চিত্র বল্লেও হয়। (জগমোহন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মাঝে মাঝে হাত দিয়া ন্যায়রত্নের মুখ চাপিয়া ধরিয়া

কথা বন্ধ করিতেছে এবং যেই হাত সরাইয়া লইতেছে, অমনি আবার ন্যায়রত্নের বকুনি আরম্ভ হইতেছে) কিন্তু অন্য চিত্রের সহিত এর প্রভেদ এই ;—মূল-বস্তু হ'তে অন্য চিত্রগুলির পার্থক্য সর্ব্বত্রই জান্‌তে পারা যায়, কিন্তু বাক্যের মূল-বস্তু বাক্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে ; কেন না, বাক্য তো আর কিছুই নয়—বাহ্য চিহ্নের দ্বারা চিন্তাকে প্রকাশ করার নামই বাক্য। এ থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে, যারা উত্তমরূপে চিন্তা কর্‌তে পারে, তারাই উত্তম বাক্যও প্রয়োগ কর্‌তে পারে। অতএব এখন তুমি, বাক্যের দ্বারা তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকটিত কর ; অন্যান্য সকল চিহ্ন অপেক্ষা বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা বোধগম্য, তার সন্দেহ নাই।

জগ। (স্বগত) পণ্ডিতটা জ্বালালে! কি বল্‌ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌ছি নে।

ন্যায়। হাঁ, "চিত্তস্য দর্পণো বাক্যং।" এই বাক্যরূপ দর্পণে, প্রত্যেকের অন্তরের নিগূঢ় কথা প্রতিবিম্বিত হয়। চিন্তা করা এবং বাক্য প্রয়োগ করা—এই উভয় প্রকার ক্ষমতাই যখন তোমার আছে, তখন তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকাশ করবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করায় তোমার আপত্তি কি বাপু?

জগ। তাই তো আমি কর্‌তে যাচ্ছি—কিন্তু আপনি যে আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌ছেন না।

ন্যায়। আমি শুন্‌ছি—বল।

জগ। ভট্‌চায্যি মশায়! আমি এই কথা বল্‌ছি যে—

ন্যায়। সংক্ষেপে বল, সংক্ষেপে বল।

জগ। শুনুন না—আমি সংক্ষেপেই বল্‌ছি—

ন্যায়। দেখো বাবু, পৌনরুক্তি দোষ ও অনর্থক বহুভাষণ যেন না হয়।

জগ। মশায় আমি—

ন্যায় সংক্ষেপে—সংক্ষেপে—

জগ। আমি আপনাকে—

ন্যায়। গৌরচন্দ্রিকা ও বাক্যাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই।

জগ। (টিকি ধরিয়া কিল মারিতে উদ্যত)'

ন্যায়: আরে বাপু, কর কি—কর কি—তুমি তো দেখছি ভারি কোপন-স্বভাব। কোথায় তুমি বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ কর্‌বে—না তুমি কি না ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত। সেদিন যে গণ্ডমূর্খটা বলেছিল, "ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই"—তার চেয়েও তুমি যে দেখ্‌ছি আরও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য—আর, আমি এখনি প্রমাণ ক'রে দেব—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি,উপমিতি, শব্দ প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেব যে—তুমি অতি অর্ব্বাচীন, অতি মূর্খ, অতি পাষণ্ড! আমার পরামর্শ প্রার্থনা কর্‌তে এসে কি না আমাকে অপমান? আমি কত বড় পণ্ডিত, তা তুমি জানো?—আমাকে অপমান!

জগ। (স্বগত) আঃ! পণ্ডিতটা বক্‌-বক্ ক'রে এতও বক্‌তে পারে!

ন্যায়। সাহিত্য বল—দর্শন বল—কোন্ বিষয়ে আমার পাণ্ডিত্য নেই বল দিকি!

জগ। (স্বগত) এখনও ঐ কথা?—জ্বালালে দেখ্‌ছি।

ন্যায়। বেদ—বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ—ব্যাকরণ—কাব্য—সাহিত্য—অলঙ্কার—শ্রুতি-স্মৃতি দর্শন—ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক, বেদান্ত—মীমাংসা—কোন্‌টায় আমি কম বল তো বাপু! না, তোমার মত মূর্খের সঙ্গে আমি বাক্যালাপও করি নে।

[প্রস্থান।

জগ। আঃ, এই ভট্‌চায্যি ম্যাচাংদের সঙ্গে পারা ভার! অন্যের কথা আদপে শুন্‌বে না;—আপনার কথাই সাত কাহন। সতীশ আর এক জন পণ্ডিতের কথা বলেছিল—দেখি সে যদি এই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা ক'রে দিতে পারে।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বেদান্তবাগীশের টোল।

(জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। বেদান্তবাগীশ মশায়! কোন একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য আপনার কাছে আমি ব্যবস্থা নিতে এসেছি। (স্বগত) যা হোক্, এ লোকটা তবু তো লোকের কথা কাণ পেতে শোনে!

বেদান্ত। দেখ বাবু! ও রকম ধরণের কথা বলাটা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে বলে, জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই ; যা দেখি,

কিছুই সত্য নয়—সকলই মায়া—সে শুধু সত্যের অবভাস মাত্র—অতএব নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এই জন্য তোমার বলা উচিত হয় নি, "আমি এসেছি"—তোমার বলা উচিত ছিল "বোধ হয় আমি এসেছি"; কেন না, আমরা আত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ করি বৈ তো নয়।

জগ। বোধ হয় আমি এসেছি?

বেদা। হাঁ।

জগ। যখন ঘটনাটা ঠিক্, তখন বোধ না হয়ে আর কি হ'তে পারে?

বেদা। দেখ, ওটা ঘটনারূপ কারণের কার্য্য নয়। সত্য না হলেও তোমার নিকট সত্য ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র।

জগ। সে কি রকম? আমি এসেছি, এই কথাটা তবে সত্য নয়?

বেদা। সত্য ব'লে তোমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র—এই জন্য কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা উচিত নয়—সকল বিষয়েই সন্দেহ করা কর্ত্তব্য; দেখ, অন্ধকারে রজ্জু দেখলে কার না সর্প ব'লে ভ্রম হয়?

জগ। কি! আমি এখানে নেই?—আর আপনি আমার সঙ্গে যে কথা কচ্ছেন, সেটাও সত্যি না?

বেদা। তুমি যে ওখানে আছ, আর তোমার সঙ্গে আমি যে কথা কচ্ছি, সেটা আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। আর, তত্ত্বতঃ আমিই বা কে?—তুমিই বা কে?

জগ। কি বিপদ্! আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন না কি? এই যে আমি এইখানে আছি—আর আপনি ঐখানে আছেন—এতে তো কোন "বোধ হয়" থাকতে পারে না। দেখুন মশায়, ও সব সূক্ষ্ম দর্শন শাস্ত্রের কথা এখন রেখে দিন—এখন আমার কথাটা শুনুন; আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি, এই কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছিলেম।

বেদা। আমাকে জানাতে এসেছিলে?—আমি কে?

জগ। শুনুন, আমি এখন আপনাকে জানাচ্ছি।

বেদা। তা হ'তে পারে।

জগ। দেখুন, পাত্রীটি বেশ রূপবতী।

বেদা। অসম্ভব নয়—ওরূপ তো প্রতীয়মান হয়েই থাকে!

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে উচিত না অনুচিত?

বেদা। উচিতও হ'তে পারে, অনুচিতও হ'তে পারে।

জগ। (স্বগত) এ ম্যাচাংটা দেখছি আবার আর এক সুর ধরেছে! (প্রকাশ্যে) যে পাত্রীটির কথা আপনাকে বল্লেম, তাতে বিবাহ করাটা আমার পক্ষে ভাল কি?—এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

বেদা। তা, যে রকমের পাত্রী তার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে।

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে কি ভাল নয়?

বেদা। হতেও পারে।

জগ। আপনাকে আমি অনুনয় করছি, উত্তরটা একটু সিধে ভাবে দেবেন।

বেদা। আমারও অভিপ্রায় তাই।

জগ। দেখুন, আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেছি—

বেদা। তা হ'তে পারে।

জগ। আমাকে যেন ঘোড়ার মত ক'রে গাড়িতে যুতেছে, আর একজন স্ত্রীলোক চাবুক হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

বেদা। আশ্চর্য্য কি!

জগ। এ স্বপ্নটা কি ফল্‌বে?—এ বিষয়ে আপনার মত কি?

বেদা। কিছুই অসম্ভব নয়।

জগ। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, তা হ'লে এ স্থলে কি করতেন?

বেদা। জানি না।

জগ। আমাকে এখন কি পরামর্শ দেন?

বেদা। তোমার যা অভিরুচি।

জগ। আমাকে আপনি দেখছি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বেন।

বেদা। দেখ বাপু, আমি এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারব না।

জগ। আ মোলো যা!

বেদা। দেখ বাপু, "আমি" পদার্থটা কি—প্রথমে জানো, তার পরে অন্য কথা।

জগ। আ গ্যাল যা! রোসো, এইবার আমি তোমার সুর বদ্‌লাচ্ছি। (টিকি ধরিয়া মুষ্টি প্রহার)

বেদা। আরে রাম—আরে রাম—আরে—

জগ। এইবার "আমি" পদার্থটা কি বুঝতে পেরেচেন তো?

বেদা। এত বড় স্পর্দ্ধা? আমাকে প্রহার?—আমার মত দার্শনিক পণ্ডিতকে অপমান?

জগ। ও রকম ধরণের কথাটা বলা আপনার মত পণ্ডিতের উচিত হয় না। আমিই বা কে?—আপনিই বা কে?—কে কাকে প্রহার করে? আপনার বলা উচিত, "বোধ হচ্ছে, যেন তুমি আমাকে প্রহার করচ"।

বেদা। আমি এখন পুলিসে নালিশ করতে চল্লেম—আমাকে অপমান?

জগ। আমি কে?—আপনিই বা কে?

বেদা। আমার গায়ে প্রহারের দাগ আছে, আমি এখনি দেখিয়ে দেব।

জগ। হ'তে পারে।

বেদা। আমি নালিস করব, তুমি আমাকে প্রহার করেছ।

জগ। প্রহার আবার কি?—প্রহার ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র।

বেদা। তুমি আদালতে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হবে।

জগ। আমি-?—আমি আবার কে?

বেদা আচ্ছা, কেমন দণ্ডিত না হও, আমি দেখছি আমাকে প্রহার?—আমাকে অপমান?—আমি পুলিসে চল্লেম।

[প্রস্থান।

জগ। পণ্ডিত দুটোর কাছ থেকে যদি একটা পষ্ট কথা বের করতে পাল্লেম!—এখন কি করা যায়? আমার বিয়ে করতে তো এখন আদপে ইচ্ছে নেই। কোন রকম ক'রে এখন কথাটা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। তবে, এরি মধ্যে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তা হোক্, কিন্তু এর চেয়ে আরও কিছু খারাপ না হ'লে এখন বাঁচি! এখন এই হাঙ্গামাটা থেকে কি ক'রে উদ্ধার হই? যাই, কনের বাপের সঙ্গে একবার দেখা করি গে, দেখি যদি বিয়েটা কোন রকম ক'রে ভাঙিয়ে দিতে পারি। বাড়ীর নম্বরটা বুঝি ১০৫।

[প্রস্থান।

—

দৃশ্য।—রাজ-পথ

এক পার্শ্বে জগমোহন দণ্ডায়মান।

(গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে দুই জন বেদিনীর প্রবেশ)

গান।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খ্যাম্‌টা।

মোরা বেদিনী ললনা,
কত জানি তন্ত্র-মন্ত্র কে করে গণনা!
মোদের ঔষধের গুণে, প্রবীণে সে হয় নবীনে,
বন্ধ্যা-নারীর অল্প দিনে হয় গো ছানাপোনা!
চিনি মোরা রোগের গোড়া, ভাঙা মন দিই যোড়া,
কেউটেরেও করি ঢোঁড়া,
—অসাধ্য সাধনা,—করি অসাধ্য সাধনা।
পতি যার বাব-ফট্‌কা, করি তারে ঘরে আট্‌কা,
ঘোচাই মনের সব খট্‌কা
এমনি গুণপনা—মোদের এমনি গুণপনা!

জগ। এই যে দুজন বেদিনী এই দিকে আসছে, কি গান গাচ্ছে, শোনা যাক্। কি?—"ঘোচাই মনের সব খট্‌কা"? খট্‌কা ঘোচাতে পারে না কি?—রোস্, ওদের তবে এই দিকে একবার ডাকি—ও গো বাছারা, এই দিকে একবার এসো তো।

১ম বেদী। ওগো, ডাক্‌ছো কেন?—তোমার নাত্নীর জন্য বুঝি কিছু ওষুধ চাই?

জগ। আরে বাছা, আমার মূলে পত্নীই নেই তো নাত্নী।

১ম বেদিনী। সে কি গো, গিন্নী মারা গেছে নাকি?

জগ। ওগো বাছা, আমার কোনও কালে গিন্নী ছিল না, হবে কি না, তাও জানিনে, তবে কি না এইবার হব-হব হয়ে আসছিল,—এমন সময়ে আমার মনে একটা খটকা উপস্থিত হ'ল—সেইটে যদি তোমরা—

২য় বেদিনী। ও দিদি, এ বুড়োটা দেখছি ক্ষেপেছে, চল্, আমরা এখান থেকে যাই, এখানে থেকে আর কি হবে?

১ম বেদিনী। না গো না তোমার খট্‌কা ঘোচানো আমাদের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা যাই।

(গমনোদ্যত)

জগ। বলি, কথাটা শোনোই না।

১ম বেদিনী। না গো না, আমরা আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমাদের বেলা যাচ্ছে।

জগ। দোহাই তোমাদের, আমার এ খট্‌কাটা না ঘুচিয়ে তোমরা যেতে পাবে না।

(বাহু প্রসারিত করিয়া পথরোধ)

২য় বেদিনী। আরে বুড়ো মিন্‌সে করে কি?—আমাদের পথ ছাড়।

জগ। বলি, তোমরা কেউটেকে ঢোঁড়া করতে পার, গাধা পিটে ঘোড়া করতে পার—অসাধ্য সাধন করতে পার, আর আমার এই সামান্য খট্‌কাটা ঘোচাতে পারবে না?

১ম বেদি। ভাল এক পাগলের হাতে পড়্‌ন যে গা!

জগ। না বাছা, আমি পাগল-টাগল নই; আমার কথাটা একবার শোনো, তার পর যা বল্‌বার বোলো।

২য় বেদি। ও দিদি! অত কথায় কাজ কি, ওরই কথা মত, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেই দেও না' (চুবড়ি হইতে সম্মার্জ্জনী বাহির করিয়া প্রহার) পথ ছাড়ো বল্‌ছি—

জগ। আরে আরে—বেটি করে কি—থাম্ থাম্—এই পথ ছাড়ছি—না, গানে যা গেয়েছে ঠিক্, এদের দেখছি অসাধ্য কিছুই নেই। যাও বাছারা যাও—

১ম বেদি। আমাদের সঙ্গে চালাকি?—ঐ হাতটা ধর্‌তো বোন্—আমি চাদরটা কেড়ে নি।

(চাদর ধরিয়া টানাটানি)

জগ। আরে আমার চাদর ছিঁড়ল—চাদর ছিঁড়ল—ছাড়্—ছাড়্—দোহাই তোদের, আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছি—আমি ব-ব-ব-ব বর—লগ্ন বয়ে গেল, লগ্ন বয়ে গেল!—কি মুস্কিল!—(ঝুটোপাটি করিতে করিতে পতন এবং চাদর লইয়া হাসিতে হাসিতে বেদিনীদের পলায়ন।)

জগ। আঃ! আবার এইখানটা কাদায় এমন পিছল হয়েছে! (উঠিয়া গা ঝাড়িয়া) এ কাদার দাগ কি যায়? এখন ভদ্রলোকের বাড়ী যাই কি ক'রে?—তাতে আবার গায়ে চাদর নেই—আবার আজ রাত্রেই বিবাহ হবার কথা। একটু আগে গিয়ে বিয়েটা যাতে ভেঙে যায়, তার চেষ্টা করতে হবে—এ বিষয়ে কনের বাপের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখতে হবে—এখন করি কি? তা হোক্, এ আমার এক রকম শাপে বর হ'ল। আমার এই রকম বেশ দেখলে বোধ হয় তারা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজিই হবে না। যাই, দেখা যাক্ কি হয়। ঐ বাড়ীটা ১০৫ নম্বর না?—আমার অদৃষ্টে না জানি আরো কি আছে! ঝাঁটা তো হ'ল—এখন বাকি আছে চাবুক।—যাই।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে বেদিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

গান।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খ্যামটা

হি হি হি হি হি হি কেমন মজা!
—কাদায় বুড়ো গড়াগড়ি!
বলে কি না করবে বিয়ে
—তাই যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
চাদর নিনু যোবা কেড়ে,
বর-সজ্জা হ'ল বেড়ে,
ঘাড়টি ধ'রে দেবে তেড়ে
যখন যাবে বিয়ে-বাড়ী।
এমন বরে করবে বিয়ে
—না জানি সে কেমন মেয়ে!
ঘর করে যে ওরে নিয়ে
—আ মরি তার গলায় দড়ি!

(গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—রামকান্ত বাবুর বাড়ী

(জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। এ কি?—রামকান্ত বাবুর এইটে বৈঠকখানা না কি?—এ কি রকম আসবাব?—চাবুক—জিন—লাগাম চারিদিকে ঘোড়ার সাজ ঝুল্‌ছে! আঃ! ঘরটায় এমন একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ! রাম, রাম!—কোথায় এলেম? ও রামকান্ত বাবু! রামকান্ত বাবু! কেউ যে উত্তর দেয় না

—আচ্ছা, এই দরজাটায় ঘা দিয়ে দেখি (রুদ্ধ কপাটে আঘাত)

(দ্বার খুলিয়া ছোট একটা চাবুক হাতে কমলমণির প্রবেশ)

কমল। কে গা ?—তুমি সইস্ বুঝি ?

জগ। (স্বগত) এ কি !—সেই চেহারা যে !—কিন্তু এ যে নেহাৎ বাচ্চা। ফোটো দেখে তো মনে হয় বয়স্থা মেয়ে—এ বোধ হয় তার ছোট বোন্-টোন্ হবে। মেয়েটার হাতে আবার চাবুক—আমার স্বপ্নটা ফল্‌বে না তো ? আমার যেরূপ বেশ, তাতে সইশ ঠাওরাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ! ছেলেব্যালায় পড়েছিলেম, "ব্রাইড্‌গ্রুম" মানে কনের সইশ—তা, আপাততঃ আমি তো এক রকম সইশই বটে !

কম। উত্তর দিচ্ছ না কেন ?—বোকার মত দাঁড়িযে আছ কেন ? দাদা আমার ঘোড়ার জন্য একটা নূতন সইশ এনে দেবে বলেছিল, তুমি তো সেই সইশ ?

জগ। হাঁ, আমি সেই সইশই বটে ! এখন তুমি বাড়ীর কর্ত্তাকে একবার ডেকে দাও দিকি !

কম। দাদা আমাকেই পরখ ক'রে দেখ্‌তে বলেছে। আচ্ছা, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ব, তুমি কি ক'রে আমাকে ঘোড়ার উপর তুলে দেবে বল দিকি ?

জগ। এই তোমাকে কোলে ক'রে উঠিযে দেব।

কম। কোলে ক'রে ওঠাবে ?—দূর বোকা! এই বুঝি জান ? বোসো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দি। এইখানে হাঁটু গেড়ে বোসো। বোসো বল্‌চি, আমার কথা শুনছ না ?

জগ। হাঁটু গেড়ে বস্‌ব ?

কম। হাঁ।

জগ। (স্বগত) দেখাই যাক্ না, মেযেটা কি করে।

(তথা করণ)

কম। কাঁধ্‌টা আর একটু নীচু ক'রে রাখো।

জগ। কাঁধ নীচু করব ? (তথা করণ)

কম। এই দেখ, ঘোড়ায় ওঠবার সময় কি ক'রে উঠতে হয়। (স্কন্ধে এক পা দিয়া)

জগ। আরে আরে, আমার ঘাড়ে চড়ে যে !

কম। মাথাটা এইবার নীচু কর—এইবার মাথায় পা দেব।

জগ। কি ভয়ানক ! আবার মাথায় চড়বে ! (স্বগত) আরে গেল যা ! এমন আহ্লাদে বেয়াড়া মেয়েও তো কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) না না, আমার দ্বারা এ সব হবে না, (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন কর্ত্তাকে একবার ডাকো দিকি।

কম। দূর বোকা! কোন কাজের সহিশ না। আচ্ছা বল দিকি, ঘোড়া যখন আড়ি ক'রে দাঁড়ায়, তখন কি ক'রে তার আড়ি ভাঙাতে হয় ?

জগ। (হাসিয়া) কি ক'রে ?

কম। দূর বোকা! তাও জান না ?—এই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ("গোষমল" নামক দুষ্ট অশ্ব দমনের কান-মলা-যন্ত্র আনিবার জন্য দেওয়ালের দিকে গমন)

জগ।—এ তো ভারি ব্যাদড়া মেয়ে দেখছি।—আবার কি করে দেখ !

কম। (দেওয়াল হইতে "গোষমল্" খুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া) এইবার বোসো দিকি।

জগ। বস্‌ব ?

কম। হাঁ।

জগ। (তথা করণ)

কম। এই দেখ, (গোষমলের রসি কানে বাধাইয়া দিয়া মোচড়)

জগ। আরে আরে, কান গেল, কান গেল—এ যে ভয়ানক মেযে দেখছি ! [নেপথ্যে।—ও পুঁটু ! ও পুঁটু ! চুল বাঁধতে বাঁধতে কোথায় গেলি বাছা ? এখনি বর আস্‌বে, এই বেলা সাজ-গোজ ক'রে নে]

কম। ওই, মা ডাক্‌ছে, যাই। দূর বোকা! দাদাকে বলি গে যাই, সইশটা কোন কাজের নয়।

[সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দৌড়িয়া প্রস্থান।

জগ। (মুখ বিকৃত করিয়া) উঃ ! কি ব্যাদড়া মেয়ে ! —পিঠটা এমন জ্বলুছে !—কানের জ্বলুনিটাও এখনও থামিনি ! কি সর্ব্বনাশ ! এইমাত্র যে একটা কথা কানে এলো, তাতে বোধ হচ্ছে, ঐ মেয়েটাই আমার হবু-গৃহিণী !—আরে রাম !

আরে রাম! কি ঝক্‌মারিই করেছি! এইবার পালানো যাক্, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা নয়। দরজাটা আবার কোন্ দিকে?

[অন্য এক দ্বার দিয়া প্রস্থান।

(রামকান্তের প্রবেশ)

রাম। (স্বগত) আঃ! তুলসীদাসটা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!—আমার ভদ্রাসন বাড়ীটাকে একেবারে যেন আস্তাবল ক'রে তুলেছে! চারিদিকেই জিন্, লাগাম, চাবুক, খর্‌রা-বুরুজ—একজন ভদ্রলোক এলে বল্‌বে কি? আবার আমার মেয়েটাকে কিনা ঘোড়ায় চড়া শেখায়—আরে, তুই যা খুসি কর, মেয়েটাকে নিয়ে এ সব কেন? মেয়েটার বিয়ে দেবার এত চেষ্টা করছি, ভাল বর কিছুতেই জুটছে না—এই সব ব্যাপার যে একবার এসে দেখছে, সেই ভাগছে। আর, লোকদেরই বা কি আক্কেল, ছেলেমানুষ ঘোড়ায় চড়ে খ্যালা করে—তাতে হয়েছে কি? যা হোক্, এইবার একটা ফন্দি করেছি—শুধু ফোটো দেখিয়ে একটি পাত্রকে রাজি করিয়েছি। বরটি কুলীনের ছেলে; নিজের বিদ্যের জোরে কিছু পয়সাও করেছে; তবে কি না বয়সটা একটু বেশী—তাতে কি এসে যায়? তবে কি না একটা বদ্‌নাম ছিল; তা, সেও লোকে এত দিনে ভুলে গেছে। আর, সে চোরও না, ছ্যাঁচোড়ও না। শুধু একটা বিদ্যের দরুণ একবার ফ্যাসাদে প'ড়ে গিয়েছিল। আর সে বিদ্যেটাও কি কম? কি আরবি, কি ফার্সি, কি ইংরাজি, যে কোন হরফের—যে রকম হাতের লেখা দাও না কেন, ঠিক্ অবিকল তার নকল করতে পারে, এমন কি, মাছিটি পর্য্যন্ত তুলে নেয়! এ কি কম কথা? আজ রাত্রে তো বিয়ে—এখন সে যে এলে হয়। না, এটা কিছুতেই ফস্‌কাতে দেওয়া হবে না। আমি সমস্ত যোগাড় ক'রে রেখেছি, যেমন আস্‌বে, অমনি নম-নম ক'রে তখনি কাজটা সেরে ফেল্‌তে হবে। আঃ! এই মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীবাস করতে পারি। তুলসীদাস ওর ঘোড়া-টোড়া নিয়ে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক।

(ত্রস্তব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। (স্বগত) কি বিপদ! এই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে ঘোড়ার পালের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেম। বাবা! কোন ঘোড়া চার পা তুলে লাফাচ্ছে, কোনটা চিঁহি চিহিঁ ক'রে বিট্‌কেল রকমে চ্যাঁচাচ্ছে, কোনটা দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আস্‌ছে—কি ভয়ানক! এমন জায়গাতেও ভদ্রলোকে আসে?—এখন যে পালাতে পারলে বাঁচি। উঃ! আবার সেই মেয়েটা চাবুক হাতে ক'রে এখানে আস্‌বে না তো? জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ—এখন যাই কোথায়? ও কে? আমার সেই শ্বশুর মশায় যে!—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! এখন এর হাত থেকে পালাই কি ক'রে?

রাম। এই যে বাবাজি, এসো এসো, তোমার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছি। এ কি? এ রকম বেশ কেন? গায়ে চাদর নেই—কাপড়ে কাদা মাখা—হাঁপাচ্ছ, ব্যাপারটা কি?

জগ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বল্‌ছি সব, বল্‌ছি—

রাম। বাপু, বিবাহের তো আর দেরি নেই, চল, বাড়ীর ভিতরে চল। অত হাঁপাচ্ছ কেন? হয়েছে কি?

জগ। মশায়, পথে আস্‌তে আস্‌তে কাদায় পা পিছলে একটা আছাড় খেয়েছিলাম, সেই সময় একটা বদ্‌মায়েস এসে আমার গায়ের চাদরটা কেড়ে নিয়ে গেল—তাই বল্‌ছি, বাড়ী গিয়ে কাপড়টা আর একটা চাদর গায়ে দিয়ে এখনি আসছি।

রাম। না বাপু, তা হ'লে লগ্ন বয়ে যাবে—এইখানেই কাপড়-চোপড় ছাড়—ওরে কে আছিস?—দেখ বাপু, তুমি আমাদের পর ভেবো না, এ তোমারি আপনার ঘর মনে কোরো।

জগ। আমাকে মাপ করবেন, আমি—

রাম। তাতে লজ্জা কি? এইখানেই মুখ-হাত ধোও, কাপড়-চোপড় ছাড়, বিবাহের তো আর দেরি নেই।

জগ। আজ্ঞে, আমি এখন সে জন্য এখানে আসিনি।

রাম। না বাপু, এখন বাড়ী যাওয়া হতেই পারে

না ; সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে ঢের দেরি হয়ে যাবে। নিমন্ত্রিত ব্যাক্তিরা এখনি আসবেন—লগ্ন প্রায় হয়ে এল।

জগ। আজ্ঞে, আমি সে কথা বলছি নে।

রাম। বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, পুরোহিত উপস্থিত, বাজন্দাররা এসেছে—

জগ। আজ্ঞা, সে কথাই না—এ আর একটা কথা।

রাম। অন্য কথা পরে হবে—এখন চল বাপু, দালানে যাওয়া যাক্।

জগ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আপনাকে কিছু আমার—

রাম। আমাকে কিছু বল্‌বার আছে ?

জগ। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। আচ্ছা, বল শুনি।

জগ। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য প্রার্থী হয়েছিলেম, সে কথা সত্য—আপনি মত দিয়েছিলেন, সে কথাও সত্যি—আজ এই সময়ে আমার বিবাহ করবার কথা ছিল, সে কথাও সত্যি—কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার কন্যার পক্ষে আমার বয়সটা যেন একটু বেশি হয়েছে— আপনার তা কি মনে হয় না ?

রাম। আচ্ছা, তোমার বয়স কত হ'ল বল দিকি বাপু ?

জগ। আজ্ঞে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ৬০।৬৫ হবে।

রাম। ৬০।৬৫—এই বই নয় ? তবে তো সেদিনকার শিশু বল্লেই হয়—একেবারে অপগণ্ড বালক ! ৬০।৬৫ আবার বয়স ? আমরা তো ও বয়সে হামাগুড়ি দিয়েছি।

জগ। (স্বগত) এ বড় সহজ লোক নয় দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) মশায়, তবে আসল কথাটা বলি—লজ্জায় তখন বল্‌তে পারি নি—আমার একটা মাথার ব্যামো আছে, সেটা যখন চেগে ওঠে, তখন আমি গায়ের কাপড় ফেলে দি—সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখি—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

রাম। ও কিছু নয় ; বিয়ে না হ'লে ও রকম সকলেরই হয়ে থাকে—বিয়ে করলেই সব সেরে যাবে।

জগ। মশায়, আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি—ছোট বেলায় আমাকে একবার পাগলা কুকুরে কাম্‌ড়েছিল, তার দরুণ মধ্যে মধ্যে আমি ক্ষেপে উঠি—কুকুরের মত ভেউ ভেউ ক'রে ডাকতে থাকি—সে এক বেয়াড়া কাণ্ড !

রাম। তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আমার তুলসী-দাস ও-রোগের কতকগুলি নির্ঘাত অষুধ জানে—এই যেমন—"বজ্রবৃষ্টি মহা-প্রলেপ" "শির-চূর্ণক বৃহৎ-লগুড়" "বংশলোচন লাঠ্যৌষধি।" সে জন্য বাপু কোন চিন্তা নাই।

জগ। তাছাড়া, ছোট ব্যালা থেকে কতকগুল বদ্ নেশা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।—এই আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—

রাম। আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—সমস্ত আবগারি ?

জগ। আজ্ঞে হাঁ, প্রায় তাই।

রাম। ভ্যালা মোর বাপ—এই তো চাই। আমার তো তা হ'লে শিবের মত জামাই হবে—এ তো আমার বহু তপস্যার ফল। শিবের হাতে গৌরী দান করব—এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি হ'তে পারে ?

জগ। (স্বগত) আরে মোলো। এ যে ছিনে জোঁক্ দেখ্‌ছি ! আর তো পারা যায় না, এইবার স্পষ্ট কথাই বলি (প্রকাশ্যে) আমার বেয়াদবি মাপ করবেন—আমার এখন বিবাহ করতে ইচ্ছে নেই।

রাম। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ না কি ? আমি তোমাকে একবার কথা দিয়েছি, এখন আমি প্রাণান্তেও সে কথার অন্যথা করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

জগ। কি আশ্চর্য্য ! আমি আপনিই যে সে বিষয়ে আপনাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি—আমি তাতে কিছু মনে করব না।

রাম। সে কি কখন হয় ?—আমি তোমাকে কথা দিয়েছি—সকলের আগে তোমাকেই আমি কন্যাদান করব।

জগ। (স্বগত) কি বিপদ !

রাম। দেখ বাপু, তোমার উপর আমার কেমন একটু মায়া জন্মে গেছে ; এখন একজন রাজাও যদি এসে আমার কন্যাকে চায়, তবু তোমাকে ছেড়ে আমি তাকে দিই নে।

জগ। আমার উপর আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ সন্দেহ

নেই—কিন্তু আমি আপনার কাছে স্পষ্টাক্ষরে বল্‌ছি, আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক নই।

রাম। কি! তুমি বিবাহ করবে না?

জগ। না, আমি করব না।

রাম। তার কারণ?

জগ। কারণ?—বিবাহ করাটা আমার উচিত ব'লে মনে হচ্ছে না—এই কারণ, আবার কি? আর আমার বাপ-দাদারা যে পথে গেচেন, আমিও সেই পথে যেতে চাই—তাঁরা জন্মেও কখন বিবাহ করতে চান্‌ নি।

রাম। দেখ বাপু, আমি তোমাকে বল্‌ছি, শেষকালে তোমায় পস্‌তাতে হবে; অমন মেয়ে তুমি আর পাবে না। এমন শিষ্ট শান্ত, ধীর—মুখে একটা কথা নেই; কথার অবাধ্য -নয—হিজেলদাগ্‌ড়া নয়—নেপথ্যে।—না মা, ও রকম খোঁপা আমি ভালাবাসিনে—আমার সেই রকম খোঁপা বেঁধে দাও—ও কিছু হ'ল না—যাও।—দেখ দিকিন্‌ দাদা, মা আমার কথা শোনে না।

রাম। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া, নেপথ্যের দিকে) আরে চুপ্‌ চুপ্‌! তোর বর এসেছে।

[নেপথ্যে।—ও বুঝি বর, ও তো সেই বুড় সইশটা।]

রাম।—আরে চুপ্‌ চুপ্‌!—আঃ! পুঁটু যা চাচ্ছে, তাই দাও না গা—ভাল জ্বালা! (জগমোহনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া) তাই বল্‌ছিলুম, এমন শিষ্ট শান্ত মেয়ে আর পাবে না—

জগ। তা কি আর আমি জানিনে?—বিলক্ষণ জানি। তবে কি না, এখন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা নেই মশায়।

রাম। শোনো বাপু, কারও মনকে কেউ কখন আট্‌কে রাখতে পারে না। যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে। তবে কি না, এ সংসারে ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। সে যাই হোক্‌, তোমাকে জোর ক'রে আমি কিছু করাতে চাইনে; তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে ব'লে কথা দিয়েছিলে, এখন আবার সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ—আচ্ছা ভাল, এর যা উচিত, আমি তা করব। বাপু, একটু বোসো, আমার কাছ থেকে শীঘ্রই এর জবাব পাবে। ও তুলসীদাস—তুলসীদাস! শোনো একটা কথা বলি। (স্বগত) তুলসীদাসের যেমন খেয়েদেয়ে কর্ম্ম নেই—মেয়েটাকে আবার ঘোড়ায় চড়া শেখায়—এ শুন্‌লে কেউ কি আর বিয়ে করতে চাবে?—যদি বা একটা বুড়ো বর পাওয়া গিয়েছিল, সেও আবার বেঁকে দাঁড়াল!

[প্রস্থান।

জগ। লোকটা সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে, আমি তা মনে করি নি—আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি অনেক বেগ পেতে হবে। আঃ! বাঁচলুম।—ভাগ্যিস ছাড়ান পেলুম—আর একটু হলেই আমার দফা রফা হ'ত—শেষে খুবই পস্তাতে হ'ত। এই যে রামকান্তের পুত্র আমার হবু শ্যালক মহাশয় এই দিকে আস্‌ছেন। উনিই বোধ হয় শেষ জবাবটা দেবেন। দেখি, উনি আবার কি সুর ধরেন।

(তুলসীদাসের প্রবেশ)

তুলসী। (নম্রস্বরে) মহাশয় ভাল আছেন?

জগ। আপনি ভাল আছেন?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ—আমার বাবা বল্‌ছিলেন, আপনি তাঁকে যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা নাকি এখন আর আপনি রাখ্‌তে চান্‌ না?

জগ। হা মহাশয়, সে জন্য আমি ভারি দুঃখিত। কিন্তু—

তুলসী। তা হোক্‌—তাতে কোন ক্ষতি নাই।

জগ। আপনাকে আমি বল্‌ছি, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি—আমার ইচ্ছে ছিল—

তুলসী। তাতে কিছু এসে যায় না। (দুইটা লাঠি আনিয়া জগমোহনের সম্মুখে স্থাপন) এখন অনুগ্রহ ক'রে এর মধ্যে যেটা হয়, বেছে নিন্‌। আপনি কোন্‌টি নেবেন?

জগ। এই দুয়ের মধ্যে?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ।

জগ। দুটো প্রকাণ্ড লাঠি?—লাঠির প্রয়োজন?

তুলসী। মশায়, যেহেতু আমার ভগিনীকে আপনি বিবাহ করবেন ব'লে কথা দিয়ে সে কথা রাখছেন না, সেই জন্য আপনাকে যদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা দি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না।

জগ। এ তোমার কি ধরণের কথা?—সম্বন্ধ পাকা না হতে হতেই এরই মধ্যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা?—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?

তুলসী। অন্য লোক হ'লে ক্রুদ্ধ হয়ে মহা এক কাণ্ড বাধিয়ে দিত, কিন্তু আমাদের সে স্বভাবই নয়—আমরা এ সব বিষয়ে খুব মিঠে ভাবে চলি। তাই আপনাকে আমি খুব বিনীতভাবে বল্‌ছি, আসুন, আমরা দুজনে পরস্পরের মাথা ফাটা-ফাটি ক'রে এর একটা মীমাংসা ক'রে ফেলি।

জগ। কি ভয়ানক কথা—মাথা ফাটাফাটি?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ, এখন এই দুটো লাঠির মধ্যে যেটা হয় বেছে নিন্।

জগ। না মশায়, মাথা ফাটাফাটি আমার দ্বারা হবে না।

তুলসী। আজ্ঞে, সেটা করতেই হচ্ছে।

জগ। মশায়, আমাকে মাপ করবেন।

তুলসী। মহাশয় শীঘ্র কাজটা শেষ ক'রে ফেলুন, আমার আবার অন্য কাজ আছে।

জগ। মশায়, আমি আপনাদের স্পষ্টই বল্‌ছি, আমি এ কাজে রাজি নই।

তুলসী। আমার সঙ্গে তবে আপনি মারামারি কর-বেন না?

জগ। না বাবা—আমার কর্ম্ম নয়।

তুলসী। সত্যি করবেন না?

জগ। না, মশায়, আমি ওতে নেই। (স্বগত) এ যে ভয়ানক লোক দেখছি!

তুলসী। তা, আপনার যা ইচ্ছে। জোর ক'রে আপনাকে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে।

(একটা লাগাম দিয়া বন্ধন)

জগ। আরে কর কি, কর কি?—তোমার বোন্‌টি তো আমাকে সইশ ঠাওরেছিল, তুমি আবার আমাকে ঘোড়া ঠাওরেছ না কি?—রেখে দাও, ও সব ঠাট্টা ভাল লাগে না।

তুলসী। আজ্ঞে, ঠাট্টা নয়। আমার কাজই এই। আমি ঘোড়াও ব্রেক্ করি, বরও ব্রেক্ করি।

(সজোরে বন্ধন)

জগ। আরে লাগে—লাগে, লাগে, অত জোরে না—অত জোরে না—এ সব বদ ঠাট্টা কেন দাদা?

তুলসী। কে আছিস্?—ব্রেক্ গাড়িটা বের কর্ তো রে!

জগ। (স্বগত) ও বাবা! এ করে কি?—সেই স্বপ্নটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায় যে! (প্রকাশ্যে) আবার ব্রেক্ গাড়ি কেন?

তুলসী। আজ্ঞে, পরে প্রয়োজন হ'তে পারে।

জগ। (স্বগত) এখন যে পালাতে পারলে হয়। সত্যই ব্রেক্ গাড়িতে জুড়ে দেবে না কি?

তুলসী। আপনার এখন যথা অভিরুচি। দেখুন, আমরা কোন কাজ কাউকে জোর ক'রে করাতে চাই নে। তাই বল্‌ছি, হয় আপনি আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মারামারি করুন, নয়—

জগ। আমাকে দাদা মাপ্ করবে—দুয়ের মধ্যে আপাততঃ আমি কোনটাই করতে পারছি নে।

তুলসী। করতে পারবেন না?

জগ। না।

তুলসী। তবে, আপনি যদি অনুমতি দেন—

(ঘা কতক মুষ্টি প্রহার)

জগ। ও বাবা রে—গেলুম রে—খুন কল্লে রে!

তুলসী। আপনার সঙ্গে যে এইরূপ ব্যবহার করতে হচ্ছে, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত, কিন্তু আমি মশায় ছাড়ছি নে; হয় আমার সঙ্গে মারামারি করুন—নয় আমার ভগ্‌নীকে বিবাহ করুন। আপনার যেটা ইচ্ছে—আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা কোন কাজ করতে চাই নে।

জগ। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে—আমার ঝক্‌মারি হয়েছে—

তুলসী। কি?—এখনও ঐ কথা? (একটা চাবুক হস্তে লইয়া)

নেপথ্যে। [দাদা! আমি চাবুক মারব।—আমি চাবুক মারব।

—আরে চুপ্ চুপ্ চুপ্!]

জগ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! চাবুক?—আমার সেই স্বপ্নটা আগাগোড়া ফলে যে দেখ্‌ছি!

তুলসী। আপনি কিছু মনে করবেন না—এখনও যখন আপনি ইতস্ততঃ করছেন—এইবার বোধ হয়, সহজে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে।

(সশব্দে চাবুক আস্ফালন করিয়া মারিতে উদ্যত)

জগ। আচ্ছা—হয়েছে—হয়েছে—থামো থামো—আমি—আমি—করব—করব—

তুলসী। কি?—মারামারি?

জগ। না না—বিবাহ—বিবাহ—সাতশো বার বিবাহ—

তুলসী। আসুন তবে, এখন সিধে পথে আসুন। আপনি হচ্ছেন বড় লোক, আপনার সঙ্গে আমি কি এইরূপ ব্যবহার করতে পারি?—কেবল দায়ে পড়েই এইরূপ কাজ করতে হয়েছিল—আমাকে মাপ করবেন।

জগ। (স্বগত) দায়ে প'ড়ে শেষে আমাকেও দেখ্‌ছি দারগ্রহ কর্‌তে হ'ল—কি করা যায়, বিধির নির্ব্বন্ধ!

তুলসী। বসুন, বাবাকে এইখানে ডাকি, তিনি শুনে খুসী হবেন। বাবা! বাবা! শীঘ্র আসুন সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গেছে।

(রামকান্তের প্রবেশ)

তুলসী। বাবা, এই দেখ, জগমোহন বাবু এখন সিধে পথে এসেছেন, উনি বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন, এখন আপনি এঁকে কন্যাদান করতে পারেন।

রাম। চল বাপু—এখন তবে দালানে চল।

জগ। চলুন, কোন্ দিকে আস্তাবলটা—ওঁ বিষ্ণু—দালানটা, বলুন দিকি?

রাম। এখান থেকে ঠিক্ সিধে।

তুলসী। হাঁ, এখন উনি সিধে পথেই চল্‌বেন।

রাম। ওরে কে আছিস্?—এইবার বাজন্দারদের বাজনা বাজাতে বল্—বাড়ীর ভিতরে উলু দিতে বল্, বর আস্‌ছে রে বর আস্‌ছে! আলোগুল সব জ্বালিয়ে দে—লুচি ভাজতে বল্—টোপর নিয়ে আয়।

(একদিক্ দিয়া টোপর প্রভৃতি লইয়া লোকদিগের প্রবেশ, আর দিক দিয়া সতীশের প্রবেশ)

জগ। ওই আমার নিথবর এসেছে—নিথবর এসেছে! ভায়া, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। "রাজ-দ্বারে শ্মশানে চ আস্তাবলে চ য তৃষ্ঠতি স বান্ধব"। মশায়, ইনি আমার সব বিষয়ের আম-মোক্তার, ওঁকেই আমি একটিং দিয়ে যাচ্ছি।

তুলসী। কে আছিস্? ব্রেক্ গাড়িটা বের কর তো রে!

জগ। আরে না, না, না,—আমি ঠাট্টা কর-ছিলুম—আমি সত্যই কি একটিং দিয়ে যাচ্ছি? ঠাট্টাও বোঝ না?—ছি! তুমি তো ভারি বেরসিক দেখ্‌ছি হে!

সতীশ। বলি তুল্‌সী দাদা, এ সব কি?—লাগাম—চাবুক?—হাঃ হাঃ হাঃ!

তুলসী। আর কি, যস্মিন্ দেশে যদাচার, আবার কি?

জগ। ভায়া, তোমাকে দেখে তবু একটু ভরসা হ'ল। তোমাকে আজ আর ছাড়্‌ছিনে। দেখ, সর্ব্বদাই তুমি আমার কাছে কাছে থেকো।

সতীশ। ওগো, বরকে এই বেলা কিছু খাইয়ে দাও—দেখ্‌ছ না, মুখটি শুকিয়ে একেবারে আম্‌শি হয়ে গেছে।

তুলসী। খাবার সব ঠিক্ আছে—কাজটা আগে হয়ে যাক্।

জগ। না দাদা, ঢের হয়েছে; আর খেয়ে কাজ নেই! সকাল থেকেই আজ খেতে সুরু করেছি—এই প্রথম দফা আছাড় খেয়েছি—তার পর গাল খেয়েছি—তার পর ঝাঁটা খেয়েছি—তার পর লাথি খেয়েছি—তার পর চাবুক খেয়েছি—তার পর কিল খেয়েছি—এখন বাকি আছে কেবল খাবি খাওয়া—তারও আর বড় দেরি নেই।

সতীশ। তবে দেখ্‌ছি, সব রকম হয়ে গেছে!

জগ। হাঁ, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,—সমস্তই!

রাম। বাপু, এইবার তবে দালানে চল, আর বিলম্ব নেই।

জগ। চলুন—আপনি এগোন, (সতীশকে) ভায়া, কাছে কাছে থেকো, তোমাকে আজ ছাড়ছি নে—

সতীশ। যাক্, এত দিনের পর দারগ্রহ করলে, ভালই হ'ল!

জগ। (ইসারায় তুলসীদাসকে নির্দ্দেশ করিয়া) হাঁ প্যায়দায় করালে—**দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ!**—বুঝলে? এখন চল—আস্তাবলে চল।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা-পতন।

হিতে বিপরীত

[প্রহসন]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

নাতিনীর শুভ-বিবাহে উপহার

নলিনি, জুটিল তোর সুহৃদ ভ্রমর,
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে, কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

১৪ই বৈশাখ
১৩০৩ শাল।

——নূতন দাদা।

পাত্রগণ।

ভজহরি	...	বাড়ীর কর্ত্তা।
কুঞ্জবিহারী	...	ভজহরির পৌত্র।
রামধন	...	ভজহরির ভৃত্য।

থিয়েটারের দলপতি ও দলবল।

হিতে বিপরীত

প্রথম দৃশ্য।

ভজহরির বৈঠকখানা।

ভজ। ওহে, রামধন!

রাম। এজ্ঞে!

ভজ। তোমাকে বাপু একটি কথা বলি।

রাম। বলুন।

ভজ। বলি, তামাক জিনিস্‌টা কি গাছে ফলে?

রাম। তামাক আবার গাছে ফলবে কি মশায়?

ভজ। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, গাছে ফলে না তো? অনেক তদ্বিরে তৈরি হয়, তা তো জান?

রাম। এজ্ঞে, তদ্বির করতে হয় বৈ কি।

ভজ। পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয় তা তো জানো?

রাম। এজ্ঞে, তা জানি বৈ কি।

ভজ। তবে বাপু রামধন, এ সব জেনেও যে তুমি লোক এসে বস্‌তে না বস্‌তেই তামাক নিয়ে হাজির কর, এর মানে কি বল দেখি।

রাম। এজ্ঞে, ভদ্রলোক এলে—

ভজ। ভদ্রলোক এলে হয়েছে কি? তাদের কি বাড়ীতে তামাক জোটে না? এখানে কি তারা তামাক খেতেই আসে?

রাম। এজ্ঞে, এবার থেকে কেউ এলে আর তামাক দেব না।

ভজ। এই দেখ, রামধন, তুমি আমার কথাটাই বুঝলে না। তামাক কি একেবারে দেবে না বলছি? দশবার "তামাক দে" "তামাক দে" বল্‌তে বল্‌তে একবার নিয়ে এলে—গেরস্ত ঘরে এই রকম ক'রে কাজ করলে তবে একটু সাশ্রয় হয়—বুঝলে?

রাম। এজ্ঞে, বুঝেছি—আমি তবে এখন যাই—বাজার-হাট কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

ভজ। আর শোনো রামধন! গেছে না কি! রামধন!—রামধন!

(রামধনের পুনঃপ্রবেশ)

রাম। (স্বগত) আঃ, জ্বালাতন করলে! (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে!

ভজ। টিকে তামাকের রোজকার-রোজ হিসেবটা রাখ তো?

রাম। রাখি বৈ কি! আমার মশায় বেলা হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

ভজ। আর শোনো রামধন! ওহে রাম!—রাম? কোথায় গেলে হে?

(রামের পুনঃপ্রবেশ)

রাম। (স্বগত) ভারি বিপদ্ করলে দেখছি। এইবার শুনেই একেবারে পিট্টান দেব। (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে!

ভজ। বলি, রামধন, পাতের নুণ তো আমি সব খাইনে—খানিকটা প'ড়ে থাকে। সেটুকু উঠিয়ে রাখ তো?

রাম। পাতের এঁটো নুণ আবার উঠিয়ে রাখব কি, মশায়?

ভজ। না হে না, নুণ ঝেঁটিয়ে ফেলো না। যেটুকু প'ড়ে থাক্‌বে, উঠিয়ে রেখে দিও। পরে কাজে দেখবে। নুণ কখন এঁটো হয় না। বুঝলে?

রাম। আর কি বলবার আছে বলুন, একেবারেই শুনে যাই।

ভজ। তুমি বাজারে যাচ্ছ, আট পয়সার ভাল জলপান নিয়ে এসো দিকি,—বড়বাজার থেকে ভাল জলপান, বুঝলে? বেশ গরম গরম—

রাম। কি আন্‌ব বলুন দিকি?

ভজ। এই রসগোল্লা,—পান্‌তোয়া—বোঁদে—খাজা—গজা—আর খানকতক কচুরি—তার সঙ্গে আলুর দমও যেন থাকে।—আর ভাল কথা, খান-কতক গরম গরম জিলিপিও এনো।

রাম। দিলেন তো দু গণ্ডা পয়সা, আর জিনিস ফরমাস দিলেন এক টাকার মত।

ভজ। দেখো, তাই ঢের হবে। আট পয়সা বুঝি বড় কম হ'ল? কত কাহন কড়িতে এক পয়সা হয়, সে জ্ঞান আছে? আট পয়সায় হবে না তো কি, ঢের হবে।

রাম। তা, আট পয়সায় যা পাই, তাই আন্‌ব।

ভজ। আর দেখ, যদি রাবড়ি ভাল পাও তো নিয়ে এসো—তাতে যেন বেশ একটু গোলাপ জলের গন্ধ থাকে। দেখ বাপু, আমরা আফিমখোর মানুষ, আমাদের একটু মিষ্টান্ন না হ'লে চলে না।

রাম। তা, যা পাই, নিয়ে আস্‌বো। (স্বগত) বাবুর খাবার সখটি বিলক্ষণ—অথচ পয়সার বেলা টানাটানি। যাই, আট পয়সায় দুইচারখানা জিবে গজা যা পাই, নিয়ে আসি। আট পয়সায় আর কত হবে? আর কোন্ না এক পয়সা আমি ও-থেকে সরাব। এই রকম ক'রে মাহিনেটা তো পুষিয়ে নিতে হবে। ২॥০ টাকা মাহিনে—তাও তো ছ মাস পাই নি।

ভজ। কি ভাব্‌ছ রাম, দেখো, ওতেই হবে।

[রামের বহির্গমন।

(স্বগত) রাম বেটা ভারি চোর। এতগুল পয়সা নিলে, আর দেখনা ঠোঙ্গা ক'রে কি এক রত্তি নিয়ে আস্‌বে এখন। ওর সঙ্গে আর পারা যায় না। আবার বিবাহ না করলে আর চল্‌ছে না। ঘরে গিন্নী না থাক্‌লেই যত দুর্দ্দশা। কেই বা দেখে, কেই বা শোনে। না—বিয়েটা করতেই হচ্ছে। লোকে একটু হাস্‌বে, এই বৈ তো নয়—তাতে আর কি—আমার টাকা তো বাঁচ্‌বে—আর আমার বয়সও এমনই কি হয়েছে—হদ্দ ৭০ বৈ তো নয়—লোকে যে ৯০ বৎসরেও বিয়ে করে—তা পুরুষমানুষের এতে লজ্জা কি! (প্রকাশ্যে) রামকে একটি কনের সন্ধান কর্‌তে বল্‌তে হচ্ছে,—রাম! রাম! ও রাম! ওরে রামা!

রাম। এই বাজারে যেতে বল্‌লেন,—আবার ডাক্‌ছেন কেন? ঘড়ি ঘড়ি এরকম ডাক্‌লে কাজ চল্‌বে কি ক'রে?

ভজ। বাপু, অত চটো কেন?—একটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রাম। কি বল্‌বেন বলুন—বাজারের সময় হয়ে গেল।

ভজ। (করুণ-স্বরে) দেখ রাম, সংসারে তুমি বই আমার কেউ দেখ্‌বার লোক নেই—তাই আমার জন্য তোমায় বড়ই কষ্ট পেতে হয়—কিন্তু তোমার কষ্টের যাতে লাঘব হয়, তার উপায় আমি একটা ঠাওরেছি। আমি আবার একটি চতুর্থ পক্ষ করতে চাই, বুঝ্‌লে রাম?

রাম। (স্বগত) তা হ'লে আমার পক্ষেও ভাল হয়—পয়সা-কড়ি তা হ'লে কিছু পাওয়া যায়। কর্ত্তার হাতে তো জল গল্‌বার যো নেই। (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে, তা হলে ভালই হয়—আপনার এই বৃদ্ধ-বয়সে একটি সেবাদাসী হ'লে বড়ই ভাল হয়—তা আমি একটি কনের সন্ধান দেখ্‌ছি।

ভজ। দেখো রাম, ভুলো না—কিন্তু তা'ও তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি, ঘটক বিদায় আমি দু টাকার বেশি এক পয়সা দেব না।

রাম। এজ্ঞে, সে কথা পরে হবে—এখন তো সন্ধান করি—এইবার বাজারে চল্‌লুম—আর ডাক্‌বেন না।

[বহির্গমন।

ভজ। রাম!—রাম!—ও রাম!—রামচন্দ্র!—রামহরি! ও রামভদ্র!

রাম। আঃ! ভাল জ্বালা! আবার ডাক্‌ছেন কেন?

ভজ। রাম, তুমি অত চট কেন?

রাম। এজ্ঞে, চট্‌ব কেন? কিন্তু রাতদিন ডাকাডাকি কর্‌লে চল্‌বে কি ক'রে? এখন কি হুকুম বলুন!

ভজ। দেখ বাপু রাম, আমি রংটং চাই নে, রূপটুপ্ চাই নে, দুচারটে পাকা চুল তুল্‌তে পারবে—আর খুব হাত কষা হবে—নিক্তির ওজনে খরচপত্র করবে, বুঝেছ? আমি এই শুধু চাই।

রাম। এজ্ঞে, তা হবে। আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ। দাদামশায়, আমার থিয়েটারের বন্ধুরা খ্যাঁট দেবার জন্য আমাকে ধরেছে—কিছু টাকা দিতে হবে।

ভজ। যাও যাও—আমি এখন কিছু দিতে পারি নে। খ্যাঁট্ আবার কি? তারা বাড়ীতে খেতে পায় না নাকি?

কুঞ্জ। দাদামশাই, বলেন কি? বাড়ীতে খেতে পেলেই হ'ল? লোকের বাড়ী ভদ্র লোকের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয় না কি?

ভজ। কথায় তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই—ভারি জেঠা হয়ে পড়েছ। আমার হাতে পয়সা নেই, যাও। আমাকে এখন বিরক্ত ক'রো না।

কুঞ্জ। (দুঃখের ভাণ করিয়া চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে গমনোদ্যত)

ভজ। (আদরের স্বরে) ও কুঞ্জ! কুঞ্জবিহারী—শোনো—শোনো বলি!

কুঞ্জ। কি দাদামশাই, আবার ডাক্‌ছেন কেন?

ভজ। সত্যি তোমার বন্ধুদের খাওয়াতে হবে?—আচ্ছা, (বাক্স খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া) এই নেও ভাই (টাকা প্রদানোদ্যত)

কুঞ্জ। দাদামশাই, আমাকে ঠাট্টা করছ না কি? দু টাকায় ভদ্রলোকদের খাওয়ান যায়? ৮।১০ জন লোক জলপান খাবে, দু টাকায় কি হবে?

ভজ। দু টাকায় ভেসে যাবে। দেখ, প্রত্যেকের পাতে দুটো দুটো ক'রে রসগোল্লা দিও—দুটো দুটো কচুরি দিও—চারটি মুগের ডাল ভিজনো দিও—তার সঙ্গে একটু আদা কুচি দিও—আর কি চাই? আর দেখ, এখন সময়টা বড় খারাপ—চারিদিকে কলেরা। বুঝলে?

কুঞ্জ। দাদামশাই, বলেন কি? আপনার মত তারা তো আর পেটরোগা নয়—তারা যে খুব ষণ্ডা—দিব্যি খেতে পারে—ওতে তাদের কি হবে—ওতে যে নস্যও হবে না।

ভজ। আরে, তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না, ওতে ঢের হবে। রাম আসুক, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব এখন—এই নাও, দুটো টাকা নিয়ে যাও।

কুঞ্জ। আপনার টাকা বাক্সর ভিতর রেখে দিন। আমার দরকার নেই।

[প্রস্থান।

ভজ। আঃ! কি মুস্কিলেই পড়েছি গা!—গিন্নী থাক্‌লে এই সব খির্কিচ্ পোয়াতে হয় না। যা কিছু করবার, সেই করে। গিন্নী ঘরে থাক্‌লে আমি দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে হরিনাম কর্‌তে পারি,—বিয়েটা আমাকে করতেই হচ্ছে—লোকে যাই বলুক!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কুঞ্জবিহারীর বৈঠকখানা)

কুঞ্জবিহারী।

কুঞ্জ। (স্বগত) আমার থিয়েটারের দল-বল এখনি আস্‌বে—এসেই দেখছি খ্যাঁটের কথা পাড়বে। তাদের একদিন না খাওয়ালে তো আর মান থাকে না। দাদার কাছ থেকে একটা কোন ফন্দী ক'রে টাকা আদায় না করতে পারলে তো আর চল্‌ছে না। এম্‌নি সহজে বুড়োকে পারা যাবে না।

(থিয়েটারের দল-বলের প্রবেশ)

দলপতি। গুড্ মর্ণিং কুঞ্জ বাবু!

কুঞ্জ। এত রাত্রে গুড্ মর্ণিং?

দলপতি। কি জানেন কুঞ্জ বাবু, আমাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

অন্য সকলে। বাহবা! বেড়ে জবাব দিয়েছে—"কিবা রাত্রি কিবা দিন"—হাঃ হাঃ! হাঃ! হাঃ! (হাস্য) নিধু বাবুর কথায় না হেসে থাকা যায় না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কুঞ্জ। সবাই তোমরা বোসো। একটা কাজের কথা আছে। তোমাদের আজ যে এত দেরি হ'ল?

দলপতি। এই হাতীর পা-মশায়কে খুঁজে আন্‌তে এত দেরি হ'ল। উনি আবার গজেন্দ্র-গমনে চলেন কি না!

সকলে। ঠিক বলেছ—গজেন্দ্র-গমনই বটে—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

দলপতি। কিন্তু বল্‌তে কি—বড় সরেশ হাতীর পা পাওয়া গেছে—হাতীর সাম্‌নের পা ও ঠিক্ সাজতে পারবে। আর ঐ ব্যক্তিটি হাতীর পিছনের পা দিব্যি সাজবে। আর ঐ লোকটি হাতীর শুঁড় সাজবে। (কানে কানে) হাতীর শুঁড়কে একটু বেশি টাকা কবুল কর্‌তে হ'ল/

শুঁড়ের মতন ক'রে হাত দুটো অনেকক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে কি না—তাই কাজেই একটু বেশি দিতে হ'ল। মোদ্দা কথা, কুঞ্জ বাবু, প্রহ্লাদ-চরিত্রের নাটকে এমন হাতী কলকাতার সহরে কোন থিয়েটারের ষ্টেজে আন্তে পারবে না—তা বেঙ্গল থিয়েটারই কি, আর ষ্টার থিয়েটারই কি—লোকে যদি জল-জ্যান্তো আসল হাতী না ঠাওরায় তো আমার নাম নেই—এই এক কথা আমি ব'লে দিলুম।

কুঞ্জ। (স্বগত) তুমি আমাকে এমনই হস্তিমূর্খ ঠাওরেছই বটে। এদের তো আর টাকা যুগিয়ে উঠ্তে পারছিনে—আমার সেই কাজটা উদ্ধার ক'রে নিয়েই এদের একেবারে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু এমনি চক্ষুলজ্জা—

দলপতি। হাতীর রিহার্সালটা এখন তবে আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্। কুঞ্জ বাবু, দেখে নিয়ো, ষ্টেজে হাতী এলে যদি অডিয়েন্স থেকে পাঁচ শো এন্‌কোর না পড়ে তো কি বলেছি। ভাল কথা কুঞ্জ বাবু, আমাদের সেই খ্যাটের কি হ'ল?

কুঞ্জ। (স্বগত) রামের কাছে যে রকম শুন্‌তে পাই, তাতে মনে হয়, দাদামহাশয় বিলক্ষণ বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছেন। এই সুযোগে টাকা আদায় করবার বেশ একটা ফন্দি মনে হয়েছে।

দলপতি। কুঞ্জ বাবু, আপনাকে আজ একটু ভাবিত দেখ্‌ছি কেন বলুন দেখি?

কুঞ্জ। ভাই, তোমাদের কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল—তোমরা হচ্ছ আমার পরম বন্ধু, তোমাদের কাছে না বল্‌ব তো কার কাছে বল্‌ব বল। তোমরা তো আমার দাদামশায়ের কথা অনেক শুনেছ—তিনি কি রকম কঞ্জুষ লোক তা তো তোমরা জানই।

দলপতি। তা আর জানিনে—সে কে না জানে!

কুঞ্জ। তাঁর কাছ থেকে টাকা বের করা বড়ই মুস্কিল—তবে একটা ফন্দি আমার মনে হয়েছে, তোমরা যদি আমাকে সাহায্য কর, তা হ'লে হ'তে পারে

সকলে। অবশ্য, অবশ্য, আমরা খুব সাহায্য করব।

কুঞ্জ। কথাটা হচ্ছে এই—আমার দাদামশায়ের বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে—তিনি আবার চতুর্থ সংসার করতে চান্। তোমাদের মধ্যে একজন যদি কনে—একজন কনের বাপ, আর, একজন ঘটক সাজ্‌তে পার, তা হ'লে আমাদের কাজ অনায়াসে উদ্ধার হ'তে পারে।

দলপতি। আর বল্‌তে হবে না—বেশ হবে।

সকলে। এ আমরা খুব পারব।

দলপতি। ওহে, তোমাকে কনে সাজ্‌তে হবে, তোমার গলাটা মিহি আছে—আর, গজেন্দ্র-গমনে চলাটাও তোমার খুব রফ্‌ত আছে।

একজন। আমি মেয়ে সাজ্‌তে বেশ পারব—বুড়োকে যদি ভোগা না দিতে পারি তো কি বলেছি। লজ্জার ভান ক'রে, ঘোমটা দিয়ে মুখ এমন ঢেকে থাক্‌ব যে, শিবের বাবাও টের পাবে না।

দলপতি।—আর, ওগো, হাতীর পিছনের পা, তুমি বাপ সেজো—আর আমি ঘটক সাজ্‌ব। বুঝলে?

সকলে। তা আমরা বেশ পার্‌ব।

কুঞ্জ। আচ্ছা, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো। রামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একেবারে সমস্ত পাকাপাকি ক'রে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভজহরির বৈঠকখানা।

ভজহরি আসীন।

(রামের প্রবেশ)

রাম। এজ্ঞে, সব ঠিক্ করেছি।

ভজ। এর মধ্যেই ঠিক্ করেছ? আ! বেঁচে থাক বাপু। কবে নিয়ে আস্‌বে বল দিকি? আমার তো আর ঘটা করবার দরকার নেই—যে দিনই আন্‌বে, সেই দিনই নম-নম করে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলা যাবে। বুড় বয়সে বিয়ে, এতে তো আর ধুমধাম নেই।

রাম। এজ্ঞে, সব তৈরি। বাইরে কনে, কনের বাপ, ঘটক, পুরুত, সব হাজির। হুকুম দিলেই নিয়ে আসি।

ভজ। সত্যি না কি? কি আশ্চর্য্য! আমার যে দুই হাত তুলে নাচ্তে ইচ্ছে কচ্ছে—অ্যাঁ!—না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! তোমাকে বাপু মন খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। ওঁদের তবে নিয়ে এসো—"শুভস্য শীঘ্রং"—বুঝ্লে কি না?

(সকলের প্রবেশ)

ঘটক। নমস্কার মশায়—ইনি কনের বাপ—আপনার বেহাই—ওঁ বিষ্ণু—আপনার শ্বশুর—আর এই কনে। কনেটি বড়ই সুশীলা ও সুলক্ষণা আর এমন লজ্জাশীলা যে কি বলব—বাপের বাড়ীতেও দেখেছি, রাতদিন ঘোম্টা দিয়ে থাকে—কারও পানে মাথা তুলে চায় না।

বাপ। অত কথায় কাজ কি, আমি ওর যে বাপ, আমার কাছেই মুখ দেখায় না, তো অন্যপরে কা কথা। লোকে বলে ভারি সুন্দরী, এই পর্য্যন্ত আমি কানে শুনেছি।

ভজ। সুন্দরী-টুন্দরী কোন কাজের কথা না—আসল কথা হচ্ছে, লজ্জা। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার। সে তো ভালই। মুখ নাই দেখ্লুম। পায়ের গড়ন দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ঘটক। তবে মশায়, বল্তে কি, একটি দোষ আছে।

ভজ। দোষ আছে না কি?

ঘটক। সব কথা বলা ভাল, শেষে আবার আমাকে দুষবেন—দোষের মধ্যে মেয়েটির হাত বড় কষা!

ভজ। হাত কষা? সত্যি নাকি?—তাই তো আমি চাই—তবে তো ঠিকই হয়েছে—এ আবার দোষ কি, এ তো মহৎ গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

কনে। (বাপের কানে কানে ফিস্ফিস্)

বাপ। দূর বেটি!—সেও কখন হয়?

ভজ। উনি বলছেন কি?—

বাপ। ঘটক মশায় যা বলেছেন, তা ঠিক্—ঐ দোষটি না থাক্লে বড়ই ভাল হত—অভাগার বেটি বলে কি শুন্বেন—আপনার প্রদীপে দুটো সল্তে পুড়ছে—তার দরকারটা কি—একটা সল্তেতেই তো যথেষ্ট আলো হয়।

ভজ। সত্যি না কি?—দুটো সল্তে পুড়ছে না কি? (লাফাইয়া উঠিয়া) এ রামের কীর্ত্তি—রাম—রাম—বেটাকে খরচ কমাতে এত বলি, তা কিছুতেই শুনবে না—এইবার বাছাধন, শক্ত হাতে পড়বে। (বাপকে) বাপু, তোমার কন্যেটি একটি অমূল্য রত্ন—আমার ভাগ্যে এমনটি জুটবে, তা আমি জানতুম না।

বাপ। মশায়, বলব কি, আমার তামাকটুকু পর্য্যন্ত মেপে দেয়—আমি যেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, অম্নি প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়।

ভজ। সত্যি না কি?—কি আশ্চর্য্য! আমি যা চাই, আমার ভাগ্যে দেখছি তাই ঘটেছে। মশায়, আর না—চলুন দালানে যাওয়া যাক্—শুভস্য শীঘ্রং। কি জানি যদি আবার—

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ। আমি রসুনচৌকি ডেকে এনেছি। দাদামশায়, একটু ঘটা করতে হবে।

ভজ। এই দেখ পাগলামি!—আবার রসুনচৌকি ডাক্তে কে বল্লে?—তোমার যত অনাসিষ্টি—রসুনচৌকি দূর ক'রে দেও—ওদের আমি এক পয়সাও দেব না।

কুঞ্জ। দাদা মশাই, তোমায় পয়সা দিতে হবে না—আমার থিয়েটারের দলের লোক—ওরাই বিনি-পয়সায় বাজাবে।

ভজ। তাই বল—তা শুভকার্য্যে একটু বাজনা-বাদ্যি হ'লে কিছু ক্ষতি নাই। দেখ, ভাল ভাল রাগ বাজাতে বল—এখন রাত্তির—এখন ভৈরবী বাজাতে বল—যখনকার যে রাগ—কি বলেন মশায়?

কুঞ্জ। দাদামশায়, আপনার কিসে রাগ, কিসে বিরাগ হয়, আমি তো কিছু বুঝতে পারি নে।

ভজ। ভায়া, তুমি চটেছ না কি?—আমি বুড় মানুষ, কখন্ কি বলি, ওসব কিছু মনে ক'রো না—এখন চল, দালানে চল। না না, তোমরা এগোও, আমি আস্ছি। কুঞ্জ ভায়া, তুমি একটু থাক; রামের সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ও রাম, ও রাম! ও রামচন্দ্র!

[থিয়েটারের দলবলের প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ)

রাম। এজ্ঞে।

ভজ। দেখ রাম, দেরী ক'রো না, এখনি সব উদ্যুগ ক'রে ফেল। শুভস্য শীঘ্রং—বুঝ্‌লে কি না?

রাম। উদ্যুগ সব হয়েছে; এখন একটু রোস্‌নাই করা দরকার, কিছু পয়সা দেন, বাজার থেকে পিদিম্ কিনে আনি।

ভজ। এই দেখ, আবার পয়সা, পয়সা নৈলে কি তোমার চলে না? কেবলই পয়সা—পয়সা—পয়সা! পয়সা বৈ তোমার আর কোন কথা নেই। ভাল জ্বালা!

রাম। পয়সা নৈলে পিদিম্ কোথ্থেকে আস্‌বে, মশাই!

ভজ। পিদিমের ভাবনা কি? বছর দুই আগে দেওয়ালীর সময় যে পিদিম্ জ্বালা হয়েছিল, সেগুলো ঝাঁটিয়ে ফেল নি ত? সেগুলো আছে ত?

রাম। সে তেল-ঝুল্‌-মাখা ভাঙা-চোরা পিদিম্ কি আর আছে!

ভজ। আছে—আছে—আছে। দেখ গে যাও গুদম ঘরের দক্ষিণ কোণায় একটা ঝুড়ির মধ্যে আছে—আমি তাংড়ে রেখেছিলুম; দেখ গে যাও। দেখ রাম, দু-চারটে পিদিম্ নিও—তার বেশি না। বেশি তেল পুড়িও না।

[রামের প্রস্থান।

(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে রামের পুনঃ প্রবেশ)

ভজ। আবার কি?

রাম। এজ্ঞে, একটা টোপর চাই—তার জন্যও যে কিছু টাকার দরকার।

ভজ। পয়সা ছেড়ে এখন আবার টাকা! কি জ্বালা! যাও, আমার টোপর-ফোপরের দরকার নাই—যাও, সে সব পরে হবে। জ্বালাতন করলে আমাকে!

[রামের প্রস্থান।

কুঞ্জ। দাদামশায়! সে কি কথা, টোপর যে এখনি চাই, তা নৈলে বিয়ের যে দেরি প'ড়ে যাবে। রীত্‌ রক্ষা করা ত চাই। তা না করলে কন্যাপক্ষরাও বেঁকে দাঁড়াতে পারে।

ভজ। অ্যাঁ, তারা বেঁকে দাঁড়াবে? তুমি ভায়া, তবে যা ভাল বোঝ, তাই কর। একটা টোপর ধার-ধোর ক'রে আন্‌লে চল্‌ত না কি, ভায়া? মিছি-মিছি পয়সা নষ্ট করা কেন? আর কতক্ষণেরই বা মামলা।

কুঞ্জ। দাদামশায়, আচ্ছা, তাই হবে। তোমার পয়সা লাগবে না। একটা ফুলের টোপর, আমার থিয়েটারের লোকেরাই তৈরী ক'রে দেবে।

ভজ। ফুলের টোপর? তাতে রাংতা, জরি-টরি নেই, কেবল ফুলের সাজ! সে তোফা হবে! বরের একটা টোপর চাই বৈ কি, টোপর নৈলে কি বিয়ে হয়?

কুঞ্জ। তাতে আবার ইংরিজীতে Fool's cap অর্থাৎ ফুলের টোপর লেখা থাক্‌বে। তা হ'লে বুঝ্‌তে আর কারও বাকী থাক্‌বে না।

ভজ। তা বেশ ত—তা বেশ ত। বেঁচে থাক, ভায়া, তোমার অনেক রকম ফন্দি আসে, দেখ্‌ছি। এখন চল, শুভস্য শীঘ্রং।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বৈঠকখানা।

(হাসিতে হাসিতে থিয়েটারের দলবলের দু-চার জনের প্রবেশ)

১। আজ ভাই, খুব রগড় হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

২। বুড়োটা আজ খুব নাকাল হবে। হিঃ হিঃ হিঃ!

৩। কুঞ্জবাবু যন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে এইখানে আমাদের বস্‌তে বলেছেন। আজ আমাদের বিয়ের বাজন্দার হ'তে হবে। ভারি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ!

দলপতি। আর যন্ত্র-টন্ত্রও ত আমাদের ঠিক আছে। দেখ, তোমার বাঁশী, তোমার বেহালা, আর তোমার হারমনিয়ম আর আমি ঢোলের তালে বাঁয়া বাজাব।

সকলে। তা বেশ হবে, বেশ হবে। আমরা এক রকম চালিয়ে দেবো। আর দাদা ত আমাদের

তালের ওস্তাদ। উনি দমাদ্দম বাঁয়া পিটিয়ে দেবেন।

১। ওস্তাদ ব'লে ওস্তাদ, উনি একটা তালের বিষয়ে বই লিখেছেন, জান?

সকলে। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি? দাদার পেটে এত বিদ্যে আছে, তা ত জানতুম না।

১। দাদা তালে সিদ্ধহস্ত, তা কি দাদার টেবিল বাজানতেই মালুম হয় নি?

২। তা আর জানি নে? দাদা যেমন তালে সিদ্ধ, তেমনি 'বেতালেও সিদ্ধ, দাদা তালবেতাল সিদ্ধ। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

সকলে। (উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! তাল-বেতাল-সিদ্ধই বটে! হাঃ হাঃ হাঃ!

২। দাদার মুখে তাল, আর হাতে বেতাল। হাঃ হাঃ হাঃ!

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য)

দলপতি। দেখ্, এ তোদের প্যাঁ-পোঁ নয় রে, এ তোদের প্যাঁ-পোঁ নয়। এ তাল—এ বড় শক্ত জিনিস!

২। শক্ত নয়? দাদার হাতের তাল, ভাদ্র মাসের তাল বল্‌লেই হয়।

৩। আর দাদার চাঁটিতে তব্‌লাটা একেবারে ত্রাহি মা ত্রাহি মা ডাক ছাড়ে।

সকলে। (হাস্য)

দলপতি। আমার তাল নিয়ে ঠাট্টা? জানিস্, আমি

তালে বসি, তালে উঠি
তালে খাই ডাল-রুটি?

একজন। (অন্য একজনকে) ওহে তুমি আমাদের সুরের তরফ থেকে একটা পাল্টাই জবাব দিয়ে দেও না।

আর একজন। জবাব দেব? আমরাও দাদা;—

সুরে হাঁচি, সুরে কাসি,
সুরে নাক-ডাকাই বাঁশী।

(সকলের উচ্চহাস্য)

একজন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—নিধুবাবু নৈলে এমন জবাব দেয় কে? "সুরে হাঁচি, সুরে কাসি, সুরে নাক ডাকাই বাঁশী।" হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

দলপতি। তোরা এখন ঠাট্টা করছিস্! যখন বইটা বেরুবে, তখন দেখিস্, চারিদিকে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। তোরা মুখ্যু, তোরা তালের বুঝিস্ কি?

১। আচ্ছা দাদা, বইটার কি নাম দিয়েছ বল দেখি?

দলপতি। নাম শুন্‌লে তোরা একেবারে আঁৎকে উঠ্‌বি। সে নাম তোদের মুখেই আস্‌বে না। নামটা হচ্ছে "বোল্-তাল-তরঙ্গভঙ্গ-মৃদঙ্গ-কল-কল্লোলিনী"।

সকলে। (হাস্য)

১। ওই নামের ভিতরেই একহাত মৃদঙ্গ বাজিয়ে দিয়েছ যে, দাদা! বলি হারি যাই (হাস্য) না, দাদা, ও আমাদের মুখে আস্‌বে না সত্যি। এ যেন ট্রেনের গাড়ী চল্‌ছে। (হাস্য)

২। কথাগুলো কি, দাদা, "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ?"

৩। নামটা কি, দাদা, "কালিন্দী-জল-কল্লোল কোলা-হল-কুতূহলী?

দলপতি। দূর মুখ্যু। তোদের কাছে বলাও যা, উলুবনে মুক্ত ছড়ানও তা। তোরা নাম শুনেই আঁৎকে উঠেছিস্, আবার যখন আমার তালের বোল্ শুনবি, তখন তোদের আক্কেল গুড়ুম হবে।

সকলে। বল না দাদা, বল না। আমরা শুনব। রাগ ক'রো না, দাদা, আমরা তামাসা করছিলুম। বাস্তবিকই দাদা আমাদের তালের ওস্তাদ, গোলাম রকুস-টক্‌স কোথায় লাগে!

দলপতি। শুন্‌বি? আচ্ছা; দেখ—এই বোলগুলো লিখে রাখ, পরে তোদের কাজে লাগ্‌বে। আমি এক-একটা বোল্ বোল্‌ব, আর তোরা পড়োর মত আওড়াবি, বুঝলি?

সকলে। বেশ—বেশ, আমরা তাই করব। (হাস্য)

দলপতি। (পকেট হইতে চোঁতা বাহির করিয়া) তবলার বোল কাওয়ালী, শোন্ তবে—ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধা তিন্ তিন্ তা। না ধিন্ ধিন্ ধা॥ কথার বোল—রাত দিন্ দিন্ রাত। থাকেন চিৎপাত। আফিম মৌতাৎ—আফিম মৌতাৎ॥

সকলে। (সমবেত স্বরে রাত্ দিন্ দিন্ রাত্ ইত্যাদি) হাঃ হাঃ হাঃ! ও বলাই ভায়া, আফিম্ খাবার সময় এই বোলটা যেন মনে থাকে।

দলপতি। ঝাঁপতাল—

ধাগে ধাগে তিন নাকে ধাগে ধিন্॥

কথার বোল—॥ তাকে ধরিতে নাকে দড়ি দে॥

সকলে। [সমবেত স্বরে] তাকে ধরিতে নাকে দড়ি দে। [হাস্য]

দলপতি। সুর ফাঁকতাল—

॥ ধা ঘেনে নাগ দিগ। ঘেনে নাগ।
গদ্দী ঘেনে নাগ ॥

কথার বোল—

॥ তো সবে ধিক্ ধিক্। শতধিক্।
খাইবি রে কত ধিক্ ॥

সকলে। [সমবেত স্বরে "তো সবে ধিক্ ধিক্ ইত্যাদি হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ! ও নিতাই ভায়া, আফিস যাবার সময় এই বোল্‌টা যেন মনে থাকে। হাঃ হাঃ হাঃ!

নেপথ্যে। [শঙ্খধ্বনি—হুলুধ্বনি]

সকলে। ওই শাঁখ বেজেছে—শাঁখ বেজেছে, এইবার সুরু ক'রে দাও। (কনসার্ট বাদন)

নেপথ্যে। ও কুঞ্জ! খুব জোরে বাজাতে বল্। এই সময়ের রাগ—ভৈরবী—ভৈরবী।

[সকলে জোরে বাদন]

নেপথ্যে। [পুনঃ হুলুধ্বনি]

সকলে। আয় ভাই, এইবার বুড়োটার মজা দেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাসর-ঘর

ক'নের সহিত Fools Cap পরিহিত ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। [স্বগত] বিয়েটা তো খুব নম নম ক'রে সেরে ফেলা গেল। যা হোক্, এবার গিন্নীটি আমার বেশ মনের মত হয়েছে। (নিজের পিঠ গা চাপড়াইয়া) আঃ! কি মশা!

ক'নে। এই একটা! [ভজহরির পিঠে চাপড়]—এই একটা!—[মারিয়া] উঃ!

ভজ। [মুখ শিট্‌কাইয়া] হয়েছে হয়েছে—তুমি অত কষ্ট ক'রো না। [স্বগত] হাতটি যে বিলক্ষণ কষা, তা এক-এক চাপড়েই মালুম হচ্চে। আঃ ভাল জ্বালা!—রাম ধুনো দেবার জন্য রোজ আমাকে বলে—তা পয়সা বের্ করা চেয়ে মশার কামড় ভাল। যা হোক্—মশারাই আজ আমার বাসর-ঘরের আসর জমিয়েছে—ঠাট্টার সম্পর্কের মধ্যে এরাই তো এক দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] বলি, ও গিন্নি!—বাসর-ঘরটা বড় নেড়া-নেড়া ঠেক্‌চে যে—আমার কি কোন শালী নেই?

ক'নে। শালীদের চাই—এই আমি ডেকে আন্‌ছি।

[খুব মল ঝম্‌ঝম্ করিয়া ভঙ্গী সহকারে প্রস্থান।

ভজ। এর আগে আমার তিন তিনটে গিন্নী হয়ে গেছে—কিন্তু এ রকম চল্‌বার ঠমক্ তো আগে কখন দেখিনি। চরণ দুটি দেখচি ঝাড়া আঠারো ইঞ্চি—চল্‌চে না তো, যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। এতেই বোধ হচ্চে, খুব জবরদস্ত গিন্নী হবে। রাম এইবার জব্দ! বাছাধন এর কাছে টুঁ শব্দ কর্‌তে পার্‌বে না। শালীদের হাতও এই রকম কষা নাকি? কথাটা তুলে বড় ভাল কর্‌লুম না। [বাক্সের নিকটে গিয়ে বাক্স খুলিয়া টাকাগুলি নিরীক্ষণ] বাঃ, দেখে চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

(স্ত্রীলোকের বেশে দুই তিন জনের ও ক'নের প্রবেশ)

ভজ। [শশব্যস্তে বাক্স লুকাইয়া আহা আহা, এইবার যেন চাঁদের হাট বস্‌ল!

শালীগণ। ও বাক্সটাতে কি? আমাদের দেখে লুকচ্চ কেন?

ভজ। বোসো বোসো—ও কিছু না—ওতে আমার আফিম্ থাকে, আর কিছু না—তা তোমাদের বল্‌তে কি—আমি একটু আফিম্ খেয়ে থাকি। বোসো বোসো। বসিয়া] কি মশা!—

শালীগণ। এই আমরা মশা মার্‌চি—আমরা থাক্‌তে তোমাকে মশায় খাবে? [সকলে মিলিয়া ভজহরিকে চপেটাঘাত —উঁ—এই একটা!—এই একটা!—

ভজ। [প্রতি চাপড়ে মুখ শিট্‌কাইয়া] হয়েছে—হয়েছে—[স্বগত] মশা যে ছিল ভাল—এ কি বিপদ্—[প্রকাশ্যে] না, আর মশা একটাও নেই। তোমরা এখন দুই-একটি গান গাও দেখি—বেশ ভাল গান।

একজন। গান ভালবাস? আচ্ছা গাচ্চি।

গান।

খাম্বাজ—আড়-খেম্‌টা।

"টুক্‌টুকে তোর পা দুখানি
আল্‌তা পরাই আয়।
চটক্ দেখে অবাক্ হয়ে
সে লো থাক্‌বে চেয়ে ঠায়।
আগে চাই যতন পায়ে
সোনা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধর্‌লে মনে
মুখের পানে চায়।"

ভজ। সত্যিকথা বল্‌তে কি, ও চটক-ফটকের গান আমার ভাল লাগে না। আর একটা কোন ভাল গান গাও। যাতে বেশ রস পাওয়া যায়, এমন একটি গান গাও দেখি।

শালী। আচ্ছা, গাচ্চি।

ভজ। তোমরা একটু থাম, মাঝ থেকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নি; [কনের প্রতি] বলি ও গিন্নি, তুমি যখন পিত্রালয়ে থাক্‌তে, তখন আলুর ভাওটা কি রকম ছিল গা?

কনে। এক আনা সের।

ভজ। এক আনা সের?—রামটা কি চোর!—বল্‌ব কি, আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা ক'রে নেয়—রাম—রাম!—ও রাম—বেটা কি আর এদিকে আস্‌বে!—ভাগ্যি তুমি আমার ঘরে এসেছ। সে থাক্—এইবার তোমরা আর একটা গান গাও দেখি।

শালী।—

গান।

বাঙ্গালা ললিত—আড়াঠেকা।

বল বল প্রিয়ে বল, আলুর আজ ভাও কি?
কত হ'ল সের আজি পটলের বল দেখি।
কবে চা'ল সস্তা হবে, বস্তা-বস্তা বিকাইবে,
গমের দর্‌টা সুগম হবে, ধস্তা-ধস্তি যাবে সখি।
মাগ্‌গি হয়েছে বেগুণ, একেবারে আগুন,
তাতে আবার থাঁক্‌তি নুণ, কিসে বল প্রাণ রাখি।
কচুপোড়া খেয়ে খেয়ে, দেহটা যাচ্চে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
এখন শুধু চিঁড়ে-খইয়ে যা' কিছু ভরসা, সখি।

ভজ। [প্রফুল্ল হইয়া] এতক্ষণে গানে একটু রস পাওয়া গেল। বাঃ! বাঃ! বেড়ে হচ্চে—বেড়ে হচ্চে! থাম্‌লে কেন? আর একটা হোক্ না।

শালী। আমি এতগুলো গাইলাম—এইবার তুমি একটা গাও।

ভজ। আমার ভাই গানটান আসে না। তুমিই আর একটা গাও।

শালী। আচ্ছা, আমি গাচ্চি—কিন্তু তোমায় তা হ'লে নাচ্‌তে হবে।

ভজ। সে পরে দেখা যাবে, এখন তো তুমি একটা গাও।

শালী।—

গান।

সোহিনী-বাহার—আড়্-খেমটা।

বাক্স-ভরা লাক্‌শো টাকা দেখ্‌তে কি বাহার।
দেখে দেখে সাধ মেটে না, চোখ ফেরানো ভার॥
চাঁদ-পারা মুখখানি, বশ তাহে রাজা রাণী,
কিবা ঋষি, কিবা মুনি, মন টলে না কার?
কি নূপুর-শিঞ্জিনী, হার মানে রাগ-রাগিণী,
অঙ্গে কি মধুর ধ্বনি বাজে গো তাহার॥

ভজ। বাহবা! বাহবা! কি চমৎকার গান—এমন ভাল যে, আমার নাচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে। [উঠিয়া নৃত্য ও কতকটা গানে যোগ দেবার চেষ্টা]

সকলে। [সকলে হাস্য] হি হি হি হি—বেশ বেশ! এইবার আমরা তবে চল্লুম—তোমরা শোও। রাত হয়েছে।

[প্রস্থান।

ভজ। হ্যা, এইবার তবে শুই, অনেক আমোদ-আহ্লাদ হ'ল। [স্বগত] এখনি শোব? গিন্নীর সঙ্গে দুই-একটা খোসগল্প কর্‌ব না? না, দুই-একটা ভাল কথাবার্ত্তা ক'ওয়া যাক্। [প্রকাশ্যে] বলি, ও গিন্নি, গাম্‌চা আজকাল কত ক'রে বিকোচ্চে গা? আমার একখানি গামছা চাই। এ গাম্‌চাখানা একেবারে কুটিকুটি হয়ে গেছে।

কনে। ছেঁড়া গাম্‌ছাগুল ফেলে দেও না তো? পুরোনো গাম্‌ছাগুল আমার কাছে দিও, আমি ধুতি ক'রে দেব।

ভজ। [মহাখুসী হইয়া] সত্যি না কি? ধুতি ক'রে দেবে? সে কি রকম?

কনে। আমি শেলাই ক'রে জুড়ে ধুতি ক'রে দেব—বেশ হবে। তা জান না?—

গাম্‌চাকে গাম্‌চা
গাম্‌চা দুগুণে কাছা
দুই কাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।

ভজ। কি বল্‌ব যাদু, তুমি একটি রত্নবিশেষ। এই বয়সে কত গিন্নীই দেখ্‌লুম, কিন্তু তোমার মত গিন্নী আমি তো চক্ষে দেখিনি। আশ্চর্য্য!—আমরা ছেলেবেলায় কড়াঙ্কে-ঘোট্‌কে গুরুমহাশয়ের কাছে শিখেছিলুম, কিন্তু গাম্‌চাকে তো কখন শুনি নি। আজকাল মেয়েদের লেখা-পড়ার চর্চ্চাটা খুব হচ্চে দেখ্‌চি। এই রকম লেখা-পড়া মেয়েরা শিখ্‌লে খুব কাজে দেখে। [প্রকাশ্যে] তা, আমি কাল তোমাকে আমার ছেঁড়া গামছাগুল দেব, তুমি ধুতি ক'রে দিও, বুঝ্‌লে?—

কনে। তা দেব। তুমি এখন শোও—অনেক রাত হয়ে গেছে—আমি তোমার পাকা চুল তুলে দি।

ভজ। এ রকম খোসগল্প হ'লে রাতকে রাতই মনে হয় না। এইবার তবে শুই! [শয়ন, ও তাহার গায়ে মাথায় হস্ত বুলাইয়া দেওয়া] তোমার হাতটি কি কোমল! এখনি আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্চে। ঐ বাক্সর চাবিটা রৈল—একটু নজর রেখো। [নাক ডাকাইয়া নিদ্রা]

কনে। [স্বগত] এইবার বেশ অবসর হয়েছে। [আস্তে আস্তে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া টাকার থলি গ্রহণ]

[প্রস্থান।

ভজ। [জাগিয়া] কোথায়?—গিন্নী কোথায়?—বাক্সর চাবিটা ঠিক্ আছে তো? চাবিটা কৈ? অ্যাঁ—আমার বাক্সর চাবি? [লাফাইয়া উঠিয়া] অ্যাঁ এ কি!—বাক্স যে খোলা—অ্যাঁ—এ কি? একেবারে যে খালি!—অ্যাঁ! গিন্নি—গিন্নি—রাম—রাম—সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—এ যে হিতে বিপরীত হল!—পুলিস্‌ম্যান—চৌকিদার রাম—রাম—গিন্নি!

[প্রস্থান।

(হাসিতে হাসিতে ও গাহিতে গাহিতে কনে, কনের বাপ ও ঘটকের প্রবেশ)

গান।

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনে।—দাড়ি ফেলে, সাড়ী পরে, সাজ্‌নু গো কনে!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

ঘটক।

ভাগ্যি তোর ঐ গোঁপ ঝাঁটা
ছিল একেবারে ছাঁটা,
নৈলে কি বিষম ল্যাঠা
ভেবে দেখ মনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনে।

মুখ ঢাকিয়ে বিধিমতে
পা দেখিয়ে কন্নু ফতে,
মল ঝম্‌ঝম্ আল্‌তা তাতে
পন্নু যতনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

ঘটক।—

আমি ঘটক দেখিয়ে চটক্,
ফলিয়েছিনু কথার নাটক,
নৈলে সে কি হ'ত আটক
রূপের ফাঁদনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনের বাপ।—

আমি কেমন কনের বাপ
সেজেছিনু বল সাফ্,
এখন তবে ছেড়ে হাঁপ
চল্ রে ভবনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে

(হুঁকা-হাতে রামের প্রবেশ)

রাম।—

ছমাস বাকি মোর মাহিনে
আদায় হ'ল এতদিনে
অম্বুরী তাই আন্‌লু কিনে
বাবুরা টানো সযনে।

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ ।—

চল এইবার 'পেলিটি'
খাই গে ক'সে কেক্ কটি
কারি কট্‌লেট অযস্‌টার প্যাটি
আমরা কযজনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

যবনিকা পতন



পুনর্ব্বসন্ত

অদ্ভুতরসমিশ্র গীতিনাট্য

ভারত সঙ্গীতসমাজে অভিনয়ার্থ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পাত্রগণ

পুরুষ

ইন্দ্র, চন্দ্র, মদন, বসন্ত, নারদ, বনদেবতাগণ

শচী, রতি, যামিনী, রোহিণী, তারা, ঊষা, সখীগণ

মঙ্গলাচরণ

বাণী বীণাপাণি, গীতি-কুঞ্জরাণি !
এসো মা গো, হৃদে জাগো,
দিবস-যামিনী ।
পঙ্কজ-বাসিনী মঞ্জুল-ভাষিণি ।
হৃদয়-কমলোপরি রাখ রাঙ্গা পা দুখানি ॥

পুনর্ব্বসন্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দনকাননের সন্নিকট

(নারদের প্রবেশ)

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বামন ॥
জয় জগন্নাথ কংসনিপাতন।
জয় মধুসূদন গদা-ধারণ ॥
জয় গোবিন্দ কৃষ্ণ রমেশ।
জয় গোপাল জয় হৃষীকেশ ॥
জয় মুকুন্দ জয় যজ্ঞেশ।
জয় বাসুদেব যশোদানন্দন ॥

বাসব নৃত্যগীত-আমোদেই দিবানিশি মগ্ন—বিধাতা তাঁর প্রতি যে গুরুতর কার্য্যভার দিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁর বিলক্ষণ শৈথিল্য ও অবহেলা দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে বৃষ্টির অভাবে ঘোরতর হাহাকার উঠেছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে কোটি কোটি লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হচ্ছে—আবার স্থানে স্থানে এই সময় ভীষণ মহামারী উপস্থিত—তবু বাসবের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নিজসুখেই উন্মত্ত। তাঁর এই সুখে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত দেওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মা তাই আমার প্রতি এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। সেদিন দেবরাজের সভায় উর্ব্বশী নৃত্য করছেন, হঠাৎ তাঁর অঙ্গ হতে একটি রত্ন স্খলিত হয়ে পড়ল। দেবরাজ যে সময়ে উর্ব্বশীর পদতলে অবনত হয়ে রত্নটি অনুসন্ধান করছিলেন, সেই সময়ে আমি শচী দেবীকে ডেকে এনে, কোন কথা না ব'লে কেবল ঐ দৃশ্যটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেম। তিনি দেখ্বামাত্রই মুখ ভার ক'রে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সেই অবধিই তিনি দুর্জ্জয় অভিমানভরে ব'সে আছেন। আর দেবরাজ হা-হুতাশ ক'রে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছেন। মদন বসন্তও এই শোচনীয় ব্যাপার দেখে নন্দন-কানন ত্যাগ ক'রে আর কোথায় গিয়ে কুসুম-সুরাপানে মত্ত হয়ে আছেন। নন্দন-কাননের তো এই অবস্থা! এখন এই অবস্থা কিয়ৎ-কাল স্থায়ী হলে বাসব বিলাসলীলায় বিরক্ত হয়ে আবার স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে মন দিলেও দিতে পারেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

(ইন্দ্র আসীন)

ইন্দ্র। বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে না কি অন্ধকার।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। এ কি! একান্তে ব'সে কি ভাবছ? সখা কেমন আছ বল দেখি?

ইন্দ্র। ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ সুধাইছ বারেবার।

চন্দ্র। ব্যাপারখানা কি? আজ নন্দনকাননে এসে দেখি, বেণু, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, সমস্তই নীরব। আমি কোথায় তোমার সঙ্গে দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করব মনে করেছিলেম, না এ কি বিপরীত ভাব।

ইন্দ্র। ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার, বীণা কি বাজিবে আর,
হাসিটি চলিয়া গেছে, রেখে গেছে হাহাকার।

চন্দ্র। আচ্ছা সখা, আমি তবে এখন চল্লেম। তোমার ভাবেই তুমি এখন মগ্ন থাক।

[চন্দ্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। এ কি! চন্দ্র চ'লে গেলেন নাকি! (উঠিয়া) চন্দ্র—চন্দ্র—কোথায় গেলে সখা? তাই ত, তাঁকে অভ্যর্থনা করা হ'ল না—কাজটা ত ভাল হ'ল না। এখন কি করি?—মান-অভিমানের লীলাখেলা আর তো ভাল লাগে না। দেখি, যদি রাজকার্য্যে

মন দিতে পারি। শুনছি নাকি বৃষ্টির অভাবে পৃথিবীতে বড়ই হাহাকার উঠেছে। না, আর একবার শচীদেবীর নিকটে গিয়ে সাধ্যসাধনা ক'রে দেখি যদি কিছু ফল হয়।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(রতিদেবীর প্রবেশ)

রতি। বনদেবগণ! তোমরা সব কোথায়?

(বনদেবগণের প্রবেশ)

রতি। তোমরা মদন বসন্তকে কি এখানে দেখেছ? আমি তাঁদের কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে। তোমরা কি জান তাঁরা কোথায় আছেন?

বনদেবপতি। না দেবি, আমরা জানি না। আমরাও তাঁর জন্য হাহাকার করছি। দেখুন না, তাঁরা চ'লে যাওয়াতে এই কাননের দশা কি হয়েছে। তরুলতা শাখা পল্লব সমস্তই শুকিয়ে গেছে—ফুল আর ফোটে না—বিহঙ্গেরা নীরব—

রতি। তাই তো—এখন তবে কি হবে? না জানি কোথায় তাঁরা লুকিয়ে ব'সে আছেন—তোমরা তাঁদের ডাক দেখি—আমি ততক্ষণ অন্য স্থানে খুঁজে আসি।

বনদেবপতি। যে আজ্ঞে।

এসো এসো বসন্ত এ কাননে,
আন কুহুতান প্রেমগান,
আন গন্ধমদ-ভরে অলস সমীরণ,
আন নবযৌবন-হিল্লোল নবপ্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা এ কাননে।
এস থরথর-কম্পিত মর্ম্মর-মুখরিত,
নবপল্লব-পুলকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লী-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস এস।
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে,
এস জোৎস্না-বিবশ নিশীথে,
কল-কল্লোল-তটিনী-তীরে
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এস এস।
এস যৌবন-কাতর-হৃদয়ে, এস মিলন-সুখালস-নয়নে,
এস মধুর সরম-মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীন কুসুম-পাশে রচি দাও নবীন-মিলন-বাঁধন।

বনদেবপতি। বোধ হয় আমাদের আহ্বান তাঁরা শুনেছেন—দেখ না, সমস্ত কাননে অকস্মাৎ কেমন একটা ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। এ নিশ্চয়ই তাঁদের আগমনের পূর্ব্বাভাস।

এ কি আকুলতা ভুবনে,
এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির-রস-রাশি
আজি শূন্যতলে চলে ভাসি।
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি,
ফুলগন্ধ লুটে গগনে।
এ কি প্রাণ-ভরা অনুরাগে
আজি বিশ্ব জগতজন জাগে।
আজি নিখিল নীল গগনে
সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বন-রাজি
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি।
হের পূর্ণ বিকাশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে।

(বসন্ত ও মদনের আবির্ভাব)

মদন। সখা, এ সময়ে ডাকাডাকি ক'রে আমাদের সুখ-নিদ্রা কে ভঙ্গ করলে?

বসন্ত। বাস্তবিক সখা, আমরা কুসুম-সুরা পান ক'রে কেমন সুখ-স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম! ও! এই যে! বনদেবতারা এইখানে। এঁরাই বুঝি তবে ডাক্‌ছিলেন।

বনদেবগণ। সব গুণী মিলে গাও রে গাও রে সবে
এই বিলাস-অলস সরস বসন্তে
অদূরে বাঁশরী মধুর বাজে
ধরে তান বিহঙ্গ সবে কত ললিত গলিত স্বরে।
দেখ পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে।
ধীরে ধীরে সমীর বিহরে
সব বন মোদিত চূত-মুকুল-বাসে
তরুবর পল্লব মর্ম্মরে হরষে
থল-থল করে শশী সরসে
মলয়ের মধুময় পরশে
মন খুলে গাও রে গাও রে।

বসন্ত। এই যে রতিদেবী এই দিকে আস্‌ছেন।

[বনদেবগণের প্রস্থান।

মদন। তাই তো! তবে দেখছি নন্দনকাননে আমাদের আবার ডাক পড়েছে। নৈলে এখানে রতি আস্‌বেন কেন?

(রতির প্রবেশ)

রতি। (মদনের প্রতি)
ছিলে কোথা বল, কত কি যে হল, রাখ কি সন্ধান?
হায় হায় আহা।
মান-দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ
এখানে কি কর তুমি ফুলশর
তারে গিয়ে কর ত্রাণ।

[রতির প্রস্থান।

মদন। (বসন্তের প্রতি)
চল চল, চল চল, চল তবে মধু-ঋতু,
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।
বসন্ত।—চল চল, চল চল, চল চল ফুল-ধনু
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দনকাননে।
এমন এমন ফুল দিব আনি,
পরখিবে মানিনী হৃদয়ে হানি।
মদন।—মরমে মরমে রমণী অমনি
থাকিবে গো দহিতে।
উভয়ে —চল চল, চল চল, চল তবে দুই জনে
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।

[মদন-বসন্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ।—আজি কোয়েলা কুহু বোলে
গগনে গগনে গীত উথলে
উদিল ফাগুন দিন, চল লো সজনি সব কুঞ্জে
আয় আলি মিলিজুলি
ফুলগুলি তুলি তুলি
দিব ঢালি মদন-চরণতলে।
দেখল ফুটল বিমল শতদল ঢল ঢল
টলমল জল-হিল্লোলে।
বহত সমীর অধীর সর-সর তর-তর
নাচত খেলত ফুলে ফুলে।
আয় তবে সহচরি রুনুঝুনু রুনুঝুনু
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে
নাচই গাও, গাও লো জয় জয় ঋতুপতি
সব সখী মিলে।
তারা।—ভাই যামিনি, শচীদেবীকে এখানেও ত দেখতে পাচ্ছিনি।
যামিনী।—কি জানি ভাই, সে দিন নারদ ঠাকুর এসে তাঁকে কি যে বল্লেন, সেই অবধি তিনি সতত বিষণ্ণ, কেবলি নির্জ্জনে থাক্‌তে ভালবাসেন; বোধ হয়, দেবরাজের উপর অভিমান করেছেন।
রোহিণী।—ঐ যে, দেবী এই দিকেই আস্‌ছেন।

(শচীর প্রবেশ)

সখীগণ। কোথা ছিলি সজনি লো।
মোরা যে তোরি তরে এসেছি কাননে,
এস সখি, কেন হেথা বসি বিজনে
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।
সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী।
শচী।—সেই তো বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত কোথায় সই রে!
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায় হায় রে।
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে ঝরে গেল,
আশা-লতা শুকাল
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়,
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত-কায়
প্রাণ করে হায় হায় হায় রে!
সখীগণ।—
বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গাহিছে কুহু মুহুমুহু,
কাননে ঐ বাঁশী বাজে।

আজ নধুরে মিশাবি মধু পরাণ-বঁধু,
চাঁদের আলো ঐ বিরাজে।
১ সখী।—আয় লো আয় লো, আয় লো সই লো,
কুসুমকুঞ্জে আয় লো আয়।
২ সখী।—ফুটেছে গোলাপ চম্পা, উঠেছে দখিণ বায়।
শচী।—যা যা তোরা যা, আমি ত যাব না সই
আঁধারে একেলা ব'সে রই (সই)।
১ সখী।—ছি ছি সজনি, যায় যায় রজনী
শচী।—যায় যাক্, যায় যাক্,
তোরা মাত প্রমোদে সই
একেলা আঁধারে ব'সে রই।
২ সখী।—ছি ছি আঃ ছি, ওকি কথা রঙ্গিণী বল
সুখ-তরঙ্গে সজনি সঙ্গে রঙ্গে প্রাণ ঢালো।
শচী।—তোরা যা চ'লে, আমি বিরলে
মরমে মরম জ্বালা স'ব
(ও লো সখি) মরমে মরম-জ্বালা স'ব।
৩ সখী।—ওকি কথা সখি, দেখ দেখি,
ফুলে ফুলে বন উঠেছে হাসিয়া
হাসিছে তারা, হাসিছে চন্দ্র,
হাসিছে সারা ধরণী রে।
সখীগণ।—ও কি কথা বল সখি ছি ছি,
ও কথা মনে এনো না
আজি এ সুখের দিনে জগত হাসিছে
হের লো দশ দিশি হরষে ভাসিছে
আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে সহে যে না।
সুখের দিনে সখি কেন এ ভাবনা।

(মদন-বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত।—সখীরা এত বোঝাচ্চে তবু দেখ কিছুই ফল হচ্ছে না। সখা! তুমি এইবার বাণ সন্ধান কর, তা হলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে।
মদন। না সখা, এখনও সময় হয় নি। সদ্যোজাত মান আর একটু থিতিয়ে আসুক। চল, এখন যাই, অবসর বুঝে একটু পরে আসব।
[মদন ও বসন্তের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র।—ম্লান মুখ কেন বল প্রিয়ে বল,
নাহি আর হাসি সবেতে উদাসী, আঁখি ছল ছল।
কি দুখে দুখী তুমি কি অভাব আছে শুনি,
আমি ভেবে মরি, না জানি কি হ'ল।

শচী।—(অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া সখীদের প্রতি)
হা সখি, ও আদরে আরও বাড়ে মনোব্যথা,
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা।
মিছে প্রণয়ের হাসি
বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে
বোলো বোলো স্বজনি লো তারে
আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা।
ইন্দ্র।—এ প্রেমে সন্দেহ কোরো না কোরো না!
ও পাপ-কথা মনে এনো না এনো না:
তব মন সুন্দরি, অতি সরল,
না জানি কে তাহে ঢালিল গরল,
কি করেছি অপরাধ বল লো বল,
নির্দ্দোষে দোষী কভু কোরো না ললনা।
শচী।—আর সখি, ও কথায় ভুলি না ভুলি না,
ও কথা মিছে যেন বলে না বলে না।
নিজ চোখে যাহা দেখেছি ঘটনা,
না করি তা প্রত্যয় কেমনে বল না,
কোন কথা আমি আর শুনিতে চাহি না,
কেন আর মিছে তবে করে গো ছলনা।
[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।
ইন্দ্র।—এ যে দুর্জ্জয় মান, কিসে হয় অবসান।
কি করি, কোথায় যাই, কে বলে সন্ধান।
হেন মম লয় মনে, ত্যজি রাজ্য-সিংহাসনে,
ভ্রমি একা বনে বনে, করি তপোধ্যান।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। (ইন্দ্রের প্রতি) সখা, এখনও বিষণ্ণ—ব্যাপারখানা কি খুলে বল দেখি?
ইন্দ্র। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আর তো সহ্য হয় না—
ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর,
সেই সে কাঁদুনি কি কব সখা?
কথায় কথায় অভিমান তারি সাধ্য কি গো সে মন রাখা।
সারারাত হা-হুতাশ, ফোঁশ্ ফোঁশ বহে শ্বাস,
আমি করি এ পাশ ও পাশ, চোখে নাইকো ঘুমের দেখা।

ঘাট হয়েছে আর না, কেঁদে বাঁচি ছেড়ে দে না,
সুধা ভ্রমে গরলরাশি আর যেন কেউ খায় না।
সাধ ক'রে গলে ফাঁস, চির কারাগারে বাস,
হয়ে পরের ক্রীতদাস পদানত হয়ে থাকা।

চন্দ্র। সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ।
অভিমান-আঁখিজল, নয়ন ছলছল,
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ্।
চোখের জলে হাসির রেখা, যখন তা যায় দেখা,
সে হাসি কি মধুমাখা, কি বলিব হায়।
সাধলে মান দূর হয়, মেঘ-অন্তে চন্দ্রোদয়,
আহা সে কি মধুময়, তাহে ভরে ওঠে বুক্।
দারা সুখের পারাবার, কে বলে সে কারাগার,
সুধার আধার, জুড়াবার স্থান।
গরল ভেবে সুধাবসে, যে না খায় এসে,
পস্তাতে হয় সখা শেষে—
চল গিয়ে তোষো তারে, আর কোরো নাকো চুক্।

[ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

নন্দন-কানন

(সখীগণ সহ শচীর প্রবেশ)

শচীর নিরালায় বিষণ্ণভাবে অবস্থান

(পরে মদনের প্রবেশ)

সখিগণ।
তোমার মদন বন্দি চরণ,সুধাই মোরা সবাই মিলে
আজ কেন হে এমন বেশে হেথায় এসে উদয় হলে।
কাহারে হানিতে শর, হেথায় এসে বিরাজ কর,
কাহার চিতে আগুন দিতে আচম্বিতে হেথায় এলে।

মদন। (শচীর প্রতি)
শুন্‌লেম নাকি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছ সই,
সন্ন্যাসিনী-সাজে আজি হয়েছ লো মদন-জয়ী।
ভাঙব তোমার মান সখি, হান্‌ব ফুলবাণ,
হোক্ না যতই কঠিন পাষাণ প্রাণ—
ফুলের ঘায়ে ভেঙ্গে দেব সই।
ছাড়তে হবে বাকল ধনি, বাঁধতে হবে কেশ,
সাধতে হবে নাথের ধরি পায়,
নহিলে মদন আমি নই।

শচী। যা যা রে অনঙ্গ দূরে দূরে যা,
তোর রঙ্গভঙ্গে অঙ্গ জ্বলিছে, হৃদি-মন চুর চুর হা!

মদন। থাক্ লো থাক্ লো ধনি রাখলো যোগিনী-ভান,
ফুল-শরে দেখব ওরে কোথায় থাকে মানের মান।

(শরাঘাত)

শচী। (অধীরভাবে সখীগণের প্রতি)
সজনি লো বল, একি হোলো হোলো,
এ কি জ্বালা বল এ কি।
পিউ পিউ কুহু থাকিয়া থাকিয়া
কুজিছে যতই কোয়েলা পাপিয়া,
উঠিছে হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কেমনে এ মানে বাঁধিয়া রাখি।
মলয়ের বায় শিহরিছে কায়,
পরাণ আকুল ফুল-শর-ঘায়,
সরমেতে সারা হতেছি লো হায়,
কেমনে এ মুখ দেখাব সখি!

সখীগণ।
কেমন এখন মানের ভরে থাক্‌বি আরও সই,
এত করে কর্‌লি পণ, কোথা গেল তা এখন,
সেই তো সজনি শেষে মদন হল' জয়ী।

(মদন ও বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। (শচীকে দেখিতে পাইয়া মদনের প্রতি)
আ মরি আ মরি হোলো কি হায়,
হা সজনা যায় যে যায়!
কাঁপিছে অধীর কায়, ঘন ঘন শ্বাস বহিছে তায়,
ছি রতিপতি, এই কি কাজ, সজনীরে বুঝি
বধিলে আজ,
তোমারি কুসুম-ঘায়।

মদন। তুমিও তো সখা ফ্যালা না যাও
ফুঁ দিয়ে আগুন দ্বিগুণ জ্বালাও, দুষিছ কেন আমায়।

বসন্ত। কাজ তো হে সখা করেছ সাফ
এখন একটু ছাড়িয়ে হাঁপ
কষ্ট নষ্ট কর ত্বরায়।

(কানন-প্রান্তে উভয়ের উপবেশন)

[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।

মদন। বেশ বেশ বেশ ভাই, মদে তবে মাতি আয়,
মদে তবে মাতি আয়, মদে তবে মাতি আয়
(মদ্যপান)

বসন্ত। ঢাল ঢাল সুধা বকুলের সুধা
কমলের সুধা মিশাও তায়?

মদন। বস্ বস্ বস্, আরও সুধারস
মিশায়ো না সখা ধরি হে পায়।
ঢল ঢল ঢল ঢলিছে শরীর,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢুলিছে আঁখি;
ধর ধর সখা, নিজ দেহ-ভার
বল হে বল হে কেমনে রাখি।
খসিয়ে পড়িছে ফুল-বেশ মোর,
ফুল-ধনু খোসে পড়িল ঐ,
ধর ধর সখা—নাহিক শকতি
আর যে একটি কথাও কই।

বসন্ত। এ কি হ'ল! সখা যে একবারে চৈতন্য-রহিত। মদন! মদন! ওঠো না সখা—কিছুতেই যে ওঠাতে পার্‌ছিনে। রতিদেবী এলে না জানি কি বল্‌বেন। আমিই দেখছি শেষকালে দোষের ভাগী হব। মদন! মদন! মদন! সখা! না, ওঠাতে পারলেম না। এখন কি করা যায়? যাই দেখি, নারদ ঋষি কোথায় আছেন। তাঁর অনেক ফন্দি আছে। দেখি, তিনি যদি জাগাবার কোন উপায় ব'লে দিতে পারেন।

[বসন্তের প্রস্থান।

(হরিনাম গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

নারদ। এখনও বাসবের সম্পূর্ণ চেতনা হয় নি। এখনও তাঁর তেমন কাজের উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছিনে। যতক্ষণ না ঐরাবতকে প্রস্তুত করতে বলেন, ততক্ষণ আর বিশ্বাস নেই! এখনও দুজনের বিচ্ছেদটা একটু জাগিয়ে রাখতে হবে। শুনলেম না কি রতিদেবী মদনকে ডেকেএনে তাঁদের মিলন ঘটাবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করচেন। কিন্তু এখনও সেটা হতে দেওয়া হবে না। এ কি! মদন যে এইখানে সুরাপানে হত-চৈতন্য। তা ভালই হয়েছে।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। মহর্ষে! আপনি এইখানে আছেন? আমি আপনাকে সমস্ত কাননময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নারদ। কেন, প্রয়োজনটা কি?

বসন্ত। মহর্ষে, আমি বড় বিপদেই পড়েছি। আমরা দুই সখায় মিলে এইখানে ব'সে একটু পুষ্পসুরা পান কচ্ছিলেম, তা—

নারদ। যা দেখছি, তা' তো বড় একটু ব'লে বোধ হচ্ছে না।

বসন্ত। মহর্ষে, ওর দশাই ওই, সখা আমার একটুতেই বিহ্বল হয়ে পড়েন।

নারদ। এখন তোমার প্রার্থনাটা কি বল দেখি।

বসন্ত। প্রার্থনা এমন কিছু নয়, কি ক'রে সখার চেতন হয়, তার উপায় যদি একটা ব'লে দিতে পারেন—

নারদ। আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি (স্বগত) একটা বেশ উপায় মনে হয়েছে। বসন্ত মদনের বাণ নিয়ে মদনকেই মারুক না। তা হলে মদন জেগে উঠবে বটে, কিন্তু অন্যের উপর ওর বাণের আর বড় প্রভাব থাকবে না। আর পূর্ব্বেও যদি শচীকে বাণের দ্বারা আহত ক'রে থাকে, তবে তারও ফল কতকটা নষ্ট হবে। (প্রকাশ্যে) আমার কাছে এসো, জাগিয়ে দেবার উপায় একটা স্থির করেছি শোনো।

[কানে কানে বলিয়া নারদের প্রস্থান।

বসন্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—তাই ভাল—আমি মনে করেছিলাম, কি না জানি বল্‌বেন—হাঃ হাঃ হাঃ—নারদ যা বল্লেন, এ তো বেশ সহজ উপায়—আশ্চর্য্য, আমার এ কথা আগে মনে আসে নি। মদন ভায়া বিশ্বের লোককে মজিয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ নিজে বেশ অক্ষত—রতি দেবীকে নিয়েই চির-তুষ্ট—দেখি ওর মন আর কারও পানে আকৃষ্ট হয় কি না—মদন এখন মদ্যপানে বিহ্বল, এইবার ওর বাণ নিয়ে ওকেই মারা যাক—

(শচীর প্রবেশ ও কাননের এক প্রান্তে উপবেশন ও মালা গাঁথন)

বসন্ত। শচীদেবী এই দিকেই আস্‌ছেন। বাণে আহত হ'লে শচীদেবীর প্রতি ওঁর নিশ্চয়ই অনুরাগ জন্মাবে, তা হ'লে রতিদেবী কি করেন, মজাটা দেখা যাবে।
আজ ভাঙ্গব সকল জারি-জুরি মদন হে তোমার,
ফুল-শর—বিষধর—আজ দেখব কতই খরধার।

তুমি তো হে জলে স্থলে,
ঢং ক'রে হে কতই ছলে মজাও সকলে—
তার যতই যাতন, মকর-কেতন,
আজ বুঝবে হে জ্বালাটি তার।
থাক থাক অঘোর হয়ে,
তোমারি পঞ্চবাণ লয়ে, তোমার হৃদয়ে
আজ হান্‌ব এ বাণ, কুসুম-বাণ,
দেখব কেমন পাও হে পার।

(বসন্ত মদনের বাণ অপহরণ করিয়া মদনের প্রতি সন্ধান)

মদন। (বাণে আহত হইয়া শচীর প্রতি)
আজ লো প্রেয়সী প্রেমেরি তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে পোহাইব দুজনে,
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া
পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।
জীবন যৌবন এ সুখ-বসন্তে দেখিস লো রূপসী
বিফলে না যায়,
প্রাণ তো প্রাণ নয়, প্রেম যদি না রয়,
প্রাণে প্রেম ঢালি আয় লো যতনে।

[বসন্তের প্রস্থান।

শচী। মদন! তুমি উন্মত্ত হয়ে কাকে কি বল্‌চ? আমি তো রতি নই।

মদন। (চটক্ ভাঙ্গিয়া) তাই তো! তাই তো! কাকে বল্‌চি (প্রকাশ্যে) দেবি! মার্জ্জনা করবেন—আমার ভ্রম হয়েছিল। (স্বগত) এ কি! আমার তো এ রকম ভুল কখন হয় না।

(রতির প্রবেশ)

রতি। (মদনের প্রতি)
ধিক্ ধিক, এ কি তোমায় সাজে,
কি জন্য রত আজি জঘন্য কাজে।
মাতিলে মাতাতে গিয়ে ছি ছি মরি লাজে!

মদন। (যোড় হস্তে) জান তো তোমারি আমি—

রতি। ঢের ঢের জানি, ঢের ঢের জানি,
বোকো না বোকো না মিছে—যাও যাও রূপসীর কাছে—
যাও যাও প্রেয়সীর কাছে—
যাও যাও রূপসীর কাছে।

মদন। কেন প্রিয়ে অকারণে দাও গঞ্জনা,
কি দোষ তা বল না, তোমা বই জানি না।
তোমার ঐ মুখ-শশী হৃদি-মাঝে
জাগে দিবা-নিশি, তা কি জান না।
জাগরণে তোমাতে থাকি,
স্বপনে তোমারি ছবি আঁকি,
কি বলিব, নাহি আর বাণী
আর সহে না সহে না মরম-যাতনা।

[রতির প্রস্থান ও মদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

শচী। (স্বগত) সে দৃশ্য মনে হলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। ধিক্, অমন কপট শঠের মুখ আর আমি দেখব না।

(সখীগণের পুনঃপ্রবেশ)

শচী। সজনি লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ
গেল না—
সহে না যাতনা, সহে না যাতনা।
কি কবি কি করি সখি, আর যে লো পারি না।

সখীগণ। সখি, আমরা এখনি গিয়ে দেবরাজকে ডেকে আন্‌ছি, তুমি আর দুঃখ কোরো না।

শচী। না লো সখি ডেকো না লো তায়,
বিজনে এ বনে তোরা মোরে রেখে যা।
এই এ আঁধার-ঘোরে প্রাণ ভ'রে
দে সখি কাঁদিতে মোরে,
সখা যে আসিয়ে ঘৃণা-হাসি হাসিয়ে
দেখিবেন আমারে প্রাণে তা' সহিবে না।

সখীগণ। (চুপি চুপি) চল সখি, আমরা মদনকে আবার পাঠিয়ে দিই গে।

[সখীগণের প্রস্থান।

(মদন ও বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। সখা, এইবার সন্ধান কর।

মদন। (সন্ধান করিয়া) এইবার অব্যর্থ সন্ধান। (শর মোচন)।

শচী। (শিহরিয়া) এ কি! সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! আঃ, বাঁচলেম, মনের ভারটা যেন একেবারে নেবে গেল। না, আমার সন্দেহ সমস্তই অমূলক। মদন যখন আমাকে রতি ভেবে আমার পদতলে এসে বসেছিলেন, তখন তা দেখে ইন্দ্রের মনেও তো সন্দেহ হ'তে পার্‌তো—না, এ সব সন্দেহ ভুল-ভ্রান্তি থেকেই উৎপন্ন

হয়। যাই মহর্ষি নারদকে এ বিষয় ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

[শচীর প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। ইন্দ্র এইবার ঐরাবতকে সজ্জিত করতে বলেছেন, শীঘ্রই জলধারা বর্ষণ করবার জন্য পার্থিব গগনে যাত্রা করবেন। আর তবে কোন সন্দেহ নাই। শচীদেবীকে এখন আর কষ্ট দিয়ে কি ফল? তাঁর ভুলটা এইবার ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যাক।

[নারদের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

সখীগণ। ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে,
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে,
গুঞ্জিছে গুণ্ গুণ্ ভ্রমর ফুলে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চন্দ্র-কিরণে দিক প্লাবিল রে (আজি)
বিশ্ব-জগত সুখে ভাসিল রে,
প্রেম হৃদয়-মাঝে জাগিল রে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চুত-মুকুল নব, হেরিয়া পিক সব
ললিত মধুর স্বরে গাইছে রে।
লতিকা তরু তনু-আশ্লিষ্টা,
বিহগী প্রিয়-রব আকৃষ্টা,
বিশ্ব আজি যেন, স্বপ্নে নিমগন
আপন প্রিয়জনে ভাবিছে রে।
চারিদিকে শোভা নব,
প্রকৃতির উৎসব
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। পুষ্প কত প্রস্ফুটিত আজি অন্তরে
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে।
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী
কুহরিল মৌন পাখী
বহিল আনন্দ-ধারা মরু-প্রান্তরে।

শচী। দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে সাধের
বকুল-ফুল-হার।
আধ ফোটা যুঁইগুলি, যতনে আনিয়ে তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে কবরী
ভরিয়ে ফুল-ভার
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল, কপোলে
পড়িছে বারেবার।

সখীগণ। আজি এত শোভা কেন
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা
তরুণ তনু এত রূপ-রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর।

সখীগণ। এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতায় পাতায় এত হাসি-তরঙ্গ মরি কে উঠালে
সজনীর মিলন হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে,
সে কথা কে রটালে।

শচী। কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে
মন্দ মন্দ মলয় বহে অন্ধ ফুল-গন্ধে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে মুঞ্জরে কুঞ্জে চুত-মঞ্জরী কি সুন্দর
কোথা গো নাথ এ সুখ-বসন্তে।

সখীগণ। সেই তো সই পস্তাতে হল, দেখ
কেন হাসালে
প্রাণ-দায়ে মান ভাসালে।
মানময়ী মান শিখেছ কোথা, খেতে হল
শেষে মানেরি মাথা
কেমন কেমন এখন কেমন, হায় রে হায় রে
হায় রে হায়—
কুহু কুহু করি, দুয়ো দুয়ো দুয়ো দিচ্চে
কোকিল রসালে।

শচী। রেখে দে সখি রেখে দে ও-সব রঙ্গতামাসা
অসময়ে কভু ভাল নাহি লাগে উপহাসময় ভাষা।

যামিনী। তবে আমরা সখি এখন চল্লেম। ঊষা সখীর আসবার সময় হয়েছে। এখন তাঁর পালা। এখন থেকে তিনিই তোমার কাছে থাকবেন।

[সখীগণের প্রস্থান।

শচী। কৈ এল কৈ এল, সে আর কৈ এল
ঐ দেখ পূর্ব্ব-গগনে তরুণ-অরুণ-কিরণ ছায়
বিহঙ্গম কুঞ্জে কুঞ্জে গায়; চল সখী চল।
একে একে সব তারা নিভিল, ম্লান-শশী
অস্তে গেল
কৈ সে এল, কৈ সে এল, সাধের মালা
শুকালো শুকালো।

(সখীগণের পুনঃপ্রবেশ)

শচী। যামিনী, তোমরা যে আবার ?

যামিনী। ঐরাবতের গর্জ্জন শুনচ না সখি? তার কৃষ্ণবর্ণ ছায়ায় গগন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, উষা-সখী ভয়ে কোথায় লুকিয়েছেন। তাই আমরা আবার এলেম।

সখীগণ। দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখী চাও।
আকুল পরাণ ওঁর আঁখি-হিল্লোলে নাচাও।
তৃষিত নয়নে চাহে মুখপানে
হাসি সুধাদানে বাঁচাও।
[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।

(ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এখনও কি উনি অভিমানভরে আছেন? না জানি আমার অদৃষ্টে আবার কি আছে।

চন্দ্র। না সখা, আর কোন ভয় নাই। ঐ দেখ— এই দিকেই আসচেন। এখন এখানে আমার থাকাটা ভাল হচ্চে না, আমি চল্লুম।
[চন্দ্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিরিনি ঝিমীরে।
বিকচ নীপ-কুঞ্জে, নিবিড় তিমিরপুঞ্জে
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে
উন্মদ সমীরে।
শঙ্কিত চিত কম্পিত হিয়া, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল
পুষ্পিত তৃণ-বীথি, ঝঙ্কৃত বন-গীতি
কোমল পদপল্লবতল চুম্বিত ধরণীরে
নিকুঞ্জ কুটীরে।

(শচীর প্রবেশ)

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসো
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও
আধ-নয়নে প্রিয়ে চাও চাও
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো।

শচী। বিরহ-রজনী হ'ল অন্ত, এস এস কান্ত মম
প্রিয়তম,
নয়ন-রঞ্জন প্রাণ-জুড়ান-ধন, আজি কি আনন্দ!
মল্লিকা মালতী যুঁথি বেলা, সুরভি কুসুমে
গেঁথেছি মালা
আজি তব কণ্ঠে দিব পরাইয়া, হৃদিমাঝে
জাগিল নবীন বসন্ত!

ইন্দ্র। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী
(অতি) ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি।
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল
মুছ আঁখিজল, চল সখী চল
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
আইল প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল
নির্জন বনতল শিশির-সুশীতল
পলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ-কাননে ফেলি মলিন মালিকা
এস নিজ ভবনে এস গো বালিকা
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী।

(বৈতালিকের প্রবেশ)

বৈতালিক। আইল শুভ্র উষা নভ-মাঝে
যাও কাজে দেবরাজ হে।
যাও ইন্দ্র তুমি তৃষিত মরত-ভূমি
যাও আরোহি গজরাজে।
করিয়া বরিষণ দাও গো জীবন,
শুষ্ক বৃক্ষ-লতা জল বিনা যে।
আসিল ত্রিভুবন, ঐ শোন ঐ শোন
দেব-দুন্দুভি মৃদু বাজে॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে, ঐ শোন, দেব-বৈতালিকেরা আমাকে উদ্বোধিত কর্‌চেন। আর আমার থাকা হয় না।

শচী। তুমি যেও না এখনি, এখনও আছে রজনী
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক-তরু-গহন, আঁধারা ধরণী।
বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা

চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরুণী।
তুমি যেও না এখনি।

(সখীগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হৃদয়ের মণি, আদরিণি মোর,
আয় লো কাছে আয়,
চির-সোহাগিনী অভিমানী ধনি,
আয় লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা-হাসি রাশি রাশি
মৃদু মধু জোছনায়, আয় লো আয়।
মলয় কপোল চুমে ঢলিয়া পড়েছে ঘুমে;
নয়নে, আননে, ভুলিয়া ভ্রমর ধায়;
তটিনী-তরঙ্গগুলি চরণে লুটিতে চায়।
শচী। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার।
ইন্দ্র। তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
সখীগণ। নীল অম্বর অঙ্গে জড়িত
অঞ্চলে খেলে রঙ্গে তড়িত
মঞ্জুল মৃদু সঙ্গীত কত গুঞ্জরে চারিধার।
ঝলকিছে কত ইন্দু-কিরণ, উগলিছে ফুলগন্ধ
অপ্সরাগণ-চরণ-ভঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ইন্দ্র। তুমি মর্ম্মের চিরবন্ধন তোমা ছাড়া প্রাণ
করে ক্রন্দন।
শচী। লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।
ইন্দ্র। প্রিয়ে! আজ আমার কি সুখের দিন।
তোমরা সকলে মিলে আজ মন খুলে নৃত্য-গীত কর।
সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সব সজনী
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিব সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে দিব সুখে হুলুধ্বনি॥
ইন্দ্র। প্রিয়ে! সখীদের সঙ্গে তুমিও নৃত্যগীতে যোগ দাও না, তা হ'লে আমি বুঝবো তোমার মন থেকে সব কষ্ট দূর হয়েছে।
শচী। আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা আন্, সপ্তম সুরে বাঁধ
তবে তান্।
আর কি গো ভাবনা, আর কি গো যাতনা
রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মন প্রাণ।
আন্ তবে বীণা আন্,সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল ঢাল শশধর ঢাল ঢাল জোছনা
সমীরণ বহে যা রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি।
উলসিত তটিনি গাও গো তুমিও
কুলু কুলু কলতানে খুলে হৃদি-মন প্রাণ।
ইন্দ্র।—প্রিয়ে! তুমি শ্রান্ত হয়েছ
এসো আমার কাছে এসে বোসো;
একটু পরেই আমায় পার্থিব গগনে
যাত্রা করতে হবে।
এখন যতটুকু তোমার সংসর্গে থাকতে পাই
ততটুকুই আমার পরম লাভ।
সখীগণ। মধুর মিলন।
হাসিতে মিশেছে হাসি নয়নে নয়ন॥
মর মর মৃদুবাণী মর মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে।
নয়নে স্বপন॥

(বনদেবতা প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

সকলে। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে (আহা)
মনোমোহন মিলন-মাধুরী, যুগল মুরতি।
ফুল গন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্র-করে
তারি মাঝে মনোমোহন মিলন
মাধুরী-যুগল মুরতি
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে
পুলকে পূরিল নন্দন কানন, অক্ষয় হবে
প্রেমবন্ধন
চিরদিন হেরিব হে মনোমোহন মিলন-মাধুরী,
যুগল মুরতি।
সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সব সজনি
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে
হাসিব সখীর সঙ্গে, দোবো সুখে হুলুধ্বনি।

যবনিকা-পতন

রজত-গিরি

[ব্রহ্মদেশীয় নাটক]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

পাঞ্চালের রাজা। (পিঙ্গালা)।

রাজকুমার সুধনু (খুদানু) পাঞ্চালরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

পাবক (পামুক)—সন্ন্যাসী।

মোহক (মোক)—দৈবজ্ঞ।

ধর্ম্মরাজ (দুমরাজা) অপ্সরা-নগরীস্থ রজত-গিরির রাজা।

মুকুন্দ (মোজলিন্দ) একজন শিকারী।

আর একজন সন্ন্যাসী।

মন্ত্রিগণ, রাজ-কর্ম্মচারী, দৈত্য (বেলু)—রক্ষক, অনুচর ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাজকুমারী দামিনী (দয়ামিনায়ু) ধর্ম্মরাজের কন্যা।

ছয় জন রাজকুমারী—দামিনীর ভগিনী।

মালা (মালা) পাঞ্চাল-প্রাসাদের পরিচারিকাদিগের প্রধানা।

মানিনী (মালিঙ্গয়া)—মুকুন্দের স্ত্রী।

কুমারী, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

---

* পাঠকগণের পাঠ সুখকর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্মদেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

ভূমিকা

ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়

কোন জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে জাতির সভ্যতার অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবাসীদিগকে—চলিত ভাষায়—মগ্‌দিগকে আমরা নিতান্ত অসভ্য মনে করি। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাটক ও নাটকাভিনয়ের জ্বলন্ত অনুরাগ বিদ্যমান, সে জাতিকে অসভ্য বলা কতদূর সঙ্গত, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাটকাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্মদেশের সমস্ত অধিবাসীর মনের উপর ইহার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কি ইতর, কি ভদ্র, নাটকাভিনয় দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও লালায়িত। "পুয়ে" অর্থাৎ নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যশালায় এত লোকের সমাগম হয়, এবং এত অধিক লোকের সমাগম সত্বেও এরূপ নিস্তব্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শকেরা অভিনয় দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান—কখন বিপন্ন ধার্ম্মিকদিগের দুর্দ্দশায় মমতা প্রকাশ করেন—কখন বা নাটকস্থ হাস্যোদ্দীপক অংশের অভিনয়ে উচ্চহাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ অতি সুন্দর ও জমকালো। কিন্তু রঙ্গভূমির স্থান ও আনুষঙ্গিক দৃশ্য প্রভৃতি নিতান্ত সাদাসিধা ও সামান্য। নাট্যগৃহ বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত ও তাহার ছাদ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত,—কিন্তু অতি উজ্জ্বল-বর্ণের রেশম ও অন্যান্য বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের মধ্যস্থলে অভিনয়-মঞ্চ। অভিনয়-মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষের শাখা রোপিত—ইহা সমস্ত বনদৃশ্যের স্থলাভিষিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই একটিমাত্র বৃক্ষশাখায়, ব্রহ্ম-বাসী দর্শকদিগের কল্পনাচক্ষে সমস্ত অরণ্যের চিত্র প্রতিভাত হয়। এই বৃক্ষশাখার চতুর্দ্দিকে দীপাবলী স্থাপিত হয় ও কদলী-বৃক্ষের গুঁড়ির উপর সরা রাখিয়া—তাহাতে পিট্রোলিয়ম তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হয়। খ্যাতনামা দর্শকদিগের বসিবার জন্য উচ্চ বংশ-মঞ্চ সকল পার্শ্বভাগে নির্ম্মিত হয় ও সাধারণ দর্শকগণ চক্রাকারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করে। নাট্যশালার পশ্চাদ্ভাগে বাদ্যস্থান এবং বাদ্য-স্থানের পশ্চাদ্দিকে অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের স্থান ও প্রবেশ-প্রস্থানের পথ।

নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস বিষয়ে ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। নাটকীয় পাত্রের মধ্যে কোন রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন রাজপুত্র—মহারাজা রাজপুত্রের পিতা—কঠোর সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণ—রাজার বিনীত পারিষদগণ এবং রাজকুমারীর সখীগণ—এই সকলই প্রতি নাটকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকাভিনয়ের মধ্যে মধ্যে রাজ-দরবার—সমারোহে রাজ-যাত্রা ও নৃত্য হইয়া থাকে। রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাঁহার একটি অনুচর থাকে—সে আমাদের বিদূষকের কাজ করে। রাজকুমারীর সখীগণের সহিত তিনি উপস্থিত মতে যে সকল রসিকতা করেন, তাহাতেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহা হাসি পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে, উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এই জন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষাত্মক বাক্য-রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল। নাটকের কথাবার্ত্তাগুলি বেশির ভাগ সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়; মাঝে মাঝে স্বগত-উক্তি, সমবেতসঙ্গীত ও নৃত্যের যোজনা থাকায় কথাবার্ত্তারও "একঘেয়েত্ব" নষ্ট হয়। কোন কোন নাটকের স্থানে স্থানে এরূপ সরল অকৃত্রিম কবিত্ব আছে ও নাটকের ঘটনা-বিন্যাস অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেও এবং নাটকীয় পাত্র-বিশেষের চরিত্রে অসঙ্গতি দোষ সত্বেও এরূপ চমৎকার দৃশ্য-সকলের সংস্থান আছে যে, ভাল অভিনয় হইলে সভ্যতর দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগেরও চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

রজত-গিরি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদের একটি শালা। মন্ত্রিগণ-
পরিবৃত রাজা সিংহাসনাসীন—সেই শালার দূরস্থ
এক বিভাগে রাজকুমার স্বর্ণ-পালঙ্ক-শয্যায়
নিদ্রিত ; অনুচরগণ পাহারা দিতেছে।

রাজা। সুবিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ! বল দেখি সবে—
তোমরা ত চিরকাল আনন্দের সাথে
করিয়াছ সেবা মোর—যথা গ্রহ তারা
গগন-প্রাঙ্গণ-মাঝে উল্লাস-আনন্দে
চন্দ্রমার চারিদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া—
এবে বল দেখি সবে, যে অবধি আমি
আছি সিংহাসনে—অসন্তোষ কারে বলে
জেনেছে কি প্রজাগণ ক্ষণকাল তরে?
মন্ত্রিগণ। কভু না কভু না প্রভু!
রাজা। তবে শোন বলি—
পরামর্শ লই আমি একটি বিষয়ে।
আমাদের নয় শুধু, সমস্ত প্রজার
ভালমন্দ তদুপরি করিছে নির্ভর।
তোমরা তো জান ভাল সুধনু কুমারে,
জম্বুদ্বীপ *—এক সীমা হ'তে সীমান্তর
যাঁহার সুযশ কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার—
বল সবে মন্ত্রিবর, বল গো তোমরা,
আমাদের পুত্র সে যে সূর্য্যসম তেজে—
কেন না এখনি হবে অভিষেক তার?
প্রথম মন্ত্রী। এ প্রস্তাবে এ দাসের পূর্ণ অভিমত।
সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশ হ'তে জন্ম যাঁর,
মহা-মহা গজপতি যাঁর পদে নত,
মহাতেজী অশ্ব যিনি করেন দমন,
মহা-মহা ধনু যিনি বাঁকান হেলায়,
সর্ব্ব-মহীপতি চেয়ে প্রতাপ যাহার,
এমন বীরেরে দিতে সিংহাসন ছাড়ি
বিলম্ব কিসের প্রভু? মহা-সমারোহে
যৌবরাজ্যে আজি তাঁর হোক্ অভিষেক।

[রাজা ও মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

রাজকুমার। (নিদ্রা হ'তে জাগিয়া)
অবসন্ন দেহ মোর হীরক-শয্যায়
আছে বৃথায় শয়ান। জনম বৃথার
মোর রাজ-গৃহে হায়! বৃথা রাজ্য-ধন।
দুঃখ-ভারে অবসন্ন—ঐশ্বর্য্য-বিভব
না পারে জুড়াতে মোর হৃদয়-যাতনা।
হের ওই বাতায়নে প্রিয়তমা মোর
রূপবতী সখী-মাঝে আলো করি দিক্
আছেন দাঁড়ায়ে।—কিন্তু সে যে গো স্বপন।
স্বপ্ন গেছে ছুটি, এবে জাগ্রৎ শূন্যতা
হাসিতেছে আমা-পানে বিদ্রূপের হাসি।
মনে হল—"শুয়ে আমি সোণার শয্যায়,
পাশে আছে প্রিয়া মোর গভীর নিদ্রায়"
(এ পোড়া হৃদয়ে আহা নিদ্রাতেই সুখ)
অস্ত গেলে দিনমণি পঙ্কজ মলিন—
প্রিয়ার বিরহে আমি হয়েছি তদ্রূপ—
অবসন্ন ম্রিয়মাণ মৃতের সমান।
অনুচর। কেঁদ না কেঁদ না প্রভু—মুছ অশ্রুজল।
স্বর্গের অপ্সরা যথা কেশ-গুচ্ছ-দাম
ভালবাসে জড়াইতে পারিজাত দিয়া,
কিন্তু যতক্ষণ আসি বসন্ত-পবন
নাহি করে সে কুসুমে জীবন প্রদান
না পারে তুলিতে তাহা—সেইরূপ প্রভু
সময় হইলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
হৃদয়ের প্রেম-জ্বালা জুড়াবে আপনি।

[প্রস্থান।

* জম্বুদ্বীপ এই কথাটি মূলেও আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। ওরে আমার প্যাঁচা-মুখী, খ্যাঁদা-নাকী, শূয়র-চোখী, খ্যাঙরা-ঠোঁটি প্রাণ-প্রেয়সী! ওঠ্—আমাকে কি কিছু খেতে টেতে দিবি? আমি পাহাড়ে শীকার কত্তে যাচ্ছি, লক্ষ্মী আমার, শীগ গির ওঠো।

মানিনী। হতভাগা আপ্ত-গর্জ্জে মিন্‌ষে কোথাকারে! কিসের জন্য এত তাড়াতাড়ি? দেখচিস্‌নে আমি শীতে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌চি, গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, এতে কি শীত আট্‌কায়? আবার তাতে এই দুপুর রাত্তির, ব্যাপারখানা কি বল্‌ দিকি? আর আমি তোর জ্বালা সইতে পারি নে। যত দিন না তুই ভাল ব্যাভার শিখবি, লাথিয়ে লাথিয়ে তোর দফা নিকেস্‌ কর্‌ব, হতভাগা মিন্‌ষে কোথাকারে! এই নে এক ঘটি জল, আর এই নে এক কুন্‌কে চাল, এখন এই নিয়ে জঙ্গলে দৌড়ে যা। যদি আজকের খাবার মত কিছু শীকার ক'রে না আন্‌তে পারিস্‌ তো টেরটা পাবি, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

মুকুন্দ। দেখ্‌ রে সবাই, চলে মুকুন্দ শীকারী
রূপবতী প্রেয়সীর কোমল আজ্ঞায়
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি অরণ্যের মাঝে।
আসুক সহস্র শত্রু নাহি করি ভয়।
(সমবেত বাদ্যকারিগণের প্রতি)
যথা ঘোর ইরম্মদ গগন বিদারি,
ভূকম্পে কাপায় সব পৃথিবী জলধি,
সেইরূপ বজ্ররবে বাজা তূরি-ভেরী!

(ঘোর বাদ্য—মুকুন্দের প্রস্থান—কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ- কোমল বাদ্য)

মুকুন্দ। কি সুখ ভ্রমিতে হেন ছায়াময় বনে।
তারা সম যুঁই যথা সুরভি নিশ্বসে,
মলয়-সমীর বহে মাতিয়া চৌদিকে,
ইন্দ্রধনু-রঙে আঁকা বিহঙ্গ মিথুন
উড়ি উড়ি বসে কিবা এ শাখে ও শাখে—
বিশ্রাম করি না কেন হেথা ক্ষণকাল।
(চমকিয়া) ও কি! ব্যাঘ্র-গরজন অদূর পাহাড়ে!
আহাহা মানিনী তুই আছিস্‌ একাকী,
হৃদয় ব্যাকুল হয় ভাবি যবে তোরে।
হিংস্রজন্তু মুখ-হতে রক্ষা পাইবারে
চলিতে হইবে মোর আরো কিছু পথ।
(পদ্ম-সরোবরে পৌঁছিয়া)
এ কি! এ কি! কি সুন্দর মনোহর স্থান!
নিশ্চয় হইবে কোন ইন্দ্রজাল-ভূমি।
সুন্দর সরসীধারে জীব জন্তু কত
তৃষ্ণা নিবারিতে আসে, পদ-চিহ্ন তাই।
যুঁথি জাতি পঙ্কজিনী—অসংখ্য ফুলের
মিশ্রিত সৌরভ-ভার বহিছে মলয়—
জুড়াইছে আহা কিবা ঘর্ম্মাক্ত শরীর!
শুক-পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চক্রাকারে—
মাণিকের চক্র যেন ঘুরিছে গগনে!
নানাজাতি পাখী কিবা গাইতেছে গান,
জুড়াইয়া যাইতেছে হৃদি মন প্রাণ।
ইচ্ছা করে মানিনী রে! থাকিতিস্‌ হেথা
আমা সনে ভুঞ্জিতিস্‌ স্বরগীয় সুখ
এ স্বচ্ছ সরসী তীরে—যাহার সলিলে
শত শত হীরা জ্বলে ভানুর কিরণে,
পঙ্কজ-মুকুল ভাসে যাহার উরসে
শুভ্র, নীল—যেন কত মুকুতা মাণিক।
প্রসারিত বটবৃক্ষ শীতল ছায়ায়
শুইয়া আহ্বানি এবে কোমল নিদ্রায়।
(নিদ্রা)

তৃতীয় দৃশ্য

অপ্সর-ভূমি কিম্বা রজত গিরিদেশ

রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে রাজা ধর্ম্মরাজ এবং অপর পার্শ্বে তাঁহার সাত কন্যা।

প্রথম রাজকুমারী।
চির-সহচরি সবে প্রাণের ভগিনি!
ভুঞ্জিতেছি এক-সাথে শান্তি-সুখ মোরা
অপ্সর-নগরে; এবে এসেছে সময়,

উতরিয়া মর্ত্ত্যধামে—যথা চিররীতি—
পঙ্কজ-সরসী-মাঝে, পদ্মে দিয়া লাজ,
খেলিব মনের সুখে ; আয় ভাই তোরা
পিতৃ-রাজ-অনুমতি লই এই বেলা।

দ্বিতীয় রাজকুমারী।
অনুপমা রূপবতী ভগিনি আমার !
লও গিয়া অনুমতি রাজার নিকট,
আমরা সবাই বোন্ ভালবাসি তোমা
প্রাণের সমান—চল, হব অনুগামী।

(সকলে রাজার নিকট গমন)

প্রথম রাজকুমারী।
পিতৃদেব মহারাজ ! বংশের তিলক !
অপ্সর-প্রদেশ-স্বামী, মহাধর্ম্মধুর্দ্ধর !
সুমেরু অচল-সম অটল-শকতি !
—কন্যাগণ তব পদে করিছে প্রণতি।
দাও অনুমতি পিতঃ যাব মর্ত্ত্যধামে,
পঙ্কজ-সরসী তীরে উপবন-ছায়ে
খেলিব মনের সুখে ; ক্লান্ত হলে দেহ
জুড়াইব গিয়া সেই সরসী-সলিলে।

রাজা। ইচ্ছা হয় যাও সবে প্রাণের প্রতিমা।
কিন্তু মনে থাকে যেন, মর্ত্ত্য সেই দেশে
মলিন মানবগণ করয়ে বসতি।
শান্তি-সুখ নাহি তথা হেথাকার ন্যায়,
বিপদ্ হইতে তিল নাহিক নিষ্কৃতি।
দেখো সাবধান ! প্রতি পদ বিবেচিয়া
দেব-বুদ্ধিবলে তবে করিবেক কাজ।
শিরোধার্য্য করি এই উপদেশ মোর
যাও সবে, কিন্তু এস শীঘ্র দেশে ফিরি।

প্রথম রাজকুমারী।
অনুমতি দিলে পিতঃ—প্রণমি তোমায়।
লঘুগতি সবে মোরা বিলম্ব না জানি,
ত্বরায় আসিব ফিরি শ্রীচরণ-তলে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পদ্ম-সরোবর

(বট-বৃক্ষতলে মুকুন্দ নিদ্রিত ও ৭টি রাজকুমারীর প্রবেশ)

প্রথম রাজকুমারী।
সুরম্য সরসী ওরে ! কোমল সুন্দর,
কত ভাব জাগে হৃদে হেরি তোর জল,
আনন্দের উৎস তুই—স্ফটিক-দর্পণ !
এই যে বহিছে বায়ু মৃদুমন্দ গতি—
সুরভি ফুলেরি উহা আকুল নিশ্বাস।
কোন্ বিধি বল্ দেখি সৃজিল রে তোরে ?

(ভগিনীগণের প্রতি)

আয় বোন্ খুলে ফেলি রত্ন অলঙ্কার,
হীরকের কর্ণফুল মণি মুক্তা-হার,
খেলি সবে মনসুখে এই সরোবরে।
অর্দ্ধ-অঙ্গ ঢাকা রবে স্ফটিক-তরঙ্গে—
রজত-নীরদে যেন চপলা খেলিবে।

(অপ্সরাগণের অবগাহন ও মুকুন্দের জাগরণ)

মুকুন্দ। শুভ লগ্নে সুনিশ্চিত জনম আমার !
নারী-রত্ন মহারত্ন কথায় যে বলে
—মর্ম্ম তার বুঝিলাম এত দিন পরে।
সামান্য মানবী নহে, দেবকন্যা এ যে !
কর্ণ-ফুল কণ্ঠহার কিবা ধরে শোভা,
প্রভাত-শিশির সম জ্বলিছে মুকুতা !
সমস্ত গগনে যাঁর রজত-মহিমা—
এমন চন্দ্রমা সেও হোথা পায় লাজ।
অসাড় হতেছে দেহ, ইন্দ্রিয় অবশ,
এ দৃশ্য মানবে কভু পারে গো সহিতে ?

(অচেতন হইয়া ভূমে পতন, ক্রমে চেতনলাভ)

সৌন্দর্য্য-আদর্শ ও যে—নাহিক উপমা—
চিত্রিতে না পারে তাহা চিত্রকর-তুলী।
পারি যদি ধরিবারে একটি সুন্দরী,
রাজপুত্রে ভেট দেই এই দণ্ডে আমি।
পুরস্কার কত পাব—নাহি তার শেষ,
দারিদ্র্য ঘুচিবে মোর চিরকাল-তরে।
হয়েছে !—পাবক নামে পবিত্র গোসাঁই
করেন বসতি এই সরোবর-ধারে,
তাঁর কাছে আছে এক সম্মোহন-ফাঁসি,

তাহাতে পড়িবে ধরা ত্রিদিবের পাখী।
এই বেলা যাই তবে—বিলম্বে কি কাজ ?
[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মসরোবর-তীরস্থ বনে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী পাবক এবং মুকুন্দের প্রবেশ)

পাবক। যে জন্য এসেছ বাছা জানি আমি সব,
একটি উপায় আছে ও কার্য্য সাধিতে।
দৈত্য-রাজ দেয় মোরে সম্মোহন-ফাঁসি,
কমণ্ডলু-ভিতরে তা আছে অনাদরে।
তাহে মোর নাহি কাজ—অস্পৃশ্য আমার,
ইচ্ছা হয় লয়ে তুমি—সাধ তব কাজ।
মুকুন্দ। বড় দয়া তব—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।
[সম্মোহন-ফাঁসি লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পদ্ম-সরোবর

(অপ্সরাদিগের জল-ক্রীড়া—মুকুন্দের প্রবেশ ও সম্মোহন-ফাঁসি নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী দামিনীকে ধৃত করণ—অবশিষ্ট ৬অপ্সরা উড্ডীয়মান হইয়া অপ্সর-দেশে পলায়ন।)

দামিনী। কি বিপদ ভাগ্যে মোর হ'ল অকস্মাৎ!
রক্ষা কর রক্ষা কর—কোথা গেলে বোন ?
এ দারুণ কষ্ট হতে মুক্ত কর মোরে।
বৃথা এবে যুঝাযুঝি—সর্ব্ব অঙ্গ হ'ল
পাষাণ-প্রতিমা সম কঠিন অবশ!
কোথা গেলি রক্ষা কর্—এই বেলা আয়—
নহিলে মরিল তব প্রাণের ভগিনী!
মুকুন্দ। বৃথা বাক্য ছেড়ে দাও অপ্সর-ঈশ্বরী,
ও কথা কি সাজে তব চারু ওষ্ঠাধরে ?
বিপদ ভাবিছ যারে নহে তা বিপদ—
বরঞ্চ সে পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির ফল।
এ দেশের রাজা যিনি মহা-পরাক্রম,
যাঁর পরে অদৃষ্টেরো নাহিক প্রভাব,
শত শত মহীপতি যাঁর পদে নত,
সে রাজার আছে এক পুত্র গুণবান্।
অভাবের মধ্যে শুধু একটি অভাব—
স্ত্রী-রত্ন চাইকো তাঁর নাশিতে আঁধার।
মোহন ফাঁসিতে তাই ধরেছি তোমার
করিতে তাঁহার সেই সিংহাসন-ভাগী।
দামিনী। শোন মোর কথা ওগো দয়ালু শীকারী!
অপ্সরদেশের রাজা—রজ-গিরি-স্বামী—
তাঁর কন্যা আমি হই, জাতিতে অপ্সরা,
তুমি মোরে বল দেখি, তোমারেই মানি,
কেমনে অপ্সরা হয়ে মানবেরে ভজি ?
অতএব ছাড় মোরে করি অনুনয়,
ঘৃণিত বিবাহে জেদ্ কোরো না গো তুমি।
মুকুন্দ। সুন্দরী-অপ্সরা-রাণী কেন দুঃখ কর,
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব সুকৃতির ফলে।
এমন প্রবল রাজা, বিক্রমে কেশরী—
হৃদয়ে বিভবে তাঁর হবে অধিকারী।
এস এস সুন্দরি গো, হও অনুগামী,
ভবিষ্য-পতির গৃহে চলহ এখনি।
[দামিনীকে লইয়া মুকুন্দের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদশালা

(রাজকুমার ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। রাজকুমার মহান্! যাঁহার মহিমা
শত শত নৃপতিরে করে অতিক্রম,
যাঁর পদতলে তারা সদা নতশির,
অনুপম অতুলন ধরে যাঁর রূপ
নয়ন-রঞ্জন সর্ব্ব-কুসুমের গুণ!—
করহ শ্রবণ—আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
এক অরণ্যের মাঝে,—দিব্য রম্য স্থান,
হরিণ-হরিণী যথা চরে অবিরাম—
আইলাম অকস্মাৎ পদ্ম-সরোবরে।
হেরিনু, সাতটি দেবী অতুল রূপসী
পক্ষি-ঝাঁক সম উড়ি নামিল সে তীরে।
উহার একটি ধোরে এনেছি গো জালে,
দুর্ল্লভ সে উপহার সঁপিব ও পদে।
দামিনী দেবীরে প্রভু লও দয়া করি,
অপ্সর-রতন তিনি অতুল রূপসী,
তপত কাঞ্চন সম নির্ম্মল নির্দ্দোষী।

রাজকুমার। সুযোগ্য মুকুন্দরাম! আন ত্বরা করি
তব চারু উপহার মম সন্নিধানে।

[মুকুন্দের প্রস্থান ও দামিনীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

রাজকুমার। কি হেরি নয়নে হায়! ও মুখ নেহারি
নয়ন-রঞ্জন শশী, লাজে অধোমুখে
মেঘ-ঘোমটার মাঝে লুকাবে এখনি!
রচে যারে শিল্পী কত সুন্দর আকারে—
হেন কাঞ্চনেরো কান্তি হোথা হার মানে।
পদ্ম-সম পবিত্র বা প্রভাত-শিশির!
কিবা আহা গণ্ডস্থল অতি সুকোমল—
প্রজাপতি-পক্ষে যেন সুকুমার রেণু।
মুখে কি সুরভি-শ্বাস। মরি কি সুন্দর
এলায়ে পড়েছে কেশ যামিনী-বরণ।
কণ্ঠস্বরে আহা কিবা সঙ্গীত উথলে,
মধুর লাবণ্য ক্ষরে প্রত্যেক গতিতে!
উনিই আমার যোগ্য হৃদয়-ঈশ্বরী
ওঁরেই করিব আমি অর্দ্ধ-অঙ্গ-ভাগী।
পাত্রমিত্রগণ। সত্য বটে হেন রূপ দেখি নাই কভু,
গুণেতেও অতুলনা হেন মনে লয়।
রাজকুমার। মোহিনি ললনে ওগো অপ্সর-কুমারি!
পঙ্কজ-মুকুল সম ও তব কপোলে
লজ্জার রক্তিম-রাগ ঈষৎ বিকাশে!
পূর্ব্ব-জন্মে পুণ্য যাহা করেছি সঞ্চয়
তাহারই সুফল এই কহিনু তোমারে।
তাহারি কারণে দুই বিভিন্ন অদৃষ্ট
এক সূত্রে, এক গ্রন্থে, হতেছে বন্ধন।
এখনো বিমুক্ত আমি—দাও অভিমতি—
যখন বসিব ওগো পিতৃ-সিংহাসনে
তুমিও বসিবে তাহে হয়ে রাজরাণী।
দামিনী। কি ক'রে হইবে তাহা রাজপুত্র ওগো!
জাতিতে পৃথক্ মোরা—দূর-দেশবাসী,
আকাশ-পাতাল-ভেদ আমা-তোমা-সনে।
অপ্সর-প্রদেশে জন্ম, জাতিতে অপ্সরা,
রজত-গিরি-রাজা যিনি তাঁহারি দুহিতা।
কেমনে মিলিব বল মর্ত্ত্য রাজা সনে,
অধঃপাত হবে, মান খোয়াব তা হ'লে।
অতএব রাজপুত্র! করি অনুনয়
—দাও ছেড়ে, যাই চ'লে পিতার আলয়।

রাজকুমার। তা হবে না, তা হবে না, হৃদয়-রতন!
পৃথিবীতে আছে যত সুন্দর সামগ্রী
তা সবার তুমি যে গো অমূল্য সমষ্টি।
জীবন যায় বা যদি তাহাও স্বীকার,
তোমা সম রত্ন তবু ছাড়িব না কভু।
করিও না পরিতাপ প্রাণ-প্রিয়তমা
হৃদয়ে রাখিতে তোমা নিতান্ত বাসনা।

(হস্তগ্রহণ)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যবধান-কাল-মধ্যে দামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ—দামিনী গর্ভবতী ও শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পাঞ্চালদেশ আক্রমণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদ-শালা।

(মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা আসীন)

রাজা। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলে
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ—কর অবধান!
উজীনের লোক আসি পাঞ্চাল-সীমায়
করিয়াছে আক্রমণ—আজ্ঞা এই মোর,
সৈন্যগণ-নেতা হয়ে কুমার সুধনু
এখনি করুন্ যাত্রা অরাতি-বিরুদ্ধে।
করিবে নির্ম্মূল যেন না ফেরে কেহই
দোসর-নিধন-বার্ত্তা দিতে নিজ দেশে।

[রাজার প্রস্থান।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

১ম মন্ত্রী। সিংহ-রাজ-সম রাজকুমার মহান্।
তুচ্ছিয়া শকতি তব শত্রু দুঃসাহসী
উড়ায়েছে এই রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা।
আমাদের প্রভু তব পূজনীয় পিতা
মোরে পাঠায়েছে তেঁই বলিতে তোমায়
তাঁর আজ্ঞা এই—যেন হয়ে সৈন্য-নেতা
এই দণ্ডে শত্রুকুলে করহ নির্ম্মূল।

রাজকুমার। রাজাজ্ঞা এখনি আমি করিব পালন।
অশ্ব গজ পদাতিক করহ প্রস্তুত।
যুদ্ধ-আয়োজন-সজ্জা কর বিধিমতে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কভু করিব না হেথা।

[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

(দামিনীর প্রবেশ)

রাজকুমার। সুচারু শশাঙ্ক-সম ভবিষ্য-মহিষি!
এমনি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি-মুক্তা-অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ুভরে মৃদুমন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি-বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, কোরো না বিলাপ,
সহচরীগণ-মাঝে মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ-ভিতরে।

দামিনী। হা নাথ! বুঝি বা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা—
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম?
তা হবে না ওগো নাথ, ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে পদ তব ধরিব জড়ায়ে।
নিষ্ঠুর গোঁসাই ওগো! এই কি সময়?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এ সময়ে তুমি নাথ ত্যাজিবে আমারে?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,
আঁখি-ভরে দেখে লই জনমের তরে।
চ'লে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন নিদারুণ জ্বলিবে এ হৃদে!
শতবার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে।
মরিলেই ভাল ছিল—কেন না মরিনু?
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত—বন্ধ হ'ল বাক্—

(ক্রন্দন)

রাজকুমার। উপায় নাহিক প্রিয়ে, মুছ অশ্রুধার,
হাসি-মুখে দাও প্রিয়ে, আমারে বিদায়।
কোরো না বিলাপ—করি শত্রুদলে জয়
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে।
যত দিন আমি প্রিয়ে না আসি স্বদেশে,
ইষ্টদেবে পূজা দিও আমার উদ্দেশে।

দামিনী। এস এস মৃত্যু মোরে লও দয়া করি,
দুঃখভার হ'তে মোরে মুক্ত কর আসি।
হৃদয়ে হৃদয় মোর পড়িছে ঢলিয়া
—বৃক্ষ হ'তে পক্ব ফল পড়ে যথা খসি।

(পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(পতাকাধারী ও সেনা-নায়কগণ-সমভিব্যাহারে
মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী। প্রস্তুত সকলি প্রভু শাস্ত্র-বিধিমতে।
সুসজ্জিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-যাত্রা তরে
বড়ই অধৈর্য্য—প্রভু চল ত্বরা করি,
লয়ে যাও তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র-মুখে।

রাজকুমার। সুভীষণ সৈন্যদল—শত শত বীর—
পদভরে যার ধরা আমূল কম্পিত,
হেন সৈন্য-দল-নেতা কে না হ'তে চায়?
আগমন-বার্ত্তা মম ঘুষুক কামান।

(দামিনীর প্রতি)

বিদায় হই গো প্রিয়ে—ফিরিব ত্বরায়!
হৃদি হ'তে ওষ্ঠে শ্বাস আসিতে যে দেরী—
তার আগে আমি পুন দেখিব তোমায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জঙ্গলে সেনা-নিবেশ

(সেনানায়কগণ ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজকুমার)

১ম মন্ত্রী। সুসংবাদ আনিয়াছি প্রভু-সন্নিধানে।
যে দিন করেছ প্রভু যুদ্ধ যাত্রা হেথা,
যে ফুল এসেছ ফেলি, হয়েছে প্রফুল্ল—
রাজবালা করেছেন সন্তান প্রসব।
বহুমূল্য নবরত্ন-সম মনোহর,
বিপদ আপদ হতে মুক্ত একেবারে।

রাজকুমার। মিত্রগণ! এ সংবাদে হলেম প্রসন্ন,
কৃতজ্ঞ-প্রসাদ লও—রাখিলাম নাম
মঙ্গল * তাহার, এবে তোমাদের হাতে
যাই সঁপি পুত্র-দারা বিশ্বাসের ভরে।

[প্রস্থান।

---

* মূলে মং—কিয়াউ।

তৃতীয় দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজপ্রসাদ-শালা

রাজা। সুবিশ্বস্ত বন্ধুগণ! পড়িলে বিপাকে
যাহাদের সুবুদ্ধির লই গো আশ্রয়—
কর অবধান—আমি হীরক-পালঙ্কে
আছি শুয়ে, দেখিলাম শত শত অসি
নিষ্কোষিত সমুদ্যত জিহ্বা লকলকি
চকিতে চপলা সম চমকে চৌদিকে।
দেখিলাম আরো, মম অঙ্গ তিন পাকে
অজগর সম আছে জড়ায়ে প্রাচীরে।
মোহক দৈবজ্ঞে এবে আনো ত্বরা করি,
কি সূচনা করিতেছে, বলুক গণিয়া।

[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

(মোহক দৈবজ্ঞকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মোহক। (স্বগত) সুঘটনা বলি এরে—
হয়েছে সুযোগ।
উদ্ধত সে রাজপুত্র আমার উপরে
বরিষেছে নানাবিধ অপমান-রাশি,
প্রতিশোধ দিতে তার এই তো সময়।
স্ত্রীকে নাকি রাজপুত্র বড় ভালবাসে?
সুদ্-শুদ্ধ আমি এবে করিব আদায়
হরি তার প্রাণ। (প্রকাশ্যে) এবে শোন
মহারাজ!
দাসেরে করিবে মাপ, সত্য-অনুরোধে
শুনিতে যদ্যপি হয় অপ্রিয় সংবাদ।
তব স্বপ্ন সূচে যাহা শোন গো রাজন্—
চক্রান্ত করিবে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে,
পদে পদে বিপদ ঘটিবে ক্রমাগত,
অবশেষে মৃত্যু আসি গ্রাসিবে রাজন।

রাজা। সত্যই কি হবে হেন? নাহি কি উপায়
খণ্ডিতে অশুভ এই, আচার্য্যমশায়?

মোহক। একটি উপায় আছে, শুন গো রাজন্—
কঠোর অদৃষ্ট তাহা করিছে আদেশ।
শত শত মৃগ ছাগ কালিকা * মন্দিরে
বলিদান দাও—আর সকলের শেষে
দিতে হবে বলি প্রভু দামিনীবালারে।

রাজা। বৃথায় সংগ্রাম করা অদৃষ্টের সনে।
ভীষণ বিপত্তি এই খণ্ডিবার তরে
যে পণ চাহিবে তাহা দিতে হবে মোর।
অতএব বলি-তরে কর আয়োজন,
বানাও মন্দির এক কনক-মণ্ডিত,
তাহার মাঝারে দিব্য যজ্ঞবেদী এক;
কালিকা-দেবীরে তাহে করহ স্থাপন।
তার পর রূপবতী অপ্সরা-দুহিতা
আমাদের বধূমাতা যাইবেন সেথা।

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী
দামিনীর ঘর

(রাজকুমারী নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পালঙ্কে আসীনা—মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

মন্ত্রিগণ। আইলাম রাজাজ্ঞায় তোমার নিকটে;
কুসংবাদ আছে এক—বলিতে ডরাই।
প্রভুর আদেশ এই—শোন রাজবালা,
বলিদান হবে তব কালিকা-মন্দিরে।

দামিনী। শুনিতে তো ভুলি নাই? অথবা নিশ্চয়
হইয়াছে ভ্রম তব—এ কি কভু হয়?
তিনি যে বাসেন ভাল প্রাণের সমান,
পারেন কি দিতে মোর মরণ আদেশ?

মন্ত্রিগণ। হা! রাজকুমারী ওগো। রাজ-আজ্ঞা যাহা
ঠিক বলিয়াছি মোরা—নাহি তাহে ভুল।

দামিনী। এ কি দশা হ'ল মোর! এ দুখ আমার—
অসীম জলধি চেয়ে অপার অগাধ।
অভাগা পত্নীরে তাঁর ভ্রূক্ষেপ না করি
চলিয়া গেলেন নাথ যুদ্ধক্ষেত্র-মাঝে,
আজ্ঞা হ'ল এবে মোর মরণের তরে।
—আর তো নাথেরে কভু পাব না দেখিতে।

(ক্রন্দন)

না জানি গো, পূর্ব্বজন্মে কি করেছি পাপ,
তারি তরে ভুগিতেছি এ ঘোর বিপত্তি।
অপ্সরা-কুমারী হয়ে কি-কুক্ষণে আমি
আইলাম মর্ত্ত্য দেশে মরিবার তরে।

(সন্তানের প্রতি)

নির্দ্দোষের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-রঞ্জন!
জন্মশোধ হৃদে ধরি আয় বাছা তোরে।

* মূলে—যাত্নাত—রাজাদিগের ভাগ্যের উপর এই দেবতার বিশেষ প্রভাব।

আরো আয় বুকে ঘেঁসি—জুড়াক্ হৃদয়।
প্রকৃতির শুভ্র উৎস মাতৃস্তন হ'তে
পান কর্ বাছা এই শেষ বার তরে।
কেমনে ছাড়িব তোরে ?—জনকেরে তোর ?
কি যে জ্বালা জ্বলে হৃদে বলিব কেমনে,
বিধাতা গো, কেন এত আমা'পরে বাম ?
এত কেন ষড়যন্ত্র অবলা-বিরুদ্ধে ?
আমি যে বাসি গো ভাল প্রাণের সমান
স্বামি-পুত্র-ধনে, বল, কেমনে এখন
ছাড়িয়া উভয়ে যাই ফিরিয়া স্বদেশে
একটি না দিয়া শেষ-বিদায়-চুম্বন ?
কেঁদ না কেঁদ না বাছা—যাইবার আগে
পূর্ণ বক্ষ হতে দুধ গালিয়া পাত্রেতে,
তোর তরে আমি বাছা যাইব রাখিয়া।
যে ফুলে মালিকা গাঁথি পরি গো খোঁপায়—
তা চেয়ে সুন্দরতর আমার যে নাথ,
আসিবেন ফিরি যবে—বলিবেন আর,
"কোথায় দামিনী মোর"—বলিস্ তাঁহারে,
তাঁরি তরে সহিলাম এ সব যন্ত্রণা।
তো-হ'তে ছিনিয়া বাছা যেতে এবে হবে।
ঐ দেখ্ মেঘরাশি জমেছে আকাশে,
বহু দূর পথ আর, রয়েছে সম্মুখে।
পরিয়া আবার সেই পরী পরিচ্ছদ,
দীর্ঘ পক্ষ বিস্তারিয়া আবার সেরূপ,
উধাও উড়িব পুনঃ সেই শূন্য-মাঝে,
ইন্দ্রধনু-রঙে যাহা রঞ্জিত কেমন।
মৃদুমন্দ অনিলের কোমল পরশে
দুই ফাঁক হবে সেই মেঘ-যবনিকা,
প্রবেশিব তার মাঝে আমি ধীরে ধীরে।
(বাদ্যকরদিগের প্রতি জনান্তিকে)
ঊর্দ্ধগতি হয়ে যবে উঠিব আকাশে,
কোমল সঙ্গীত যেন চরে মোর সাথে।
বিদায় লই রে বাছা এই শেষ বার—
তুমিও দাও গো নাথ অন্তিম বিদায়।
একবার আসি যদি হেথা প্রাণনাথ
বিদায়-চুম্বন মোর করিতে গ্রহণ,
কি সুখের হ'ত আহা—না চলে চরণ,
থাকিলেও মৃত্যু হেথা, কি করি এখন।
(প্রস্থান—ধীরে ধীরে যাত্রা ও তিন তিন বার
ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে চুম্বন)

পঞ্চম দৃশ্য

অরণ্যমাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী ও দামিনীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। কে তুমি গো অনুপম রূপসী-ললনা
প্রকোষ্ঠে বলয় শোভে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
মুক্তা-মালা দিয়া গাঁথা কৃষ্ণ কেশপাশ
লুব্ধ আঁখি একবার হেরিলে ও-রূপ—
ফিরিতে না চায় আর—ফেলে না পলক।
কোন্ স্বর্গধাম হ'তে বল গো রূপসী
নামিলে মরত দেশে ? নিষ্ঠুর অদৃষ্ট
কেন বা আশ্রম-মাঝে আনিল তোমায় ?
নৃশংস পতির কোপ এড়াইতে কি গো
ভ্রমিতেছ পলাইয়া—কিম্বা অভাগিনী
রাজপুত্রী কোন, জয়ী পিতৃশত্রু হ'তে
প্রাণভয়ে পলাইয়া এসেছ হেথায় ?
সত্য বল, মোরে বাছা, নাহি কোন ভয়।
দামিনী। তোমারে বলিব পিতঃ সমস্ত খুলিয়া
আমার এ জীবনের দুখের কাহিনী
শোন তবে প্রভু, আমি বিবাহিতা নারী,
রাজপুত্র স্বামী মোর, প্রাণ হ'তে প্রিয়,
যৌবরাজ্যে শীঘ্র তাঁর হবে অভিষেক ;
দেশবৈরী যুঝিবারে যেতে হ'ল তাঁরে,
আমি রহিলাম পড়ি—পতি নাই ঘরে—
মহারাজ পিতা তাঁর, পরামর্শ পেয়ে
কু-লোকের, আদেশিলা মম বলিদান
কালিকা-সমীপে, তাই বাঁচাইতে প্রাণ
যাইতেছি পলাইয়া—তাই তব দ্বারে।
রাজপুত্র স্বামী মোর শুনিবেন যবে
আমি নিরুদ্দেশ, তিনি তখনি আমার
সন্ধান করিতে ধ্রুব আসিবেন পিছে।
খুঁজিতে খুঁজিতে যবে আসিবেন হেথা,
দিও তাঁরে অঙ্গুরীটি ওগো তপোধন।
আরো দিও মন্ত্র-পড়া এ শিকড়টুকু,
বিপদ সম্পদে নাথে রক্ষিবে সতত।
সন্ন্যাসী। আচ্ছা, দিব বাছা—কিন্তু যাইবার আগে,
ব'লে যাও কোন্ পথে বলিব যাইতে।
দামিনী। প্রথমেতে এক দানা প্রচণ্ড ভীষণ,
অরণ্য গভীরে তাঁর বিরোধিবে পথ,
—জটিল অরণ্য-মাঝে পড়ি আটকিয়া

বাহিরিতে করিবেন বহু যোঝাযুঝি।
এ ঝাঁড়া কাটিলে, উষ্ণ দ্রব ধাতু-স্রোত
পুন আটকিবে পথ, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্পদৈত্য এক তুলিবেক ফণা,
পা দিয়া তাহারে যেন করেন দলন।
হয়ে পরাভূত দৈত্য, যন্ত্রণার দায়ে
এলাইয়া পাক, হবে সটান বিস্তৃত—
সেই সেতু দিয়া নাথ যাবেন অক্লেশে।
দেখিতে পাবেন শেষে সাম্রোক-যুগল,
শিমুল বৃক্ষেতে বসি আছে উচ্চদেশে,
খাদ্যের সন্ধানে তারা পিতার প্রাসাদে
আসে প্রতিদিন; নাথে বোলো তপোধন
এই সব কথা যাহা কহিনু তোমায়।
সন্ন্যাসী। কোরো না সন্দেহ বাছা কহিব তাঁহারে।
দামিনী। বিদায় হই গো—লহ কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রজত-গিরি-রাজের প্রাসাদ

(রাজা আসীন—কোমল বাদ্যের সহিত দামিনীর প্রবেশ)

রাজা। এ কি! দেখি পুনঃ কি রে আমার দামিনী?
বল বাছা বল বল বন্দী ছিলে'যবে
মর্ত্ত্যমাঝে, কি উপায়ে পলাইলে হেথা?
দামিনী। পিতা ওগো! পূর্ব্বজন্মে করেছি সুকৃতি
পাঞ্চাল-কুমার-সাথে একত্র মিলিয়া,
তাই বুঝি এ জনমে বিধির বিধানে
ভাগ্যবতী পত্নী হ'নু সুধনু রাজার।
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী—বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী
দেশবৈরী নাশিবারে গেলা ফেলি মোরে।
স্বামীর আশ্রয়-ছায়া হারালাম যেই—
রাজা তাঁর পিতা, শুনি কুলোকের বাণী,
কালী-কাছে বলি মোর করিলা আদেশ।
এই কথা শুনি আমি, সময় বুঝিয়া
পলায়ে এলাম হেথা শ্রীচরণ-তলে।
রাজা। পাত্র মিত্র অনুচর! করহ প্রস্তুত
কুমারীর থাকিবার যোগ্য আয়োজন।
দাস-দাসী একদল কর নিয়োজিত,
কটাক্ষে পালয়ে যেন উঁহার আদেশ।
মন্ত্রিগণ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সবে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পাঞ্চাল-প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণ

(পরিচারিকাগণের নেতা হইয়া মালার প্রবেশ)

মালা। ওলো সহচরি তোরা! শোন্ বলি কথা,
জয়ী রাজপুত্র দেশে এসেছেন ফিরি,
গুয়া-পান আর ভাল খাবার করিয়া
আয় গিয়া ভেট দেই তাঁর পদতলে।

(সেনানায়কগণ সনভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার। দমনিয়া শত্রুদলে অতুল প্রতাপে,
প্রতিমুহূ ভাবিতেছি কখন্ আবার
হেরিব নয়নে মোর প্রাণের দামিনী
এস এস মালা এস—কিন্তু এ কিরূপ?
তোমাদের কর্ত্রীরাণী সকলের শেষে
আসিবেন কি গো হেথা ভেটিতে পতিরে?
কে করেছে বন্দী তাঁরে প্রাসাদ-প্রাচীরে?
"মঙ্গল" কুমার মোর সেই বা কোথায়?
পিতৃকোলে ঝাঁপাইতে কাঁদিছে না কি সে?
কিন্তু কেন ম্লান এত হেরি তোমা মালা?
এলায়ে পড়েছে কেশ কেন অযতনে?
মালা। প্রস্তুত হও গো প্রভু শুনিবার তরে
অশুভ সংবাদ এক—গেছ চলি যেই,
কয়েক ব্রাহ্মণ দুষ্ট, চক্রান্ত করিয়া
মহারাজে ব'লে ক'য়ে কালিকা-সমীপে
রাজকুমারীর বলি করেন সুস্থির।
এ সংবাদ শুনি তিনি—পক্ষ বিস্তারিয়া
গিয়াছেন পলাইয়া জনমের তরে।
রাজকুমার। বল বল মালা ওগো—পলালে দামিনী
পুত্রের কি দশা হ'ল, বল ত্বরা করি।
মালা। দুষো না রাণীরে প্রভু, অতি অনিচ্ছায়
গিয়াছেন চলি, যথা নব-পক্ষ-ধারী
পক্ষীর শাবক অল্প উড়ি পক্ষভরে
বহুক্ষণ একস্থানে করে ঝটাপটি—
সেইরূপ তিনি প্রভু "যাব কি না যাব"

এইভাবে বহুক্ষণ ছিলেন হেথায়।
অবশেষে পাত্র ভরি' নিজ স্তন্য-নীরে,
মিশায়ে তাহার সাথে অশ্রু-বিন্দুচয়
—দ্রব-মুক্তা ফল-সম—উধাও হইয়া
সুদূর আকাশে তিনি হলেন অদৃশ্য।
মোরা রহিলাম যারা পিছনে পড়িয়া,
পালিলাম শিশুটিকে করিয়া যতন।
সে অবধি বরাবর, স্বর্ণ-দোলা' পরে
শিশুটি ঘুমায় যবে—থাকি মোরা জাগি।

রাজকুমার। শোন বীরগণ! সবে কর অবধান:—
দুর্দ্দান্ত অরাতিদল আক্রমিয়া যবে
যুদ্ধানল জ্বালাইল সমস্ত পাঞ্চালে,
করিলাম যাত্রা আমি তোমাদের সাথে
স্বদেশ-রক্ষার তরে—সেই অবকাশে
পরামর্শ পেয়ে রাজা ধূর্ত্ত দৈবকের,
করিলেন দামিনীর মরণ আদেশ
নিতান্ত অন্যায়রূপে—নিশ্চয় এ কথা
প্রবাদ-আকারে লোকে ঘোষিবে জগতে।
শতবার পৃথ্বী যদি হয় গো বিনষ্ট,
এ কথা তবু না কভু হবে তিরোহিত।
স্বর্গের বিহঙ্গী-সম আহা সে রূপসী
অযোগ্য মরতে ত্যজি গেছেন উড়িয়া।
যাইব সন্ধানে তাঁর, যা থাকে অদৃষ্টে।
ব্রহ্মাণ্ড হউক ধ্বংস শত শত বার,
পারিবে না টলাইতে এ মোর সঙ্কল্প।
সাজো সবে সৈন্যগণ—বাজাও দুন্দুভি,
সসৈন্যে যাইব আমি প্রিয়ার উদ্দেশে।
বল গিয়া মহারাজে, যত দিন আমি
দামিনীরে নাহি পাই, ফিরিব না দেশে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ন্যাসীর আশ্রম

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। কি হেতু বিষম এই সৈন্য-কোলাহল?
একি দেখি! চতুরঙ্গ ভীম সৈন্যদল
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আসিছে এদিকে,
মুহুর্মুহু কাঁপে ধরা তারি পদ-ভরে।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। মহাবল-পরাক্রান্ত হে রাজকুমার!
কোন্ দূরদেশ হ'তে, কিসের উদ্দেশে
সসৈন্যে হইল তব হেথা আগমন?

রাজকুমার। পাঞ্চাল-রাজার পুত্র আমি গুরুদেব!
সুধন্বনামেতে খ্যাত, একবার যবে
শত্রু নিধনিতে যাই স্বদেশ ছাড়িয়া,
মহারাজ পিতা মোর দুষ্টের কথায়
দিলেন আমার স্ত্রীর মরণ-আদেশ;
সে কথা শুনিয়া সতী গেছেন পলায়ে।
প্রেম-আশা-ভরে তাই রজত-পর্ব্বতে
দ্রুতগতি যাইতেছি প্রিয়ার উদ্দেশে।
আশ্রম-সৌন্দর্য্য হেরি হইয়া মোহিত
আইলাম তপোবন তব সন্নিধানে।

সন্ন্যাসী। দুই দিন হ'ল আজি—একটি ললনা
রূপেতে উর্ব্বশী সম—হরিণীর প্রায়
আইসে হেথায়; বলে—রাজকুমারী সে,
না জানি কি দেশ—বুঝি রজত-ভূধর।
পূর্ব্বজন্ম-ফলে তব হে রাজকুমার,
মিলন তাহার সাথে হয় সংঘটন।
কিন্তু সে সুকৃতি-ফল এবে অবসান,
তা সহ সৌভাগ্য তব—জানিবে নিশ্চয়।
বিবেচনা কর বৎস, কতটা প্রভেদ
মানব ও অপ্সরার প্রকৃতির মাঝে,
উভয়ে কেমনে বল হইবে মিলন?
প্রেমে অন্ধ হয়ে বাছা বিঘ্নপূর্ণ পথে
যাইতেছ বহু কষ্টে,—কিন্তু কিবা ফল?
—বিবেচনা করি দেখ তুমি রাজকুমার!
রূপে গুণে অনুপম এমন যুবক,
তোমার উচিত করা বিবাহ সত্বর
অপর রূপসী কোন, উমার সমান।
সুবুদ্ধির কাজ কর,—ত্যজি তার আশা
এই বেলা যাও ফিরি আপনার দেশে।

রাজকুমার। আমার হিতের তরে যে কথা বলিলে তুমি
তোমা-হেন ঋষি-মুখে শোভা পায় ভালো,
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে আমি, তপোধন!
তাহার সন্ধানে কভু হব না বিরত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যদি গো বা রসাতলে যায়,
ইন্দ্রদেব হানে যদি বজ্র মম শিরে,

অদমিত তবু আমি খুঁজিব প্রিয়ায়।
রেখো না আটকি' মোরে ওগো তপোধন,
ব'লে দাও কোন্ পথে গিয়াছেন প্রিয়া।
সন্ন্যাসী। যাবে যদি যাও তবে—কিন্তু গো কুমার,
যাইবার আগে লও অঙ্গুরীটি এই—
দিয়াছেন প্রিয়া তব—আর এই শিকড়,
নির্ব্বিঘ্ন করিবে তোমা বিঘ্নময় পথে,
পূর্ণ করিবেক তব সর্ব্ব মনোরথ।
বহু দূর পথ তব—পথের মাঝারে
ভীষণ দৈত্যের হাতে পড়িবে প্রথম,
তার পরে পাবে এক অরণ্য দুর্গম।
শেষে দ্রব ধাতু-স্রোত পাইবে গো পথে,
সর্প দৈত্য এক যেথা রহে অবিরাম।
এ সমস্ত বিঘ্ন হ'তে হইলে গো পার,
বহুদূরে নেহারিবে শিমুলের গাছে—
সাম্রোক-যুগল এক। উড়িলে তাহারা,
অনুসরি গতি তার পাবে সেই গিরি।
শুনেছি এ সব কথা দামিনীর কাছে,
করিল সে অনুনয় তোমারে বলিতে।
যাও তবে বৎস এবে করি আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হোক্ মনোরথ—পূর্ণ হোক্ আশ।
রাজকুমার। প্রণাম লও গো পিতঃ—হইনু বিদায়
[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

ঘোর তমসাবৃত অরণ্য

বটবৃক্ষতলে রাজকুমারের অবস্থান

(একটা দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। এই তো হেথায় আমি ; দৈত্য মোর সম
ভীম-দরশন কেবা ?—হয়েছে সময়,
যাব এবে হিমালয়—অরণ্যের মাঝে—
(বাদ্যকরদিগের প্রতি)
বাজা, তোরা বীর-বাদ্য দুন্দুভি-দামামা,
তোল্ খুব গণ্ডগোল—আকাশ ছাইয়া,
পড়িবে সকল চোখ তবে আমা'পরে।
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে
যেন রে আমার শিরে হয়েছে পতিত।

(রাজকুমারকে দেখিয়া)
হা হা বেশ বেশ !—গন্ধ পাই মানুষের।
বড় ভোজ জুটে গেছে, বড় মজা আজ।
(রাজকুমারের নিকট গমন—ঘোর বাদ্য)
রাজকুমার। (উঠিয়া) হতভাগা দৈত্য ওরে !
স্পর্দ্ধা এত তোর ?
সূর্য্যবংশ-অবতংস বীরের সহিত
আসিস যুঝিতে তুই—নাহি প্রাণে ভয় ?
হীরক-ভূষিত এই স্বর্ণ-বাণ দিয়া
অপদার্থ প্রাণ তোর হরিব এখনি !
(বাণ দ্বারা দৈত্যকে হনন—বিজয়-ভেরীর ঘোর রোল—রাজকুমারের অগ্রসর হওন ও অরণ্যের বংশবনে তাঁহার আটক)
পারি না, পারি না আর—অবসন্ন দেহ,
যে দিকে ফিরি না কেন লতিকার জাল
দুর্গম জটিল—মোর আটকিছে গতি।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মহামন্ত্র শিকড়ের গুণ
পরীক্ষা করি না কেন, এই তো সময়।
(শিকড়ের গুণে বন হইতে নির্গত হইয়া অগ্রসর)
রজত-গিরির ওগো অপ্সরা-রূপসী !
কি কষ্ট না সহিতেছি তোমার কারণে !
পরবত-পথে যাই, কিম্বা বনমাঝে,
দৈত্য কিম্বা হিংস্র ব্যাঘ্রে নাহি করি ভয় ;
অমূল্য রতন ওগো, তোমারি কারণে—
প্রেমাধীন দাস তব যুঝিছে নিয়ত।
(তপ্ত দ্রব ধাতু-স্রোতের নিকট আগমন)
ও কি দেখি হোথা ? তপ্ত দ্রব ধাতু-নদী
ফুটিতেছে টগবগি, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্প-দৈত্য এক তুলিয়া মস্তক
হাঁ করি আমার পানে রয়েছে তাকায়ে।
—শিকড়টি পুনর্ব্বার করি গো বাহির,
সে ঔষধি-গুণে, দৈত্য-পৃষ্ঠ মাড়াইয়া
নির্ব্বিঘ্নে তরিব এই ভয়ঙ্কর নদী।
(দৈত্য-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া শিমুল বৃক্ষতলে আগমন—বৃক্ষোপরি সাম্রোক পক্ষি-যুগল)
স্ত্রী-সাম্রোক। প্রিয়তম ভাই ওগো ! জনম অবধি
একত্র রয়েছি—কভু হইনি পৃথক্,
এক বাসা-মাঝে দোঁহে আছি চিরকাল,
—খাদ্য অন্বেষণে বল কোথা আজ যাই ?

পুরুষ-সাম্রোক। জান না কি তুমি বোন্,
ধর্ম্মরাজ-বালা—
দামিনীসুন্দরী গৃহে এসেছেন ফিরি?
সেই উপলক্ষে বোন্ অপ্সরা-প্রাসাদে
রাজকীয় মহাভোজ বসিবে আজিকে।
অতএব যাই চল রজত-ভূধরে,
সে ভোজের অংশভাগী হব মোরা দোঁহে।

(রাজকুমার নিজ শরীরের উপর মন্ত্র-পড়া শিকড়চূর্ণ ছড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন ও একটি সাম্রোকের পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন—সাম্রোকদ্বয় উড্ডীয়মান)

দশম দৃশ্য

রজত-গিরির প্রাসাদ-প্রাঙ্গণস্থ কূপ।

(সাত জন পরিচারিকার জল উত্তোলন—রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার। স্বর্গের দেবতা সবে—কর অবধান,
দামিনীর সঙ্গে দেখা ভাগ্যে যদি থাকে,
কোনরূপ চিহ্ন তার কর প্রদর্শন।
যদি এই সাত জন রূপসীর মাঝে
স্বর্ণকুম্ভ এক জন না পারে তুলিতে,
তবেই জানিব মম অদৃষ্ট প্রসন্ন।

(ছয় জন বালিকার কুম্ভ উত্তোলন—সপ্তম বালিকা তুলিতে অক্ষম)

সপ্তম পরিচারিকা। সুন্দর যুবক ওগো—
আইস নিকটে,
অক্ষম তুলিতে কুম্ভ দাও গো তুলিয়া।

(রাজকুমারের কুম্ভ উত্তোলন ও তন্মধ্যে অঙ্গুরী নিক্ষেপ)

[প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

দামিনী রাজকুমারার ঘর।

(সহচরী-সমভিব্যাহারে হাত ধুইতে ধুইতে কুম্ভ-মধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গুরী দর্শন)

দামিনী। ও মা! এ কি! ও মা! এ কি!
এ কি হ'ল মোর?
উলট-পালট চিন্তা—দেহ মন দুই
অসাড় অবশ-প্রায়; প্রাণনাথ মোর
এত দিন পরে বুঝি আইলেন হেথা।
—ধন্য বীরপনা তব! কি অধ্যবসায়!
অতিক্রমি সব বাধা উতরিলা আসি
আমার নিকটে; কি না সহেছেন নাথ
আমার উদ্দেশে—তাই ভাবি মনে মনে!

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাছা ম্লান-মুখ দেখি গো তোমার,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়?
দামিনী। প্রিয়তম পিতা ওগো—এই অঙ্গুরীয়
অঙ্গুলি হইতে আমি ছাড়িনি কখন,—
সাধিতে উদ্দেশ্য কিন্তু আমি একবার
খুলিয়াছিলাম উহা অঙ্গুলি হইতে।
ফিরিয়া পেলাম এবে; যেমনি গো আমি
কুম্ভমধ্যে দিছি হাত—অমনি আঙুলে
আপনি আসিল উঠি; অভ্রান্ত সূচনা
—আমার সে প্রাণনাথ এসেছেন হেথা।
মধুর বিস্ময়ে হেন হয়ে অভিভূত
অবসন্ন হ'ব তাহে আশ্চর্য্য কি পিতা?
রাজা। (অনুচরদিগের প্রতি) কূপ হ'তে কুম্ভ
এই কে আনিল বল'?
একজন পরিচারিকা। দাসীরে করিবে মাপ—
ওগো মহারাজ,
কুম্ভ উঠাইতে মোর হয়নি শকতি—
একটি যুবক ছিল কূপের নিকটে,
তাঁহার সাহায্য প্রভু, যাচিলাম আমি,
আমা হ'য়ে তবে তিনি তুলিলেন উহা।
রাজা। আনো তারে ত্বরা করি দরবার-গৃহে।

[প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

প্রাসাদস্থ দরবার-শালা

(সিংহাসনে রাজা আসীন—মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজা। কে তুমি যুবক ওগো—রূপ-গুণবান্,
সিংহসম সুসাহসী,—কিবা মন্ত্রবলে
আসিয়া পড়িলে এই রজত-ভূধরে?
সমস্ত খুলিয়া বল—কোরো না গোপন।

রাজকুমার। বলি শোন মহারাজ, পাঞ্চালের রাজা
—তাঁহার তনয় আমি,—উত্তরাধিকারী।
পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির শুভ পুণ্যফলে
পত্নীরূপে লভি তব চারু দুহিতায়,
সে মিলনে জন্মিয়াছে পুত্ররত্ন ;
কিন্তু আমাদের সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী।
গৃহ ছাড়ি একবার শত্রুর বিরুদ্ধে
করিয়াছিলাম যাত্রা, এহেন সময়
দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে পিতা মহারাজ
করিলেন স্থির—মম প্রাণের দামিনী
কালিকা-মন্দিরে শীঘ্র হবে বলিদান।
শুনি' সে সংবাদ হায় দামিনী আমার
এসেছেন পলাইয়া তাঁর নিজ দেশে।
ধূলিকণা গণি' প্রাণে প্রেম তুলনায়
করেছিনু যাত্রা আমি তাঁহার উদ্দেশে,
পদানত তাই এবে শ্রীচরণ-তলে।
রাজা। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ ! কর অবধান।
বলিছেন ইনি—মম দুহিতার প্রেমে
হইয়া চালিত এবে এসেছেন হেথা।
উচ্চ হেন পুরস্কার লভিবার তরে,
দেখাইতে হবে—প্রেম সত্য কত দূর,
আরো দিতে হবে ওঁর গুণের পরীক্ষা।
অতএব শীঘ্র আনো অস্ত্রাগার হ'তে
প্রখ্যাত ধনুক সেই, যাহার ছিলায়
ত্রিশ মণ গুরুভার ঝোলে অবিরত ;
বাঁকায় কেমনে দেখি বিদেশী যুবক।
[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

(রাজা, মন্ত্রিগণ এবং রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী। এই লও ধনু যুবা,—রাজ-আজ্ঞা এই—
বাঁকাইয়া ধনুকের দাও গো পরীক্ষা।

(রাজকুমারের ধনুর্গ্রহণ)

রাজকুমার। এসেছে অদৃষ্ট এবে চূড়ান্ত সীমায় ;
সফল হই গো যদি বাঁকাইতে ধনু,
দামিনী আমার হবে চিরকাল তরে,
নতুবা খোয়াব মোর সরবস্ব-ধনে।

(ধনু বাঁকাইতে চেষ্টা ও সিদ্ধিলাভ)

প্রথম মন্ত্রী। পক্ষিরাজ-পক্ষ সম সুবক্র ধনুক—
লৌহসম সুকঠিন—ইহার হস্তেতে
তৃণ যেন মহারাজ ! বাখানি যুবারে !
রাজা। পরীক্ষা এখনো কিন্তু হয় নাই শেষ।
অশ্বশালা হ'তে আনো দুষ্ট অশ্ব এক,
আর এক বন্য হস্তী যাহার মস্তকে
কঠোর অঙ্কুশ আজো হয়নি পরশ,
জ্বল-জ্বল চক্ষু দুটি ঘোষিছে যাহার
অদমিত বন্য তেজ, চড়ি তদুপরি
করুক্ দমন তারে—শুনিলে আদেশ ?
মন্ত্রিগণ। এ বিষম পরীক্ষায় আছ কি প্রস্তুত ?
রাজকুমার। ধনুকের পরীক্ষা কি হয়নি যথেষ্ট ?
আচ্ছা বেশ মহারাজ, আনো অশ্ব গজ,
কিছুতেই পিছপাও হইব না আমি।

(অশ্ব গজ আনয়ন—নাট্যশালার বাদ্যকরদিগের প্রতি)
উৎসাহ-জনন সুর ভীম বজ্রনাদে
বাজাও তোমরা,—তার প্রতিধ্বনি-রবে
চারিদিক ব্যাপি' যেন সমস্ত ধরণী
আমূল কম্পিত হয় থর-থর-থরে।

(অশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমির
চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন, পরে অবরোহণ)

বন্য হস্তি-শিরে এবে করি পদার্পণ।

(হস্তীর উপর আরোহণ)

শস্ত্রযুক্ত চরণের ইঙ্গিত-নির্দ্দেশে
চলিছে যে দিকে আমি ফিরাই উহারে।

(অবতরণ)

প্রথম মন্ত্রী। (রাজার প্রতি)
এ পরীক্ষাতেও প্রভু যুবক উত্তীর্ণ।
রাজা। দুহিতা আমার যত তাদের সম্মুখে
সাত ভাঁজ যবনিকা হীরক-খচিত
করহ স্থাপন, আর তার মধ্য হ'তে
প্রত্যেকে অঙ্গুলী এক করুক বাহির,
একে একে সাবধানে ; তাহার মাঝারে
চিনিতে পারে গো যদি দামিনী-অঙ্গুলী,
তবেই জানিব আমি, যুবক নিশ্চয়
দামিনীর পাণিগ্রহে ন্যায্য অধিকারী।

(যবনিকা নিক্ষেপ, সকল রাজকুমারীর একে একে যবনিকা-মধ্য দিয়া অঙ্গুলী বাহির করণ)

রাজকুমার। স্বর্গের দেবতাগণ! হইয়া সহায়,
দয়া করি পাঠাও গো হেন নিদর্শন,
নির্ব্বাচিতে পারি যাতে প্রকৃত অঙ্গুলী।

(দামিনীর অঙ্গুলী বাহিরকরণ ও তাহার উপর একটি মধুমক্ষিকার উপবেশন)

ধ্রুব এই নিদর্শন (অঙ্গুলী গ্রহণ) এত দিন পরে।
পরশি' ও চারু হস্ত আমার শরীর
হতেছে লোমাঞ্চ ; তাই বুঝিনু গো আমি
এই নির্ব্বাচন মোর হয়েছে সফল ;
দাও এবে মহারাজ মোর পুরস্কার।

রাজা। অর্জ্জিলে সাহসী বীর নিজ গুণে আজি
পুরস্কার তব, এবে কর আলিঙ্গন।

(যবনিকার অন্তরাল হইতে দামিনীকে বাহির করিয়া সম্মুখে আনয়ন)

নেহারো পত্নীরে তব, উহার আনন
লজ্জার রক্তিম রাগে রেঙেছে কেমন!
কি আর বলিব দোঁহে—আশীর্ব্বাদ করি,
চিরজীবী হয়ে থাক, সুখে কাল হরি'।

যবনিকা-পতন

ধ্যান-ভঙ্গ

কাব্য-চিত্র—গীতিনাটিকা

ভারত-সঙ্গীতসমাজে অভিনয়ার্থ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ধ্যান-ভঙ্গ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দন-কানন

ইন্দ্র চিন্তামগ্ন

(নারদের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আসতে আজ্ঞা হোক্ দেবর্ষি, প্রণাম হই।

নারদ। জয়োস্তু! পিতামহের নিকট কি গিয়েছিলেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। গিয়েছিলেম বৈ কি। তিনি যা বল্লেন, সে বড় সহজ ব্যাপার নয়।

নারদ। কেন? তিনি কি বল্লেন?

ইন্দ্র। তিনি বল্লেন :—

"শুন শুন পুরন্দর, তারকেরে দিনু বর,
হৈল তাই ভুবনে দুর্জ্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে, কেবা তা আপনি কাটে,
যদিও সে বিষবৃক্ষ হয়।
বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার সম,
বিষ্ণুচক্রে নাহি তার ক্ষয়।
মহেশের পুত্র হবে, ষড়ানন নাম থোবে
তবে তার মরণ নিশ্চয়।
সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি,
আঁখি মেলি নাহি চায় নারী।
শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কেবা হয়,
বিনা দেবী হিমন্ত-কুমারী।
চল দেব ইন্দ্ররাজ, সাধহ আমার কাজ
দেবী আছে শম্ভু-সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যান-ভঙ্গ, হয়ে যেন এক অঙ্গ,
আরতি দিই গে ফুলবাণে॥"

নারদ। তবে, এখন মোট কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে :—মহেশের পুত্রের নাম ষড়ানন হবে, পার্ব্বতীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে, পরে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তারকের নিধন হবে।—এই না?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। তা তো হবে। কিন্তু, আমি কি ভাবচি জানেন, মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। কন্দর্পের দর্প কি সেখানে খাটবে? তা ছাড়া, মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎই বা কি ক'রে ঘটবে?

নারদ। সে জন্য চিন্তা নাই দেবরাজ। তার একটু সূত্রপাত পূর্ব্ব হতেই হয়ে আছে। আমি এক দিন বেড়াতে বেড়াতে হিমাচলে গিয়েছিলেম, সেখানে গিরিরাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পার্ব্বতীর বিবাহ সম্বন্ধে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এলেন। আমি দেখেই বুঝলেম, সতী দেহ ত্যাগ ক'রে নিশ্চয়ই গিরিরাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেন না, এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সৃষ্টির মধ্যে অসম্ভব। তাই আমি তাঁকে বল্লেম, মহাদেবই এই কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। ভাগ্যক্রমে মহাদেবও সেই সময়ে হিমাচলে তপস্যা করছিলেন। তাই গিরিরাজ সুযোগ পেয়ে, আতিথ্য-সৎকারে তাঁকে পরিতুষ্ট ক'রে, এই টুকুমাত্র তাঁর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন যে, পার্ব্বতী কুশ-জল অর্ঘ্যাদি নিয়ে প্রতি দিন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করবেন।

ইন্দ্র। তবে তো দেখছি, পূর্ব্ব হতেই পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আছে। এখন মদনকে সেখানে পাঠালে কার্য্যসিদ্ধি হলেও হ'তে পারে।

নারদ। হাঁ, মদনকে সেখানে এখনই পাঠান, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করবেন না। আমি তবে এখন চল্লেম।

[নারদের প্রস্থান।

ইন্দ্র। প্রতিহারি!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। মদনকে শীঘ্র আমার নাম ক'রে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা দেবরাজ!

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

ইন্দ্র। (স্বগত) মদন সেখানে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবেন কি না, সে বিষয়ে এখনও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তবে চেষ্টা করতে হানি কি? এই যে মদন আস্‌ছেন। মদনের আত্মাভিমানে একটু আহুতি দেওয়া আবশ্যক, তা হ'লে আরও উৎসাহিত হবে।

(মদনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এসো, সখা, এসো!

মদন। দাসের প্রতি কি আদেশ?

ইন্দ্র। দেখ সখা, বাহুল্য-কথায় প্রয়োজন নাই। কোন কারণ-বশতঃ মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছে। অতএব, এখনি তুমি হিমাচলে গিয়ে তোমার ফুল-শরে—

মদন। মহাযোগী ঘোর তপস্বী মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ?—আমার পুষ্পশরাঘাতে? (মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে) দাসের প্রতি এরূপ কঠিন আদেশ কেন—

ইন্দ্র। দেখ মদন, তোমার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে। এ কাজ তুমি সিদ্ধ করতে না পারলে আমি বড়ই বিপদে পড়ব। আর পারবেই বা না কেন? তোমার অসাধ্য কি আছে?

মল্লার-সারং—কাওয়ালি।

কে পারে এড়াতে তব শর (ওহে মদন)
রক্ষ-যক্ষ নর-অমর গন্ধর্ব্ব-কিন্নর?

মদন। (তা যা আজ্ঞা করছেন, সে কথা বড় মিথ্যা নয়।)
ফুল-শর যে বড় মিষ্টি বিষে মাখা সুধা-বৃষ্টি
তাই মজে সব সৃষ্টি বিশ্বচরাচর।

ইন্দ্র। ব্রহ্মা আদি প্রজাপতি
কে রোধে তোমার গতি?
হোন্ না কেন মহা যতি ভোলা মহেশ্বর।

মদন। (যে আজ্ঞা।)
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য
সাধিব তোমার কার্য্য
(কিন্তু দেখো যেন)
হর-কোপানলে দাহ্ন না হই পুরন্দর।

ইন্দ্র। তব বাণ অনিবার্য্য জেনো তুমি স্মর॥ ১॥
এই লও সখা, আমার প্রসাদ-মাল্য গ্রহণ কর।

(কণ্ঠে মাল্য প্রদান)

মদন। (প্রণাম করিয়া) দাসের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আপতাতঃ সখা বসন্তকে পূর্ব্বায়োজন করতে এখনি পাঠিয়ে দি।

ইন্দ্র। দেখো যেন বিলম্ব না হয়। আমরা সকল দেবতা মিলে হিমাচলের গগনে গিয়ে তোমার বিজয়-কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখব।—বুঝলে? আমি এখন সজ্জিত হ'তে চল্লেম।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রতির প্রবেশ)

সুরট—ঝাঁপতাল।

রতি। যেও না যেও না নাথ করি গো বারণ,
এসেছি তোমার কাছে হেরি দুঃস্বপন।
সে বড় কঠিন স্থান, ব্যর্থ হবে তব বাণ,
মিছে কেন অপমান হবে গো মদন?
শঙ্কর ত্যজেছে সুখ, না হেরে নারীর মুখ,
তাই বলি হও বিমুখ, কোরো না গমন।
এই বেলা মানে মানে, চল যাই নিজ স্থানে,
বাসবেরে মুক্ত প্রাণে করি নিবেদন॥ ২॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

মদন। ধিক্ ধিক্! এ কি কথা বল সুনয়নে!
কে আছে ফুল-শর-শাসন না মানে?
কোথা আছে ঋষি-মুনি, কোথা আছে জ্ঞানী গুণী,
যে না বশ এই মোর বাণে?
মোর গতি নাহি কোন্ স্থানে?
বকুল চূত-মুকুল, বাণে আছে কত ফুল
আকুল করিয়া তোলে প্রাণে
—জলাঞ্জলি দেয় কুল-মানে।
কোমল নারী-হৃদয় যাতে তাতে পাও ভয়,
দেখো জয় করিব ঈশানে,
চকিতে ভাঙ্গিব তাঁর ধ্যানে।

রতি। সে যে গো বিষম ঠাঁই,
মায়া মোহের নাম নাই,
যোগি-হৃদি গঠিত পাষাণে,
তাই বলি যেও না সেখানে॥ ৩॥

[রতি ও মদনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বত

মহাদেবের আশ্রম

(ভূতগণের প্রবেশ)

ইমন-ভূপালী—একতালা।

১ জন।—উহুহু হুহুহু, হিহিহি হিহিহি, এ কি রে শীত বাপ্ রে।
২।—দুরু দুরু দুরু, গুড়্ গুড়্ গুড়্, বুকে ধরেছে কাঁপ্ রে।
৩।—দেখ রে দাদা, গাদা গাদা বরফের চাপ্ রে।
৪।—উঁচু চুড়ো দেখে খুড়ো লেগে যায় যে তাক্ রে।
১।—উঠ্‌তে নাব্‌তে, ঘুব্‌তে, ফিরতে লাগে যে বুকে হাঁপ্ রে।
২।—শুক্‌নো তরু, রুক্ষ মরু, নাহি সব্‌জি শাক্ রে।
৩।—প্রাণ আই-ঢাই করে যে সদাই, না শুনি শেয়াল-ডাক্ রে।
৪।—(আবার) নন্দী দাদা দেয় রে বাধা, ছাড়্‌লে একটু হাঁক্ রে।
৩।—ভোলাই জানে, কি সুখ ধ্যানে, মুদে তিনটি আঁখ রে।
১।—(ওরে!) দাদা এসে ঝট্, দেবে পটাপট্, ওসব কথা থাক্ রে।
৩।—বল্ কি করি, প্রাণে যে মরি, থাকিয়ে চুপ্-চাপ্ রে।
৪।—তড়াক্ তড়াক্ দে রে তবে লাফ, যদি চাস গাযে তাপ্ রে ॥ ৪ ॥

(লম্ফ-ঝম্প-সহকারে প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ)

(গাহিতে গাহিতে মন্ত্রপূত জল-সিঞ্চন, আর অমনি তুষার-কঠিন পাষাণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে পুষ্প-পল্লব-ভূষিত বসন্ত-শোভার আবির্ভাব)

মিশ্র-কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

বসন্ত। ফোট্ রে কুসুম ফোট্ রে তোরা
(মোর) মাযা-মোহন মন্তরে।
মুঞ্জরিবে শুষ্ক-তরু (এই) শৈল-মরু-প্রান্তরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ছাউক শৃঙ্গ, পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমুক ভৃঙ্গ,
ঢালুক তান বন-বিহঙ্গ তাহে অবিশ্রান্ত রে।
মৃদুল মৃদুল ফেলিয়ে পা, আয় রে মধুর মলয়-বা,
কোমল পরশে শিহরি গা, মৃতে কর জীবন্ত রে।
ধবল বসন ত্যজিয়ে আজ, ধরিয়ে শোভন হরিত সাজ,
হাস গো হাস গো ভূধর-রাজ হর্ষ-ফুল্ল-অন্তরে ॥৫॥

(মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন)

আকাশে—দেবগণ।

হের :—"দক্ষিণের দ্বার খুলি, মৃদু মন্দ গতি
ঘরের বাহির হ'ল ঋতু-কুলপতি।
লতিকার গাঁঠে গাঁঠে ফুটাইল ফুল,
পরাইল আহা কিবা পল্লব-দুকূল।
কি জানি কিসের লাগি হইযা উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয-বাতাস।
ভযে ভয়ে পদার্পযে, তবু পথ ভুলে
গন্ধ-মদে ঢলি পড়ে এ-ফুলে ও-ফুলে।"
তপস্বী যতেক এই শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু-সমাগমে,
বহু যত্নে কোন-মতে বশ করি' মন
মনো-বিকারের বেগ করে সম্বরণ ॥

বসন্ত। ("ফোট্ রে কুসুম ফোট্ রে তোরা" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(আশ্রমবাসী শিবভক্ত তাপসগণের প্রবেশ)

কাশ্যপ।

এ কি হ'ল ভারদ্বাজ, মধু-ঋতু দেখি আজ
সহসা আশ্রমে আসি পশে।

ভারদ্বাজ।

তাই তো গো কাশ্যপ, ব্যর্থ দেখি জপ তপ
যোগে আর মন নাহি বসে।

বাৎস্যাযন।

শোনো গো শাণ্ডিল্য মুনি, এই সব দেখি শুনি
তোমার মনেতে কিবা লয?

শাণ্ডিল্য।

আর কি বল হে বাপু, আমাযো করেছে কাবু,
এত দিন তো আছি হিমালয়।

কাশ্যপ।

ঠিক্ বলেছ শাণ্ডিল্য, তোমা সনে খুব মিল্লো,
মনটা যেন কেমন কেমন করে।

ভারদ্বাজ।

মরু-মাঝে তরু-লতা, জরা ধরে তরুণতা,
দেখে মোর বাক্য নাহি সরে।

বাৎস্যাযন।

চূত মুকুল নব, ছোটে কিবা সৌরভ
উপবন হ'ল যেন শৈল।

শাণ্ডিল্য।
তবে বলি খুলি প্রাণ, আজি যেন করি ঘ্রাণ
গৃহিণীর কুন্তলের তৈল।
কাশ্যপ।
কোকিলের কুহুতানে, মোরও যেন জাগে প্রাণে
ব্রাহ্মণীর সুললিত ভাষ।
ভারদ্বাজ।
মধুর মলয়-বায়, প্রাণে যেন বহে হায়,
মানিনীর আকুল নিশ্বাস।
কাশ্যপ।
ও নহে নিশ্বাস শুধু, গায়ে যেন ঢালে মধু
প্রাণটা করে একেবারে ঠাণ্ডা।
বাৎস্যায়ন।
হাওয়াটি এমন মিষ্টি, ব্রাহ্মণীর হাতের সৃষ্টি
মনে পড়ে গুড়ের সে মণ্ডা॥
ভারদ্বাজ।
থাক্ থাক্ ও পাপ-কথা, পলায়ে আইনু হেথা,
এখানেও দেখি রক্ষা নাই।
শাণ্ডিল্য।
মন যদি নাহি বসে, এখনি আসিবে বশে
এসো সবে শিব-গান গাই।
সকলে। হাঁ, সেই উত্তম কল্প।

ভৈরব—সুরফাঁকতাল।
ভব শিব শঙ্কর হর বিভূতি সাজে
করে ত্রিশূল ডমরু ধরে,
নৃত্যতি কৈলাসপতি শ্মশান-মাঝে।
শিরপরে গঙ্গা-জটা তাহে তরঙ্গ-ঘটা,
ভালে চন্দ্র-ছটা কিবা বিরাজে।
নন্দী ভৃঙ্গী সাথী, আনন্দে মাতি
তাধেই তাধেই ধেই ধেই ধেই নাচে।
ডাকিনী যত যোগিনী, নাচে ধিনিকি ধিনিনিনি
ডিমিকি ডিমিকি ডিমিডিমি ডমরু বাজে॥৬॥

(গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে নন্দীর প্রবেশ)

কেদারা—একতালা।
নন্দী। "যোগী হে যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ নাচিছ দিক-বসনে।
মহা আনন্দে পুলকে কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে" ॥ ৭ ॥

নন্দী। (ভক্তদের দেখিয়া) বোম্ মহাদেব!
ভক্তগণ। বোম্ মহাদেব! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভায়া?
নন্দী। ভোলা বাবার জন্য সমিৎ-কাষ্ঠ আহরণ করতে এসেছি।
ভক্তগণ। এসো, আমরাও তোমার সাহায্য করি।
["যোগী হে" এই গান গাহিতে গাহিতে
সকলের প্রস্থান।

আকাশে—দেবগণ।

হের :—হিমঋতু অপগমে কিন্নর-রমণী
বিশদ-অধরা হল—পাণ্ডুর-বদনী।
বিচিত্র ওদের মুখে চিত্র পত্র-লেখা
স্বেদ-বারি বিন্দু বিন্দু দিল তাহে দেখা॥

(একজন কিন্নরের প্রবেশ)

মিশ্র-পিলু—আড়খেমটা।
কিন্নর। অকালে বসন্ত আহা কার মন্ত্রে জাগিল
দুরন্ত হিমন্ত ঋতু আচম্বিতে ভাগিল।
কোয়েলা করিছে কুহু, পাপিয়া পিউ পিউ,
প্রাণ করে হু হু হু হু কোথা প্রিয়ে আয় লো॥৮॥

(কিন্নরীর প্রবেশ)

কিন্নরী। (দৌড়িয়া আসিয়া কিন্নরের হস্ত ধারণ)
এই যে আমি নাথ!
তুমি মোর মধু-ঋতু, তুমিই মকর-কেতু
না জানি অপর হেতু কে বসন্ত আনিল।
কিন্নর। এসো এসো প্রিয়ে এসো, ক'রে দিই ফুল-বেশ
ফুলে দিই বাঁধি কেশ, ফুলে ফুলে ছাই লো।

(ফুল দিয়া সজ্জিতকরণ)

(ভূতগণের গাছের আড়াল হইতে উঁকি-ঝুঁকি)

কিন্নরী। (দেখিয়া আতঙ্কে)—ও মা গো!
(পলায়ন)
কিন্নর। কি হল কি হল প্রিয়ে!
(পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন)

(ভূতগণের প্রবেশ)

মিশ্র ভূপালী—একতালা।
১। এ কি রে ভাই! সে সব কোথায়,
আর সে বরফ নাই তো!

২। তাই তো রে ভাই
৩। তাই তো দাদা
৪। কোথায় সে সব তাই তো।
১। (এ কি রে ভাই!)
ছিল সাদা, হল সবুজ, করলে যে অবাক্।
২। (আর) ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে
সারা হল যে নাক।
৩। (আর) কোকিল-ডাকে হল যে ভাই
কানটা ঝালাপালা।
৪। (হ্যাঁ ভাই?) শ্মশানে সেই ডাকতো পেঁচা
কেমন মধু ঢালা?
১। (আহা!) হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া,
ডাক্‌তো কেমন শেয়াল?
২। (আর) ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ,
নেড়ী কুত্তার পাল?
৩। (আবার) জ্বল্‌তো কেমন চিতায় আগুন,
কেমন সে রোশ্‌নাই?
৪। (আর) মাংস পুড়ে কেমন দাদা
গাদা হত ছাই?
১। কোনও সুখ্‌ই নাই রে দাদা (হেথা)
কোনও সুখই নাই।
২। ভদ্রলোকে আসে কি গো
এমন খারাপ ঠাঁই?
৩। আচ্ছা মোরা ভোলার পাকে
পড়েছি হেথা আটকা।
৪। (আবার) মেলে না কিছু পচা-ধসা
সবই এখানে টাটকা।
১। (আহা) শ্মশানেতে ছিলুম ভাল,
কেন এনু হেথা?
২। এখানে ভাই পাইনে দেখ্‌তে
একটা মড়ার মাথা।
৩। মাথা থাকুক দূরে দাদা
পাইনে একটা হাড়।
৪। (আর) হাতের সুখও হয় না হেথা
মট্‌কে কারও ঘাড়।
১। (আরে!) চুপ্ কর্, চুপ্ কর্ রে তোরা,
করিস্‌নে ভ্যান্‌-ভ্যান্।
ঠ্যাং ভাঙ্গবে নন্দী দাদা ভাঙ্গলে বাবার ধ্যান।
২। (আচ্ছা) ধ্যান-ধ্যান যে বলিস্ খুড়ো,
ধ্যান জিনিস্‌টা কি?

১। থাম্ রে মুখ্‌খু, থাম্ রে তুই,
সে তোর মাথার ঘি।
ধ্যান করাটা কাকে বলে,
তাও জানিস্‌নে তুই?
(আরে) তাকেই বলে যখন মোরা
বোসে বোসে ঘুমুই।
২। (ও!) এখন বুঝনু, এখন বুঝনু,
ভাগ্যি ছিল খুড়ো,
তাই ত মোরা পাই একটু জ্ঞানের খুদ-কুঁড়ো।
১। (আরে!) সোর করিস্‌নে, সোর করিস্‌নে,
আস্‌তে কথা ক।
নন্দী দাদা এলেই তখন বনে যাবি রে থ।
২। আস্‌বে যখন, থাম্‌বো তখন,
করিতো এখন ফূর্ত্তি,
৩। আয়তো রে ভাই, ধরি সবাই
মোদের নিজ মূর্ত্তি।
৪। ধর্‌তো রে সেই গানটা খুড়ো,
মনটা খুলে গাই।
সকলে। (হ্যাঁ হ্যাঁ) সেই গানটা, গানটা সেই
সেই গানটা ভাই ॥ ৯ ॥
১। ধর্—আমরা
সকলে। আমরা—

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

"আমরা ভূত-প্রেতের দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল, সদা করছি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য-হাওয়া, নাহিক ফলাফল।
নাহি জানি ধরণ-ধারণ, নাহি শুনি কাহার বারণ,
কেবল মানি ভোলার শাসন গো।
আমরা আপন রোখে, মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
কখন আমরা ধরি কায়া, কখন হই রে গাছের ছায়া,
কতই মোরা জানি মায়া গো।
কখন হয়ে ঝড়ের হাওয়া ফিরি ধরাতল।
(আমরা) অশথ-বটে থাকি লটকে, পথিকের ঘাড়
দিই মট্‌কে,
শূন্যপানে যাই শট্‌কে গো।
(পরে) আবার এসে, শ্মশান-দেশে হাসি খল্‌খল্।
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি
ভোলার ভেলা মোদের সম্বল।
যদি সুখ না জোটে, দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারা বেলা করব ভূত-প্রেতের মেলা,
গাব গান, খেলব খেলা গো।
(আর) কণ্ঠে যদি গান না আসে, করব কোলাহল"॥১০॥
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহাদেবের আশ্রমের এক অংশ

(মদন ও রতির প্রবেশ)

(প্রবেশমাত্রে চারিদিকে বিহঙ্গমের গীতোচ্ছ্বাস)

মদন। এই বোধ হয় মহাদেবের আশ্রম। দেখছ না প্রিয়ে! বসন্তসখা এইখানে এসে এই কঠোর শৈলপ্রদেশকে যেন একেবারে প্রমোদ-কানন ক'রে তুলেছেন।

রতি। হাঁ, এ তোমার সখারই কীর্ত্তি বটে।

ভূপালী, কেদারা—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়,
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহুকুহুকুহু গায়
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়॥ ১১॥

মদন। প্রিয়ে, সম্মোহন-বাণের জন্য এসো আমরা কতকগুলি বাছা-বাছা ফুল চয়ন করি।
(পুষ্প চয়ন)

আকাশে—দেবগণ।

উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
ওই দেখ কামদেব হৈলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেমরস চরাচর-মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে।
মধুকর অনুসরি আপনার বধু
একই পাত্রে দুই জনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগীতনু করে কণ্ডূয়ন,
পরশ-সুখের বশে মুদে আসে তাহার নয়ন।
পদ্মগন্ধী জল মুখে গণ্ডূষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া।
তরুগণে লতাবধূ
অবনত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন,
ওষ্ঠ নব-কিশলয়
কুসুম-স্তবক গুচ্ছ তাহাদের স্তন।

মদন। প্রিয়ে, দেখ দেখ, ঐ দিকে অপ্সরা-মিথুন কেমন প্রেম-রসে মগ্ন।

বেহাগ—কাওয়ালি।

"আজ সখি মুহুমুহু, গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।

রতি। যৌবন-মদ বিকশিত, পুলকে হিয়া উলসিত
অবশ তনু অলসিত মুরছি জনু যায়।

নেপথ্যে অপ্সরা। আজ মধু চাঁদনী, প্রাণ উনমাদনী
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর
শিহরে তনু জরজর কুসুমবন-মাঝ।

মদন। মলয় মৃদু কলায়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।

রতি। আধ ফুটো শতদল, বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল, চাহিতে নাহি চায়।

মদন। অলকে ফুল কাঁপয়ি, কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি
মধু অনলে তাপয়ি, খসয়ি পড়ু পায়।

রতি। ঝরয়ি শিরে ফুলদল, তটিনী বহে কলকল
হাসে শশী ঢলঢল, ভানু মরি যায়।

নেপথ্যে অপ্সরাগণ। আজ মধু চাঁদনী প্রাণ উনমাদনী
শিথিল সব বাঁধনী শিথিল ভই লাজ॥ ১২॥

আকাশে—দেবগণ।

গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর।
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যানেতে তৎপর।
যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু
কোন বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু।

মদন। মহাদেব না জানি কোথায় ব'সে ধ্যান করচেন। প্রিয়ে, একবার চারদিক ভাল ক'রে খুঁজে দেখ দিকি। (দুজনের অনুসন্ধান)

রতি। ঐ দেখ নাথ, ঐ দেখ।

মদন। (সেই দিকে অবলোকন করিয়া) ঐ যে। তাই তো!
দেবদারু-বেদী পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত,
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির—বীরাসন-ধৃত।

রতি। নত দুই স্কন্ধদেশ, পাতা করতল,
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।

মদন। জড়ানো জটা-কলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুই ফের কানেতে বেষ্টন,

রতি। গ্রন্থি যুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
মদন। এস প্রিয়ে তবে ওইখানে যাওয়া যাক্।
রতি। না নাথ! অত কাছে গিয়ে কাজ নাই।
মদন। ওখানে না গেলে ইন্দ্রের কার্য্য আমরা কি ক'রে সিদ্ধ করব? চল প্রিয়ে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাদেবের সমাধি-স্থান। লতামণ্ডপে দেবদারু-বেদীর উপর মহাদেব ধ্যান-মগ্ন

(লতামণ্ডপের দ্বারদেশে হেম-বেত্র হস্তে নন্দী দণ্ডায়মান।

(দুপ্‌দাপ্‌ ও লম্ফ-ঝম্প করিতে করিতে ভূতগণের প্রবেশ)

নন্দী। (মুখে তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক ভূতগণকে ইঙ্গিত-আদেশ)
ভূতগণ। (নন্দীকে দেখিবামাত্রই ভয়ে জড়সড় ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান)

আকাশে—দেবগণ।

হেব :—
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম-করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ,
মুখেতে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে
"চপলতা ছাড়্‌" বলি ভূতগণে শাসে।
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদ-ক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্রে সমস্ত কানন,
চিত্র সম রহে স্থির যেথা যে যেমন।

ভূতগণ। (অবসর বুঝিয়া নন্দীর চক্ষু এড়াইয়া একে একে পলায়ন ও বাহিরে গিয়া কোলাহল)
[নন্দী হেমবেত্র উদ্যত করিয়া শাসনার্থ সরোষে প্রস্থান।

(পা টিপিয়া টিপিয়া মদন ও রতির প্রবেশ)

মদন। (মহাদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত)
রতি। (মদনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি মদনের পার্শ্বে আগমন)

আকাশে—দেবগণ।

মনেরো অধৃষ্য যেই দেব মহেশ্বর,
অদূর হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরথর,
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি—না জানে কখন্॥

মদন। হের প্রিয়ে
স্তিমিত নয়ন-তারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাস,
পলক নাহিক নেত্রে নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন,
প্রাণ আদি অন্তর্ব্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি জলদ-ঘটা যেন হয় বোধ।
নিস্তরঙ্গ সুগভীর সাগরের সম,
নিবাত নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
নবদ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্যস্থলে,
আত্মদর্শী ঋষিগণ
অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাঁহারে
পরম আত্মারে সেই
শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে।

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

মদন ও রতি।

নমো নমো মহাদেব, নমঃ শিব-শঙ্কর,
নমঃ কৈলাস-পতি, নমঃ চন্দ্রশেখর
নমো নম ঈশান, নমো বৃষবাহন,
নমো ভোলানাথ, নমো দিগম্বর।
নমো ব্যোমকেশ, নম আশুতোষ,
নমঃ ত্রিলোচন নমো মহেশ।
নমো নম পশুপতি, নমো নমো মহাযতি
নমঃ শূলপাণি নমো যোগীশ্বর॥ ১৩॥

(দুই জন বনদেবী সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীর প্রবেশ)
মদন ও রতি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ)

সখীদ্বয়।— খাম্বাজ—কাওয়ালি।

শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা
ত্রিশূল করে গলে রুণ্ড-মালা।
শির শোভে জটা-জুট-জালে,
আবৃত বর-তনু বাঘ-ছালে,
নব-ইন্দু ভালে করে দিক আলা। ১৪॥

কেদারা—ঝাঁপতাল।

মদন ও রতি।

কে গো নিরুপমা বামা অমল-বরণী
সাগর-সঙ্গমে যেন কনক-তরুণী।
আননে স্বরগ-প্রভা, বসনে বসন্ত-শোভা,
চরণ-পরশে যেন কৃতার্থ ধরণী।
কুসুম-সৌরভ অঙ্গে, ভাসে অনিল তরঙ্গে,
সঞ্চারিণী লতা যেন নব পল্লবিনী।
পুন তবে ধরি বাণ, করি এবে সন্ধান,
নিশ্চয় যোগীর ধ্যান ভাঙ্গিব এখনি ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! এইবার আমার মনে বিলক্ষণ ভরসা হচ্ছে, এইবার নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হবে। এসো, আমরা সম্মোহন বাণ প্রস্তুত করি।

(দুই জনে পুষ্পাদি দিয়া সম্মোহন বাণ প্রস্তুত করণ)

১ বনদেবী। (মিশ্র—কাওয়ালি)

এস সখি এস হেথা
তোমারে হেরি হরষিত তরুলতা

২। যূথি জাতি সেঁউতি, মল্লিকা মালতী
হের, পদে আনতা।

পার্ব্বতী। বিল্বপত্র বন কোথা?
সেথা মোরে লয়ে চল বন-দেবতা।

১। জানি জানি পার্ব্বতি, মহেশের প্রিয় অতি,
—ধর সেই পাতা।

(পুষ্প চয়ন)

আকাশে—দেবগণ।

কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভ-নিভ প্রায়,
উদ্দীপিত হ'ল এবে রূপের ছটায়।
বসন্ত-কুসুম যত ভূষণ উমার,
অশোক মল্লিকা যূথি কত পুষ্প আর।
স্তনভারে চারু তনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

মহাদেব। (ধ্যান-ধারণায় ক্ষান্ত হইয়া আসন শিথিলীকরণ)

আকাশে—দেবগণ।

হের :—
শঙ্কর পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণ-বায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় যোগাসন।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। (পার্ব্বতীকে দেখিয়া) এই যে আমার মা জননী এসেছেন! (প্রণাম)

নন্দী। (পরে মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া) ভগবন্! সেবা-শুশ্রূষার জন্য উমাদেবী এসেছেন।

মহাদেব। (ভ্রূক্ষেপ-ইঙ্গিতে আসিবার অনুমতি প্রদান)

সখীদ্বয়। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সপল্লব হিম-সিক্ত পুষ্পরাশি মহাদেবের চরণে অর্পণ)

উমা। (প্রণামকরণ ও কর্ণিকার-ফুল অলক হইতে স্খলিত হইয়া পতন)

মহাদেব। ভদ্রে। অনন্যভাজন পতি লাভ কর।

নেপথ্যে—দেবগণ।

"আশীষিলা মহাদেব যথার্থ আশীষ।
উচ্চারিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী,
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।"

মদন। প্রিয়ে :—

তাম্রুরুচি করে হের গিরিরাজ-বালা
এনেছেন মন্দাকিনী-পদ্মবীজ-মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক—শিবেরে সঁপিতে।
আদরে যেমন হর যাবেন লইতে
অমনি আমি গো এই সম্মোহন বাণ
শরাসনে জুড়িয়া করিব সন্ধান।

উমা। (পদ্মবীজ-মালা মহাদেবকে প্রদান)

মহাদেব। (সাদরে গ্রহণ ও উমার প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমা। (চোখাচোখি হইবামাত্র লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া)

মদন। হের প্রিয়ে!

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হয়েছে হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
চন্দ্রাননা-উমাপানে তাই গো মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ।

রতি। উমাও মনের ভাব পারিছে না
রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব-সম পুলকিত, লজ্জানত আঁখি।

মহাদেব। (চঞ্চল-চিত্ত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ)

মদন। এইবার তবে :—

(ধনুকে সম্মোহন বাণ সংযোজন)

আকাশে—দেবগণ।

"মহাবলী মহাদেব অন্য কেহ নয়,
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিছেন নেত্রপাত দিগদিগন্তরে।"

[পার্ব্বতী ও বনদেবীদ্বয়ের প্রস্থান।

(সহসা গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অন্ধকার)

নন্দী। অকস্মাৎ এ কি হ'ল!

মল্লার—কাওয়ালি।

"গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল, কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয় বিহ্বলা।

মদন। (বাণ সন্ধান করিতে গি·া স্খলিত হইয়া পতন) এ কি হ'ল! ফুলগুলি যে আবার ঝরে গেল প্রিয়ে! এইগুলি বাণে আবার লাগিয়ে দেও।

(দুই জনে বাণ রচনা)

মহাদেব। (সরোষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত)

মদন। (বাণ সন্ধান ও মারিতে উদ্যত)

আকাশে—দেবগণ।

দেখ দেখ কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার
(দক্ষিণ অপাঙ্গে লগ্ন কর-মুষ্টি স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বামপদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।

মহাদেব। (সরোষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত)

নন্দী। চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটছে বিজুলী,
থরথর চরাচর, পলকে ঝলকিয়ে
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী।
গুরু গুরু নীরদ গরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে (মেঘগর্জ্জন)

মহাদেব। (মদনকে দেখিতে·পাইয়া রোষ-প্রজ্বলিত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত)

নন্দী। সহসা উঠিল জাগি প্রচণ্ড প্রভঞ্জন, ধাইল বাজ" ॥ ১৭ ॥

(বিদ্যুৎবিকাশ ও বজ্রপাত)

মহাদেব। (সেই একই সময়ে ত্রিশূল উন্মুখ করিয়া) নিপাত!

মদন। (মহাদেবের ত্রিনেত্র-নিঃসৃত বিদ্যুচ্ছটায় মদনের দেহ ভস্মীভূত)

রতি। হা নাথ! (মূর্চ্ছিতা)

মহাদেব। (শিঙ্গা বাদন ও ভীষণ প্রলয়-ঝড়ের আবির্ভাব)

(ভূতগণের প্রবেশ)

ভূতগণ। (লম্ফ-ঝম্প সহকারে)

পঞ্চ বদনে বোম্‌বোবোম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন দ্বিখণ্ড, ঘটে বা প্রলয়-কাণ্ড,
অগণ্য কবন্ধ-মুণ্ড লুণ্ঠে কণ্ঠ-মাঝে।
ঘোর অন্ধকার রাত, তাহে প্রচণ্ড বজ্রনাদ,
ভূতনাথ ভূত সাথ উর্দ্ধ-হাতে নাচে ॥·১৮ ॥

[মহাদেবের সহিত ভূতগণের প্রস্থান।

আকাশে—দেবগণ।

লচ্ছাসার—চপক-তাল।

শিব শিব শম্ভো, শম্ভো মহাদেব মহাদেব!
রোষ প্রভো সংহর সংহর!
ত্রিভুবন কম্পমান, কর ত্রাণ, কর ত্রাণ, কর ত্রাণ।
গেল গেল গেল সব চরাচর,
রোষ প্রভো সংহর শঙ্কর ॥ ১৯ ॥

যবনিকা-পতন



পরিশিষ্ট

কুমার-সম্ভব তৃতীয় সর্গের কিয়দংশের অনুবাদ

দক্ষিণ-অয়ন-কাল করিয়া লঙ্ঘন,
কুবের-রক্ষিতা নারী উদীচীর পাশে
যাইতে উদ্যত হ'ল নায়ক তপন;
দক্ষিণের দিগঙ্গনা অমনি হুতাশে
দুঃখের নিঃশ্বাস মুখে করে বিসর্জ্জন।
অশোকের স্কন্ধ হ'তে ছাইয়া অমনি
পল্লব সহিত পুষ্প ফুটিল হরষে,
না করি অপেক্ষা আর নূপুর-শিঞ্জিনী
—সুন্দরী-কুলের চারু চরণ-পরশে॥
কচি পল্লবেতে রচি চারু পক্ষখানি
সমাপ্তি লভিল যেই নব চূত বাণ,
বসন্ত অমনি তথা অলিবৃন্দে আনি
অক্ষরে রচিল যেন মদনের নাম॥
কর্ণিকার ফুল-বর্ণ এমন সুন্দর
তবু গন্ধহীন বলি ক্ষুব্ধ হয় প্রাণ।
একাধারে সব গুণ করা একত্তর
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম॥
লোহিত-বরণ অতি কুসুম-পলাশ
বক্র যথা নব ইন্দু অপূর্ণ-বিকাশ,
বসন্তের সমাগমে বনস্থলী যত
শোভিতে লাগিল যেন সদ্যো-নখ-ক্ষত॥
করিল বসন্ত-লক্ষ্মী অঞ্জন-রচনা
বসাইয়া সারি সারি ভৃঙ্গ অগণনা,
তিলক কাটিল মুখে তিলক-কুসুমে,
চূত-কিশলয় ওষ্ঠ রঞ্জে বালারুণে॥
মর্ম্মর-শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে
হেন বনে উদ্ধত হইয়া মৃগকুল
অনিলের অভিমুখে চরে মদভরে,
পিয়াল-মঞ্জরী-রজে নয়ন আকুল॥
আস্বাদিয়া বসন্তের নব চূতাঙ্কুর
তেজোভরে গাহে পিক অতি সুমধুর।
মনস্বিনী মানিনীর মান ভাঙ্গিবারে
পিক-রবে যেন স্মর আদেশ প্রচারে॥

হিম-ঋতু-অপগমে কিন্নর-রমণী
বিশদ-অধরা হ'ল, পাণ্ডুর-বদনী
বিচিত্র তাদের মুখে চিত্র পত্র লেখা,
স্বেদ-বারি বিন্দু বিন্দু দিল তাহে দেখা॥
তপস্বী যতেক ছিল শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু সমাগমে,
বহু যত্নে কোন মতে, বশ করি মন
মনোবিকারের বেগ করে সম্বরণ॥
উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
এই ঠাঁই মদন হইলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেম-রস জীবগণ-মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে॥
মধুকর অনুসরি আপনার বধূ
একই পাত্রে দুই জনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগী-তনু করে কণ্ডূয়ন,
সুখ-বশে মুদে আসে তাহার নয়ন॥
পদ্ম-গন্ধী জল মুখে গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া।
কিম্পুরুষ-নারী মুখে বিরচিত পত্রের রচনা,
পুঁছিয়া গিয়াছে অল্প,
ফুটি' তাহে স্বেদ-বারিকণা॥
কুসুম-আসব পানে তাহাদের ঘূর্ণিত নয়ন,
কিম্পুরুষ গীত-মাঝে প্রিয়া মুখ করয়ে চুম্বন॥
তরুগণে লতাবধূ
অবনত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন;—
ওষ্ঠ নব-কিশলয়,
কুসুম স্তবকগুচ্ছ তাহাদের স্তন॥
গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর।
যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু
কোন বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু॥
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ
মুখেতে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত-আভাষে
"চপলতা ছাড়্" বলি ভূতগণে শাসে॥

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদ-ক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্র সমস্ত কানন
চিত্র সম রহে স্থির যেথা যে যেমন॥
পুরস্থ শুক্রের সম
নন্দীর দর্শন-পথ করি পরিহার
ধ্যান-স্থানে পশে কাম
নমেরু সংশ্লিষ্ট শাখা যেখানে বিস্তার।
আসন্ন মরণ নাকি তাই স্মর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে
দেবদারু বেদীপরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির—বীরাসন-ধৃত।
নত দুই স্কন্ধদেশ—পাতা করতল
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুইফের কানেতে বেষ্টন।
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
স্তিমিত নয়নতারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাষ
পলক নাহিক নেত্রে—নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন।
প্রাণ-আদি অন্তর্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি জলদ-ঘটা যেন হয় বোধ।
অথবা তরঙ্গহীন সাগরের সম,
নিবাত নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
জ্যোতির অঙ্কুর ব্রহ্মরন্ধ্রে বহির্গত,
ললাটের নেত্র দিয়া পায় যেন পথ,
মৃণালের সূত্র হতে আরও সুকুমার,
ম্লান নব শশধর নিকটে তাহার।
নবদ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্য-স্থলে।
আত্মদর্শী ঋষিগণ
অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাহারে
পরম-আত্মা সেই
শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে॥
মনেরো অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর
অদূর হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরথর্
পুষ্পবাণ পড়ে খসি, না জানে কখন্॥

হেনকালে পারবতী আইলেন তথা,
পিছে তাঁর দুই জন অবণ্যদেবতা।
কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভনিভ প্রায়
উদ্দীপিত হ'ল এবে রূপের ছটায়।
বসন্তকুসুম যত আভরণ তাঁর:—
"অশোক" সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
"কর্ণিকার" হেমদ্যুতি করিলা হরণ,
"সিন্ধুবার" মুক্তারূপে করেন ধারণ।
স্তনভারে চারুতনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিৎ আনতা
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।
বকুল-মেখলা পড়ে খসিয়া খসিয়া
রাখিছেন পুনঃ পুনঃ আটক করিয়া।
যেন রে বাছিয়া স্থান স্থানজ্ঞ মদন
ধনুতে দ্বিতীয় ছিলা করিলা স্থাপন।
ভ্রমর তৃষিত হয়ে সুগন্ধি নিশ্বাসে
ঘুরিয়া বেড়ায় বিম্ব-অধরের পাশে।
চঞ্চল নয়নপাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি করেন ধারণ।
যার রূপরাশি হেরি লজ্জা পায় রতি
অকলঙ্ক সে উমারে নরখিয়া তথি
জিতেন্দ্রিয় শূলীপরে স্বকার্য্য সাধিতে
ভরসা পাইল স্মর পুন নিজ চিতে।
এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইলা পার্ব্বতী।
শম্ভুও পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন।
তখন শেষের সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার হ'ল অতি কষ্টকর।
নন্দী হর-পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল "সেবা তরে আইলা গউরী।"
ভ্রূক্ষেপ ইঙ্গিতমাত্রে পেয়ে অনুমতি,
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি।
উমার সে সখী দুটি প্রণমিয়া শঙ্কর-চরণ
পল্লব-জড়িত পুষ্প পদতলে করিল অর্পণ।
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমিলা ভকতির ভরে,
সুনীল কুন্তল হতে কর্ণিকার পুষ্প ঝরি পড়ে

"একপত্নী পতি হোক" হর-মুখে বাহিরিলা কথা
যথার্থ আশিষ সেই—ঈশবাক্য না হয় অন্যথা।
বহ্নিমুখ-কামী কাম পতঙ্গ সমান
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান।
উমার সমক্ষে ধরি পুষ্প-শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুগুর্ণ করে আকর্ষণ।
হেনকালে পারবতী তাম্ররুচি-পাণি
মন্দাকিনী পদ্মবীজ-মালা-গাছি আনি
(সূর্য্যকর-বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর-করে আরোপিলা বালা।
ভকত-বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালা-গাছি করিয়া আদর ;
অমনি অব্যর্থ বাণ নাম সম্মোহন
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।
চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল
হইল হরের মন ঈ ' চঞ্চল।
বিম্বাধর-সুশোভ . উমাপানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর একেবারে করিলা নিবেশ।
উমাও মনের ভাব পারিল না রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব সম পুলকিল, বিভ্রমিল আঁখি।
ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর
তাহে মুখখানি হ'ল আরো মনোহর।
বশিত্ব-প্রভাবে এবে যতি মহাদেব
মুহূর্ত্তেকে সম্বরিয়া ইন্দ্রিয়-আবেগ,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে
করিলা নয়নপাত দিগদিগন্তরে।
দেখিলেন, কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার
(দক্ষিণ-আপাঙ্গে বদ্ধ করমুষ্টি, স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বাম পদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।
তপস্যার ভঙ্গে রোষ বাড়িল তখন
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে হ'ল দুষ্প্রেক্ষ্য আনন।
তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা অমনি ছুটিল
"সংহর সংহর ক্রোধ" দেবগণ বলিয়া উঠিল।
চরিতে লাগিল হোথা দেবগণ-বাণী,
হেথা হ'ল ভস্মশেষ স্মরতনুখানি॥

সমাপ্ত

বসন্ত-লীলা

(গীতি-নাটিকা)

দোলোৎসব-দিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পাত্র পাত্রীগণ

রাধা, কৃষ্ণ, সখীগণ ও ব্রজবাসিগণ।
এক জন বিদেশী পথিক।

বসন্ত-লীলা

প্রথম দৃশ্য

বাজ-পথ।

নেপথ্যে।—("হোরি হ্যায়"—"হোরি হ্যায়" কোলাহল ও ঢোল-মন্দিরাদির বাদ্য)

(এক জন বিদেশী পথিকের প্রবেশ)

পথিক। কিসের এত গোলমাল? চারিদিকেই কেবল হৈ হৈ—রৈ রৈ শব্দ, ব্যাপারটা কি? এই যে, এই দিকে কতকগুলি ব্রজবাসী আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক।

(হোরি খেলিতে খেলিতে কতিপয় ব্রজবাসীর প্রবেশ)

পথিক।—আপনাদের আজ এ সব হচ্ছে কি?—আজ এত গোলমাল কিসের?

ব্রজবাসী। তা বুঝি জান না? আমাদের ব্রজরাজ একটা নূতন খেলার সৃষ্টি করেছেন, তাতে সমস্ত ব্রজপুরী আজ একেবারে মেতে উঠেছে।

পথিক। কি রকম খেলা?

১ জন। এই দেখুন না, এই লাল গুঁড়ো আমরা সবার কাপড়ে মাখিয়ে দিচ্ছি, আর এরই গোলা-জল নিয়ে পিচকিরি ক'রে গায়ে দিচ্ছি। এই রকম হুটোপাটি আজ সকাল থেকেই চল্‌চে। আসুন, আপনার গায়েও একটু মাখিয়ে দি।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি। কর কি! আমার ধোপদস্ত কাপড়খানি লাল ক'রে দিও না।

১ ব্রজবাসী। সে কি হয়? আজ এই আনন্দের দিনে আপনি ফাঁক যাবেন, (গায়ে আবীর দেওন) সে হতেই পারে না।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি, আমি আজ শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।

২ ব্রজ। আজ মশায়, জামাই শ্বশুর কেউই কসুর যাবেন না।—আজ সবারই এক সুর।

সকলে। (হাস্য) হা হা হা—ঠিক বলেছ দাদা—ঠিক বলেছ, আজ সকলেরই একসুর—হা হা হা হা!

পথিক। আচ্ছা ভাল, এর উদ্দেশ্যটা কি?

ব্রজবাসী। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই নূতন বসন্তের সময় একটা আমোদ-প্রমোদ করা।

পথিক। হাঁ, এই সময়ে সমস্ত প্রকৃতিই যখন উৎসবে মেতে উঠেছে, তখন মানুষ আর বাকি থাকে কেন? তা, এ আমোদটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। আচ্ছা, তোমাদের রাজা আজ কার সঙ্গে খেলবেন?

ব্রজবাসী। শুন্‌তে পাই, আজ রাধারাণীর সঙ্গে খেলবেন। তাই আজ সকাল থেকেই তাঁর বাঁশীর তান শোনা যাচ্ছে।

পথিক। বাঁশী কেন?

ব্রজবাসী। তিনি বাঁশী বাজিয়েই রাধাকে ডাকেন। রাধারাণীও বাঁশী শুন্‌লে আর ঘরে থাক্‌তে পারেন না; অমনি চ'লে আসেন।

পথিক। ও, তাই বুঝি? হাঁ, এ কথা আমাদের গ্রামেও খুব রাষ্ট্র বটে। রাধা কেন, শুনেছি নাকি কোনও ব্রজনারীই সে বাঁশী শুন্‌লে ঘরে তিষ্ঠিতে পারে না। যা হোক্, তোমাদের রাজা খুব রসিক বটে।

১ ব্রজবাসী।—রসিক বোলে রসিক, নাকে রশি দিয়ে যেন মেয়েগুলকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসে।

সকলে। রশিই বটে—হা হা হা হা (হাস্য)

একজন। দাদা, তুমি সবটা বল্লে না, শুধু রশি না—তার পর আবার একটা শিকও আছে। বাঁশী শুনে যে আসে, তার আর নড়ন-চড়ন নেই—অমনি সে শিকে আট্‌কে পড়ে। আমাদের রসিক-রাজের রশিও আছে, আবার শিকও আছে। হা হা হা। কথাটা বড় সরেশ বলেছ—বলিহারি যাই—হা হা হা হা!

পথিক। তোমাদের রাজা যে খুব রসিক, তার আর কোন ভুল নেই। দেখ না কেন, বেছে বেছে, খেলার কেমন সময়টি ঠিক করেছেন। আহা! এই নব বসন্তে কার প্রাণ না আকুল হয়?

ব্রজবাসিগণ।—তা আর বল্‌তে, দেখ না কেন বাহার—ওরা।

(আজি) আইল বসন্ত, হিম-ঋতু অন্ত,
প্রকৃতি আনন্দে হাসিছে।
তরুলতাগুলি, অলসে হেলিদুলি
হরষে কোলাকুলি করিছে।
যতেক ফুল-বালা, লয়ে পরাগ ডালা
মরি কি ফাগ-খেলা খেলিছে।
ভ্রমরা গুণগুণ গাহে ফাগুন-গুণ
অশোক কুসুম হানিছে।
পবন সুমন্দ, ফুল-রেণু-অন্ধ
মরি কি সুগন্ধ ঢালিছে।
লুটায়ে গিরিপরি, নিঝর পড়ে ঝরি
উৎস-পিচকারী ছুটিছে।
কিশোরী সাথে হরি, খেলিবে আজ হোরি,
রঙ্গে ব্রজপুরী মাতিছে॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধার-গৃহ-প্রাঙ্গণ।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা আসীনা।

রাধা। (গালে হাত দিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া উদাসভাবে)

বেহাগ্‌ড়া—আড়খেমটা।

ওগো শোনো কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশীখানি, চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে, প্রাণের পানে মিশে যায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশীর গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

(উঠিয়া)

না আর থাক্‌তে পারছিনে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, দেখি শ্যাম কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছেন।

(যাইতে যাইতে পায়ে নূপুর-ধ্বনি হওয়ায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া)

আঃ! এ কি জ্বালা!

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালি।

পায়ে পায়ে বাজে রে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনি নিনি নিনি নিনি।
বাঁশীতে ডাকে কেমনে থাকি,
এ পোড়া নূপুর কোথায় রাখি রে,
বাজে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনিনিনি নিনিনিনি॥

নেপথ্যে। রাধে, বলি ও রাধে! ঘর থেকে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিস্ লা?

রাধা। (স্বগত) ঐ গো ননদিনী আসছে। এই বেলা একটা কলসী কাঁকে করি (তাড়াতাড়ি কলসী কাঁকে করিয়া), (প্রকাশ্যে) এই যমুনাতে জল আন্‌তে যাচ্ছি দিদি।

নেপথ্যে। আজ সহরে বড় গোলমাল, পথ-ঘাটে দুষ্ট লোকের ভয় আছে, দেখিস্ যেন দেরি করিস্‌নে।

রাধা। না, আমি দেরি করব না। (স্বগত) ননদিনীর জ্বালায় আর বাঁচিনে। একটু ঘরের বার হয়েছি কি অমনি দেখ্‌তে পেয়েছে।

নেপথ্যে। আর শোন্, সে দিন চন্দ্রাবলী বল্‌ছিল, তুই যমুনায় স্নান কচ্ছিলি, আর সেই সময় নাকি সেই শ্যাম ছোঁড়াটা ঘাটে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছিল, এ কথাগুলো বড় ভাল নয়। তা, যা বোন্, কিন্তু দেখিস যেন রাত করিস্‌নে।

মিশ্র-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

যেও না যেও না যমুনায়
সে যে বাজিয়ে বাঁশী মন মজায়।
যাবে যদি যাও রাধে, এদিক্-ওদিক্ চোখ না যায়।
সে যে থাকে কদম-তলে,
বনমালা দোলায় গলে,
রঙ্গ-ভঙ্গ কতই ছলে,
রমণী দেখ্‌লেই অমনি চায়॥

রাধা। ভৈরবী—খেমটা।

সত্যি ননদী আমি শ্যামের পানে চাইনি
শ্যামের পানে চাইনি, আমি যমুনা-জলে যাইনি।
জল আন্‌তে যাই বটে, শুধু জল ভরি ঘটে,
তাই বুঝি দিয়েছে রটে সেই বড়াই বুড়ী ডাইনী॥

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। মিশ্র-পূরবী—একতালা

মরি লো মরি আমায় বাঁশীতে ডেকেছে যে।
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী, বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশী, ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস্ যদি আমায় পথ বলে দে
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে যে॥

নেপথ্যে—রাধা।

(সখি) ঐ বুঝি বাঁশী বাজে (তিনবার) বনমাঝে
কি মনমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল
বল গো সজনি, এ সুখ-রজনী, কোনখানে
উদিয়াছে। (বনমাঝে ইত্যাদি)
যাব কি যাব না, মিছে এই ভাবনা, মিছে মরি
লোকলাজে, সখি মিছে মরি লোকলাজে॥
না জানি কোথা সে, বিরহ-হুতাশে, ফিরে
অভিসারসাজে (বনমাঝে ইত্যাদি)

তৃতীয় দৃশ্য

(যমুনা নদী-অভিমুখে গ্রাম্য-পথ)

(কলসী-কাঁকে গোপিনীগণের প্রবেশ)

মূলতান—খেম্‌টা।

গোপিনীগণ।—

তোরা আয় লো আয়
শ্যামের বাঁশরী বাজে যমুনায়।
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী,
চিত হ'ল উদাসী,
ঘরে মন রাখা হ'ল দায়।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(রাধার প্রবেশ)

মিশ্র-পিলু—ঝাঁপতাল।

রাধা। মন চুরি করিল মুরলীর তানে,
প্রকাশি বলিতে নারি কি যে হয় প্রাণে।
না জানি কোথা আছে, কোন্ কুঞ্জমাঝে,
শুধু "রাধে রাধে" বংশী যে বাজে,
আর যে গো ধৈরয চিত নাহি মানে॥

(দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গোপিনীগণের প্রবেশ)

১। আয় ভাই আমরা এই গাছের আড়ালে লুকোই।

২। এই যে সখি তুমি এসেছ, তবে আমাদের আর ভয় নেই।

রাধা। কি হয়েছে, কি হয়েছে? পথে চোর-ডাকাতের ভয় আছে নাকি?

৩। সে সখি চোর-ডাকাতেরও বাড়া। পথের মাঝে কালা আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে গায়ে ফাগ দিতে আস্‌ছিল।

রাধা। সে আবার কি?

১। সে এক রকম লাল গুঁড়ো—তাই নিয়ে লোকের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে—আবার তারই গোলা জলে গায়ে পিচকিরি দিচ্ছে। তাতে সবার কাপড় ভিজে একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছে।

রাধা। তবে ত বড় বিপদ। এ আবার তাঁর কি লীলা?

১। এ সখি তাঁর বসন্ত-লীলা!

রাধা। (স্বগত) শ্যাম আমার কত লীলাই জানেন।

১। আমরা সখি তাই এখানে দৌড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। আমরা জল আনবার ছল ক'রে এখানে এসেছি, কাপড়ে রং লাগলে কি আর রক্ষা থাকবে?

রাধা। যদি তিনি এখানে আসেন, তা হ'লে কি করবে?

গোপিনী। তা হ'লে তুমি আমাদের রক্ষা করবে।

রাধা। আমি রক্ষা করব? আমাকে কে রক্ষা করে, তার ঠিক নেই।

(সহসা কৃষ্ণের প্রবেশ)

গোপিনীগণ। পালাও পালাও সখি—ঐ এসেছে।

(সখীগণের প্রস্থান এবং রাধিকা চলিয়া না আসায় পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এস রাই কুঞ্জবনে খেলিব হোরি।
ঋতুরাজ বসন্ত এল কুসুম-সাজ পরি।
আবীর অঙ্গে ছাইব, গুলালে মুখ রাঙ্গাইব
কুঙ্কুম মারিব মৃদু, দিব পিচকারি॥

কাফি—কাওয়ালি।

রাধা ও সখীগণ।

জানি জানি তোমায় কালাচাঁদ
না জানি কি তুমি পেতেছ গো ফাঁদ।
রাখ রঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ, ছুঁয়ো না হাত
হবে তাহে অপবাদ।
কেন গো রাখাল-রাজ, লালে লাল হেরি আজ
লাল তব পীত সাজ।
এ কি হেরি বংশীধারী, এ কি অকস্মাৎ!
এ যে তব নব সাধ।
কাছে মোর এস না, বসনে ফাগ দিও না
বারবার করি মানা;—
ছিছি ছিছি ছিছি ছিছি, দিয়ে নিশানা
কেন ঘটাবে প্রমাদ।

সিন্ধুড়া—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। ও নয়ন-বাণে-বাণে
চিত মন মম হ'ল জরজর
তবু তুমি ত দয়া না কর।
এখন আসিতে কাছে কেন কর মানা
সখি কোন্ প্রাণে বল সব সব!
দেখ গো সখি এ মম বুক চিরে,
কি দশা করেছে তব আঁখি-তীরে।
লাল দেখিছ যাহা নহে সে আবীরে,
সখি রক্ত-ধারা পড়ে ঝরঝর॥

কাফি-সিন্ধুড়া—ঝাঁপতাল।

রাধা ও সখীগণ।—

শ্যাম তব পায়ে ধরি
খেলো না আমা সনে হোরি।
দিও না দিও না গো অঙ্গে আমারি
আবীর পীচকারি।
রাঙ্গায়ো না মোর সাধের নীলাম্বরী,
রাখো এ মিনতি মুরারি।
খেলো না আমা সনে হোরি।
ছলি ননদিনী এনু গো শ্রীহরি
জল আনা ছল করি।
কত কথা শুনাবে ঘরে গেলে ফিরি।
যাব যে গো লাজে মরি
খেলো না আমা সনে হোরি॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কৃষ্ণ। তবে কাজ নাই এসে।
মিটিল না মনসাধ তোমায় ভালবেসে।
ছিল আশা মনে মনে, হোরি খেলব তোমা সনে,
ভাবি নাই কভু স্বপনে, নিরাশ করবে শেষে॥

রাধা। (স্বগত) এখন কি করি? এইবার ওঁর সঙ্গে যাই। আমার যা হবার তা হবে।

সখীগণ। (জনান্তিকে) সখীর মুখের ভাবে মনে হচ্ছে, শ্যামের কথায় ওঁর মন গ'লে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আর একটু কাকুতি-মিনতি করলেই সখী সুড়্সুড় ক'রে ওঁর সঙ্গে চ'লে যাবেন। কিন্তু সখি! ওঁকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। তা হ'লে ঘরে গিয়ে উনি কি আর মুখ দেখাতে পারবেন? লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হবে।

মিশ্র-কালাংড়া—আড়খেমটা।

সখীগণ। আর বুঝ্‌তে বাকি নাইকো রে শ্যাম
চাতুরী তোমার।
প্রদোষে, কি দোষে, রাইকে জ্বালাতে এলে আবার।
গোপিনীদের মাথার কিরে,
যাও হে তোমার গোষ্ঠে ফিরে ধেনু চরাতে,
আহা! রাখাল-হারা হয়ে তারা
করচে হম্বা-রবে হাহাকার।
এ যে তোমার চাষার খেলা,
রাই যে মোদের রাজবালা,
ফিরে যাও হে কালা,
তুমি রাখাল ব'লে রেয়াৎ পেলে
তোমার চাষার মত ব্যবহার॥

(রাধার প্রতি) এসো সখি, এখানে থেকে আর কাজ নেই।

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—আচ্ছা যাও, দেখি তোমাদের কতদূর দৌড়! যেখানেই থাকো, আমার এই মোহন-বাঁশী তোমাদের আবার এইখানে টেনে নিয়ে আস্‌বে।

[বংশী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান।

সখীগণ।

কথা কস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি
(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(সখীগণের সহিত রাধার প্রবেশ)

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

রাধা। বারণ কর লো সই
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না।

সখীগণ।
আমরা গোপের বালা, পথে কালা এ কি জ্বালা!
ছল করে জল আন্‌তে যাওয়া সাজে না সাজে না॥

একজন সখী। এ কি তেম্‌নি কালা যে বারণ মান্‌বে। ও যেমন ছল করছে, আমাদেরও তেমনি ছল করতে হবে। ছলে বলে কোন রকম ক'রে হাত থেকে ওর বাঁশীটি কেড়ে নিতে হবে। এই বাঁশীই সখি যত কুয়ের গোড়া।

রাধা। তোমার কথা শুনে সখি বাঁচিনে। তুমি অবলা রমণী হয়ে শ্যামের হাত থেকে বাঁশী কেড়ে নেবে? তোমার সাহস ত কম নয়। এ কি কখন হয়?

সখী। আচ্ছা, দেখ হয় কি না। কিন্তু তুমি সখি "আহা উহু" করতে পারবে না, তা বলছি।

রাধা। আচ্ছা, আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌ব, কোন কথাই কব না।

সখীগণ। এস সখি, আমরা ঐ গাছের আড়ালে গিয়ে একটু বুদ্ধি এঁটে আসি।

[সখীগণের সহিত রাধার প্রস্থান।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(রাধার পুনঃপ্রবেশ)

সিন্ধু—একতালা।

রাধা। আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই ক'রে আসি।
(ঐ) বাঁশী যে সর্ব্বনাশী।
বাজায়ো না শ্যাম বাজাযো না
প্রাণ হয় উদাসী।
মনে হয় যেন, ত্যজি গৃহ জন
হয়ে থাকি তব দাসী।
আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই ক'রে আসি।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। ঐ বাঁশী যে সর্ব্বনাশী।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আবার কি মনে ক'রে?

একজন সখী। আচ্ছা তুমি যদি আমাদের সখীর একটি সাধ মেটাও, তা হ'লে সখীও তোমার সাধ মেটাবেন।

কৃষ্ণ। কি সাধ, বল। উনি যা বল্‌বেন, আমি তাতেই প্রস্তুত।

সখী। এঁর কি সাধ হয়েছে, একটু পরেই বল্‌ছি। এখন তুমি ঐ কদমগাছে ঠেস্ দিয়ে সেই রকম ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা ক'রে তোমার বাঁশীটি বাজাও দিকি।

কৃষ্ণ। এ তো সহজ কথা। এ তো আমার চিরকালের অভ্যাস।

(ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন)

কাফি—ঝাঁপতাল।

সখীগণ।
"শ্যাম! এ কি রঙ্গ হেরি—ও ত্রিভঙ্গ-মুরারি!
খেলিবে হোরি, লয়ে সহচরী
অধরে ধ'রে বাঁশরী।
"রাধে রাধে" বলে বাঁশী বাজিবে
মজিবে গোকুল-নারী।

(একজন সখী আস্‌তে আস্‌তে পিছনে গিয়া লতার ফাঁস দিয়া তাড়াতাড়ি হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন আর একজন ঐরূপ পদদ্বয় বন্ধন এবং আর একজন বাঁশী কাড়িয়া লওন।)

সকলে। (হাস্য)
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব
শ্যাম তোমায় সাজাব নারী।
নারী সাজাইব, বামে বসাইব
আমরা হব বংশীধারী॥

কৃষ্ণ। দেখ রাই, এরা আমার কি অবস্থা করেছে। আমাকে ভাল মানুষ পেয়ে ওরা যা-তা কর্‌ছে।

রাধা। সখি, হয়েছে হয়েছে, আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

সখী। ছি সখি! আবার কথা কচ্ছ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ আমার শাপে বর হ'ল। রাধার মন এতে গ'লে যাবে—আমার সাধ না মিটিয়ে আর থাক্‌তে পারবেন না। (প্রকাশ্যে) উঃ, এমনি কোরে বেঁধে দিয়েছে, আমি আর নড়্‌তে পার্‌ছিনে।

সখীগণ। কেমন জব্দ! আর গায়ে আবীর দেবে?
কৃষ্ণ। (রাধার নিকটে আসিয়া)

খাম্বাজ—একতালা।

রাই! এই বুঝি তব ফন্দি?
এতক্ষণে বুঝিলাম তব অভিসন্ধি।
পায়ে ধরি, বাঁধন খোল,
মোরে বেঁধে কিবা ফল,
আমি যে গো চিরকাল
আছি তব বন্দী॥

রাধা। (কৃষ্ণের বন্ধন মোচন)
সখীগণ। আমরা জানি, রাধার প্রাণে অধিকক্ষণ সইবে না।
কৃষ্ণ। দেখ, আমি তো তোমাদের সখীর সাধ মেটালুম—আমাকে যত দূর নাকাল করবার তা করলে—এখন আমার সাধটি মেটাও।
রাধা। চল সখি, এইবার আমরা ওঁর সঙ্গে যাই—আমাদের যা হবার, তা হবে।

রাধা ও সখীগণ।—

সিন্ধু—খেমটা।

যদি খেলবে হোরি বংশীধারী
চল চল নিকুঞ্জে চল।
কৃষ্ণ।— চল চল রাই কুঞ্জে চল।
রাধা ও সখীগণ।
পথের মাঝে মরি যে লাজে
ননদিনী কি বল্‌বে বল।

সখীগণ।—
আজ কেমন তোমায় কল্লু নাকাল
ওগো রাখাল রায়।
কাঁদ্‌তে হ'ল রাধার কাছে
মরি যে লজ্জায়।
(শেষে) খেলায় ভঙ্গ দিয়ে ত্রিভঙ্গ
ধরুতে হ'ল চরণ-তল॥
কৃষ্ণ। সে কথায় আর কাজ কি বল
চল চল রাই কুঞ্জে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জ-কানন।

(সখীগণের প্রবেশ)

একজন সখী। এ কি রকম হোরি-খেলা সখি? আমি মনে করেছিলেন, খুব ছুটোছুটি হুটোপাটি হবে—কাননময় আমরা খুব মাতামাতি ক'রে বেড়াব—শ্যামকে খুব নাকাল করব—না এ কি হ'ল—এখন দেখ্‌ছি দুজনে কেবল পাশাপাশি—
১। আবার একটু ঘেঁসাঘেঁসি—
২। আবার চোখে চোখে একটু হাসাহাসি—
৩। ও সখি কেবল ভালবাসাবাসি বৈ তো নয়—হোরি খেলা কেবল একটা ছুতো-নতা।
৪। আর দেখেছ সখি, কুঞ্জে এসেই ওঁদের দুজনের কেমন ভাব বদ্‌লে গেছে।
১। আমাদের সখী শ্যামের মুখের পানে আর ভাল ক'রে তাকাতে পারছেন না। যেই চোখোচোখি হচ্ছে, অমনি মুখখানি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।
২। আবার শ্যাম সখীর পানে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন। চোখ যেন আর কোথাও নড়ে না।
৩। এখন শ্যামের আর সেই ছুটোছুটি হুটোপাটি-ভাব নেই—ভাল মানুষের মত মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছেন।
৪। আর দেখেছ, বাঁশীটিতে আর ভাল ক'রে ফুঁ বেরুচ্ছে না।
১। আবার থেকে থেকে বাঁশীটি হাত থেকে পড়েও যাচ্ছে।

প্রথম একজন তারপর সকলে—

ভূপালি—কাওয়ালি।

আহা কি চাঁদিনী রাত হের লো সখি।
আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে বিমল চন্দ্র-করে,
আনন্দ উথলিল।
বিহঙ্গেরা জাগিল ভাবিয়ে প্রভাত
ঐ বুঝি বাজে বাঁশী, আসে ব্রজনাথ,
সব সখী মিলি একতানে
গাও লো মঙ্গল গান।
অনিল-হিল্লোলে মিশিবে সে তান্‌ বাঁশীর সাথ॥

২। ঐ যে ওঁরা আস্‌ছেন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ, পরে রাধার প্রবেশ)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ ও সখীগণ।

সুন্দরী রাধে আওব বনি
ব্রজ-রমণীগণ মুকুট-মণি।
কুঞ্চিত-কেশিনি, নিরুপম-বেশিনি,
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে!
অধর-সুরঙ্গিণি, অঙ্গ-তরঙ্গিণি,
সঙ্গিনি, নব নব রঙ্গিণী রে!
কুঞ্জর-গামিনি, মোতিম-দশনি,
দামিনী-চমক-নেহারিনি রে!
আভরণধারিণি, নব অভিসারিণি,
শ্যামের হৃদয়বিহারিণি রে!
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিণী
পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনি, হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দ-চিত-মন-মোহিনি রে!

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী।

সখীগণ। এই বুঝি হোরি খেলা গো তোমারি (শ্যাম)
নয়নে নয়নে ছোটে প্রেম-পিচকারি।
লাজের রক্তিম রাগে, সখীর কপোল দুটি দাগে
সোহাগ-কুঙ্কুম-ফাগে (ও শ্যাম) রঞ্জিলে
অঙ্গ রাধারি।

মিশ্র-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ। দেখি দেখি আবার দেখি
দেখিবার সাধ মেটে না ত।
যত দেখি ও মুখখানি
দেখিবার সাধ বাড়ে তত।
দেখিতে দেখিতে হেন, অঙ্গ অবশ যেন
আঁখি দুটি পড়ে ঢুলে
মন যেন পাগলের মত॥

কীর্ত্তনের সুর।

সখীগণ। এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী
এ মধু যমুনা-পুলিনে।
দেখ রাই আঁখি মেলি
পাশে ঐ বনমালী
আবেশে চাহে মুখ পানে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস আলু থালু কেশ-বাস,
ঢল ঢল আঁখি পড়ে ঢুলে।
আছিছি বিপিন-বালা, মন-মালীর বন-মালা
ভুঁয়ে লুটায়, দেও তুলে।
ওই যে বাঁশরী স্বরে, উদাসিনী হলি ঘরে
একাকিনী এলি যমুনায়,
অলসে অবশ তনু, মরমে ফুল-ধনু,
চরণ চলিতে না চায়।
দেখা যদি হ'ল সখি, ছিছি ছিছি লাজ এ কি।
চাহ লো চাহ আঁখি ভোরে
সখীদের মাথা খাও, শ্যামের পানে চাও,
আমরা সখীরা যাই স'রে।

[সখীদের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।

এসো রাধে আমরা দুজনে এই লতার দোলায় ব'সে এই কুঞ্জবনের বসন্ত-মাধুরী উপভোগ করি।

(দোলায় উপবেশন)

রাধা। (কৃষ্ণের হস্ত হইতে বাঁশীটি লইয়া)

যোগিয়া—কাওয়ালি।

মুরলী কি গুণ জানে ভাবি তাই মনে,
কেমনে হরিল সকলি।
আমার বলি হেন কিছু নাহি আর,
কুলমান সব দিনু জলাঞ্জলি।
আমি অবলা কুলবালা
দেখো যেন আমায় শ্যাম
যেও না ছলি॥

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ।

যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে,
আমি তোমারি, আমি তোমারি।
যে দিন তোমায় চোখে দেখেছি
সেই দিনই তোমায় প্রাণ স'পেছি
তখনি হৃদে এই স্থির জেনেছি,
আমি তোমারি আমি তোমারি॥
যদি না এসো কাছে না বসো
মুখের দুট কথা বলে, যদি না তোষ
অন্তরে আমারে ভাল না বাস তবু তোমারি।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি)

এইবার ঠিক হয়েছে। ঐ যুগলমূর্ত্তি দেখে আমাদের মন যেন আজ আনন্দে নৃত্য কর্‌ছে।

কৃষ্ণ। দেখ সখি, তোমাদের নৃত্য মনে মনে না থেকে বাহিরে প্রকাশ হোক্ না। আমি ব্রজবাসীদের আজ এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য বলেছি, তারা এখনি আসবে। তারা যদি দেখে, আমরা দুটিতে মুখোমুখি হয়ে ব'সে আছি, তা হ'লে ভাল হবে না। তোমরা নৃত্য কর, তা হ'লে তারাও তোমাদের আমোদে যোগ দিতে পার্‌বে।

একজন সখী। আচ্ছা, এসো সখি আমরা তবে—

(হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

(ব্রজবাসিগণের নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ভূপালী—কাওয়ালি।

চরণে বাজে আহা কি মধুর,
আহা বাজে রুনি-ঝুনি-রুনি-ঝুনি,
ঝুনি-রুনি ঝুনি-রুনি,
ঝনক ঝনক ঝন নন নন চরণে
সব সখী ঘিরি ঘিরি
হাতে হাতে ধরিয়ে
নাচে কত রঙ্গে, ভাবভঙ্গে,
বনমালী করতালি দেয় সঙ্গে,
তাহে ঝন ননন ঝন নন আরো
বাজে ঘন ঘন রে॥

(ব্রজবাসীদের প্রবেশ)

বেহাগড়া—ত্রিতালী।

ব্রজবাসিগণ।

(নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া)

মরি হায়! কি শোভা আঁখি জুড়ায় হেরি।

সখীগণ।

যুগল রূপের কিবা মাধুরী।

ব্রজবাসিগণ।

সুন্দর শ্যাম—ঘন-ঘটা,

সখীগণ।

রাধিকা তাহে কনক-বিজুরী॥

যবনিকা পতন

হঠাৎ-নবাব

প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়েরের-প্রণীত "লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম"
নামক প্রহসন হইতে

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

জুর্দ্দন খাঁ—দোকানদার—হঠাৎ নবাব।
খেলাৎ খাঁ—রোযনীর বিবাহার্থী।
দৌলৎ খাঁ—এক জন নিঃস্ব নবাব—দেল্‌মনিয়ার প্রণয়ী।
কব্‌লু খাঁ—খেলাতের পরিচারক।

স্ত্রী

জুদ্দন খাঁর স্ত্রী।
রোযনী বিবি—জুদ্দনের কন্যা।
দেল্‌মনিয়া—এক জন বেগম।
নকুলিয়া—জুদ্দনের দাসী।

এক জন গানের ওস্তাদ, এক জন নাচের ওস্তাদ, এক জন অস্ত্রশিক্ষার ওস্তাদ, এক জন তত্ত্বশিক্ষার ওস্তাদ, এক জন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, দর্জ্জিগণ, দুই জন পেয়াদা, গায়ক দল ও নৃত্যকারীর দল।

হঠাৎ নবাব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ ও
তাহাদের দলবল।

গানের ওস্তাদ। (দলের প্রতি) এস হে, তোমরা এই ঘরে এস; যতক্ষণ না তিনি আসেন, এই-খানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ। (তার দলবলের প্রতি) তোমরাও এই দিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ। (ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরী হয়েছে?

ছাত্র। হাঁ, হয়েছে।

গা-ওস্তাদ। দেখি; বাঃ, বেশ হয়েছে যে!

না-ওস্তাদ। ওটা কি কিছু নতুন চীজ্ তৈরি হ'ল নাকি?

গা-ওস্তাদ। ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এইখেনেই ওটা তৈরি করিয়েছি।

না-ওস্তাদ। আমি কি দেখতে পারি?

গা-ওস্তাদ। যখন আমাদের মনিবের কাছে গাওয়া হবে, তখনই শুন্‌তে পাবে। আর বেশী দেরী নেই।

না-ওস্তাদ। আজকাল আমাদের দুজনের হাতেই খুব কাজ।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে উঠেছে, মাথায় কতই সখ চেপেছে। এই রকম সব কাপ্তেন পেলে আমরা আর কিছুই চাইনে।

না-ওস্তাদ। কিন্তু ভাই, একটু সমজদার লোক না হ'লে তেমন সুখ হয় না।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি। কিন্তু তাতে কি এল গেল। আমাদের ত বেশ টাকা দেয়; টাকা পেলেই আমাদের ব্যবসা গুল্‌জার!

না-ওস্তাদ। আমার কথা যদি বল, ত ভাই, বল্‌তে কি, আমি একটু প্রশংসা চাই। বাহ্‌বা পেলে আমার মনটা খুব গলে। আর তাও বলি—একটা উজবুক জানোয়ারের কাছে গান-বাজনা শোনান বড় ঝক্‌মারি—হাঁ, যারা বোঝে, তাদের শুনিয়ে সুখ আছে।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি; কিন্তু ফাঁকা বাহবার সঙ্গে কিছু কিছু নিরেট মাল থাকাও চাই। লোকটা নেহাৎ বোকা, নিতান্ত উজ্‌বুক বটে, কিন্তু এদিকে টাকা-কড়ি বেশ দেয়, আর কি চাই বল? যে বড় লোকটি এখানে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়েছেন, তাঁর চেয়ে এই সামান্য দোকান্‌দারটা অনেক ভাল।

না-ওস্তাদ। হাঁ, তুমি যা' বল্‌চ, তা কতকটা সত্যি বটে—কিন্তু তুমি ভাই টাকা টাকা ক'রে গেলে যে! টাকাটা বড় নীচ জিনিস। টাকার উপর অত টান থাকা কি ভাল মানুষের উচিত?

গা-ওস্তাদ। কিন্তু মুখে তুমি যাই বল, টাকা নিতে ত বড় কসুর কর না।

না-ওস্তাদ।—তা নিই বটে, কিন্তু আমার তাতে ভাই সুখ হয় না। লোকটা যেমন ধনী, তেমনি যদি একটু সমজদার হ'ত, তা'হলে বড় ভাল হ'ত।

গা-ওস্তাদ। তা' বটে, আমরা ত তাকে সমজদার কোরে তোলবার চেষ্টায় আছি! কিন্তু আর কিছু নাই হোক, ও লোক্‌টার দ্বারায় ত আমরা দশ জনের কাছে পরিচিত হচ্ছি। সেই আমাদের আর একটা লাভ! আমাদের মনিবের কাছ থেকে বাহবা না পাই, টাকা পাব, আর সেই বাহবা বাইরের দশ জনের কাছে থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দোকানদার বড়লোক জুর্দ্দন খাঁ (একটা আল্‌খাল্লা ও রাত-পোরে টুপি পরিয়া), গান-নাচের ওস্তাদ প্রভৃতি।

জুর্দ্দন। এই যে, তোমরা এসেছ যে, ব্যাপারটা কি? তোমাদের তামাসা আমাকে দেখাবে?

না-ওস্তাদ। সে কি? কিসের তামাসা মশায়?

জুর্দ্দন। অ্যাঁ, অ্যাঁ, ঐ যে,—তাকে কি বলে ভাল—ঐ যে যাতে কথা-বার্ত্তার সঙ্গে গান আছে, নাচ আছে।

না-ওস্তাদ। অ্যাঁ, অ্যাঁ?

গা-ওস্তাদ। আমরা ত মশায় প্রস্তুত আছি।

জু। আমার একটু আস্‌তে দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের একটু খানি বোসে থাক্‌তে হয়েছে। তা দেখ, আজ আমি বড়লোকদের মত পোষাক পরছিলুম; আমার দর্জ্জি যোড়া কতক রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছে—সে এমন ভাল যে কি বল্‌ব!

গা-ওস্তাদ। গোলামরা ত হাজির আছে, হুজুরের ফুরসুৎ হলেই হ'ল।

জু। দেখ, যতক্ষণ না আমার সেই পোষাকটা আসে, ততক্ষণ তোমরা থেকো। আমার পোষাকটা তোমাদের দেখতে হবে।

না-ওস্তাদ। হুজুরের যা' মর্জ্জি।

জু। আজ আমি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বড় লোকদের পোষাক প'রব।

গা-ওস্তাদ। তা' পর্‌বেন বৈ কি!

জু। আমার দর্জ্জি বলে যে, বড় লোকেরা সকাল-বেলা এই পোষাক পরে।

গা-ওস্তাদ। হুজুরের গায়ে বড় সরেস মানিয়েছে।

জু। ওহে পেয়াদা, আমার দুই দুই পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা। আজ্ঞে হুজুর, কি হুকুম?

জু। না, কিছু না—আমি দেখ্‌ছিলুম, তোরা হাজির আছিস্‌ কি না। (ওস্তাদদের প্রতি) চাকর-দের পোষাক কেমন হে?

না-ওস্তাদ। চমৎকার।

জু। (আলখাল্লা খুলিয়া, লাল মকমলের পায়জামা ও জামা দেখাইয়া) এই রকম পোষাক প'রে সকালব্যালা ব্যাড়াতে ট্যাড়াতে বেশ।

গা-ওস্তাদ। অতি উত্তম।

জু। পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা। হুজুর!

জু। আমার পোষাকটা ধর।—এই রকমেই আমাকে ভাল দেখছ, না?

না-ওস্তাদ। অতি উত্তম। এর চেয়ে আর কিছু হ'তে পারে না।

জু। এখন তোমাদের তামাসা দেখা যাক্‌।

গা-ওস্তাদ। হুজুর যে বিরহ-টপ্পা ফর্ম্মাস্‌ করেছিলেন, তা আমার এই সাক্রেদ তৈরি করেছে। সেইটে হুজুরকে প্রথমে শোনাব।

জু। একজন সাক্রেদকে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তুমি বুঝি নিজে করতে পার নি?

গা-ওস্তাদ। সাক্রেদের নামে হুজুর পিছবেন না। এই রকম সাক্রেদ্‌ ওস্তাদের মতই লায়েক! সুরটা যতদূর ভাল হবার, তা' হয়েছে।

জু। তবে আমার পোষাকটা দাও। পোষাক পর্‌লে ভাল কোরে শুন্‌তে পারব—না—না—থাম, বিনা পোষাকেই শোনা ভাল। না—না—পোষাকটা দাও—তা' হলে আরও ভাল হবে।

গান।

যে অবধি নেত্রবাণ হানিছ খরতর,
সে অবধি বিধুমুখী হয়ে আছি মর'-মর'।
প্রেমে যে জন গদগদ, তা'রেই যদি প্রাণে বধ,
যে জন তোমার শত্রু তার না জানি কি দশা কর।

জু। এ গানটা কেমন দুঃখের দুঃখের ঠেক্‌ছে। শুন্‌লে কেমন ঘুম আসে। এমন একটা গান শুন্‌তে চাই, যাতে প্রাণটা উল্‌সে ওঠে।

গা-ওস্তাদ। যে রকম কথা, সেই রকম সুর হওয়া চাই ত মহাশয়!

জু। কিছু দিন হ'ল একটা বড় সরেস গান শিখে-ছিলুম।—রোস—কি ভাল সে গানটা?

না-ওস্তাদ। আমি ত মহাশয় জানিনে।

জু। তাতে একটা পাঠার কথা আছে।

না-ওস্তাদ। পাঁঠা?

জু। হাঁ, পাঁঠা।

(গানারম্ভ)

প্রিয়ে, তোরে বড়ই মিষ্টি ভেবেছিলেম আগে,
এমন মিষ্টি মুখশশী পাঁঠা কোথায় লাগে।

হায়, হায়, দেখ্‌ছি এখন, এমন তোর কঠিন মন,
তোর কাছে (প্রেয়সী আমার)
হার মানে বনের বাঘে।

এ গানটা খুব সরেস না ?

গা-ওস্তাদ। বড় সরেশ।—এমন আর হয় না।

না-ওস্তাদ। আর হুজুর কি চমৎকার গান করেন! কি সরেস গলা!

জু। অথচ আমি কখন গান শিখিনি।

গা-ওস্তাদ। হুজুর যেমন নাচ শিখছেন, তেমনি গান শেখাও আপনার কর্ত্তব্য। এই নাচ আর গান-বাজনা—এই দুটোতে বড় যোগ আছে।

না-ওস্তাদ। আর নাচ-গান শিখ্‌লে যেমন দেল্ খুলে যায়, এমন আর কিছুতে না।

জু। আচ্ছা, বড় লোকেরাও কি গান শেখে ?

গা-ওস্তাদ। হাঁ মশায়, শেখে বৈ কি!

জু। তবে আমি শিখব। কিন্তু কে জানে শিখতে কত দিন লাগবে!—কেন না, তলোয়ার খেল্‌বার ওস্তাদ ছাড়া একজন পণ্ডিতও রেখেছি, তাঁর কাছে আজ সকালে তত্ত্ববিদ্যা শিখব।

গা-ওস্তাদ। হাঁ—তত্ত্ববিদ্যা একটা চীজ্ বটে, কিন্তু হুজুর গান—গান—

না-ওস্তাদ। গান আর নাচ—গান আর নাচ—দুই বিদ্যেই যথেষ্ট;

গা-ওস্তাদ। বাজ্যের মধ্যে গান যেমন কাজের, এমন আর কিছুই না।

না-ওস্তাদ। নাচ যেমন মানুষের পক্ষে আবশ্যক, এমন আর কিছু না।

গা-ওস্তাদ। গান না হ'লে রাজ্য চল্‌তেই পারে না।

না-ওস্তাদ। নাচ না হলে মানুষ কোন কাজই কর্‌তে পারে না।

গা-ওস্তাদ। পৃথিবীতে যত গোলমাল, যত ঝগড়া-ঝাঁটি দেখা যায়, তা কেবল গান না জানার দরুণই হয়।

না-ওস্তাদ। মানুষের যত কিছু দুর্দ্দশা, ইতিহাসে যত কিছু বিপ্লবের কথা শোনা যায়, রাজমন্ত্রীদের যত কিছু ভুল হয়, বড় বড় সেনাপতিদের যত কিছু চুক হয়, তা কেবল নাচ্‌তে না জানার দরুণই হয়।

জু। সে কি রকম ?

গা-ওস্তাদ। মানুষের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই কি যুদ্ধ বাধে না ?

জু। তা সত্যি।

গা-ওস্তাদ। যদি সকলেই সঙ্গীত শেখে, তা হ'লেই কি সকলের মধ্যে মিল্ হবার উপায় হয় না ?

জু। তুমি ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ। যখন কোন মানুষ, রাজ্যের মধ্যে কিম্বা তার পরিবারের মধ্যে কিম্বা সৈন্য-চালনায় কোন ভুল করে, তখন কি লোকে বলে না যে, অমুক কাজে পদস্খলন হয়েছে ?

জু। হাঁ, লোকে তা' বলে বটে।

না-ওস্তাদ। আর নাচ না জানবার দরুণ ভিন্ন আর কিসে পদস্খলন হয় বলুন ?

জু। তা' সত্যি। তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ। তবে এখন দেখুন, নাচ-গান কত কাজে লাগে ?

জু। এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

গা-ওস্তাদ। আমদের দুজনের কাজ কি তবে দেখ্‌তে চান ?

জু। হাঁ,

গা-ওস্তাদ। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, গানেতে যে কত রকমের ভাব প্রকাশ করা যায়, তারই একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গান তৈরি করেছি।

জু। তা, বেশ।

গা-ওস্তাদ। (গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রতি) এদিকে এস। (জুর্দ্দেনের প্রতি) আপনার এখন কল্পনা কর্‌তে হবে যে, ওরা রাখালদের মত কাপড় পোরে আছে।

জু। সারাদিন রাখাল কেন! সব যাত্রাতেই ওদের আজকাল দেখা যায়।

না-ওস্তাদ। যখন কোন লোককে দিয়ে গান কোরে কথা কওয়াতে হয়, তখন তাকে রাখাল না সাজালে হয় না। কেন না, গান করা চিরকাল রাখালদেরই সাজে, রাজা-রাজ্‌ড়া কিম্বা জমিদার-দের গান করাটা স্বাভাবিক নয়।

জু। আচ্ছা, আরম্ভ কর, দেখা যাক্।

(সকলে মিলিয়া গান)

গায়িকা।

প্রেম যারা করে, শুকাইয়া মরে,
দিবানিশি মন দহে ;

লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুকায়
সুখেতেই শ্বাস বহে।
লোকে যা বলুক, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে।"
১ম গায়ক। প্রণয় যেমন, আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে ?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা-বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।
২য় গায়ক। প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে।
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
বিশ্বাসী সরলা মেয়ে।
আমি বলি, ভাল না বাসাই ভাল,
অবিশ্বাসী নারী যত।
১ম গায়ক। কি আছে প্রেমের মত ?
গায়িকা। স্বাধীনতা মজা ভারি।
২য় গায়ক। বিশ্বাসঘাতিনী নারী।
১ম গায়ক। তুমি মোর সাত রাজার ধন।
গায়িকা। তুমি রে আমার সোণার চাঁদ।
২য় গায়ক। তোবে হেরি জ্বলে ঘৃণায় এ মন !
১ম গায়ক। সে ত ভাল নয়, দূর কর ঘৃণা,
ও কি ও কথার ছাঁদ !
গায়িকা। বিশ্বাসী সরলা নারী
এখনি দেখাতে পারি !
২য় গায়ক। হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন !
গায়িকা। মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,
আমিই রে তোরে সঁপিব মন।
২য় গায়ক। কিন্তু মন তোর, আজ বাদে কাল
অবিশ্বাসী হবে না সে ?
গায়িকা। পরখ করেই দেখা যাবে দোঁহে
কে কেমন ভালবাসে !
২য় গায়ক। চপল যে জন, মরুক্ সে জন।
তিন জনে। এস মোরা সবে প্রণয়ে মাতি !
প্রণয় কেমন মজার রতন
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি !

জু। বস্, হয়ে গেল ?
গা-ওস্তাদ। হাঁ।
জু। গানটা বেশ পরিপাটী। ওর মধ্যে বড় মজার মজার কতকগুলি কথা আছে।
না-ওস্তাদ। আমাদের কাজ তবে আরম্ভ করি। পা ফেলার যত রকম কারিগুরী আছে, তা সব দেখ্‌তে পাবেন।
জু। ওতেও আবার রাখাল আছে না কি ?
না-ওস্তাদ। এতে আপনি খুসী হবেন। (নাচিয়েদের প্রতি) চলুক।

(নৃত্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, গান-বাজনাব ওস্তাদ, নাচেব ওস্তাদ।

জু। বাঃ, এ নিতান্ত মন্দ নয়, ও লোকগুল বেশ ত্রিং ত্রিং ক'রে লাফায় !
গা-ওস্তাদ। নাচের সঙ্গে যখন আবাব গান-বাজনা মিশবে, তখন আরও ভাল লাগবে। আর আমরা যে আপনার জন্য একটা নাচ ঠিক করেছি, তাতে বেশ মজা দেখতে পাবেন।
জু। আজ বৈকালে নিদেন তা হওয়া চাই। আমি যে ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করেছি, তিনি অনুগ্রহ ক'রে এখানে আজ আহার করতে আস্‌বেন।
না-ওস্তাদ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।
গা-ওস্তাদ। কিন্তু হুজুর এক দিনেই কি বস্ হবে। আপনি যে রকম দেল-দরিয়া মানুষ, ভাল চিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম সখ, তাতে প্রতি বুধবার, আর বেস্পতিবারে আপনার বাড়ীতে গান-বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।
জু। বড় লোকেরা কি তাই করে ?
গা-ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।
জু। তবে আমিও করব। তা হ'লে ভাল হবে ?
গা-ওস্তাদ। তার কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লে আপনার তিন রকম গলার সুর যোগাড় করা আবশ্যক ;—উঁচু, নীচু, মাজারি। আর এই সকল গলার সুরের মত যন্ত্রও চাই। ছোট বেয়ালা, বড় বেয়ালা, আর—

জু। আর তার সঙ্গে একটা একতারাও চাই। একতারা যন্ত্রটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর আওয়াজ বড় মিঠে।

গা-ওস্তাদ। সে সব বন্দোবস্ত আমাদের করতে দিন।

জু। সে যাই হোক, আমরা যখন খেতে বস্‌বো, গান করবার জন্য কতকগুল গাইয়ে পাঠাতে ভুলো না।

গা-ওস্তাদ। যা যা আবশ্যক, সব পাবেন।

জু। বিশেষ যেন নাচটা খুব খাসা হয়।

গা-ওস্তাদ। তা দেখে আপনি খুসী হবেন। আর তাতে খ্যাম্‌টাও থাক্‌বে।

জু। আঃ! খ্যাম্‌টাই আমার খাস চীজ, আর এই নাচ আমি একবার নেচে তোমাদের দেখাতে চাই। এসো ওস্তাদজী।

না-ওস্তাদ। আজ্ঞা হুজুর, একটা টুপি মাথায় দিন। (জুর্দ্দন, পেয়াদার নিকট হইতে একটা টুপি লইয়া, তাঁহার কান-ঢাকা রাতপোরে টুপির উপর পরিধান, ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে তাঁহাকে নাচাইতে লাগিলেন) তা না না না না না না না না ন। না না; তা না না না না না না না না না না না। তালে তালে হুজুর। তা না না না না না। ডান পা, তা না না না না না। কাঁধ অত নাড়বেন না। তা না না না না না! তা না না মা না না না না। হাত দুটো জড়সড় আছে। তা না না না না না না। মাথা ওঠান্‌! পায়ের আঙুলগুল উঁচু ক'রে রাখুন। শরীরটাকে সোজা রাখুন।

জু। অ্যাঁ? কেমন?

গা-ওস্তাদ। বাহবা! তোফা হয়েছে।

জু। ভাল কথা! একজন বেগমকে কি রকম ক'রে সেলাম করতে হয়, আমাকে শিখিয়ে দাও। আমার এখনি তা দরকার হবে।

না-ওস্তাদ। এক জন বেগমকে কেমন ক'রে সেলাম করতে হবে?

জু। হাঁ, এক জন বেগম, তাঁর নাম দেল্‌মনিয়া।

না-ওস্তাদ। আপনার হাত দিন।

জু। না, তুমি করলেই হবে, আমার বেশ মনে থাক্‌বে।

না-ওস্তাদ। যদি খুব মান্য দেখাতে হয়, তা হ'লে পিছু হোটে একবার সেলাম করতে হবে, পরে তাঁর দিকে এগুতে এগুতে তিনবার সেলাম করতে হবে—আর শেষ বারটা তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু হয়ে সেলাম করতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, এক জন পেয়াদা।

পেয়াদা। হুজুর, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ এসেছে।

জু। আচ্ছা, তাকে আসতে বল, আমাকে তালিম দেবে। (গান-বাজনার ও নাচের ওস্তাদদ্বয়ের প্রতি) আমার ইচ্ছে, তোমরা একবার আমার খেলা দেখ।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, দুটো তলোয়ার লইয়া এক জন পেয়াদা।

তল ওস্তাদ। (দুটো তলোয়ার প্রথমে পেয়াদার নিকট হইতে লইয়া তার একটা তলোয়ার জুর্দ্দনকে দান করিয়া)—আসুন হুজুর, প্রথমে বন্দেগি। শরীর সোজা ক'রে, বাঁ উরোতের উপর ভর দিয়ে একটু হেলে থাক্‌তে হবে। পা অত ফাঁক না—এক লাইনের উপর দুই পা থাক্‌বে। হাতের কব্জী উরোতের এক লাইনে, তলোয়ারের মুখটা কাঁধের সামনে থাকবে—হাত অত বাড়িয়ে না—বাঁ হাতটা চোখ পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠবে—বাঁ কাঁধটা আরও চৌকোস ভাবে রাখতে হবে। মাথা সোজা, চোখের দৃষ্টি স্থির। এগোন্‌। শরীর হেলবে না। এইবার আসুন, পিছনে একলাফ, এইবার সামাল সামাল—(দুই তিন তলোয়ারের ঘা দিয়া সামাল সামাল বলিতে বলিতে)

জু। অ্যাঁ।—কেমন?

গা-ওস্তাদ। বড় চমৎকার!

ত-ওস্তাদ। আপনাকে তো আগেই বলেছি, তলোয়ার খেলায় দুটো জিনিস আছে। সেই দুটো জান্‌লেই

সব জানা হয়। ঘা দেওয়া, আর ঘা না নেওয়া। আর সে দিন আমি প্রমাণের সঙ্গে তা দেখিয়ে দিয়েছি।

জু। এক জন লোক, যার সাহস নেই, সে তা হ'লে এই রকম ক'রে নিজে না ম'রে আর এক জনকে মেরে ফেল্‌তে পারে?

ত-ওস্তাদ। তার সন্দেহ নেই, আর তার প্রমান শুদ্ধ কি আপনি দেখেন নি?

জু। হাঁ।

ত-ওস্তাদ। তবে দেখুন, রাজ্যের মধ্যে আমাদের কতদূর মান হওয়া উচিত। আর সকল রকম অকেজো বিদ্যের চেয়ে এ বিদ্যে যে কত উঁচু, তাও বিবেচনা ক'রে দেখুন। অকেজো বিদ্যে, যেমন নাচ, গান, বাজনা—

না-ওস্তাদ। তলোয়ারের ওস্তাদজি! একটু মুখ সাম্‌লে কথা কও—নাচের কথা অমন অমান্য ক'রে বোলো না।

গা-ওস্তাদ। এও ভাই তোমাকে বল্‌চি, গান-বাজনার কথা অমন ক'রে বোলো না।

ত-ওস্তাদ। তোমরা তো বড় মজার লোক হে—আমাদের বিদ্যের সঙ্গে কি না তোমাদের বিদ্যের তুলনা!

গা-ওস্তাদ। কি মস্ত লোকটাই বল্‌ছে রে!

না-ওস্তাদ। বুকে কবচ প'রে কি মজার জানোয়ারই সেজেছে!

ত-ওস্তাদ। ওগো নাচের ওস্তাদের পো! তোমাকে এখনি তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব।

না-ওস্তাদ। ওহে তলোয়ারের ওস্তাদ! তোমার ব্যবসা আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

জু। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) তোমরা কি পাগল হয়েছ না কি? যে ব্যক্তি প্রমাণ-প্রয়োগের সঙ্গে এক জন মানুষকে বধ করতে পারে, তার সঙ্গে আবার ঝগড়া?

না-ওস্তাদ। ওর প্রমাণ-প্রয়োগ চুলোয় যাক্।

জু। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) চুপ চুপ, আস্তে।

ত-ওস্তাদ। কি! অভদ্র কাঁহেকা!

জু। ও আমার তলোয়ারের ওস্তাদজি! কি কর—কি কর—

না-ওস্তাদ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) কি! গাধা কোথাকারে!

জু। ও আমার নাচের ওস্তাদজি! কি কর—কি কর!—

ত-ওস্তাদ। তোমাকে একবার যদি পাক্‌ড়ে ধরি—

জু। (ত-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে!

না-ওস্তাদ। তোমার উপর যদি একবার হাত চালাতে আরম্ভ করি—

জু। (না-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে আস্তে!

ত-ওস্তাদ। আমি এমন ঠেঙ্গিয়ে দেব—

জু। (ত-ওস্তাদের প্রতি) তোমার পায় পড়ি।

না-ওস্তাদ। আমিও এমন পিটিয়ে দেব—

জু। (না-ওস্তাদের প্রতি) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

গা-ওস্তাদ। হুজুর একটু থামুন—কি রকম ক'রে কথা কইতে হয়, আমরা ওকে একবার শিখিয়ে দি।

জু। (গা-ওস্তাদের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! তোমরা থাম না হে!

চতুর্থ দৃশ্য

এক জন তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষক, জুর্দ্দন, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, তলোয়ারের ওস্তাদ, এক জন পেয়াদা।

জু। এই যে! পণ্ডিত মহাশয়, ঠিক সময়ে আপনি তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে এসেছেন—এই ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়াটা থামিয়ে দিন দেখি।

তত্ত্বজ্ঞানী। মহাশয়দের মধ্যে কি হচ্ছে? ব্যাপারটা কি?

জু। কার ব্যবসায় সকলের চেয়ে ভাল, এই নিয়ে ওদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, এমন কি, গালাগালি পর্য্যন্ত হয়েছে। হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানী। আপনারা মহাশয় ব্যক্তি। ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত হতে হয়? বাণভট্ট ক্রোধের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা কি আপনারা পড়েন নি? এই ক্রোধ রিপু অপেক্ষা জঘন্য ও নীচ আর কি কিছু আছে? ক্রোধেতেই কি মনুষ্য পশুবৎ ভীষণ হয় না?

না-ওস্তাদ। কি, মশায়! আমাদের নাচ ও গান-বাজনার পেষাকে তাচ্ছীল্য ক'রে আমাদের দু'জনকে ও-ব্যক্তি গালাগালি দিতে আসবে?

তত্ত্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ, তিনি অন্যের কটু-কাটব্যে বিচলিত হন না—আত্মদমন ও সহিষ্ণুতাই সেই সকল কটু-কাটব্যের একমাত্র উত্তর।

ত-ওস্তাদ। ওদের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন মহাশয়! আমার পেষার সঙ্গে কি না ওদের পেষার তুলনা!

তত্ত্বজ্ঞানী। তাতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত? বৃথা গর্ব্ব নিয়ে মানুষদের মধ্যে কলহ হওয়াটা উচিত নয়। আর বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিয়েই অন্যদের সহিত আমাদের যা প্রভেদ।

না-ওস্তাদ। আমি ওকে এই বল্‌ছিলুম যে, নৃত্য-বিদ্যা যেমন সরেস, এমন আর কিছুই না।

গা-ওস্তাদ। আর আমি বলছিলেম, শত শত বৎসর থেকে গান-বাজনার যে রকম আদব হয়ে আস্‌ছে, এমন আর কিছুরই না।

ত-ওস্তাদ। আর আমি ওদের দু'জনকেই বল্‌ছিলেম যে, অস্ত্র-বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষাই ভাল ও কেজো।

তত্ত্বজ্ঞানী। তবে তত্ত্ববিদ্যার কি হবে? তোমাদের তিন জনেরই এতদূর স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার যে, যে সকল জিনিসকে আমি শিল্প বলতেও রাজি নই, সেই নাচ, গান বাজনা ও পালোযানির নীচ কাজকে কি না, আমার সম্মুখে অনায়াসে বিদ্যা ব'লে পরিচয় দিলে?

ত-ওস্তাদ। যাও যাও, পণ্ডিত কোথাকারে!

গা-ওস্তাদ। যাও যাও, বিদ্যে-ফলানে ভিক্ষুক ভট্‌চাজ কোথাকারে!

না-ওস্তাদ। দূর হ নির্ব্বোধ টুলো পণ্ডিত!

তত্ত্বজ্ঞানী। কি। পাজি বেটারা—

(পণ্ডিত তাহাদের তিন জনের উপর পড়িয়া কিল মারিতে আরম্ভ)

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি, নচ্ছার, হতভাগা!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

ওস্তাদ। গাধা, ছুঁচো—

জু। ওগো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। নির্লজ্জ!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

না-ওস্তাদ। গর্দ্দভ কোথাকারে!

জু। ওগো, তোমরা কর কি!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি ব্যাটারা!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

গা-ওস্তাদ। অসভ্য কোথাকারে!

জু। ওগো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। চোর, বাটপাড়, জুয়াচোর, নচ্ছার!

জু। ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদজিরা! ও পণ্ডিত মহাশয়!

[মারামারি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেযাদা।

জু। যত খুসি তোমরা মারামারি কর, আমি তো আর পারি নে; আর তোমাদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে কি আমার পোষাক নষ্ট করব? আর, আমি এমন পাগল নই যে, ওদের মধ্যে ঢুকে আমিও দুই চার ঘা খাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষক, জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

ত-শিক্ষক। (টিকি ও চশমা ঠিক্‌ঠাক্ করিযা) এইবার পাঠ আরম্ভ করা যাক্।

জু। আঃ, মশায়, আপনি যে মার খেয়েছেন, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

ত-শিক্ষক। সে কিছুই নয়। এক জন তত্ত্বজ্ঞানী ও-সব অনায়াসে সহ্য করতে পারেন! আর তাঁদের নামে কালিদাসের ছাঁদে উপহাস ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্ছি, তাতে তারা খুব জব্দ হবে। ও কথা থাক্—আপনি কি শিখতে ইচ্ছা করেন?

জু। যা আমি শিখতে পারব। কারণ, পণ্ডিত হতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে। আর ছোট ব্যালায় বাপ-মারা আমাকে ভাল ক'রে বিদ্যা শিক্ষা দেননি বোলে আমার এমন রাগ ধরে।

ত-শিক্ষক। হাঁ, এ কথাটা মনে হওয়া যুক্তিসঙ্গত বটে; "বিদ্যাভাবাৎ জীবিতং খলু মৃত্যুবৎ" এ শ্লোকটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, সংস্কৃত অবশ্য আপনি জানেন?

জু। আচ্ছা, মনে করুন, যেন আমি জানিনে। ওর মানে কি আমাকে বলুন।

ত-শিক্ষক। অস্যার্থ এই—বিদ্যার অভাবে জীবন মৃত্যুবৎ হয়।

জু। হাঁ, এই সংস্কৃতটাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে।

ত-শিক্ষক। বিদ্যার মূলতত্ত্ব কি, আপনার কিছু জানা আছে?

জু। হ্যাঁ, আছে বৈ কি। আমি লিখতে পড়তে জানি।

ত-শিক্ষক। তবে কিসের থেকে আরম্ভ করা আপনার ইচ্ছে?—ন্যায়শাস্ত্র শিখতে কি ইচ্ছা করেন?

জু। এই ন্যায়শাস্ত্র জিনিষটা কি?

ত-শিক্ষক। যে বিদ্যা দুই প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

জু। কি এই দুই প্রকার কার্য্য?

ত-শিক্ষক। সে হচ্ছে, প্রথম, আর দ্বিতীয়। প্রথম হচ্চে, সার্ব্বভৌমিক পদার্থ সংখ্যার দ্বারা ভাল ক'রে বিচার করা—দ্বিতীয়, ন্যায়ের অবয়ব, নিগ্রহস্থান, হেত্বাভাষ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা।

জু। কি বিশ্রী কটমটে কথাগুল। ও সব আমার পোষাবে না। ও ছাড়া আর কোন ভাল জিনিস দেখা যাক্।

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি কি শিখবেন?

জু। ধর্ম্মনীতি?

ত-শিক্ষক। হাঁ।

জু। এই ধর্ম্মনীতিটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি সুখের বিষয় ব্যাখ্যা করে, মনুষ্যদের রিপু দমন করতে শিক্ষা দেয়, আর—

জু। না না, ও থাক্। আমার মেজাজটা বড় গরম। ধর্ম্মনীতি হোক্ আর অধর্ম্মনীতিই হোক, আমার রাগতে ইচ্ছে হলে, খুব রাগতে ভালবাসি।

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা কি তবে আপনি শিখতে চান?

জু। এই ভৌতিক বিদ্যাটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের মূলতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করে; পঞ্চভূত, ধাতব পদার্থ, খনিজ পদার্থ, প্রস্তর, উদ্ভিদ ও জন্তুদের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এবং উল্কা, ইন্দ্রধনু, আলেয়া, ধূমকেতু, বিদ্যুৎ, বজ্রবৃষ্টি, তুষার, বায়ু ও ঘূর্ণাবায়ু সকলের কারণ নির্ণয় করে।

জু। ওর ভিতর ভারি গোলমেলে কেত্তন—অনেক হাঙ্গাম।

ত-শিক্ষক। তবে আপনাকে কি শেখাব বলুন?

জু। আমাকে বানান শেখান।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ!

জু। তার পরে, আমাকে পাঁজি দেখতে শেখাতে হবে, কারণ, কখন্ চাঁদ ওঠে, আর কখন্ চাঁদ ওঠে না, আমার সব জান্তে হবে।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা, তাই হোক্। আপনি যা ইচ্ছে কচ্চেন, তা শেখাবার জন্য প্রথমে বর্ণের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হবে তা হলে পদার্থ সকলের শৃঙ্খলা অনুসারে বর্ণের প্রকৃতি এবং সেই সকল বর্ণের উচ্চারণপদ্ধতি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ করতে হবে। আর সে বিষয়ে আপনাকে এই বলতে চাই যে, বর্ণ-সকল স্বরবর্ণে বিভক্ত—কারণ, তাহারা কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে; এবং ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত, কারণ, তাহারা স্বরবর্ণের সংযোগে উচ্চারিত হয়—এবং কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ সূচনা করে। স্বরবর্ণ সবশুদ্ধ তেরটি, যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি। এর মধ্যে কতকগুলি হ্রস্ব ও কতকগুলি দীর্ঘ।

জু। ও সব আমি বুঝি।

ত-শিক্ষক। মুখ খুব হাঁ ক'রে আ—বর্ণটি উচ্চারণ হয়। আ।

জু। আ—আ—হাঁ।

ত-শিক্ষক। চোয়াল নীচের থেকে উপরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলে এ-স্বরবর্ণটি উচ্চারণ করা যায়; আ—এ।

জু। আ—এ; আ—এ। ঠিক্। বাঃ! কি চমৎকার!

ত-শিক্ষক। দুটো চোয়াল আরও কাছাকাছি আন্‌লে আর কানের দিকে মুখের দুই কোণ বিস্তৃত করলে স্বরবর্ণ ই-স্বরবর্ণটি পাওয়া যায়।

জু। আ—এ—ই—ই—ই—ই। এ কথা ঠিক্। বিদ্যাকে বলিহারি!

ত-শিক্ষক। চোয়াল দুটো খুলে ঠোঁটের দুই কোণ কাছাকাছি আন্‌লে ও স্বরবর্ণটি পাওয়া যায় —ও।

জু। ও, খুব ঠিক্, আ, এ, ই, ও, ই, ও। বড় চমৎকার! ই, ও, ই, ও।

ত-শিক্ষক। ও—স্বরবর্ণটি যেমন একটু গোলাকার, উচ্চারণ করবার সময়ে ঠোঁটের ফাঁক একটি ছোট গোল হয়ে ওঠে।

জু। ও, ও, ও, ঠিক বলেছে। আহা! সব বিষয়ে কিছু জানা শুনো থাকা বড় ভাল।

ত-শিক্ষক। দুই পাটি দাঁত একেবারে যোগ না ক'রে কাছাকাছি এনে আর বাহিরের দিকে ঠোঁট দুটো লম্বা ক'রে দিলে, উ-বর্ণটি উচ্চারণ হয়। উ।

জু। উ, উ। ওর চেয়ে আর সত্যি কিছু হতে পারে না। উ।

ত-শিক্ষক। যেন ভেংচোচ্ছো, এই রকম ভাবে ঠোঁট দুটো লম্বা করতে হয়। এ থেকে এই পাওয়া যাচ্ছে, যখন আপনার কাউকে ভেংচোবার দরকার হবে, তখন তাকে উ বল্লেই হবে।

জু। উ, উ, তা ঠিক কথা। আঃ! এসব কেন আরও একটু আগে থাকতে শিখতে আরম্ভ করি নি!

ত-শিক্ষক। কাল ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয় দেখা যাবে।

জু। সে সবগুলও কি এই রকম মজার ধরণের?

ত-শিক্ষক। তার সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টান্ত ড। উপরের পাটি দাঁতের উপরে জিবের আগা দিলে এই ড বর্ণটি উচ্চারণ হয়। ড।

জু। ড, ড, হাঁ, বাঃ বেশ জিনিস! বেশ জিনিস।

ত-শিক্ষক। নীচের ঠোঁটের উপর উপরের দাঁত সকল ভর দিলে ফ এই ব্যঞ্জন বর্ণটি পাওয়া যায়। ফ।

জু। ফ, ফ। ঠিক কথা। আঃ! মা বাপ! তোমাদের উপর কি রাগই ধরছে।

ত-শিক্ষক। আর, জিবের আগাটা তালু পর্য্যন্ত নিয়ে গেলে র এই বর্ণটা পাওয়া যায়।

জু। র—র-র-র। ঠিক কথা! আহা, আপনি কি বিদ্বান্, আর আমি যে কতটা সময় হারিয়েছি, তার ঠিক নেই। র—র—র—র।

ত-শিক্ষক। এই সব চীজ ভাল ক'রে আপনাকে শিখিয়ে দেব।

জু। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস ক'রে আপনার কাছে বলছি। এক জন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে। আমি তাঁর শ্রীচরণে একটি প্রেম-লিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখতে আমাকে সাহায্য করেন।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ।

জু। তা হলে রসিক লোকের মত কাজ করা হয় না?

ত-শিক্ষক। তা সত্য। আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করেন?

জু। না, না—পদ্য না।

ত-শিক্ষক। তবে কি খালি গদ্য?

জু। না, আমি গদ্যও লিখতে চাইনে, পদ্যও লিখতে চাইনে।

ত-শিক্ষক। হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে; এ দুটোর একটাও হবে না, তা তো কখনই হতে পারে না।

জু। কেন?

ত-শিক্ষক। মশায়, তার কারণ হচ্ছে এই, ভাব প্রকাশ করতে গেলে হয় পদ্যে, নয় গদ্যে প্রকাশ করতে হয়।

জু। গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

ত-শিক্ষক। না মশায়। যা গদ্য নয়, তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয়, তাই গদ্য।

জু। যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

ত-শিক্ষক। গদ্য।

জু। কি! যখন আমি বলি, "নকুলি, আমার চটি জুতোজোড়া নিয়ে আয় তো, আর আমার রাত-পোরে টুপিটা দে তো" এটা কি গদ্য হ'ল?

ত-শিক্ষক। হাঁ মশায়।

জু। আশ্চর্য্য, আমি চল্লিশ বৎসরের বেশী গদ্য ব'লে আসছি, অথচ গদ্য যে কি জিনিস, তা আমি কিছুই জানি নে; আর, আপনি আমাকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে আপনার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। আমি তবে একটি পত্রে তাঁকে এই লিখতে চাই, "সুন্দরি বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে, আমি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি," এই কথা-গুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে হবে, একটু ভাল রকমে বসাতে হবে।

ত-শিক্ষক। এই কথা লিখুন যে, তাঁহার নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আর তার জন্য রাত্রি-দিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

জু। না, না, না—ও সব আমি চাইনে, আমি যে কথা আগে তোমাকে বলেছি, আমি কেবল তাই

লিখতে চাই,—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।"

ত-শিক্ষক। ঐ কথাগুল তো একটু বাড়িয়ে বলা চাই?

জু। না, না! আমি ঐ কথাগুলই চিঠিতে লিখতে চাই, কেবল একটু ভাল ক'রে গুছিয়ে বল্‌তে হবে। আচ্ছা, দেখা যাক্, তুমি বল দেখি, ঐ কথাগুল কত রকম ক'রে বলা যেতে পারে?

ত-শিক্ষক। আপনি যে রকম বল্‌ছিলেন, প্রথমতঃ তো সেই রকম ক'রে বলা যেতে পারে—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।" কিম্বা "প্রেমে ম'রে যাচ্ছি সুন্দরী বেগম তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি" কিম্বা "তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী বেগম, ম'রে যাচ্ছি"—কিম্বা "ম'রে যাচ্ছি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, প্রেমে।"

জু। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোন্‌টা সকলের চেয়ে ভাল?

ত-শিক্ষক। আপনি যেটা বলেছিলেন; "সুন্দরী বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি আমি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।"

জু। তবুও দেখ, আমি কখন লিখতে পড়তে চেষ্টা করিনি। প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ, আর আমার এই অনুরোধ, কালও আপনি সকাল সকাল আসবেন।

ত-শিক্ষক। তার ব্যত্যয় হবে না।

সপ্তম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

জু। (পেয়াদার প্রতি) কি! আমার পোষাক এখনও আনিসনি?

পেয়াদা। না, হুজুর।

জু। আজ আমার কত কাজ, আর আজই কি না লক্ষীছাড়া দর্জ্জিটা আমাকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। আমার ভারি রাগ ধর্‌ছে। দর্জ্জিটা জাহান্নমে যাক্, চুলোয় যাক্, পাজি দর্জ্জি—লক্ষীছাড়া দর্জি—হতভাগা দর্জ্জি—ছুঁচো দর্জি! হারামজাদাকে যদি এখন একবার পাই—

অষ্টম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন কর্ত্তা-দর্জ্জি, তার এক জন অধীনস্থ দর্জি, জুর্দ্দনের পোষাক হস্তে করিয়া এক জন পেয়াদা।

জু। আঃ, এই যে। আমি আর একটু হলেই তোমার উপর রাগ কচ্ছিলুম।

দর্জি। আমি এর চেয়ে আর শীগ্‌গির আসতে পা'রলেম না, আপনার এই পোষাক তৈরি করতে আমায় ২০ জন ছোকরা লাগাতে হয়েছিল।

জু। তুমি যে রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা এত ছোট যে, তা আমার পরতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, আর এর মধ্যেই তার দুটো সেলাই খুলে গেছে।

দর্জি। কেন, যত টানবেন, ততই তো বাড়ান যায়।

জু। হাঁ, ক্রমাগত যদি সেলাইগুলি খুলে যায়, তা হ'লে বটে! আর তুমি আমার যে জুতো তৈরি করিয়ে দিয়েছ, সেও এমনি কষা যে, ভয়ানক পায়ে লাগে।

দর্জি। না মহাশয়, আদপে লাগে না।

জু। কি! আদপে লাগে না?

দর্জি। না মহাশয়, আপনার পায়ে লাগে না।

জু। আমি বলছি, আমার লাগে।

দর্জি। সে আপনার কল্পনা।

জু। আমার লাগছে বলেই কল্পনা কচ্ছি।

দর্জি। দেখুন, সমস্ত রাজবাড়ীতেও এমন সরেশ মানানসই পোষাকের সুট নেই। কালো রং না হয়েও যে এমন ভদ্র রকম কাপড় হ'তে পারে, সে কেবল কারিগরের বাহাদুরি। আর আমি বাজি রাখতে পারি, খুব ভাল ভাল কারিগরেরা দশবার চেষ্টা ক'রেও এ রকম পোষাক তৈরি করতে পারে না।

জু। এ আবার কি? ফুলগুল সব নীচের দিকে মুখ ক'রে রেখেছে দেখছি।

দর্জি। আপনি তো আমাকে বলেন নি যে, উপর দিকে মুখ ক'রে রাখতে হবে।

জু তা কি আবার বলতে হবে ?

দর্জি। বল্‌তে হবে বৈ কি। কেন না, বড় লোকেরা সবাই এই রকম প'রে থাকেন।

জু। বড় লোকেরা এই রকম উল্‌টে ক'রে ফুল পরেন ?

দর্জি। হাঁ মশাই।

জু। ওঃ! তবে এ বেশ হয়েছে।

দর্জি। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে উপর দিকে মুখ ক'রে দিতে পারি।

জু। না—না।

দর্জি। আপনি বোল্লেই ক'রে দিতে পারি।

জু। না না, তা করতে হবে না। যা করেছ, বেশ করেছ—বেশ করেছ। তোমার মনে হয় কি ? আমার গায়ে বেশ লাগবে ত ?

দর্জি। বলেন কি! একজন ছবিওয়ালাও তুলি দিয়ে এমন ফিট ক'রে পোষাক আঁকতে পারে না। আমার কারখানায় একটি ছোগরা কারিগর আছে, তার মত রিন্‌গ্রেব কেউ করতে পারে না—তার ও বিষয়ে ভারি জেহেন্‌। আর একটি ছোকরা আছে, তার মত ডবলেট কেউ বানাতে পারে না—সে বিষয়ে সে অদ্বিতীয়।

জু। পরচুলো ও পালকগুল কি দস্তুরমত হয়েছে ?

দর্জি। সব ঠিক হয়েছে।

জু। (দর্জির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! আহা! দর্জি সাহেব, শেষ বারে তুমি আমাকে যে কাপড়ের কোর্ত্তা ক'রে দিয়েছিলে, তোমার গায়েও দেখছি সেই কাপড়! আমি বেশ চিনতে পাচ্ছি!

দর্জি। ঐ কাপড়টা আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমার নিজের জন্য ঐ কাপড়ের একসুট তৈরি করেছি!

জু। কিন্তু আমার কাপড় থেকে তৈরি করাটা তোমার উচিত হয় নি।

দর্জি। কোর্ত্তাটা কি প'রে দেখবেন ?

জু। হাঁ, আমাকে দাও।

দর্জি। একটু সবুর করুন। ও রকম ক'রে পরা দস্তুর না। তালে তালে কাপড় পরাতে হবে ব'লে আমি সঙ্গে ক'রে লোক এনেছি—এসব পোষাক ঘটা ক'রে পরতে হয়। ওহে তোমরা এসো সবাই।

নবম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, হেড দর্জি, কারিকর দর্জি, এক জন পেয়াদা।

হেড দর্জি।—(কারিকরদিগের প্রতি) বড় লোকদের যে রকম ক'রে পোষাক পরাতে হয়, সেই রকম ক'রে ওঁকে পোষাক পরিয়ে দাও।

নৃত্যকারিগণের প্রবেশ।—(চারি জন কারিকর দর্জ্জি নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের নিকট আগমন—তাহাদিগের মধ্যে দুজন তাঁর কুর্ত্তি করিবার পায়জামা খুলিয়া ফেলিল—আর দুই জন ফতুয়া খুলিয়া লইল, তার পর নাচিতে নাচিতে তাহার নতুন পোষাক পরাইয়া দিল, জুর্দ্দন তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার পোষাক তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, তাহা ঠিক্‌ মানান্‌-সই হইয়াছে কি না)।

কারিগর দর্জি। নবাব সাহেব এই কারিকরদের সরাপ খেতে অনুগ্রহ করে কিছু দিন।

জু। আমাকে কি বোলে ডাকলে ?

কারিকর দর্জি। নবাব সাহেব।

জু। নবাব সাহেব, বা! দেখ, বড় লোকদের মত পোষাক পরলে কি হয়! সামান্য লোকের মত যদি চিরকাল কাপড় প'রে থাকা যায়, তা হ'লে একবারও কেউ পোঁছে না। নবাব সাহেব। (কিছু টাকা দিয়া) এই নেও, নবাব সাহেব বলবার দরুণ এই দিলুম।

কারিকর। জাঁহাপনা!

জু। ও! ও! জাঁহাপনা! তুমি একটু দাঁড়াও হে; জাঁহাপনা বলবার দরুণ কিছু বকসিস পাওয়া উচিত—জাঁহাপনা বড় কম কথা নয়! এই নেও জাঁহাপনা তোমাকে এই দিলেন।

কারিকর। জাঁহাপনা হজুরালিকে খোদা সেলামত রাখুন, এই উদ্দেশ্যে আমরা সকলে মিলে সরাপ খাব।

জু। হজুরালি! ও! ও! ও! সবুর কর; তোমরা চ'লে যেও না। আমাকে হজুরালি! (মৃদুস্বরে জনান্তিকে) যদি বাদসা পর্য্যন্ত উঠে, তা হ'লে তো আমি একেবারে থোলেঝাড়া হয়ে

পড়বো। (উচ্চস্বরে) হুজুরালি বল্‌বার জন্য এই বক্‌সিস্‌।

কারিকর। হুজুরালির কি দরাজ হাত—আমরা সবাই সেলাম ক'রে চল্লুম।

জু। যাচ্ছে বেশ কচ্ছে—আর একটু হলেই আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলতেম।

দশম দৃশ্য

(নৃত্যকারিগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ)

(চারি জন কারিকর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের জয় জয়কার করিতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দুই জন পেয়াদা।

জু। তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমার এই পোষাক সমস্ত সহরময় একবার দেখিয়ে আসি। আর তোমরা ঠিক্ আমার পিছনে পিছনে থেকো, তা হ'লে লোক বুঝতে পারবে যে, তোমরা আমারই পেয়াদা।

পেয়াদা। যে আজ্ঞা হুজুর।

জু। আমার দাসী নকুলীকে ডেকে দাও তো হে—তাকে কতকগুল হুকুম দিতে হবে। আর যেতে হবে না; ঐ এসেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, নকুলিয়া, দুই জন পেয়াদা।

জু। নকুলিয়া!

ন। আজ্ঞে?

জু। শোনো।

ন। (হাসিতে হাসিতে)—হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে হাসচিস্ কেন?

ন। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে মর্, মাগী ও রকম কচ্চে কেন?

ন। হি, হি, হি, কেমন মজার সাজ হয়েছে। হি, হি, হি।

জু। কেন, কি রকম হয়েছে?

ন। ও মা! আমি যাব কোথা! হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আ মর্ মাগী, তুই আমাকে নিয়ে তামাসা কচ্চিস্?

ন। না মশাই, তা কি করতে পারি। হি, হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ, ফের যদি হাস্‌বি তো কিলিয়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।

ন। মশাই, আমি হাসি রাখ্‌তে পাচ্চিনে। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। তুই থাম্‌বি নে?

ন। মশাই, আমাকে মাপ কর; কিন্তু মশাই, তোমাকে এমন মজার দেখ্‌তে হয়েছে যে, না হেসে থাক্‌তে পাচ্ছিনে। হি, হি, হি।

জু। দেখ দিকি মাগীর আস্পর্দ্ধা!

ন। তোমাকে ভারি মজার দেখতে হয়েছে। হি হি।

জু। আমি তোকে—

ন। আমাকে মশাই মাপ কর। হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ, তুই ফের যদি হাস্‌বি, তোর গালে এমনি চড় কষিয়ে দেব যে, তখন দেখতে পাবি।

ন। আচ্ছা মশাই, এইবার হয়েছে, আর আমি হাস্‌ব না।

জু। দেখিস, খবরদার। আজ বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে হবে—

ন। হি হি।

জু। শোন্ কি বলছি, হলের ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট দিস, আর—

ন। হি, হি।

জু। দেখিস্ যেন ভাল ক'রে ঝাঁট দিস।

ন। হি, হি।

জু। ফের?

ন। (হাসিতে হাসিতে ভূতলে পড়িয়া) বরং আমাকে মারো মশাই, আমি একবার মন খুলে হেসে নি—আমার দম ফেটে যাচ্ছে, একটু আমি হেসে বাঁচি। হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে।

ন। মশাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একটু হাস্‌তে দেও।

জু। আমি যদি একবার আরম্ভ করি—

ন। মশাই, আমি দম্ ফেটে মরবো যদি না হাস্‌তে পাই, হি, হি, হি।

জু। এমন লক্ষ্মীছাড়া মাগী কেউ কখন কি দেখেছে—আমি কোথায় ওকে হুকুম দিতে এলাম, না ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমার হুকুম না শুনে আমার মুখের উপর ও হাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

ন। কি করতে হবে মশাই বল।

জু। আজ বিকেলে নিমন্ত্রণ খেতে আমার এখানে লোক আস্‌বে, হারামজাদি, তাই বল্‌ছি বাড়ীটা ঠিকঠাক্ ক'রে রাখ।

ম। (উঠিয়া) মাইরি, আর আমার হাস্‌তে ইচ্ছে নেই, তোমার কথায় মশাই আমার রাগ ধর্‌ছে, যখনি তোমার লোকজন আসে, বাড়ীর মধ্যে হুলস্থূল প'ড়ে যায়।

জু। তোর জন্যে আমার বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে না কি, অ্যাঁ?

ন। নিদেন মশাই কতক লোকের জন্য বন্ধ করা দরকার।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, জুর্দ্দন খাঁ, নকুলিয়া, দুই জন পেয়াদা।

স্ত্রী। ভ্যালা যা হোক! এ আবার কি! এ নতুন সাজ আবার কোথা থেকে পেলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হয়েছে না কি? এই রকম সাজ ক'রে বাহিরে বেরোচ্ছো? তোমার কি এই ইচ্ছে, তোমাকে দেখে সহরশুদ্ধ লোক হাসুক?

জু। এ তুমি বেশ জেনো ঠাকরণ, কতকগুল পাগল আর পাগলী বই আমাকে দেখে কেউ আর হাস্‌বে না।

স্ত্রী। লোকে হাস্‌তে আর বড় বাকি রাখেনি—তোমার রকম-সকম দেখে অনেক দিন থেকেই সবাই হাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

জু। আচ্ছা বল দেখি ঠাকরণ, সবাইটা কে?

স্ত্রী। সবাই, যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, যারা তোমার মত পাগল নয়। যা হোক, তোমার রকম-সকম দেখে আমি অবাক হয়েচি। আমাদের বাড়ী আর চেনবার জো নেই। যে রকম গোলমাল, লোকে শুনলে মনে করতে পারে, রোজ রোজ এখানে মোচ্ছব বসে—সকাল থেকে, গাইয়েদের চীৎকার আর বেহালার ক্যাঁকো শব্দে পাড়ার লোকেরা একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে।

ন। ঠাকরণ ঠিক বলেছেন। তুমি এই রকম লোক-জন রোজ রোজ আনলে আমি তো আর বাড়ী সাফ করতে পারি নে। তারা পায়ে ক'রে এখানে রাজ্যের কাদা নিয়ে আসে, ঘরের মেঝে রগড়াতে রগড়াতে আমায় পা খ'সে পড়ে।

জু। বা রে বা নকুলিয়া, পাড়াগাঁ থেকে এসে যে খুব মুখ ফুটেছে দেখছি!

স্ত্রী নকুলিয়া ঠিক বলেছে, তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে। আচ্ছা, ভাল বল দেখি, আমি জানতে চাই, তোমার এই বয়সে নাচের ওস্তাদের দরকার কি?

ন। আর সেই তলোয়াবের ওস্তাদেরই বা দরকার কি? সে যখন খট্ খট্ ক'রে আসে, আমাদের বাড়ীটা কেঁপে ওঠে, মেজের টালিগুল ভেঙ্গে চুর্‌মার্ হয়ে যায়।

জু। ওগো আমার চাকরাণী, ওগো আমার স্ত্রী, দুজনেই তোমরা চুপ কর।

স্ত্রী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এই বয়সে কিনা তোমার নাচ শিখতে সখ গেছে!

ন। মশাই, তোমার কি কাউকে মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে?

জু। তোমরা চুপ কর বল্‌ছি, তোমরা দুজনেই মুখ্‌খু, ও সব লোকের মর্য্যাদা তোমরা কি বুঝবে?

স্ত্রী। এখন ও সব রেখে যাতে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়, তারই ভাবনা ভাবো। তার বিয়ের যুগ্যি বয়েস হয়েছে।

জু। যখন ভাল পাত্র এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবা যাবে। এখন যাতে ভাল ভাল চীজ শিখতে পারি, এখন আমার তারই দিকে মন গেছে!

ন। ঠাকরণ, আরও আমি শুনলুম নাকি লেখাপড়া শেখবার জন্য একজন ভট্‌চায্যি পণ্ডিত রেখেছেন, তা হ'লেই চূড়োন্ত হবে।

জু।—সত্যিই তো আমি রেখেছি। আমার একটু বিদ্যে শিখতে ইচ্ছে আছে, বড়লোকদের সঙ্গে তা হলে আমি নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে পারব।

স্ত্রী।—তার চেয়ে এই বয়সে পাঠশালায় গিয়ে গুরু-মশায়ের বেত খাও না কেন?

জু।—কেনই বা খাব না? ইস্কুলে লোকে যা শেখে, আমি যদি তা শিখতে পাই, তা হলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, যেন এখনি আমি সকলের সম্মুখে বেত খাই।

ন।—(স্বগত) হাঁ, তা হ'লে আর কিছু না হোক, তোমার পিঠের গড়ন অনেকটা ভাল হয়ে আসে।

স্ত্রী। গেরস্ত-আলি কাজ করবার জন্য ও সবে তোমার বড় দরকার—না?

জু। দরকার নেই?—খুব দরকার। তোমরা দুজনেই জানোয়ারের মত কথা কচ্চ, তোমাদের মুখখুমি দেখে আমার ভারি লজ্জা হয়। (স্ত্রীর প্রতি) তার দৃষ্টান্ত, তুমি এখন যে কথা কোইলে, সেটা কি, তা কি তুমি জানো?

স্ত্রী। হাঁ, আমি বেশ জানি, আমি যা তোমাকে বল্লুম, তা খুব ভাল কথা—আমি বলেছিলুম, তোমার ধরণ-ধারণ বদলানো খুবই দরকার।

জু। আমি তা বলছি নে—আমি জিজ্ঞেস কচ্চি, তুমি যে কথাগুলো কইলে, সে গুলো কি?

স্ত্রী। সে গুলো ভাল কথা—তোমার মত পাগলামি নয়।

জু। আমি তা বলছি নে। আমি এই জিজ্ঞেস কচ্চি, এখন তোমার সঙ্গে যা কথা কচ্চি, তোমাকে যা বলছি, সেটা কি জিনিস?

স্ত্রী। মাথা আর মুণ্ডু।

জু। না না, তা নয়। যা আমরা দু জনেই এখন বলছি, যে ভাষায় আমরা দু জনে কথা কচ্চি।

স্ত্রী। অ্যাঁ?

জু। তাকে কি বলে?

স্ত্রী। যা তোমার ইচ্ছে, তাই বলতে পার।

জু। আরে মুখখু, একে বলে গদ্য।

স্ত্রী। গদ্য?

জু। হাঁ, গদ্য। যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য, তা গদ্য নয়। অ্যাঁহ্যাঁ এখন ছাখো বিদ্যেটা কি জিনিস! (নকুলিয়ার প্রতি) আর তুই, তুই জানিস, উ বল্‌তে গেলে কি কর্‌তে হয়?

ন। সে কি?

জু। যখন তুই উ বলিস্, তখন তুই কি করিস্?

ন। কি?

জু। আচ্ছা, একবার বল দেখি উ।

ন। আচ্ছা! উ।

জু। এখন কি করলি?

ন। আমি বল্লুম উ।

জু। হাঁ, কিন্তু যখন উ বলিস্, তখন কি করিস্?

ন। যা তুমি আমাকে করতে বল, তাই করি।

জু। আঃ! এই সব জানোয়ারদের বোঝানো বড় ঝক্‌মারি! তুই করিস্ কি শোন্—তুই ঠোঁট দুটো বাহিরের দিকে লম্বা ক'রে দিস্ আর উপরের চোয়াল কাছাকাছি নিয়ে আসিস্; উ, দেখছিস্? আমি যেন তোকে ভেংচোচ্চি,—উ।

ন। বাঃ! বেশ।

স্ত্রী। বাঃ! চমৎকার!

জু। এতেই আশ্চর্য্য হলে—যদি তুমি দেখতে ড, ঢ, ড়, ঢ়, কি রকম ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, তা হলে না জানি কি করতে?

স্ত্রী। ও সব মাথা-মুণ্ডু কি বক্‌ছ?

ন। ও রোগ সারে কিসে?

জু। আঃ! মুখখু স্ত্রীলোকদের দেখলে আমার ভারি রাগ ধরে।

স্ত্রী। যাও যাও, ঐ লোকদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দেও।

ন। সেই তলোয়ারের ওস্তাদটাকে আগে। সে ধুলো উড়িয়ে বাড়ীটাকে অন্ধকার ক'রে তোলে।

জু। বটে! ঐ ওস্তাদের উপর দেখছি বড় রাগ—তোর যে রকম আস্পর্দ্ধা—এখনি তার মজা দেখিয়ে দিচ্চি (দুটো শেখবার তলোয়ার আনাইয়া, তার মধ্যে একটা নকুলিয়ার হাতে দিয়া) এই দেখ্—সাক্ষাৎ প্রমাণের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। শরীরের লাইনে। যখন চার ঘার ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়, যখন তিনের ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়—এ জানলে আর কেউ কখন মেরে ফেল্‌তে পারে না। যখন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তখন যদি জানা যায় যে, আমার

কিছু হবে না, তা হলে কেমন মজা! আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঐ তলোয়ার দিয়ে আমাকে মার দিকি।

ন। (জুর্দ্দনের গায় দুই চার বার খোঁচা দিয়া) কেমন, হয়েছে ?

জু। আরে! আরে! আস্তে! আস্তে! অত জোরে না, আরে মর্ মাগী।

ন। তুমি যে আমাকে খোঁচা দিতে বোল্লে।

জু। হাঁ। কিন্তু তুই চারের ঘা না মারতে মারতেই যে তিনের ঘা মেরে দিয়েছিস্—আর ঘা আটকাবার সময় পর্য্যন্ত দিস্‌নি।

স্ত্রী। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষেপেছ—যে অবধি তুমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছ, সেই অবধি তোমার মাথায় ঐ সব পাগলামি ঢুকেছে।

জু। যে অবধি আমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছি, সেই অবধি বরং আমার বুদ্ধি খুলেছে—আর, তুমি যেমন সামান্য লোকদের সঙ্গে মেশো, এ তার চেয়ে ঢের ভাল!

স্ত্রী। তা তো বটেই! বড় লোকদের সঙ্গে মেশায় তো ঢের লাভ; সেই নবাবটার সঙ্গে ভাব ক'রে তুমি যে রকম কাজ গুছিয়েছ, তা আর—

জু। চুপ; কি বোল্‌ছ তুমি একবার ভেবে দেখো—এ তুমি বেশ জেনো স্ত্রী, যার কথা তুমি বল্‌ছ, সে কেমন লোক, তা তুমি জান না। তুমি জান না যে, সে একজন মস্তলোক, একজন রাজ-দরবারের গণ্য মান্য নবাব, আর আমি এখন যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তিনি তেমনি রাজার সঙ্গে কথা কন। আর অমন বড় লোক প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসে, আমাকে প্রিয় বন্ধু ব'লে তার সমকক্ষ লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করে—এতে কি আমার খুব নাম বাড়বে না? আর আমার উপর তাঁর এত অনুগ্রহ যে, তুমি তা মনেও করতে পার না—আমার সঙ্গে যখন তিনি মান্য ক'রে কথা কন্, তখন আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

স্ত্রী। হাঁ, তোমার উপর তার যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর সে তোমাকে খুব আদর করেও বটে—কিন্তু এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে তোমার ঘাড় ভাংছে!

জু। অমন বড় লোককে টাকা ধার দেওয়া কি মানের বিষয় নয়? আর যে নবাব আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে ডাকে, তাকে কি একটু টাকা ধার দিতেও পারি নে?

স্ত্রী। আর সেই নবাব তোমার জন্য কি করে?

জু। কি করে? সে যে কি করে, তা যদি জান্‌তে, তা হলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

স্ত্রী। সে কি?

জু। বস্! আমি তা খুলে বল্‌তে চাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বোল্লেই যথেষ্ট হবে, আমি তাঁকে টাকা ধার দিয়েছি, আর শীঘ্রই সে টাকা তিনি শুধে দেবেন।

স্ত্রী। বটে! সেই আশায় আছ না কি?

জু। নিশ্চয়ই শুধবেন—তিনি কি আমাকে সে বিষয় কথা দেন নি?

স্ত্রী। হাঁ, হাঁ, শুধবে যত, তা গায়ে রইল।

জু। তিনি শপথ ক'রে আমাকে বলেছেন।

স্ত্রী। শপথ না তার মাথা।

জু। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে দেখছি, আমি তোমাকে বল্‌ছি তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কথা রাখবেন—আমার তাঁর উপর খুব বিশ্বাস আছে।

স্ত্রী। আর আমার বিশ্বাস যে সে কথা সে রাখবে না—আর তোমাকে যে সে এত আদর করে, সে কেবল তোমাকে ভোলাবার জন্যে।

জু। চুপ চুপ—ঐ আস্‌ছে।

স্ত্রী। এইবার সারলে দেখছি—আবার বুঝি কিছু ধার করতে এসেছে, ওকে দেখলে আমার ক্ষিদে-তেষ্টা উড়ে যায়।

জু। চুপ কর, আমি বল্‌ছি।

চতুর্থ দৃশ্য

নবাব দৌলৎ খাঁ, জুর্দ্দন খাঁ, জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া দাসী।

দৌলত। আমার প্রিয় বন্ধু জুর্দ্দন খাঁ, তুমি কেমন আছ বল দেখি?

জু। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ আছি মশায়।

দৌ। আর বিবি-সাহেব, উনি কেমন আছেন?

স্ত্রী। বিবি-সাহেব আছে এক রকম।

দৌ। এ কি! জুর্দ্দন, তোমাকে আজ ভয়ানক ভদ্র দেখতে হয়েছে!

জু। এই দেখুন।

দৌ। এই পোষাকে তোমাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে—রাজদরবারে যত বড় লোক আসে, তাদেরও এত ভাল দেখায় না।

জু। অ্যাঁ—অ্যাঁ?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) ও লোকটা চুলকোনির ঠিক্ জায়গা বুঝে চুলকে দিচ্ছে।

দৌ। আচ্ছা, ফেরো দিকি, বাঃ, পিছন দিক্‌টাও বড় চমৎকার হয়েছে।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) সামনেও যেমন, পিছনেও তেমন—চৌকোশ পাগল।

দৌ। মাইরি জুর্দ্দন, আজ তোমাকে দেখবার জন্য আমি ভারি অধৈর্য্য হয়েছিলুম। পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে আমি যে রকম শ্রদ্ধা করি, এমন আর কাউকে না, আর আজ এই সকাল বেলা রাজ-দরবারে তোমার কথা পেড়েছিলুম।

জু। মহাশয়, আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। (স্ত্রীর প্রতি) কি বল্‌ছেন শুনেছ, রাজ-দরবারে!

দৌ। টুপিটা খুলে রাখো না—আজ বড় গরম।

জু। আপনার সামনে টুপি খোলাটা বেয়াদবি হয়।

দৌ। না না না না, টুপিটা খুলে ফেল, আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কি?

জু। মহাশয়—

দৌ। জুর্দ্দন, আমি বল্‌ছি খোলো, তুমি হচ্চ আমার বন্ধু।

জু। আমি মহাশয়ের দাস।

দৌ। তুমি যদি টুপি মাথায় না রাখ, তা হলে আমিও আমার টুপি খুলে ফেলব।

জু। (টুপি খুলিয়া) বিরক্ত করা চেয়ে আমি অভদ্র হতেও রাজি আছি।

দৌ। তুমি তো জানই আমি তোমার ধারি।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) হাঁ, সে খুব জানি।

দৌ। অনেক সময়ে তুমি আমাকে মুক্ত-হস্তে ধার দিয়েছ, আর আমি তার জন্য বড়ই বাধিত আছি, সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।

জু। মহাশয় আপনি ঠাট্টা কচ্ছেন।

দৌ। না না, আর ধার আমি শুধ্‌তেও জানি। আর লোকের উপকার কি রকম ক'রে কর্‌তে হয়, তাও বিলক্ষণ জানি।

জু। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই মশায়।

দৌ। তোমার ঋণ থেকে এমন আমি মুক্ত হতে ইচ্ছে কচ্ছি, আর সেই জন্য হিসেব-নিকেশ কর্‌তে তোমার এখানে আজ এসেছি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) স্ত্রী, এখন দেখ, তোমার কতদূর বোঝবার ভুল।

দৌ। যত শীঘ্র পারি, আমি লোকের ধার শুধে ফেল্‌তে ভালবাসি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) আমি তো তখন তোমাকে বলেছিলুম।

দৌ। দেখা যাক্, এখন তোমার আমি কত ধারি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) এই দেখ দিকি, তোমার সন্দেহ করাটা কি পাগলামি।

দৌ। তুমি যত টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে, তা কি তোমার বেশ মনে আছে?

জু। হাঁ, বোধ হয় মনে আছে। আমি একটি চিরকুটে তা টুকে রেখেছি, এই দেখুন। একবার আপনাকে ২০০ টাকা দি।

দৌ। তা সত্যি।

জু। আর একবার ১২০ টাকা।

দৌ। হাঁ।

জু। আর একবার ১৪০ টাকা।

দৌ। ঠিক বলেছ।

জু। এই সবশুদ্ধ ৪৬০ টাকা।

দৌ। হিসেব্‌টা খুব ঠিক।

জু। তার পর ১৮৩২ টাকা আপনার টুপি-বিক্রী-ওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দৌ। ঠিক্।

জু। ২৭৮০ টাকা আপনার দর্জ্জিকে দেওয়া যায়।

দৌ। তা সত্যি।

জু। ৪৩৭৯ টাকা ১২ আনা ৩ পয়সা আপনার দোকানদারকে দেওয়া যায়।

দৌ। ভাল। ১২ আনা, ৩ পয়সা। হিসেব ঠিক আছে।

জু। আর ১৭৪৮ টাকা, ৭ আনা, দুই পয়সা আপনার ঘোড়ার জিন্‌-বিক্রীওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দৌ। ও সব ঠিক। সব শুদ্ধ কত হ'ল?

জু। সবশুদ্ধ্ হচ্ছে ১১২০০ টাকা, ৮ আনা, ১ পয়সা।

দৌ। মোট ঐ ঠিক বটে। আর ২০০ টাকা, ৭ আনা, ৩ পয়সা আমাকে দিয়ে ঐ হিসেবে যোগ ক'রে দেও। তা হলে মোট ঠিক হল ১১৪০১ টাকা। এক্ দিনেই আমি এই সমস্ত টাকা শুধে ফেলব।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) এখন দেখ দিকি, আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলুম কি না?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ।

দৌ। যে টাকার কথা বল্লুম, সে টাকাটা দিতে কি তোমার অসুবিধা হবে?

জু। অ্যাঁ?—না।

স্ত্রী। (জুদ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও লোকটা দেখছি তোমাকে কামধেনু পেয়েছে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর।

দৌ। যদি তোমার অসুবিধে হয়, তা হ'লে বল, আমি অন্যত্র চেষ্টা করি।

জু। না, মশায়।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত না ক'রে ও ছাড়ছে না।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে)—চুপ কর, আমি বলছি।

দৌ। আমাকে বোল্লেই হয়, তোমার অসুবিধে হচ্ছে।

জু। না না, মশায়। অসুবিধে কিছুই নেই।

স্ত্রী। (জুদ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও একজন পাকা জুয়োচোর।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ্ কর বলছি।

স্ত্রী। (জুদ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) তোমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ও শুষে নেবে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) আঃ! তুমি কি চুপ করবে না?

দৌ। এমন অনেক লোক আছে, যারা আমাকে খুসী হয়ে টাকা ধার দেবে, কিন্তু তুমি নাকি আমার প্রধান বন্ধু, তাই মনে করলুম, যদি অন্য জায়গায় ধার করতে যাই, তা হলে তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

জু। আমার উপর মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ—এখনি আপনার কাজ নিকেশ ক'রে দিচ্ছি।

স্ত্রী। (জুদ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) কি! আবার তুমি ওকে ধার দিতে যাচ্ছ?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) কি করা যায়?—অমন বড়লোক। আর, যে ব্যক্তি আজ সকালে আমার কথা রাজার কাছে বলেছেন, তাঁর কথা কি অগ্রাহ্য করতে পারা যায়?

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) যাও যাও—তুমি খুব ওর ফাঁদে পড়েছ যা হোক্।

পঞ্চম দৃশ্য

দৌলৎ খাঁ, জুদ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া।

দৌ। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখছি যে, তোমার হয়েছে কি বিবিসাহেব?

জু-স্ত্রী। আমার আর যাই হোক, আমার মাথা ঠিক আছে।

দৌ। তোমার মেয়েকে দেখ্‌ছিনে যে, তিনি কোথায়?

জু-স্ত্রী। আমার মেয়ে যেখানে আছে, সেইখানেই আছে।

দৌ। তাঁর শরীর গতিক কেমন চল্‌ছে?

জু-স্ত্রী। দু পায়ের উপর ভর দিয়ে।

দৌ। রাজার বাড়ীতে যে নাচ ও প্রহসন হবে, তা দেখতে এর মধ্যে কি এক দিন তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে না?

জু-স্ত্রী। হা নিশ্চয়। তবে, কি না, হাস্‌বার জিনিসের কোথাও অভাব নেই।

দৌ। বিবিসাহেব, তুমি যেমন সুন্দরী ও রসিকা, তাতে বোধ হচ্ছে যৌবন কালে——

জু-স্ত্রী। ও মা, কি হবে! তুমি বল কি? এর মধ্যেই কি তবে আমি বুড়ী হয়ে গিয়েছি—আমার কি শিরঃকম্প উপস্থিত হয়েছে না কি?

দৌ। বিবিসাহেব, আমাকে মাপ করবে, তোমার যে অল্প বয়স, সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—অনেক সময় অন্যমনস্কে আমি কি বলতে কি বলে ফেলি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জুদ্দন খাঁ, জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, দৌলৎ খাঁ, নকুলিয়া।

জু। (দৌলৎ খাঁর প্রতি) এই নিন ২০০ টাকা, ৭ আনা, ৩ পয়সা।

দৌ। জুর্দ্দন! আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি যে, আমি তোমারই। আর, রাজ-দরবারে তোমার যাতে কোন উপকার করতে পারি, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টিত আছি।

জু। আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত।

দৌ। যদি আপনার বিবিসাহেব রাজবাড়ীর নাটক দেখতে ইচ্ছে করেন, তা হ'লে আমি তাঁর জন্য ভাল ভাল জায়গা ঠিক্ করে রাখি।

জু-স্ত্রী। আপনার বড় অনুগ্রহ।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) আমাদের বেগমও আজ বিকেলে নাচ দেখতে ও আহার করতে এখানে আসবেন—চিঠিতে তো সে বিষয় তোমাকে আগেই খবর দিয়েছিলেম। আমি অনেক বলে-কয়ে তাঁকে এই নিমন্ত্রণে আসতে মত করিয়েছি।

জু। আসুন, আমরা একটু দূরে যাই, তার কারণ আছে।

দৌ। আট দিন হ'ল তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আর তুমি তাঁকে উপহার দেবার জন্য যে হীরেটা আমার হাতে দিয়েছিলে, সে বিষয়ের খবরটা তোমাকে তাই দিতে পারি নি; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ ভাংতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল। এত দিন পরে সবে আজ তিনি ঐ উপহার নিতে সম্মত হয়েছেন।

জু। তাঁর সে জিনিসটা কেমন লাগল?

দৌ। ভয়ানক ভাল লেগেছে; আর ঐ হীরেটি যে রকম সুন্দর, তাতে তোমার উপরে যে তাঁর খুব টান হবে, তা আমার বেশ বোধ হচ্ছে।

জু। আল্লা যেন তাই করেন।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) ও লোকটা একবার এলে ছিনে-জোঁকের মত ওকে আর ছাড়তে চায় না দেখছি।

দৌ। ঐ উপহারের মূল্য কত, আর তোমার কতটা ভালবাসা, সমস্তই তাকে আমি খুলে বলেছি।

জু। আপনি আমার উপরে কত অনুগ্রহই কচ্ছেন। আর, আপনার মত বড় লোক আমার জন্য যে এতদূর নীচতা স্বীকার করছেন, এই মনে ক'রে আমি ভারি লজ্জিত।

দৌ। তুমি বল কি? বন্ধুদের মধ্যে কি এসব সঙ্কোচ হওয়া উচিত? আর মনে কর, আমারও যদি একদিন এই রকম সুবিধে উপস্থিত হয়, তা হ'লে আমার হয়ে কি তুমিও ঠিক্ এই রকম কর না?

জু। তা আর বলতে, খুসী হয়ে করি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) ও লোকটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমার মনে যেন একটা ভার চেপে থাকে।

দৌ। বন্ধুর যখন কোন উপকার করতে হয়, তখন আমি আর কিছুই মানি নে। যে সুন্দরী বেগমের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যখন শুনলুম, তার উপর তোমার মন পড়েছে, তখনই তোমার সাহায্য করতে আমি দেখ নিজেই তোমার কাছে অগ্রসর হলুম।

জু। তা সত্যি। আপনার এই সকল অনুগ্রহে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) লোকটা কি যাবে না?

নকু। দু জনে একত্র হলে ওঁরা বেশ থাকেন।

দৌ। যা হোক, তাঁর মন ভেজাবার জন্য তুমি বেশ উপায় ঠিক্ করেছ। স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ-পত্র করলেই, স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট হয়; তোমার গান, তোমার ফুলের তোড়া, তোমার আতস-বাজি, তোমার হীরে—এই সকল উপহারে যেমন কাজ করেছে, এমন কাজ হাজার মুখের কথাতেও হয় না।

জু। তাঁর মন পাবার জন্যে আমি কি না খরচ করতে পারি? আমার বিশ্বাস, বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা ভয়ানক সুন্দরী। ওরূপ স্ত্রী পাবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি চুপি চুপি) দু জনে না জানি এত কি কথাই হচ্ছে! যা দিকি নকু, আস্তে আস্তে একটু শুনে আয় দিকি।

দৌ। আজ তুমি মনের সাধে তাঁকে দেখতে পাবে। আর, দেখে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

জু। আরও, সাফাই থাকবার জন্য একটা ফিকির করেছি—আজ আমার স্ত্রীকে আমার বোনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে পাঠাচ্ছি, সমস্ত বিকেল-ব্যালাটা সেখানে সে কাটাবে।

দৌ। বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ। তিনি থাকলে আমাদের বাধা হত। আর, রাঁধবার জন্য যা কিছু দরকার, আমি সব হুকুম দিয়েছি। দেখ,

এই নাটকটা আমার নিজের রচনা—আমার রচনা যে রকম, কাজে যদি ঠিক্ সেই রকমটি দেখাতে পারে, তা হলে নিশ্চয় বল্‌তে পারি—

জু। (নকুলিয়া শুনিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত) আবে মাগী। তুই তো ভারি বজ্জাৎ, (দৌলতের প্রতি) আসুন, আমরা এখান থেকে যাই।

সপ্তম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া।

ন। বিবিসাহেব। শুনতে গিয়ে আমার বিলক্ষণ হয়েছে। দেখ, ভিতবে ভিতরে ওঁদের কি একটা পাক-চক্র চলেছে। একটা কিসের কথা হচ্ছিল, তাতে বুঝ্‌লুম, বিবিসাহেব, তুমি যে এখানে থাক, এ তাঁদের ইচ্ছে নয়।

জু-স্ত্রী। দেখ নকু, আজ বোলে নয়, অনেক দিন থেকে আমার স্বামীব উপর সন্দেহ হ'য়েছে। একটা নিশ্চয় কি প্রেমেব ব্যাপার চল্‌ছে। এ যদি না হয় তো কি বলিছি। সে ব্যাপারটা কি, আমায় সন্ধান ক'রে বেব করতে হবে। কিন্তু এখন তা হ'য়ে উঠবে না, এখন আমার মেয়ের বিয়ের বিষয়টা ভাবতে হবে। তুই তো জানিস, খেলাৎ খাঁ আমার মেয়েকে কতদুর ভালবাসে। সেই ছেলেটিকে আমাব বড মনে ধরেছে, যদি আমি পাবি তো আমার রোষনীকে তাকেই দেব।

ন। বিবিসাহেব। তোমার যে এ রকম মত হয়েছে, তাতে আমিও ভয়ানক খুসী হয়েছি, কেন না, মনিবকে যদি তোমার মনে ধ'রে থাকে, তার চাকরটিকেও বিবিসাহেব, আমার মনে ধরেছে। আব আমার বড় ইচ্ছে, তাঁদের বিয়ের সময় আমাদেরও বিয়ে হয়ে যায়।

জু-স্ত্রী। আমি যা তোকে বল্লুম, এখনি তাকে গিয়ে বল্, আবও এই কথা গিয়ে বল্, যেন এখনি সে এখানে আসে। তা হ'লে যাতে সে রোষনীকে পায়, আমাতে তাতে মিলে আমার স্বামীর কাছে গিয়ে বলব।

ন। বিবিসাহেব। আমি এখনি যাচ্ছি। আমার এতে ভারি আহ্লাদ হচ্ছে। এমন মনের মত হুকুম আমি কখন পাই নি।

অষ্টম দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ, নকুলিয়া।

ন। (খেলাতের প্রতি) বাঃ, ঠিক সময়ে দেখা হ'ল, আমি একটা সু-খবর নিয়ে এসেছি।

খে। দূর হ, তোব কথায় আমি আর ভুলি নে।

ন। আমি ভাল কথা বল্‌তে এলুম, আর তুমি কি না—

খে। দূর হ আমি বলছি, আর তোর মনিবকেও বলিস্ যে, সরল-স্বভাব খেলাৎ খাঁ আর তার কথায় ভোলে না।

ন। এ কি রকম বদল? আমাব কবলু, তুমিই বল দেখি, এ সকলের মানে কি?

ক। তোর কবলু। হতভাগী কোথাকাবে। দূর হ এখান থেকে—আমাব চোখের সামনে থেকে দূব হ।

ন। হ্যাঁরে কবলু, তুইও এই রকম বল্‌ছিস?

ম। দূব হ বলছি—তোব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

ন। (স্বগত) বাঃ। এ দেখছি, একই বিছে দুজনকে কামড়েছে। বিবিসাহেবকে সব কথা বলি গে যাই।

নবম দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ।

খে। কি। যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সঙ্গে কি না এই রকম ব্যবহার?—তাতে আবার যে পুরুষ এমন বিশ্বাসী ও অনুরক্ত!

ক। আমাদের দুজনেব সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে, তা অতি ভয়ানক।

খে। এক জনের উপর যতদূর ভালবাসা, যতদূর অনুরাগ হ'তে পারে তা আমি দেখিয়েছি। তাকে ছাড়া আমি কাউকেই ভালবাসি নে—সে বই আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই; আমার সমস্ত যত্ন, সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখ, তাকে নিয়েই; আমি তাকে ছাড়া কোন কথা কই নে, তাকে

ছাড়া কোন ভাবনা ভাবিনে, তাকে ভিন্ন কোন স্বপ্ন দেখিনে—তাকে ছেড়ে নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিনে, তাতেই আমার হৃদয় বেঁচে আছে—আর এত ভালবাসার কি না শেষ এই উপযুক্ত পুরস্কার! দুদিন তাকে দেখি নি, আর এই দুদিন যেন দু শো বৎসর ব'লে মনে হচ্ছিল। তার পর, হঠাৎ তার সঙ্গে সে দিন দেখা হয়; তাকে দেখেই আমার হৃদয় উথলে উঠ্‌ল, আমার মুখে আহ্লাদ যেন ফেটে পড়তে লাগ্‌ল, আমি মনের আগ্রহে দৌড়ে তার কাছে গেলুম, আর সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী আমার দিকে কি না একবার ফিরেও তাকালে না—যেন জন্মেও আমাকে দেখে নি, এই ভাবে চট্ ক'রে আমার কাছ দিয়ে চ'লে গেল।

ক। আপনার যে কথা, আমারও সেই কথা।

খে। কবলু, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ রোষনীর কি আর জুড়ি আছে?

ক। আর সেই হতভাগী নকুলিয়ারও কি জুড়ি আছে মশায়?

খে। এত ত্যাগ-স্বীকার ক'রে, এত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শেষটা কি না এই হ'ল!

ক। এত সাধাসাধি ক'রে রান্নাঘরে তার হয়ে এত কাজ ক'রে শেষে কি না এই হ'ল।

খে। তার পদতলে কত না অশ্রু বর্ষণ করেছি!

ক। তার হয়ে পাতকুয়ো থেকে কত না জল তুলিছি!

খে। নিজেকে যত না ভালবাসি, তার চেয়ে শত-গুণে তার উপর আমার অনন্ত ভালবাসা।

ক। তার হয়ে কতবার গরম হাঁড়ি নাবিয়ে দিয়ে আমিও অলে পুড়ে মরেছি।

খে। এখন আমাকে দেখ্‌লে আমায় তাচ্ছীল্য ক'রে পালিয়ে যায়।

ক। এখন আমাকে দেখ্‌লে সে-ও নাক সিটকে পিছন ফেরে।

খে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে খুব শাস্তি দেওয়া উচিত।

ক। এর জন্য তাকেও আমার খুব চড় কষিয়ে দেওয়া উচিত।

খে। আমি তোকে বলছি, কবলু,—তার পক্ষ হয়ে আমাকে কখনো কিছু অনুরোধ করিস্‌নে।

ক। আমি মশায়!—তা কখনই কোরব না।

খে। আর দ্যাখ্‌, সেই বিশ্বাস-ঘাতিনীর দোষ কাটিয়ে খবর্দ্দার আমার কাছে কিছু বলিস্‌নে।

ক। তার কোন ভয় নেই মশায়।

খে। দেখ্, তোকে আমি আগে থাক্‌তে বলছি—হাজার যদি তুই তার হয়ে আমার কাছে বলিস, তবুও কিছু ফল হবে না।

ক। তা বলবার জন্য কার এত মাথা-ব্যথা মশায়?

খে। আমার এই রাগটা কিছুতেই পড়তে দেওয়া হবে না—তার সঙ্গে আমি আর কোন সংস্রব রাখব না।

ক। আমারও মশায় তাই মত।

খে। ওর বাড়ীতে যে নবাব সাহেব আসে, সেই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—আমি বেশ দেখছি, বড় লোক দেখেই ওর চোখ ঝলসে গেছে। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করেছে বোলে ও যে জাঁক করবে, তা আমি ওকে কিছুতেই করতে দেব না—ও যতদূর করবে, আমিও ততদূর করব।

ক। বেশ বলেছেন। সব বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হয়ে যাচ্ছে।

খে। দেখ্ কবলু, আমার এই রাগের সময় তুই আমাকে একটু সাহায্য করিস্। তার উপর আমার যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার দরুণ আমার প্রতিজ্ঞা না টলে যায়, আর সেই জন্য আমাকে তোর বিশেষ সাহায্য করতে হবে;—এমন ক'রে তার শরীরের বর্ণনা আমার কাছে কর্, যাতে তার উপর আমার ঘৃণা হয়। আর শোন্, তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে দেবার জন্য, যত কিছু তার দোষ আছে, সব খুঁটি-নাটি ক'রে আমার কাছে বল্।

ক। তার কথা বলছেন? সে যে রকম কদাকার, তার উপর আপনার কি ক'রে যে এত ভালবাসা হ'ল, ভেবে পাই নে। তার রূপ তো নেই বল্লেই হয়। ওর চেয়ে আপনার যুগ্যি হাজার হাজার রূপসী মেয়ে যেখানে-সেখানে পেতে পারেন। এক তো তার চোখ ছোট।

খে। তার চোখ ছোট বটে, কিন্তু এমন জ্বলজ্বলে, এমন উজ্জ্বল, এমন তীক্ষ্ণ, এমন মর্ম্মভেদী যে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

কু। তার মুখটা বেয়াড়া রকম বড়।

খে। হাঁা। কিন্তু সে মুখেতে যে রকম একটি শ্রী দেখা যায়, সে রকম অন্য কোন মুখে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—আর সেই মুখ দেখলেই ভালবাসা যেন একেবারে উথ্‌লে উঠে।

ক। তার শরীরটাও একটু বেঁটে।

খে। বেঁটে হোক, কিন্তু গড়ন ভাল।

ক। তার চাল-চোল ও কথাবার্ত্তায় কেমন একটা খাতির নদারদ ভাব দেখা যায়।

খে। তা সত্যি, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটি সুন্দর ভাব আছে। তার ধরণ-ধারণ এমন মিষ্টি—আর তার এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে, চট্‌ ক'রে কেমন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে।

ক। আর তার মন—

খে। কবলু, তার মনটি বড় কোমল।

ক। তার কথা-বার্ত্তা—

খে। তার কথা-বার্ত্তায় মোহিত হয়ে যেতে হয়।

ক। কিন্তু একটু গম্ভীর ধরণের।

খে। অত খোলাখুলি আমোদ-প্রমোদ কি তোমার ভাল লাগে? যে মেয়েগুলো সব কথাতেই খিক্‌-খিক্‌ ক'রে হাসে, সে মেয়েগুলো কি ভাল?

ক। কিন্তু তার মত খাম-খেয়ালি লোক আর ভূ-ভারতে নেই, তা বল্‌ছি মশায়।

খে। হাঁ, সে খামখেয়ালি বটে—সে কথা আমি মানি; কিন্তু সুন্দরীর কি না শোভা পায়? সুন্দরীর ও সব দোষ সহ্য করা যায়।

ক। এতদূর যখন হ'ল, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখনও আপনি তাকে ভালবাসেন।

খে। আমি? বরং ম'রে যাব, তবু ওদিকে আর না। আগে আমি তাকে যে রকম ভালবাসতেম, এখন আবার সে তেমনি আমার দু চক্ষের বিষ।

ক। তাকে যদি অত ভাল মনে করেন, তা হ'লে ও রকম মনে হবে কি ক'রে?

খে। এত যে ভাল, এত যে সুন্দরী, এত যে রূপসী, তবুও যে আমি তাকে ত্যাগ করছি, ঘৃণা করছি, এতেই কি আমার জলন্ত প্রতিশোধের ভাব আরও প্রকাশ পাচ্ছে না?

দশম দৃশ্য

রোষণীবিবি, খেলাৎ খাঁ, কব্‌লু খাঁ, নকুলিয়া।

ন। (রোষণীর প্রতি) আমি তার ব্যাভারে অবাক্‌ হয়ে গিয়েছি।

রো। নকু, আমি তোকে যা বল্লুম, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু ঐ যে আসছে।

খে। (কব্‌লুর প্রতি) আমি একটি কথাও কব না।

ক। আপনি যা করবেন, আমিও তাই করব।

রো। খেলাৎ! ব্যাপারটা কি? তোমার কি হয়েছে?

ন। কবলু! তোর কি হয়েছে বল্‌ দেখি?

রো। তোমার কিসের দুঃখ?

ন। তোকে এ রকম হাঁড়ি-মুখো দেখ্‌ছি কেন বল্‌ দিকি?

রো। খেলাৎ! তোমার মুখে কথা নেই কেন?

ন। কব্‌লু! তুই বোবা না কি?

খে। কি প্রতারক!

রো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ সকাল ব্যালা তুমি যে দ্যাখা করতে এসেছিলে, তার দরুণ তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

খে। (কবলুর প্রতি) হুঁ! তবে ও বুঝ্‌তে পেরেছে, ও কি করেছিল?

ন। (কব্‌লুর প্রতি) আজ সকাল ব্যালাকার মুলাকাতে মনটা চটে গেছে বুঝি?

ক। (খেলাতের প্রতি) মশায়! ও বুঝেছে, কোথায় আমার ঘা লেগেছে।

রো। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল দেখি খেলাৎ। এই জন্যই কি তুমি রাগ কর নি?

খে। হাঁ নেমক্‌হারাম, যদি বল্‌তেই হ'ল তো বলি; তুমি অবিশ্বাসের কাজ ক'রে মনে মনে যে ভাবি জাঁক করবে, তা আমি তোমাকে করতে দেব না—আমিই প্রথমে তোমার সঙ্গ ছাড়াছাড়ি করব। তুমি আমাকে যে ত্যাগ করেছ, এ কথা না তুমি বল্‌তে পার। তবে এ নিশ্চয় যে, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা আছে, তা ভুল্‌তে আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে—আমার তার জন্য কষ্ট হবে। কিন্তু কি করা যায়—কিছু দিনের জন্য তা আমি সহ্য করব। শেষে আমারই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকবে। এ বেশ

জেনো রোষনী! কখনই আমি এত দূর দুর্ব্বল হব না যে, তোমার কাছে আবার ফিরে আস্‌ব, তার চেয়ে বরং আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মর্‌ব, সে-ও ভাল।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) মনিবের যে কথা, চাকরেরও তাই।

রো। একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা কি গোলটাই করছ। আজ সকাল ব্যালায় তোমাকে যে দেখেও দেখিনি, তার কারণ কি শোন, খেলাৎ!

খে। (রোষ্‌নীর মুখ দেখিব না, এইরূপ ভাণ করিয়া) না না, আমি কিছুই শুনতে চাই নে।

ন। (কব্‌লুর প্রতি) কোন কথা না কয়ে তোর কাছ দিয়ে কেন চ'লে গিয়েছিলুম, তার কারণ তোকে বলি শোন্।

ক। (নকুলিয়ার মুখদর্শন করিবে না, এইরূপ ভাণ করিয়া) আমি কিছুই শুন্‌তে চাই নে।

রো। (খেলাতকে অনুসরণ করিয়া)—শোন বলি, আজ সকালে—

খে। (রোষনীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আমি বল্‌ছি, আমি শুন্‌ব না।

ন। (কব্‌লুকে অনুসরণ করিয়া) শোন্ বলি—আমি—

ক। (নকুলিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে চলিতে) না, নেমক্‌হারাম! আমি শুন্‌ব না।

রো। শোন বলি।

খে। আর কোন কথা শুন্‌ছি নে।

ন। আমাকে কথাটা বল্‌তে দে।

ক। আমি কালা।

রো। খেলাৎ!

খে। না।

ন। কবলু!

ক। উঁহুঁ না।

রো। একটু দাঁড়াও।

খে। তোমার মাথা!

না। আমার কথাটা শোন্।

ক। তোর মুণ্ড!

রো। একটু খানির জন্যে।

খে। কিছুতেই না।

ন। একটু খানি সবুর কর্।

ক। রস্তা!

রো। দুটি কথা।

খে। না, সে সব শেষ হয়ে গেছে।

ন। একটি কথা।

ক। না, আর কোন কথা না।

রো। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ভাল, আমার কথা শুন্‌তে যখন তোমার ইচ্ছে নেই, তখন যা তোমার ইচ্ছে, তাই কর।

ন। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ও রকম যখন করছিস্—তখন যা খুসি, তাই কর্।

খে। (রোষনীর দিকে ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা, সকাল-ব্যালা ও রকম কেন কর্‌লে, তার কারণটাই শোনা যাক।

রো। (খেলাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে যাইতে) সে কথা বল্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই।

ক। (নকুলিয়ার কাছে ফিরিয়া আসিয়া) কি ব্যাপারটা হয়েছিল, বল্ না?

ন। (কবলুর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আর তোকে বল্‌ছিনে।

খে। (রোষনীর অনুসরণ করিয়া) বল না রোষনী—

রো। (খেলাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

ক। (নকুলিয়াকে অনুসরণ করিয়া) বল্ না আমাকে নকু!

ন। (কবলুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাইতে যাইতে) না, আমিও বলছিনে।

খে। তোমার পায়ে পড়ি, বল।

রো। না, আমি বলব না।

ক। তোর পায়ের ধুলো খাই, বল্।

ন। কিছুতেই না।

খে। তোমার পায়ে পড়ি।

রো। যাও, যাও।

ক। তোর পায়ের ধুলো খাই।

ন। দূর হ এখান থেকে।

খে। রোষনী!

রো। না।

ক। নকুলি!

ন। না, না।

খে। আল্লার দোহাই!

রো। না, আমি বল্‌তে চাই নে।

ক। বল্ না আমাকে।

ন। কিছুতেই না।

খে। আমার সন্দেহটা ভঞ্জন কর।

রো। না, আমি কিছুই করব না।

ক। আমাকে একটু বুঝিয়ে বল্।

ন। না, আমার ইচ্ছে নেই।

খে। ভাল, আমার কষ্ট নিবারণ করতে যখন তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই—আর তার কারণও কিছু বল্লে না—আমার ভালবাসার অপমান করলে, তখন বিশ্বাসঘাতিনি, আর আমাকে দেখতে পাবে না—এই শেষ দেখা। আর এখনি আমি দূরদেশে গিয়ে বিরহ-যন্ত্রণায় তোর জন্য প্রাণত্যাগ করব।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) আর আমিও মনিবের পিছনে পিছনে যাব।

রো। (গমনোদ্যত খেলাতের প্রতি) খেলাৎ!

ন। (গমনোদ্যত কব্লুর প্রতি) কব্লু!

খে। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) অ্যাঁ, কি বল্‌চ?

ক। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) কি বল্‌ছিস্ বল্ দিকি?

রো। কোথায় যাচ্ছ?

খে। সে তো তোমাকে বলেছি।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) আমরা মরতে যাচ্ছি।

রো। খেলাৎ! তুমি মর্‌তে যাচ্ছ?

খে। হাঁ, নৃশংসে, তোমার যখন তাই ইচ্ছে।

রো। আমার ইচ্ছে?—আমার ইচ্ছে যে তুমি মর?

খে। হাঁ, তোমার তাই ইচ্ছে।

রো। কিসে বুঝলে?

খে। (রোষনীর কাছে আসিয়া) আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করা, আর আমার মরণ ইচ্ছে করা কি একই কথা নয়?

রো। সে কি আমার দোষ? তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, তা হ'লে কি তোমাকে বলতুম না? আজ সকালে আমার এক জন বুড়ী জেঠাইমা এসেছিলেন। তাঁর এই মত যে, এক জন পুরুষ-মানুষ কাছে এলেও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। এই বিষয়ে তিনি আমাদের ক্রমাগত উপদেশ দেন। আরও বলেন, পুরুষমানুষ মাত্রই এক একটি জল-জ্যান্তো পিশাচ। তাদের দেখলেই পালাতে হয়।

ন। (কব্লুর প্রতি) আসল ব্যাপারটা কি শুনলি তো?

খে। রোষনী, আমাকে তো ভুল বোঝাচ্ছো না?

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) নক্‌লে! আমাকে তো ভোগা দিচ্ছিসনে?

রো। বাস্তবিকই কথাটা এই।

ন। (কবলুর প্রতি) মাইরি বল্‌ছি, এ ঠিক কথা।

ক। (খেলাতের প্রতি) এত যুদ্ধের পর এইবার তবে কেল্লাটা ছেড়ে দিন্—আর কেন?

খে। আহা! রোষনী! তুমি কি গুণ জান, তোমার একটি কথায় আমার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগ শান্ত হয়ে যায়; আর, যাকে ভালবাসা যায়, সে কত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বশ করতে পারে!

ক। এই অদ্ভুত জানোয়ার-গুলো ঝট্ ক'রে কেমন আমাদের ভ্যাড়া বানিয়ে দেয়!

একাদশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, খেলাৎ খাঁ, রোষনী বিবি, কব্লু খাঁ, নকুলিয়া।

জু-স্ত্রী। খেলাৎ খাঁ! তোমাকে দেখে বড় খুসি হলুম, ঠিক্ সময়ে এসেছ। আমার স্বামী এখনি আস্‌বেন, সেই সময় রোষনীকে বিবাহ কর্‌তে তুমি ইচ্ছুক, এই কথা তাঁকে বোলো।

খে। আহা! বিবিসাহেব! তোমার এই কথা আমার কি মিষ্টিই লাগল—আমার এখন কত আশাই হচ্ছে! তিনি কি আমার অনুকূলে উত্তর দেবেন মনে হয়?

দ্বাদশ দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, জুর্দ্দন খাঁ, জুর্দ্দনের স্ত্রী, রোষনী বিবি, কব্লু খাঁ, নকুলিয়া।

খে। মহাশয়, আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে। অনেক দিন থেকে আমি ভাবছি, বলব। তার উপর আমার নিজের স্বার্থ এতদূর নির্ভর করছে যে, আর না বোলে থাক্‌তে পারছি

নে। তবে আর কোন গৌরচন্দ্রিকা না করেই আপনার কাছে এই নিবেদন করছি যে, আপনার জামাতা হতে আমার অত্যন্ত বাসনা। আমার এই বিনীত নিবেদনটি আপনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রাহ্য করুন।

জু। তোমাকে উত্তর দেবার পূর্ব্বে আমি জান্‌তে চাই, তুমি একজন বড়লোক কি না।

খে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ লোকে বড় একটা ইতস্ততঃ করে না—তখনই উত্তর দেয়। ঐ নামে পরিচয় দিতে কেউ সঙ্কুচিত হয় না। বিশেষতঃ আজ-কালের এই রকম কেমন একটা ধরণ হয়েছে। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ একটু সংকোচ বোধ হয়। আমার এই মত যে, সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামিই ভদ্রলোকের অযোগ্য। আল্লা আমাদের যে অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তা গোপন করা, অন্যের পদবী অপহরণ ক'রে লোকের কাছে আপনার বোলে পরিচয় দেওয়াটা অতি নীচ জঘন্য কাজ। যে পিতা-মাতা হতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তাঁরা অবশ্য ভাল ভাল কাজই করেছিলেন, আর আমিও ৬ বৎসর ধ'রে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে সম্ভ্রমের সহিত কাজ ক'রে এসেছি। আমার যে ধন-সম্পত্তি আছে, তাতেও লোকের কাছে এক রকম বেশ মুখ রাখা যায়; কিন্তু এ সকল সত্বেও আমি এমন নাম নিতে ইচ্ছে করিনে, যা আমার নিজের নয়—না মশায়, আমি স্পষ্টই বলছি, আমি বড় লোক নই।

জু। তবে বিদায় হও, আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়।

খে। কেন?

জু। তুমি বড় লোক নও; তুমি আমার মেয়েকে পেতে পার না।

জু-স্ত্রী। তুমি যে বড় লোক বড় লোক করছ, বড় লোকের মানেটা কি বল দিকি? আমরা কি নবাব সেরাজদ্দৌলার বংশ?

জু। চুপ কর স্ত্রী; তুমি কি বলতে যাচ্ছ, আমি বুঝিছি।

জু-স্ত্রী। সামান্য দোকানদারদের ঘরে কি আমাদের জন্ম, না?

জু। সে দুষ্ট লোকের মিথ্যে রটনা।

জু-স্ত্রী। আমাদের দুজনেরই বাপ কি দোকানদার ছিলেন না?

জু। মর্ মাগী! ও কথা কি আর ফুরোবে না? তোমার বাপ যদি দোকানদার হন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে বড় ভাল কথা নয়; কিন্তু আমার কথা যদি বল, তো লোকে যদি তাঁর বিষয় ওরকম বলে, সে না জেনে শুনেই বোলে থাকে। যাই হোক্, আমার এখন বক্তব্য এই, আমি একটি বড়লোক জামাই চাই।

জু-স্ত্রী। আমার ইচ্ছে, তোমার মেয়ের জন্য এমন একটি বর এনে দেও যে, তার উপযুক্ত হবে; একজন কদাকার ভিক্ষুক বড়লোকের চেয়ে, ভাল দেখ্‌তে, টাকা-কড়ি-ওয়ালা এক জন সামান্য ভদ্র লোকের ছেলেও ঢের ভাল।

ন। সে কথা সত্যি। আমাদের গায়ে এক জন জমিদারের ছেলে আছে, তার মত কদাকার বোকা লোক আমি কোথাও দেখি নি।

জু। (নকুলিয়ার প্রতি) চুপ কর্, বেয়াদব! তুই সারা দিন তেড়ে-ফুঁড়ে আমাদের কথার মধ্যে আসিস কেন বল্ দিকি? (স্ত্রীর প্রতি) আমার মেয়ের জন্য আমার যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে; আমার কেবল এখন মানের অভাব। তাই আমার মেয়েকে আমি নবাবের বেগম করুতে চাই।

জু-স্ত্রী। বেগম?

জু। হাঁ, বেগম।

জু-স্ত্রী। হা! আল্লা যেন তা না করেন।

জু। সে আমি করবই প্রতিজ্ঞা করেছি।

জু-স্ত্রী। আমি তো ও কথায় কখনই মত দেব না। যতই বড়লোক হোক না কেন, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতায় অনেক রকম অসুবিধে। আমি এ চাই নে যে, আমার জামাই আমার মেয়েকে তার বাপ-মায়ের বংশ নিয়ে খোঁটা দিবে, আর তার যে ছেলে-পিলে হবে, তারা আমাকে দিদিমা বলতে লজ্জা বোধ করবে। যদি আমার মেয়ে কোন সময়ে বেগমের মত পোষাক পোরে লোক-লস্কর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর যদি দৈবাৎ পাড়ার কাউকে সেলাম করতে ভুলে যায়, তখনি লোকে কত কি কথা বলবে। তারা বলুবে, "এখন বেগম হয়ে ওর অহঙ্কারটা

একবার দেখেছ? ও জুর্দ্দনের মেয়ে, ও ছোট ব্যালায় আমাদের সঙ্গে গিন্নি-গিন্নী খেলা খেল্‌তে পেলে কত বোর্ত্তে যেত, ও কখনই ও রকম বড়লোক ছিল না, ওর বাপ-দাদারা তো বড়-বাজারে কাপড় বিক্রী করত। তারা ছেলেপুলে-দের জন্য অনেক টাকা জমিয়ে গেছে, আর তার জন্য এখন পরকালেও বোধ হয় জবাব দিতে হচ্ছে; কারণ, সৎপথে থেকে কখনই অত ধনী হতে পারত না"—আমি এই সব কথা শুনতে চাইনে। আমি এমন লোক চাই, যাকে আমার মেয়ে দিলে সে আমার কাছে বাধিত থাক্‌বে, আর যাকে আমি অনায়াসে বল্‌তে পারব, "জামাই এইখানে বোসো, বোসে আমার সঙ্গে একত্র খাও।"

জু। যাদের মন অতি ছোট, তারাই ঐ রকম ক'রে বলে—তারা চিরকালই নীচু হয়ে থাক্‌তে ভাল-বাসে।—ভ্যাখো, আমার কথায় আর জবাব দিও না বল্‌ছি!—লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মেয়ে নবাবের বেগম হবেই; আর যদি তুমি আমাকে রাগিয়ে দেও, তা হ'লে আমি তাকে বাদশার বেগম করব।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, রোষনীবিবি, খেলাৎ খাঁ, নকুলিয়া, কবলু খাঁ।

জু-স্ত্রী। এখনও ভরসা ছেড়ো না। (রোষনীর প্রতি) বাছা, আমার সঙ্গে আয়; আর খুব জেদ ক'রে তোর বাপকে বল যে, খেলাৎ খাঁকে ভিন্ন তুই আর কাউকে বিয়ে করবি নে।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ।

ক। দেল্‌-দরিয়া রকমের কথা-বার্ত্তা কয়ে আপনি তো দিব্যি কাজ গুছিয়েছেন দেখ্‌ছি!

খে। আমাকে তুই কি বলাতে চাস্‌ বল্‌ দিকি? ও বিষয়ে আমার যে সঙ্কোচ, তা কারও কথায় যাবার নয়।

ক। আপনি করছেন কি? ঐ রকম লোকের সঙ্গে কি গম্ভীরভাবে কাজ করতে হয়? আপনি কি দেখছেন না ও একটা আস্তো পাগল? ওর একটু মন যুগিয়ে যদি চলেন, তা হ'লে আপনার লোক্‌সান্‌টা কি?

খে। তাও বটে—তুই ঠিক বলেছিস্‌; আমি আগে জান্‌তুম না যে, জুর্দ্দনের জামাই হতে গেলে বড়লোকের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ক। (হাসিয়া) হা! হা! হা!

খে। হাস্‌ছিস্‌ কেন?

ক। তা করলে বড় মজাই হয়।

খে। কি করলে?

ক। সম্প্রতি আমাদের একটা সঙের যাত্রা হয়ে গেছে, সেইটে এখন বেশ কাজে দেখ্‌বে। ঐ বুড়ো পাগলটাকে নিয়ে একটা রং-তামাসা করা যাক্‌। যদিও যে মৎলবটা করেছি, একটু যার বুদ্ধি আছে, সেই তা বুঝতে পারে, কিন্তু ও লোকটার কাছে যা ইচ্ছে তাই বেমালুম চালানো যায়। বেশি ফিকির-টিকির করতে হয় না। যা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, তাই ও বিশ্বাস করবে। সাজবার লোকও আছে, সাজও মজুত আছে; আমাকে আপনি এখন কেবল কাজটা করতে দিন।

খে। কিন্তু আমাকে আগে বল্‌—

ক। আমি এখনি সব বল্‌ছি। এখন এখান থেকে যাওয়া যাক্‌, বুড়োটা এই দিকে আবার আস্‌ছে।

পঞ্চদশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ একাকী।

জু। এর মানে কি? বড়লোকের কথা বোলে লোকে আমাকে কেবল ঠাট্টা করে; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, বড় লোকদের সঙ্গে মেশার চেয়ে ভাল কাজ আর কিছুই নেই। তাদের ওখানে যেমন ভদ্রতা ও সম্মান, এমন আর কোথাও নেই; আর, রাজা কিম্বা মহারাজা হয়ে জন্মাতে গেলে, যদি আমার হাতের দুটো আঙ্গুল কেটে ফেল্‌তে হয়, তাতেও আমি রাজি আছি।

ষোড়শ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

পে। হুজুর, এক জন বেগমের হাত ধ'রে এক জন নবাব এসেছেন।

জু। আ! কি সর্ব্বনাশ! আমার যে এখনও কতকগুলো হুকুম দিতে হবে। তাঁদের বল, আমি এখনি আস্‌ছি।

সপ্তদশ দৃশ্য

বেগম দেল্‌মনিয়া, নবাব দৌলৎ খাঁ, এক জন পেয়াদা।

পে। আমাদের কর্ত্তা বল্লেন যে, তিনি এখনি আসছেন।

দৌ। আচ্ছা, বেশ।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ খাঁ।

দেল্। দৌলত! কাজটা কতদুর সঙ্গত, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে; যে বাড়ীর কাউকেই আমি চিনি নে, সে বাড়ীতে তোমার সঙ্গে আসাটা আমার ভারি অদ্ভুত ঠেক্‌ছে।

দৌ। বেগম! তোমাকে খাওয়াবার জন্য তবে কোন্ জায়গাটা ঠিক্ করব বল দিকি? কারণ, গোলমাল এড়াবার জন্য, তুমি খানাটা নিজের বাড়ীতেও হ'তে দিতে চাও না—আবার আমার বাড়ীতেও দিতে চাও না।

দে। আচ্ছা, তুমি কি স্বীকার কর না, কেমন আস্তে আস্তে তোমার প্রেমের উপহারটি নিতে আমাকে রাজি করিয়েছিলে? আমি যতই নেব না বোলে বারণ ক'রে পাঠাই, তুমি ততই জেদ্ করতে লাগলে—আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেম! আর তোমার কি এক রকম ভদ্রতার একগুঁয়েমি আছে, যে তাতে ক'রে তোমার যা ইচ্ছে তাতেই এক জনকে আস্তে আস্তে নওয়াতে পার। প্রথমে তো ঘন ঘন আমার বাড়ী আস্‌তে আরম্ভ করলে, তার পরে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করলে, তার পরে আমার নামে ভালবাসার গান বেঁধে পাঠাতে লাগলে—তার পর আমোদ-প্রমোদে নিমন্ত্রণ করতে লাগলে—তার পর উপহার পাঠাতে লাগলে—আমি ও-সব-তাতেই বাধা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি তো হট্‌বার লোক নও;—আস্তে আস্তে, এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিলে। আর আমার নিজের উপর কিছুই ভরসা নেই। এখন আমার এই বিশ্বাস, শেষে তোমার সঙ্গে বিবাহ করতে পর্য্যন্ত আমাকে রাজি করাবে—যা আমার আদপে ইচ্ছে নেই।

দৌ। বল কি বেগম, ও কাজটা ক'রে ফেলাই উচিত। তুমি বিধবা মানুষ; নিজেই ঘরের কর্ত্রী, আর, আমিও আমার ঘরের কর্ত্তা। ছাখ, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তবে কেন বল দেখি আমাকে সুখী না করবে?

দে। তুমি বল কি দৌলত, দুজনে একত্রে সুখে জীবন কাটাতে গেলে, উভয় পক্ষেই ভাল ভাল গুণ থাকা চাই। পৃথিবীর মধ্যে যারা খুব সুবোধ লোক, তাদেরও মধ্যে এমন সুখের যুগল মিলন কখনই ঘট্‌তে পারে না—যাতে তারা একেবারে সুখী হ'তে পারে।

দৌ। বেগম, তুমি ক্ষেপেচ না কি, অত বাধা-বিঘ্ন কি আগে থাকতে মনে করতে আছে? আর তুমি ভুক্তভোগী হয়ে যা শিখেছ, তা যে সব অবস্থায় খাট্‌বে, তাও তো নয়।

দে। আমি আবার সেই কথায় আস্‌ছি, আমার জন্যে তুমি যে সব খরচ কর, তাতে আমার দুই কারণে ভাবনা হয়। প্রথমতঃ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি—আর দ্বিতীয়তঃ (রাগ কোরো না) আমার জন্য খরচ-পত্র ক'রে তোমারও অনেকটা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।

দৌ। আ! বেগম, ও সব কোন কাজের কথা নয়—আর ও রকম ক'রে—

দে। আমি যা বল্‌ছি, তা ঠিক্‌ই বল্‌ছি। তা ছাড়া, যে হীরেটা জোর ক'রে আমাকে দিয়েছ, তার যে রকম দাম—

দৌ। ও জিনিসের আবার দাম কি? আমার

ভালবাসার তুলনায় ও জিনিসের এত কম মূল্য যে, আমি তোমার যোগ্য ব'লেই মনে করি নে, আর তোমার কাছে এই মিনতি—এই যে এই বাড়ীর মালিক এই দিকে আস্‌ছে।

ঊনবিংশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দেলুমনিয়া, দৌলৎ খাঁ।

জু। (দুইবার সেলাম করিতে না করিতে, দেল-মনিয়া অতি নিকটে আসিয়া পড়ায়) বেগম, আর একটু দূরে।

দে। সে কি?

জু। এক পা পিছিয়ে যেতে আজ্ঞে হয়।

দে। সে কি?

জু। তৃতীয় বারের সেলামটা নেবার জন্যে একটু পিছু হটুন।

দৌ। হাঁ হাঁ, কি রকম খাতির করতে হয়, জুর্দ্দন তা বেশ জানেন।

জু। বেগম, এ আমার বড় নসিবের কথা যে, আমার উপর আপনার এতদূর মেহেরবানি, যে মেহের-বানি ক'রে আমার বাড়াতে শুভাগমন ক'রে এতটা মেহেরবানি দেখাচ্ছেন। আর আমার যদি এতটা গুণ থাকতো যে আপনার গুণের যোগ্য গুণজ্ঞ হ'তে পারতেম, আর যদি আল্লা—

দৌ। জুর্দ্দন, যথেষ্ট হয়েছে। বেগম বেশী প্রশংসা ভালবাসেন না—আপনি যে এক জন সুরসিক লোক, তা উনি বেশ জানেন। (দেলমনিয়ার প্রতি মৃদুস্বরে) ও এক জন ভালমানুষ গ্রাম্য দোকানদার, ওর ধরণ ধারণে ভারি হাসি পায়।

দে। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) তা বুঝতে আমার বড় বাকি নেই।

দৌ। বেগম, ইনি আমার একজন পরম বন্ধু।

জু। ওরূপ বলায় আপনার যথেষ্ট মেহেরবানি প্রকাশ পাচ্ছে।

দৌ। ইনি খুব এক জন রসিক পুরুষ।

দে। ওঁর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

জু। বেগম, এখনও আমি এমন কিছু করি নি, যাতে এ অনুগ্রহের যোগ্য হ'তে পারি।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদু স্বরে) দেখো সাবধান, যে হীরেটা তুমি দান করেছ, সে হীরের কথা যেন পেড়ো না।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) কেমন তাঁর লাগল, এ কথাটাও কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে?

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) না না—ও বিষয়ে বিশেষ সাবধান থেকো! ও কথা বল্লে ভারি চাষাড়ে রকম হবে বড় লোকের মত কাজ করতে হ'লে এই রকম দেখাতে হবে—যেন ঐ উপহার তুমি দেও নি। (প্রকাশ্যে) বেগম, জুর্দ্দন বলেন যে, আপনি ওঁর বাড়ীতে আসায় উনি ভারি খুসি হয়েছেন।

দে। উনি আমার খুব খাতির করছেন।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) মশায়, আমার হয়ে ওঁর কাছে এই রকম বলায় আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বাধিত হলুম।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) দেখ, অনেক কষ্টে আমি ওঁকে এখানে এনেছি।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) এর জন্য আপ-নাকে বহুত বহুত সেলাম।

দৌ। বেগম, ইনি বলছেন যে, আপনার মত সুন্দরী উনি পৃথিবীর মধ্যে কাউকে দেখেন নি।

দে। আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর—

দৌ। এখন তবে খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক্।

বিংশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দেলুমনিয়া, দৌলৎ খাঁ ও এক জন পেয়াদা।

পে। (জুর্দ্দনের প্রতি) হুজুর, সব প্রস্তুত।

দৌ। এসো তবে আহারে বসা যাক্; আর গাইয়ে-বাজিয়েদের এখানে আস্‌তে বলা হোক্।

একবিংশ দৃশ্য

নৃত্য-নাট্য। (৬ জন গায়ক নাচিতে নাচিতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া স্থাপন)।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেলুমনিয়া, জুর্দ্দন, দৌলৎ, তিন জন গায়ক, এক জন পেয়াদা।

দে। বাস্তবিক দৌলত, এ যে খুব জমকালো খানার আয়োজন হয়েছে।

জু। আপনি বলেন কি বেগম, আপনার যোগ্য কিছুই হয় নি।

(দেলুমনিয়া, জুর্দ্দন, দৌলৎ এবং তিন জন গায়ক আহারে উপবেশন)

দৌ। বেগম, জুর্দ্দন যা বলছেন, তা ঠিক, এ আয়োজন আপনার উপযুক্ত নয়। এ খানা আমি হুকুম দিয়েছিলেম, তাই তেমন ভাল হয় নি। যদি আমাদের বন্ধু এ খানার হুকুম দিতেন, তা হ'লে অনেক ভাল হ'ত। এ সব বিদ্যে আমার বড় আসে না—জুর্দ্দন ঠিক বলেছেন যে, এ খানার আয়োজন আপনার যোগ্য হয় নি।

দে। এর উত্তর আর কি দেব, যে রকম আহার কচ্ছি, তাতেই যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

জু। আহা, হাত দুখানি কি সুন্দর!

দে। হাত এমনই কি ভাল, তবে হাতে যে হীরেটা আছে, তার কথা যদি বলেন, হাঁ, সেটা সুন্দর বটে।

জু। আমি বেগম?—আমি হীরের কথা পাড়ব?—প্রাণান্তেও না—আল্লা যেন তা হ'তে আমাকে রক্ষা করেন। তা হ'লে তো ভদ্রলোকের মত কাজ করা হবে না; আর হীরেটার মূল্য এমন কিছুই নয়।

দে। আপনার দেখ্‌ছি ভারি উঁচু নজর।

জু। সে আপনার মেহেরবানি—

দৌ। (জুর্দ্দনকে ইসারা করিয়া) আরে কে আছিস, জুর্দ্দনকে আর এই ভদ্রলোকদের একটু মদ দেওয়া হোক না। ওঁরা অনুগ্রহ ক'রে একটা মদের গান গাইতে আরম্ভ করুন।

দে। ভাল ভোজের সঙ্গে ভাল গানবাজনা যেমন চাটুনি হয়, এমন আর কিছু না—যা হোক, আমাদের আয়োজনটা বেশ হয়েছে।

জু। বেগম, এতো—

দৌ। জুর্দ্দন, এখন এসো আমরা চুপ ক'রে শুনি—আমরা যাই কথা কই না কেন, তার চেয়ে এই গায়ক মহাশয়দের কথা অবশ্যি সকলের বেশি ভাল লাগবে।

(হস্তে পেয়ালা ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় গায়ক একত্রে)

ঢাল সুরা প্রিয়ে; ওই চারু করে
মদিরার পাত্র আহা কিবা শোভা ধরে!
মদিরা প্রমদা মিলে প্রাণ করে খুন
দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়া প্রেমের আগুন।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পরে বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।
সুধা সুধাময় মিশি অধর-সুধায়,
অধর লাবণ্য ধরে সুধার প্রভায়।
দুয়েতেই তৃষা মোর, বড় হয় সুখ
দিতে যদি পার দুয়ে সমান চুমুক।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পরে বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় গায়ক একত্রে)

সবে মিলে এস ভাই সুরা করি পান
সময় বহিয়া যায় নাহি কি সে জ্ঞান?
ঢালো সুরা ঢালো সুরা
পাত্র কর ভরপুরা,
ক'রে লও সুখ, দেহে যত দিন প্রাণ।
পার হ'তে হবে যদি, ঘোর বৈতরণী নদী,
ফেলে যেতে হবে মদ সে নদীর তটে;
এই বেলা কর পান যত দিন আছে প্রাণ,
চিরকাল পান করা কার ভাগ্যে ঘটে?
করুক না মূর্খ তত্ত্ববাগীশের দল
সুখ-দুঃখ-তত্ত্ব নিয়ে ঘোর কোলাহল,
দেখাক না নানা যুক্তি, লহয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি,
মোদের নির্ব্বাণ মুক্তি পেয়ালার মাঝে,
আমাদের সুখ যত সেথাই বিরাজে;
ধন মান প্রিয় জন, তাদের কি প্রয়োজন,
জীবনের সুখ তারা পারে কি বাড়াতে?
সংসারে দেখ্‌ত চেয়ে, কি আছে মদের চেয়ে,
জীবনের দুখ জ্বালা ভাবনা তাড়াতে?

(তিন জনে একত্রে)

ঢাল্ সুরা ঢাল্ সাকী, সময় ত নাই বাকী,
ঢাল্ ঢাল্ আরো ঢাল্ ঢাল দ্রাক্ষারস,
যতক্ষণ নাহি বলি, বস্ বস্ বস্!

দে। এর চেয়ে ভাল গান আর হ'তে পারে না—বড় সরেশ!

জু। কিন্তু বেগম, ওর চেয়েও যে একটি ভাল চিজ আমার সাম্‌নে দেখ্‌ছি!

দে। বাহবা! জুর্দ্দন সাহেব যে এত রসিক, তা আমি জান্‌তেম না।

দৌ। বল কি বেগম, তুমি তবে জুর্দ্দনকে কি ঠাওরে ছিলে?

জু। আমার ইচ্ছে, আমি ওঁকে যে রকমটি বলব, উনি আমাকে সেই রকমটি ঠাওরান।

দে। আবার যে একটা রসিকতা!

দৌ। (দেলমনিয়ার প্রতি) তুমি ওঁকে চেনো না।

জু। যখন ওঁর ইচ্ছে হবে, তখনি উনি চিনবেন।

দে। না, আমি হার মানলেম।

দৌ। কথায় ওঁর সঙ্গে পারবার জো কি, জবাব একেবারে হাতে হাতে। আব তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না বেগম, তুমি যে সকল খাবাব জিনিস পর্শ করছ, উনি তাই খাচ্চেন।

দে। যাই হোক, জুর্দ্দন সাহেবকে দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছি।

জু। আমি যদি আপনার হৃদয়কে মোহিত করতে পারতেম, তা হ'লে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, জুর্দ্দন, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ, গায়কগণ, পেয়াদা।

জু-স্ত্রী। বাঃ! বাঃ! এই যে, অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে আস্‌ব ব'লে কেউ মনে করে নি। বলি ও কর্ত্তা, এই কাজটি গোছাবার জন্যই কি আমাকে আমার বোনের বাড়ীতে পাঠাতে তোমার এত মাথাব্যথা হয়েছিল? নীচে একটা নাটক হচ্ছিল—এই আমি দেখে এলুম, আবার এখানে যেন একটা বিবাহের ভোজ বোসে গেছে। এই রকম করেই তুমি টাকাগুল নষ্ট কর। আর, আমার অবর্ত্তমানে এই রকম ক'রে তুমি বাইরের অন্য মেয়েদের এনে ভোজ দেও, গান শোনাও, নাটক দেখাও, আর আমাকে কি না তুমি সেই সময় অন্য জায়গায় চালান কর।

দৌ। তুমি কি বল্‌ছ বিবিসাহেব? এ তোমার মাথায় কি ক'রে এল বল দেখি যে, তোমার স্বামীই এই সব খরচ করেছেন, আর এই বেগমকে খাওয়াচ্ছেন? আমিই এই সব খরচ করেছি। উনি কেবল আমাকে ওঁর বাড়ীটা ধার দিয়েছেন এই মাত্র—তুমি কি কথা বলছ, একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

জু। হাঁ বেয়াদব, নবাব সাহেবই এই বেগমকে ভোজ দিচ্ছেন। বেগম এক জন মস্ত লোক, আর নবাব সাহেব অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ী ধার নিয়েছেন আর আমাকেও এইখানে আজ থাক্‌তে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জু-স্ত্রী।—ও সব কোন কাজের কথা নয়—আমি যা বুঝিছি, তা ঠিক্‌ই বুঝিছি।

দৌ। বিবিসাহেব, আসল জিনিসটা কি, একবার চশমা দিয়ে ভাল ক'রে দেখ।

জু-স্ত্রী। আমার চশমার দরকার নেই—আমি বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আসল ব্যাপারের আঁচ আমি অনেক দিন থেকেই পেয়েছি, আমি তো আর একটা জানোয়াব নই। এত বড় লোক হয়ে তুমি যে আমার স্বামীর পাগলামিতে সাহায্য কর, এ তোমার ভারি অন্যায়। আর তুমি বেগম, বড় ঘরের স্ত্রীলোক হয়ে যে একটি সংসারের মধ্যে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিচ্ছ, আর তোমার প্রেমে পড়তে আমার স্বামীকে উৎসাহ দিচ্ছ, এ তোমার মত লোকের উচিতও নয়, উপযুক্তও নয়।

দে। এ সকলের অর্থ কি? দৌলত, তোমার ভারি অন্যায় যে তুমি আমাকে এখানে এনে ঐ মুখ-ফোঁড় স্ত্রীলোকের কাছে থেকে অনর্থক কতকগুল কথা শোনালে।

দৌ। (প্রস্থানোদ্যত দেলমনিয়ার অনুসরণ করিয়া) বেগম, বেগম, কোথায় যাও?

জু। যেও না বেগম—নবাব সাহেব, আমার হয়ে দু কথা বেগমকে বল, আর ওঁকে ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা কর।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, জুর্দ্দন, পেযাদা।

জু। বেযাদব কোথাকারে, বড় কাজই করেছ! সকলের সামনে আমাকে অপমান করলে, আর বড় লোকদের কি না আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

জু-স্ত্রী। বড় লোক না মাথা।

জু। হতভাগী কোথাকারে। তুই যে এসে এই খানার মজ্‌লিস্‌টা ভেঙ্গে দিলি, এই খানার বাকি জিনিস্‌গুল তোর মাথায় ছুড়ে মাথাটা যে এখনো ভেঙ্গে দিই নি, এই তোর পরম ভাগ্যি।

(পেযাদাব খাদ্য-সরঞ্জাম লইযা প্রস্থান।)

জু-স্ত্রী। (প্রস্থান করিতে করিতে) ও কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নে। আমাব নিজেব যা হক্, আমি তা বজায রাখ্‌ব, আব এ বিষযে স্ত্রীলোকমাত্রেই আমাব দিকে হবে।

জু। এখন পালিযে গিযে রক্ষা পেলি—আমাব এমন রাগ হযেছে যে—

চতুর্থ দৃশ্য

জুর্দ্দন একাকী।

কি কুক্ষণেই রাযবাঘিনীটা এসে পড়েছিল। কত মজার মজার কথা আমার মাথায এসেছিল—এমন রসিকতার ভাব আমার মনে জন্মেও কখন হয নি। ও আবার কি?

পঞ্চম দৃশ্য

জুর্দ্দন, ছদ্মবেশধারী কব্‌লু খাঁ।

ক। মশায, আপনি আমাকে জানেন কি না বলতে পারিনে।

জু। না মশায।

ক। (হস্তের ইঙ্গিতে পরিমাণ নিদ্দেশ করিযা) আপনি যখন এইটুকু ছিলেন, তখন আপনাকে আমি দেখেছি।

জু। আমাকে?

ক। হাঁ। আপনার মত সুন্দর ছেলে পৃথিবীতে ছিল না, স্ত্রীলোকেরা আপনাকে দেখলেই কোলে নিযে কত চুমো খেতো।

জু। আমাকে চুমো খেতো?

ক। হাঁ। আপনার স্বর্গীয পিতা ঠাকুরের আমি এক জন পরম বন্ধু ছিলেম।

জু। আমার স্বর্গীয় পিতার?

ক। হাঁ। তিনি এক জন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। কি বোল্লে?

ক। হাঁ, আমি বলছি, তিনি এক জন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। আমার বাপ?

ক। হাঁ।

জু। তুমি তাঁকে ভাল রকম জানতে?

ক। খুব ভাল জানতেম।

জু। আর তুমি জানতে যে, তিনি বড় লোক ছিলেন?

ক। তার সন্দেহ নাই।

জু। তবে লোকগুল কি রকমের, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

ক। কেন?

জু। এমন কতকগুল পাগল আছে, যারা বলে যে, আমার বাপ দোকান্দার ছিলেন।

ক। তিনি দোকান্দার? সে কেবল লোকের মিথ্যা নিন্দা, তিনি কখন তা ছিলেন না। তিনি যা করতেন, সে কেবল লোকের উপকারের জন্য। তিনি কাপড়-টাপড় চিন্‌তেন ভাল, তাই তিনি নানা স্থান থেকে পছন্দ ক'রে সেই সকল কাপড় বাড়ী আনতেন, আর, কিঞ্চিৎ লাভ রেখে তাঁর বন্ধুদের দান করতেন।

জু। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি ভারি খুসি হলুম। আমার বাপ যে বড় লোক ছিলেন, তার এক জন সাক্ষী এত দিনে পাওযা গেল।

ক। সমস্ত জগতের কাছে আমি এর সাক্ষী দেব।

জু। তা হলে তুমি আমাকে বড় বাধিত করবে। এখন কি জন্য আসা হয়েছে?

ক। সেই বড় লোক আপনার স্বর্গীয পিতার সঙ্গে পরিচয হবার পর আমি ভু-প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিলুম।

জু। কিসের দক্ষিণ বল্লে? বোধ হয়, সে খুব দূর-দেশ?

ক। হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি সবে চারি দিন হল সেই দূরদেশ থেকে এসেছি। আর আপনাদের সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আমি খোঁজ রাখি কি না, তাই একটা ভারি সু-খবর আপনাকে দিতে এসেছি।

জু। কি সু-খবর?

ক। আপনি জানেন যে, তুর্কের বাদসার ছেলে এখানে আছেন?

জু। আমি?—কৈ না।

ক। সে কি! অনেক লোক-লস্কর আসবাব সঙ্গে এসেছে, সহরশুদ্ধ লোক যে তা দেখতে যায়—আর তিনি আমাদের দেশে খুব বড়লোক ব'লে মান পেয়েছেন।

জু। আল্লার কসম্, এ কথা আমি জান্‌তেম না।

ক। আর আপনার পক্ষে সুবিধে এই যে, আপনার কন্যার উপর তাঁর মন পড়েছে।

জু। তুর্ক বাদসাজাদার?

ক। হাঁ, তিনি আপনার জামাতা হতে চান!

জু। বাদসার পুত্র আমার জামাতা?

ক। হাঁ, তুর্ক বাদসার পুত্র আপনার জামাতা। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলেম,—আমি তাঁর ভাষা বুঝি কি না—তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা-বার্ত্তা হয়েছিল। অন্য অন্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে বল্লেন—"আক্কিয়াম্ ক্রক্ সলেব অঞ্চ আলা মুস্তাফ গিদেলুম, আমানাহেম বারা৲িনী উস্‌সেরে কার্বু্লথ" অর্থাৎ একটি সুন্দরীকে কি তুমি দেখনি? তিনি হচ্চেন সহরের এক জন বড় লোক জুর্দ্দন সাহেবের কন্যা!

জু। তুর্কের বাদসা আমার কথা এই রকম বল্লেন?

ক। হাঁ। তার পর যখন আমি তাঁকে উত্তর দিলুম যে, তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি, তিনি তখন বল্লেন, "মারাবাবা সাহেম" অর্থাৎ আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

জু। "মারাবাবা সাহেম" এই কথার মানে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি?

ক। হাঁ।

জু। আল্লার কসম্, তুমি এ কথা বোলে খুব ভাল করলে। কেন না, আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, "মারাবাবা সাহেমের" মানে হচ্ছে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। বাঃ! তুর্ক ভাষাটা কি চমৎকার!

ক। ভারি চমৎকার! আপনি কি জানেন, "কাকারাকামুষেন্" কাকে বলে?

জু। কাকারাকামুষেন্?—না।

ক। তার মানে হচ্ছে আমার প্রিয় আত্মা।

জু। কাকারাকামুষেনের মানে হচ্ছে আমার প্রিয় আত্মা?

ক। হাঁ।

জু। বাঃ কি চমৎকার! "কাকারাকামুষেন্" আমার প্রিয় আত্মা। কখনো কি ও কথা কেউ বলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

ক। আমার ঘটকালি তবে শেষ করি। তিনি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েছেন। আর তাঁর পুত্রের যোগ্য শ্বশুর করবার জন্য তিনি আপনাকে "মামামুষি" করতে ইচ্ছা করেন। এই "মামামুষি" হচ্ছে তাঁর দেশের একটা মস্ত খেতাব।

জু। মামামুষি?

ক। হাঁ, মামামুষি, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় যাকে নবাব বাহাদুর বলে। মামামুষির মত অমন মস্ত খেতাব আর নাই—পৃথিবীর যত বড় লোক আছে, আপনি তা হলে তাদের সমকক্ষ হবেন।

জু। তুর্কের বাদসা তা হলে আমাকে তো খুব মান দিয়েছেন। এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে একবার তাঁর ওখানে নিয়ে চল—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

ক। ঐ যে! তিনি নিজেই এখানে এসেছেন দেখছি।

জু। তিনি এখানে এসেছেন?

ক। হাঁ! আর আপনাকে সেই খেতাব দেবার জন্য যে সব সরঞ্জামের দরকার, তাও সঙ্গে এনেছেন।

জু। বাঃ! এর মধ্যেই?

ক। তাঁর যে রকম অনুরাগ, তাতে বিলম্ব তাঁর আদপে সোচ্চে না।

জু। এখন আমার কেবল এই ভাবনা হয়েছে যে, আমার মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, তার এই জেদ হয়েছে যে, খেলাত খাঁ বোলে একটা কে লোক

আছে, তাকে ভিন্ন সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

ক। দেখবেন, সেই তুর্ক বাদসার ছেলেকে দেখলেই তার মন বোদলে যাবে। আর একটা বড় মজা হয়েচে, তুর্ক বাদসার ছেলেকে খানিকটা খেলাত খাঁর মত দেখতে। আমি খেলাত খাঁকে দেখেছি। সুতরাং তার উপর যে ভালবাসা হয়েছে, তা ওর থেকে গিয়ে শাজাদার উপর অনায়াসে পড়তে পারে—বোধ হয়, তিনি এসেছেন—এই যে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

তুর্কবেশে খেলাত; তিন জন দাস, খেলাতের পরিচ্ছদ ধরিয়া জুর্দ্দন, কবলু।

খে। আসুসাহিম্ অকি বোরাফ, জদিনা, সালামালেকি।

ক। (জুর্দ্দনের প্রতি) অর্থাৎ "জুর্দ্দন সাহেব, তোমার হৃদয় সমস্ত বৎসর একটি প্রফুল্ল গোলাপের মত হোক্"। ওদের দেশে এই রকম ভদ্রতার কথা।

জু। আমি শাহেন শা শাজাদার অতি বিনীত দাস।

ক। কারিগার কাম্বোডা উস্তিন মোরাক্।

খে। উস্তিন্‌ইয়ক্ কাতামালেকি বাসম বাসে আল্লা-মোরান্।

ক। উনি বলছেন, ভগবান যেন আপনাকে সিংহের ন্যায় বলবান আর সর্পের ন্যায় চতুর করেন।

জু। শাজাদা আমাকে খুব মান দিচ্ছেন, আমি তাঁর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

ক। ওসা বিনামেন সাউক বাবাল্লি ওয়াকাফ্ উরাম।

খে। বেল্ মেন।

ক। উনি বলছেন যে, আপনি শীঘ্র শীঘ্র ওঁর সঙ্গে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করুন, তার পরে উনি আপনার কন্যাকে দেখবেন—দেখে বিবাহ-কার্য্য শেষ করবেন।

জু। এতগুল ব্যাপার ঐ দুই কথায়?

ক। হাঁ। তুর্ক ভাষাটাই ঐ রকমের, অল্প কথায় অনেক বলা যায়—উনি যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, শীগ্‌গির আপনি সেখানে যান।

সপ্তম দৃশ্য

কবলু একাকী।

বড় মজাই হয়েছে! কি ঠকানটা ঠকেছে! সমস্ত কথা মুখস্থ থাকলেও কেউ এমন সরেশ অভিনয় করতে পারতো না। হাঃ হাঃ হাঃ!

অষ্টম দৃশ্য

দৌলৎ, কবলু।

ক। মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কাজটায় একটু সাহায্য করবেন?

দৌ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! কবলু, কার সাধ্যি তোকে চেনে? কি চমৎকার সেজেছিস্।

ক। দেখুন—হাঃ হাঃ হাঃ!

দৌ। হাসছিস্ কেন?

ক। মহাশয়, সেটা হাসবারই বিষয়!

দৌ। কি রকম?

ক। আমার মনিবের সঙ্গে যাতে জুর্দ্দন তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন, তার কি ফিকির হতে পারে, আপনি আন্দাজ ক'রে বলুন দেখি।

দৌ। সে ফিকিরটা আমি ঠাওরাতে পাচ্ছিনে। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝতে পাচ্ছি যে, তুই যখন এর ভার নিয়েছিস, তখন নিশ্চয়ই সফল হবে।

ক। আপনার কাছে সে জানোয়ারটা যে অপরিচিত নয়, তা জানি।

দৌ। ব্যাপারটা কি, আমাকে বল্।

ক। আপনি কষ্ট ক'রে একটু তফাতে যান—ঐ ওরা সবাই আসছে—আপনি দেখে কতকটা বুঝতে পারবেন—বাকিটা পরে আপনাকে মুখে বলব।

নবম দৃশ্য

তুর্ক অনুষ্ঠান, মুফতি, দরবেশ, মুফতির সহকারিগণ।

(নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

দশম দৃশ্য

মুফ্‌তি, দরবেশ প্রভৃতি।

জুর্দ্দন। (তুর্ক পরিচ্ছদ পরিধান, মস্তক মুণ্ডিত)।

মুফতি। (জুর্দ্দনের প্রতি)
সে তি সাবির
তি রেস পন্দির
সে নন সাবির
তাজির তাজির।

(দুই জন দরবেশ জুর্দ্দনকে একটু দূরে লইয়া গিয়া)

মুফতি। দিরে, কিষ্টার রিস্তা? আনাবাতিস্তা? আনাবাতিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক্।

মুফতি। জইঙ্গিস্তা।

তুর্কগণ। ইয়ক।

মুফতি। কক্কিতা?

তুর্কগণ। ইয়ক।

মুফতি। হুমিতা? মবিসটা? ফ্রনিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক, ইয়ক, ইয়ক।

মুফতি। হালাবা বালা হু বালাবা।

তুর্কগণ। হালাবা বালা হু বালাবা বালাদা।

একাদশ দৃশ্য

মুফতি। (জুর্দ্দনের মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি পরাইয়া, তাকে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে কোরান চাপাইয়া—উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধদিকে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া—হু।)

তুর্কগণ। হু হু হু!

জু। (পৃষ্ঠ হইতে কোরান্ নামাইয়া লইলে পর) আ! বাঁচা গেল।—

মুফতি। (জুর্দ্দনকে তলোয়ার দান) দারা দারা বাস্তোনারা।

তুর্কগণ। দারা দারা বাস্তোনারা।

---

* এই ‹ ‹ দৃশ্য এ ‹ ‹ ‹ করা গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দ্দন ও জুর্দ্দনের স্ত্রী।

জু-স্ত্রী। ও মা, এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি মূর্ত্তি! এ রকম ক'রে বাঁদর সাজিয়ে দিলে কে?

জু। বেয়াদব্ কোথাকারে, এক জন মামামুষিকে তুমি এই রকম ক'রে বল?

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। হাঁ, এখন আমাকে সকলের মান্য করতে হবে—এখন আমি মামামুষি হয়েছি।

জু-স্ত্রী। ওর মানে কি?—মামামুষিটা কি আবার?

জু। মামামুষি—মামামুষি।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম জানোয়ার?

জু। মামামুষি অর্থাৎ আমাদের ভাষায় যাকে নবাব-বাহাদুর বলে।

জু-স্ত্রী। কি! নবাব বাঁদর?

জু। আরে মূর্খ! আমি বলছি নবাব-বাহাদুর। এই মাত্র সবাই ধরে-বেঁধে আমাকে নবাব-বাহাদুর ক'রে দিলে। তারই এতক্ষণ অনুষ্ঠান হচ্ছিল।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম অনুষ্ঠান?

জু। দারা দারা বাস্তোনারা।

জু-স্ত্রী। তার মানে কি?

জু। সে তি সাবির, তি রেসপন্দির।

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। সে নন সাবির, তাজির তাজির।

জু-স্ত্রী। ও সব কি ছাই-ভস্ম বলছ?

জু। ইয়ক ইয়ক ইয়ক।

জু। ওসবের মানে কি?

জু। (গাইতে ও নাচিতে নাচিতে) হুলা বা বালাহু, বালাবা বালাহা। (ভূমিতলে পড়িয়া)

জু স্ত্রী। ও মা! কি হবে! আমার স্বামী ক্ষেপে গেছে!

জু। (উঠিয়া ও যাইতে যাইতে) চুপ বেয়াদব, মামামুষি-সাহেবকে মান্য ক'রে কথা বল্।

জু-স্ত্রী। (একাকী) কি ক'রে পাগল হলেন? আমি দৌড়ে যাই, বাড়ী থেকে না বেরিয়ে যান। (দেলমনিয়া ও দৌলত খাঁকে দেখিতে পাইয়া)

যা বাকি ছিল, তাও এইবার হবে দেখছি! —চারিদিকেই বিপদ।

দৌ। হাঁ, বেগম, এমন মজার ব্যাপার তুমি কখন দেখনি—আর আমার মনে হয় না যে, দুনিয়ার মধ্যে ও লোকটার মত পাগল আর কেউ আছে। এখন খেলাতের যাতে বিবাহটা বটে, সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আর যখন ছদ্মবেশ ক'রে আসবে, তখন তাতে আমাদের একটু পোষকতা করতে হবে। সে লোকটা বড় ভাল, সে সাহায্য পাবার যোগ্য।

দে। তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হলেই ভাল।

দৌ। তা ছাড়া, এখানে একটা আমাদের গীতি-নাট্য হবে—সেটাও তোমায় দেখ্‌তে হবে—আমি যেটা কল্পনায় করেছিলুম, সেটা কাজে ঠিক, হল কি না, তাও দেখা দরকার।

দে। ওখানে আমি দেখ্‌ছিলুম ভারি জমকালো রকম আয়োজন হচ্ছে—কিন্তু দৌলত, এ সকল আর সহ্য করা যায় না। হাঁ, আমি এইবার তোমার এই খরচের ছড়াছড়ি বন্ধ ক'রে দেব, তুমি আমার জন্য যে রকম অজস্র খরচ কর, তার স্রোত বন্ধ ক'রে দেবার জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ করব।

দৌ। আ! বেগম্—এ কখন হতে পারে যে, তুমি আমার জন্য এই রকম মধুর প্রতিজ্ঞা করবে?

দে। তোমার যাতে সর্ব্বনাশ না হয়, এই জন্যই আমি বিবাহ করতে রাজি হচ্ছি—তা না হলে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আর দিন কতক পরে একটি পয়সাও তোমার হাতে থাকবে না।

দৌ। বেগম, আমার টাকা বাঁচাবার জন্য যে তোমার এত ভাবনা, তাতে তোমার কাছে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম। আমার হৃদয় যেমন, তেমনি আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তিও তোমার—আর তোমার যা ইচ্ছে, সেই রকম ক'রে তার ব্যবহার করতে পারবে।

দে। আমি দুয়েরই ভাল ব্যবহার করব। কিন্তু এই যে কর্ত্তা আসছেন! চমৎকার মূর্ত্তি হয়েছে যে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুদ্দন, দেলুমনিয়া, দৌলৎ।

দৌ। আপনার নূতন পদের সম্মান করতে, আর তুর্করাজার ছেলের সঙ্গে যে আপনার মেয়ের বিবাহ হবে, তাতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে আমরা দুজনে এসেছি।

জু। (তুর্ক-ধরণে বন্দেগি করিয়া) মহাশয়! আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি সর্পের ন্যায় বলবান আর সিংহের ন্যায় চতুর হোন্।

দে। প্রথমে যার কথা বল্লেন, আমরা তারই ন্যায় আপনার এই উচ্চ পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে এসেছি।

জু। বেগম, আমি ইচ্ছা করি, তুমি সারা বৎসর প্রফুল্ল গোলাপ হয়ে থাক। আমার পদোন্নতিতে যে আহ্লাদ প্রকাশ করছ, এজন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম—আর তুমি এখানে ফিরে এসেছ বোলে আমি ভারি খুসি হলুম। আমার স্ত্রী যে রকম বাড়াবাড়ি করেছিল, তার জন্য মার্জ্জনা চাইতে অবসর পেলুম।

দে। সে কিছুই নয়, তাঁর ও রকম ব্যবহারে আমি কিছুই মনে করিনি। আপনার মত হৃদয় তাঁর নিকট নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, আর এমন রত্ন পেয়ে তাঁর যে পদে পদে হারাবার আশঙ্কা হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

জু। বেগম-সাহেব! আমার হৃদয়, সে তুমিই অধিকার করেছ।

দৌ। দেখ বেগম, সম্পদে যারা অন্ধ হয়, সে রকম ধরণের লোক জুদ্দন সাহেব নন। এখন যে ওঁর এত উচ্চপদ হয়েছে, তবু দ্যাখো, উনি বন্ধুদের ভোলেন নি।

দে। ও মহৎ অন্তঃকরণেরই লক্ষণ।

দৌ। ভাল, শাজাদা এখন কোথায়? আমরা হচ্ছি আপনার বন্ধু, তাঁর সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

জু। এই যে, উনি আসছেন! আর ওঁর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমার মেয়েকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন, দেলমনিয়া, দৌলত, তুর্কবেশধারী খেলাৎ।

দৌ। (খেলাতের প্রতি) আপনার শ্রীচরণে আমাদের বহুত বহুত সেলাম। আমরা আপনার শ্বশুরের বন্ধু, আমাদের বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জু। তোমাদের পরিচয় দেবার জন্য, আর তোমরা যা বলবে, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য দ্বিভাষীর আবশ্যক—কোথায় সেই দ্বিভাষী? তোমরা দেখো, তোমাদের কথার উনি উত্তর দেবেন এখন—সেই লোকটি বড় চমৎকার তুর্কভাষা কইতে পারেন। ওহে! কোন্ চুলোয় সেই দ্বিভাষীটা গেল বল দিকি?

জু। (খেলাতের প্রতি) স্রূফ্ স্রূফ্ স্রূফ্ স্রূফ্! ইয়ে—সাহেব, বড়া সাহেব, বড়া সাহেব; ইয়ে—বেগম বড়া বেগম (বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া) আ! (খেলাতের নিকট দৌলতকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া) মশায়, উনি এক জন এদেশী মামামুষী। আর উনি হচ্ছেন বিদেশী মামামুষিনী। এর চেয়ে ভাল ক'রে আমি তো আর বোঝাতে পারিনে। এই যে দ্বিভাষী এসেছে, এখন বেশ হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

জুর্দ্দন, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ, তুকপরিচ্ছদধারী খেলাৎ, ছদ্মবেশী কবলু।

জু। কোথয়ে যাচ্ছ হে? তুমি না থাকলে আমরা কিছুই কথা কোইতে পারব না। (খেলাৎকে দেখাইয়া) ভাল, ওঁকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি যে, এঁরা হচ্ছেন বড় লোক—আর আমার বন্ধু বোলে ওঁরা ওঁকে সেলাম দিতে এসেছেন (দরিমেন ও দৌলতের প্রতি) দেখো কেমন উত্তর দেবে এখন।

ক। আমাবামা ক্রকিয়াম আককি বোরাম আলাবাসেন।

খে। কাতালেকি তুবাস উরিন সোতের আমালুছান।

জু। (দেল্‌মনিয়া ও দৌলতের প্রতি) দেখেছ?

ক। উনি বোলছেন সম্পদের বৃষ্টি যেন সকল সময়ে আপনার পরিবার-বাগানে জল দেয়।

জু। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম যে, উনি তুর্ক ভাষা চমৎকার বোলতে পারেন।

দে। বাঃ! বড় চমৎকার!

পঞ্চম দৃশ্য।

রোষণী বিবি, খেলাৎ, জুর্দ্দন, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ ও কবলু।

জু। এসো বাছা; কাছে এসো, এঁর হাতে হাত দেও—ইনি তোমার বিবাহের প্রার্থী হয়ে তোমার মান বাড়াচ্ছেন।

রো। এ কি! বাবা! এ-কি রকম অদ্ভুত সাজে সেজেছ? তুমি কি যাত্রার সং সাজ্‌তে যাচ্ছ না কি?

জু। না, না, এ যাত্রা নয়; এ ভারি গম্ভীর বিষয়—আর এতে বাছা তোমার যেমন মান হচ্ছে, এমন আর কিছুতে নয়। (খেলাতকে দেখাইয়া) ইনিই তোমার বর।

রো। আমার বর, বাবা?

জু। হাঁ, তোমার। এই এসো, তোমার হাতে আমি ওঁকে সঁপে দিলুম—আর এই সুখের জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেও।

রো। আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

জু। আমি তোমার বাপ, আমার এই ইচ্ছে।

রো আমি তা কিছুতেই করব না।

জু। আঃ! কি গোলমাল! এসো আমি বলছি—হাত দেও।

রো। না, বাবা; আমি তো তোমাকে বলেছি, খেলাত ভিন্ন আর কারও সঙ্গে কেউই আমাকে জোর ক'রে বিয়ে দিতে পারবে না; আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বরং আমি সব অত্যাচার সহ্য করব, তবু—(খেলাতকে চিনিতে পারিয়া) সত্যি বটে, তুমিই আমার বাবা; তোমার আজ্ঞা পালন করা সম্পূর্ণরূপে আমার উচিত—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।

জু। আয়, এত শীঘ্‌গির যে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরে এসেছে, এতে বড় আমি খুসি হলুম; এমন আজ্ঞাকারী মেয়ে কখন কারু হবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, খেলাৎ, জুর্দ্দন, রোষণী, দৌলৎ, দেলুমনিয়া, কব্‌লু।

জু-স্ত্রী। ব্যাপারটা কি বল দেখি? এ সব কি? শুন্‌তে পাচ্চি নাকি তুমি একজন বোবার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

জু। তুমি কি চুপ করবে বেয়াদব? সকল কথাতেই তোমার না থাকলে চলে না কি? কিছুতেই কি তোমার একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না?

জু-স্ত্রী। আমার বুদ্ধি হবে না, না তোমার বুদ্ধি হবে না—তোমার পাগ্‌লামি ক্রমেই দেখ্‌ছি বাড়ছে—এ সব লোকজন কিসের জন্য?

জু। আমি তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

জু স্ত্রী। তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে?

জু। (কবলুকে দেখাইয়া) হাঁ। এই দ্বিভাষীর সাহায্য নিয়ে তুমি একটু ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।

জু স্ত্রী। আমার দ্বিভাষীর দরকার নেই, আমি নিজেই ওর মুখের সামনে বলব যে, ও আমার মেয়েকে কখনই পাবে না।

জু। ফের আমি বল্‌ছি, তুমি কি চুপ করবে?

দৌ। কি! বিবিসাহেব! এমন মানের কাজে তুমি বাধা দিচ্ছ? শাজাদাকে তোমার জামাই করতে সম্মত হচ্ছ না?

জু-স্ত্রী। কি আপদ! নবাব সাহেব, তুমি আপনার চরকায় তেল দেও না।

দে। এমন সৌভাগ্যকে অগ্রাহ্য করতে নেই।

জু-স্ত্রী। বেগম-সাহেব, তোমাকেও বল্‌ছি, তোমার এতো মাথাব্যথায় কাজ নেই।

দৌ। বন্ধুত্ব আছে বোলেই তোমাদের ভাল-মন্দ দেখতে হয়।

জু-স্ত্রী। তোমার বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই।

দৌ। তোমার মেয়েও তো বাপের মতে মত দিয়েছে।

জু-স্ত্রী। এক জন তুর্ককে বিয়ে করতে আমার মেয়ের মত হয়েছে?

দৌ। নিশ্চয়ই।

জু-স্ত্রী। খেলাতকে সে ভুলতে পারে?

দৌ। বড় লোকের স্ত্রী হবার জন্য কি না করতে পারে?

জু-স্ত্রী। ও রকম কাজ করলে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলি।

জু। আঃ! ভাল বকড় বকড় আরম্ভ করেছে। আমি বল্‌ছি, এই বিবাহ হতেই হবে।

জু-স্ত্রী। আমি বল্‌ছি, কখনই হবে না।

জু। আঃ! কি গোলমাল!

রো। মা!

জু-স্ত্রী। যা যাঃ! তুইও ওই দলের।

জু। (জু স্ত্রীর প্রতি) যে মেয়ে আমার এমন আজ্ঞাকারী, তার সঙ্গে তুমি ঝগড়া কচ্চ?

জু-স্ত্রী। হাঁ। ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে।

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি) বিবিসাহেব!

জু-স্ত্রী। কি তুমি আমাকে বল্‌তে চাও?

ক। একটি কথা।

জু-স্ত্রী। তোমার কথায় আমার কাজ নেই।

ক। (জুর্দ্দনের প্রতি) মশায়, যদি উনি গোপনে আমার একটি কথা শোনেন, তা হ'লে নিশ্চয় বলছি, এই বিবাহে মত দেবেন।

জু-স্ত্রী। আমি কখনই মত দেব না।

ক। ভাল, একবারটি শুনুন।

জু স্ত্রী। না—আমি শুন্‌তে চাই নে।

জু। উনি তোমাকে বলবেন—

জু-স্ত্রী। ওর কোন কথাই আমি শুনতে চাইনে।

জু। স্ত্রীলোকের কি ভয়ানক একগুঁয়েমি! ওঁর কথা একবারটি শুন্‌লে কি তোমার কান পোচে যাবে?

ক। একবারটি কেবল শুনুন। তার পর যা ইচ্ছে, তাই করবেন।

জু-স্ত্রী। আচ্ছা! কি?—বল।

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) বিবিসাহেব, এক ঘণ্টা ধ'রে তোমাকে ইসারা কচ্ছি—এ তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে, তোমার স্বামীর মন যোগাবার জন্যই এ সব কচ্ছি? এই সব সং সেজে ওঁকে ভোলাচ্ছি—খেলাতই তুর্ক-রাজার ছেলে সেজেছে।

জু-স্ত্রী। (কবলুর প্রতি চুপি চুপি) অ্যা!—অ্যা!

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) আর আমি কবলু দ্বিভাষী সেজেছি।

জু-স্ত্রী। (কবলুর প্রতি চুপি চুপি) আঁ্যা! এই রকম ব্যাপার হয়েছে? তবে আর কি।

জু-স্ত্রী। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) তুমি বিবি-সাহেব যে এ সব টের পেয়েছ, যেন প্রকাশ না হয়।

জু-স্ত্রী। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ভাল, তাই হোক, আমি এই বিবাহে মত দিলেম।

জু। আ! সকলেরই এখন বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে আসছে দেখছি। (জু-স্ত্রীর প্রতি) দেখ, তুমি তখন ওঁর কথা শুনতে চাচ্ছিলে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, তুর্ক রাজার ছেলে যে কি চীজ, তাই উনি তখন বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন।

জু-স্ত্রী। উনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন একজন মোল্লা ডাকা যাক্!

দৌ। ঠিক বলেছেন। আরও আপনি সন্তুষ্ট হবেন—যখন শুনবেন যে, আপনার স্বামীর উপর আপনার যে সন্দেহ হয়েছিল, তা ভঞ্জন করবার জন্য, সেই একই মোল্লার দ্বারা এই বেগমের সঙ্গে আমারও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হবে।

জু-স্ত্রী। এতেও আমি মত দিলুম।

জু। (দৌলতের প্রতি চুপি চুপি) আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করাবার জন্য বুঝি?

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি) বিবিসাহেবকে ভোগা দেওয়া যাচ্ছে।

জু। (চুপি চুপি) বেশ বেশ! (উচ্চৈঃ) কে আছিস্—শীঘ্‌গির মোল্লা ডেকে নিয়ে আয়।

দো। যতক্ষণ না মোল্লা আসে, ততক্ষণ একটু নাচ-গান ক'রে শাজাদাকে আমোদ দেওয়া হোক্ না।

জু। বেশ মৎলব ঠাওরেছ। এস আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসি।

জু-স্ত্রী। এখন নকুলিযাব কি হবে?

জু। ওকে আমি ঐ দ্বিভাষীর হাতে সঁাপে দিলুম; আর আমার স্ত্রীকে? কেন, যে চায়, তারই হাতে। হাঃ হাঃ হাঃ!

ক। মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ (জনান্তিকে) এর চেয়েও যদি কোন বেশী পাগল থাকে, সে কেবল উলোয়।

—নৃত্য-গীত—

সমাপ্ত

কিঞ্চিৎ জলযোগ !

প্রহসন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বাবু পূর্ণচন্দ্র	...	...	একজন ডাক্তার
বিধুমুখী ঘোষ	...	...	পূর্ণ বাবুর স্ত্রী
পেরুরাম	...	...	একজন বেকার লোক
ভোলা	...	...	পূর্ণ বাবুর পুরাতন ভৃত্য
আর একজন ভৃত্য।			

কিঞ্চিৎ জলযোগ !

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা—চেয়ার, টেবিল, আয়না, কৌচ, ঘড়ি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জীভূত।

এই ঘরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ভোলা শুইয়া কখন মহাভারত পাঠ করিতেছে, কখন হাই তুলিতেছে, কখনও বা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ভোলা। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও হরি! (হাই তুলিয়া) সবে অ্যাড্ডা, অ্যাহন পাচ্ডার মধ্যি আলি হয়? আজ কাল কত্তাডির আর গিন্নিডির্ এইরূপই চল্ছে! আ! সে এক কাল গ্যাছে, যহন কত্তাডির্ বিয়া হয় নাই, সে কাল আর ফিরি আস্বে না। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, খাতাম দাতাম আর দিব্যি করি ঘুম মারতাম্। গিন্নিডি য্যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কত্তাকে ওঠ্ বল্লি ওঠেন, বোস্ বল্লি বসেন। (উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, সুর করিয়া মহাভারত পাঠের উদ্যোগ—পুনশ্চ হাই তুলন, তৎপরে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়া) এ ব্যাটারা কি বোয়ে ল্যাখে, সাপ্ নাই, ব্যাং নাই; দূর কর। (নেপথ্যে পাল্কি-বেহারাদিগের উঁহুঁ উঁহুঁ শব্দ) এই যে, পাল্কিতে বুঝি তারা আলেন! দূর কর, আর পারা যায় না। যহন ডাক দেবেন অ্যানে, তহন যাব; অ্যাহন তো এক ছিলিম তামুক খাই গিয়ে।

[ভোলার প্রস্থান।

দ্বারের নিকট অতি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পেরুরামের আগমন।

পেরু। (প্রবেশ করিয়া ও ঘরের ভিতর অনেক লোক জন আছে মনে করিয়া) গোলামকে মাপ্ কর্বেন, আমি পথ ভুলে—(তৎপরে ঘরের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাওয়ায় স্বগত) এখানে যে কাকেও দেখ্ছিনে? বা! এ কোথায় এসে পড়্লেম? এ কেবল আমার বাড়ীওয়ালার দোষে এই সব ঘট্লো। সেই ব্যক্তি তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নাচ দ্যায়, সেই নাচে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল; সে ব্যক্তির সহিত পাছে মনান্তর হয়, এই জন্য সেখানে গেলেম, না হলে, আমি বড় কোথাও যেতে টেতে ভালবাসিনে। সেখানে গিয়েছি, না পড়বি তো পড় একেবারে সেই পাওনাদার ব্যাটার সম্মুখে গিয়ে পড়েছি। সে ব্যাটা আমার দিকে কট্মট্ করে তাকাতে লাগলো। ওই যেমন তাকে দ্যাখা, আর অমনি সিঁড়ি দিয়ে তড়্তড় করে নীচে পিট্টান। সে ব্যাটাও পিছনে পিছনে ছুট্লো! আমাকে আর একটু হলেই ধরতো আর কি, যদি হঠাৎ একটা ফন্দি মনে না আস্তো। ঐ যে মিরজাপুরে কি স্থানের গির্জ্জে আছে, সেইখানে দেখি, এক সার পাল্কি রয়েছে। বেয়ারাগুণ মাথায় হাত দিয়ে ঘুমচ্ছে। আমি অমনি একটা পাল্কিতে ঢুকে পড়্লেম। মনে করলেম, আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালাব, না, ও মা! আমি যেই পাল্কির মধ্যে দিয়ে যাব, না বেয়ারাগুণ শব্দ শুন্তে পেয়েই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই, কথা নেই বার্ত্তা নেই, পাল্কি কাঁধে করেই উঁহুঁ উঁহুঁ করে দৌড়ুতে লাগ্লো। আমি যত বলি থাম্ থাম্, কিছুই শুন্তে পায় না। চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে—একবার মনে করলেম, লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু আবার মনে হলো, যদি পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে থাকে; তারপর মনে করলেম, এক প্রকার ভালই হয়েছে, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাক্ না কেন?—এখন্ তো পাল্কির দরজা ভাল করে বন্দ করে গট্ হয়ে বসি, পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে আর কত দূর ছুটবে? তারপরে তো এই বাড়ীর উঠনে এসে পাল্কি

নাবালে, কলের পুতুলটির মত আমিও তো নাবলেম, নেবেই দেখি আমার সামনে একটা সিঁড়ি উঠেছে। এই সময়ে সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা হঠাৎ মনে পড়্‌লো। এই যেমন মনে পড়া, আর আমিও অমনি তত্তড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লেম; উঠে তো এই ঘরে এসেছি, কেউ কোথাও নেই, সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা বুঝি এইবার খাট্‌লো; এই ছয় মাস ধরে কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরছি, কোন কর্ম্মই তো জুট্‌লো না। কিন্তু সেই গণৎকার ঠাকুর, আমার কামিনীর বাড়ীতে হাত দেখে বলেছিল যে, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে হটাত্‌ একটা বাড়ীতে তুমি গিয়ে পড়্‌বে, সেখানে যদি ভয় না পেয়ে তিষ্ঠে থাক্‌তে পার, তা হলে তোমার কর্ম্ম জুট্‌বে।

এ বা বুঝি সেই বাড়ীই হয়, আবাব দেখছি এখানে কেউ নেই, তবে কর্ম্ম দেবে কে? ও বুঝেছি,—বিধির ফের কে বুঝ্‌তে পারে—আমি শেষে হয় তো এই বাড়ীর মালিক হয়ে দাঁড়াব। কামিনী তোব কপাল মন্দ, এখন যদি তুই আমার থাক্‌তিস্, তা হলে কৃষ্ণ-রাধার মত যুগলমূর্ত্তিতে সুখে দুজনায় এই সোণার লঙ্কায় বাস কত্তেম। এই চিটিখানা, যা তোর ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি, তা দেখে তো বেশ বোধ হচ্ছে যে, আর একজনের প্রতি তোর মন গ্যাছে। (পত্র পাঠ) "প্রেয়সি! কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে—প।" প ব্যাটা কে? এর তো কিছুই সন্ধান পাচ্ছিনে। যা হক্‌, এর সন্ধানটা নিতে হবে। কামিনি! এই কি তোর ধর্ম্ম; এত দিন খাওযালাম পরালাম, শেষকালে কি না তুই আর এক জনেব হলি?

(অন্যমনে গান করিতে করিতে)

গীত।

পক্ষী রে! তবু আমি আছি তোর।
এত যে খারাবি করলি মোর॥
মেগে পেতে কর্জ করে, খাওযালাম পরালাম তোরে,
এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর॥

ও বাবা! এ কোথায় এসে পড়েছি, সত্যি সত্যি কি শেষে এই বাড়ীর মালিক হয়ে দাঁড়াব? কিন্তু ভিতরটা কেমন কেমন কচ্ছে যে; মন! সাহস ধর, (বুক ফুলাইয়া সাহসের ভঙ্গিমা) (নেপথ্যে হঠাৎ প্রহারের ধ্বনি ও উড়ে বেয়ারাদিগের "মেরে পকাই দিল, পকাই দিল" ইত্যাদি শব্দ) ও বাবা! এ আবার কি? এখানে লোক জন আছে না কি? (ভয়ে কম্পমান ও ঘর হইতে বাহিরে গিয়া এক বারান্দায় উপস্থিত) এখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, দেখা যাক। (পলাইবার পথ অন্বেষণ) এমন বিপদেও লোকে পড়ে গা; হা কামিনি! এইবার বুঝি—

[পেরুরামের প্রস্থান।

পূর্ণ ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষের প্রবেশ।

বিধুমুখী। আজ ভাই যে কি বিপদে পড়েছিলাম, তা ঈশ্বর জানেন। দৈবাৎ কখন কেউ একটু মাতাল হল, তা নয় সওয়া যায়; কিন্তু ব্যাটারা এরূপ ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে আচ্ছন্ন, হৃদয় এরূপ শুষ্ক, ও পাপ-তাপে অসাড় হইয়া গ্যাছে, যে মদমত্ত হয়ে, আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পাল্কিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগুণ চলে গেল।

পূর্ণ। (তাঁহার টুপি ও চাপকান্ খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তরলভাবে) মাই ডিয়ার্ ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেক্‌চার্ দিচ্ছ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলছ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি, (আপনাকে অঙ্গুলির দ্বারা প্রদর্শন)

বিধু। ও কি তুমি পাগলের মত বক্‌ছ, ও কি সব অশ্লীল কথা মুখে আন্‌ছো?

পূর্ণ। ও বাবা! অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গ অশ্বিনী, আবার ব্যাকরণ! ঘাট হয়েছে!

বিধু। তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে অঙ্গীকার করেছিলে যে, আর কখন মদ্যপান কর্‌বে না—আবার ফের মাতাল হয়েছ?

পূর্ণ। মাতাল! ছেলেব্যালায় ব্যাকরণ পড়েছিলেম —অ্যাঁ? একটা সন্ধি কর্‌ব? মাতাল! মাতা ছিল আল—অর্থাৎ যে জিনিসের দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান কবেন, তিনি কে? না মাতাল, (হাস্য) হা হা হা হা! হ্যা ডিয়ার, মদ খেলে

কি কখন পাপ হয়, স্যানজাব কাছে এত দিন লেক্‌চার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল ?

বিধু। কি ? পাপের উপর পাপ ? একটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কি না তুমি স্যান্‌জা বল্লে ?

পূর্ণ। স্যান্‌জা বল্লুম এতেও দোষ হল ? এই ন্যাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

বিধু। আমার কাছে ঘাট্ মান্‌লে কি হবে ?

পূর্ণ। ঘাট্ তবে আর কার কাছে মান্‌বো ? তুমিই তো আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বল্লে, সাঁইজির গিজেয যাব, ভাল তাই যাও ! বল্লে বব্‌সেনের ওখানে চা খাব, ভাল তাই খাও। বল্লে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুসি উড্‌বো—ভাল তাই ওড় গিযে ! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার ? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন।)

বিধু। ওকি ওকি ! ছি ছি ছি ! আমার পাযে পড়লে কি হবে ? একবার অনুতাপ কর, তা হলেই পাপ ক্ষয হবে।

পূর্ণ। অনুতাপ করব ? তা হলেই মাপ করবে। তা কেমন করে অনুতাপ করব ?

বিধু। কেমন করে করবে ? উর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করে ক্রন্দন করিতে করিতে বল, আর এমন কর্ম্ম করব না।

পূর্ণ। উর্দ্ধদিকে, হস্তোত্তোলন কর্ত্তে কর্ত্তে কোদন—কি বল্লে ?

বিধু। না না ;—করযোড় করে এই রকম করে বল যে, আর আমি পাপ করব না।

পূর্ণ। (ক্রন্দনের ন্যায় স্বর করিয়া) আর আমি এমন কর্ম্ম করব না।

বিধু। ওঠ। এবার তোমাকে প্রভু মার্জ্জনা করলেন।

পূর্ণ। (নেশা কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় স্বগত) আ ! বাম ! বাঁচলেম ! কি দৈব !

পূর্ণর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া, তাঁহার পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা দৌড়িয়া ঘরের ভিতর আসিযা দেখে, পূর্ণ বিধুমুখীর পদতলে।

ভোলা। কি হয়েছে, কি হয়েছে ? কান্না-কাটির সোর্ পড়েছে কেন ? আমার বাবুরে এই রাইবাঘিনী সারি ফ্যাল্লে। আমার বাবুরে দেখছি কি গুণ করেছে ! হয়েছে ! আমাদের স্যাকালে স্বামীর পাযের ধুলা পালে, ম্যায়েগুলা বর্ত্তাযে য্যাত ! এর কি আস্পর্দ্ধা ! জগদম্বার মত মূর্ত্তি করে দাঁড়াযে রযেছেন, ছ্যাঃ না !

বিধু। (লজ্জিত হইযা) ওকি, পায়ের কাছে প'ড়ে আছ, ঐখানে উঠে ব'স না।

ভোলা। ঠারণ, তোমার আক্কেল ভারি ! এতক্ষণ আমার বাবুরে পাযের তলায রাখিছ ?

পূর্ণ। (উঠিয়া) আমার সাম্‌নে তুই প্রেয়সীকে অপমান কল্লি, ইউ ইম্পার্টিনেন্ট রেচ্ ? বিগন্ ! না হ'লে এখনি তোর ঘুসিযে হাড় ভেঙ্গে দেব। যা এখান থেকে।

ভোলা। (নিকটে গিযা, পূর্ণ বাবুর দাড়ি ধরিযা) আহা ! বাছার মুখখানি কাদি কাঁদি শুকাযে গ্যাছে ! আহা, ল্যাঙটা হযে যহন ব্যাড়াতে, তহন ভোলা ভোলা করি আমারে কত ডাক্‌তে, আমার কোল ছাড়ি কোথাও নড়তি চাতে না। তোমার ইস্ত্রী কি খাওযাযে যে তোমারে গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না।

পূর্ণ। আবার এখনও বক্‌চিস্ ? পালা এখান থেকে। (মারিতে উদ্যত)

বিধু। থাক্, থাক্, আর বুড মানুষকে মাল্লে কি হবে। যেতে দেও। বুড পাগলের কথা ধর্ত্তে নেই।

ভোলা। তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না। আহা, সোণার চাঁদেরে যেন গোলাম করি রাখেছে। ছ্যাঃ, ইস্ত্রী আর কুত্তরে নাই দ্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কাণে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিন্‌তা তাধিন্‌তা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায়, তোমারেও নাচায়।

পূর্ণ। চোপ রাও, ইউ ড্যাম ফুল, ফের যদি কথা কবি, তো এই তলবার দিয়ে—

(তলবার উঠাইযা ভয় প্রদর্শন)

ভোলা। বাপ পুই রে, মলাম রে !

(পলায়ন)

পূর্ণ। আ, বাঁচা গেল, এমন ইম্‌পার্টিনেণ্ট চাকর তো দেখিনি!

বিধু। ও অনেক কেলে পুরাতন ভৃত্য, তোমাকে মানুষ করেছে, আর বিশেষ শ্বশুর মহাশয় মৃত্যু-কালে ব'লে গিয়েছিলেন যে, চাকরটিকে ছাড়াবে না। এই জন্য ওকে কিছু বলিনে, অন্য ভৃত্য ওরকম বেয়াদবি কল্লে, তৎক্ষণাৎ আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতেম।

পূর্ণ। আমাকে কোন্ কালে মানুষ করেছিল ব'লে কি ওর এই সকল বেয়াদবি আমাকে সহ্য করতে হবে? তুমি তো ঐ রকম নাই দিয়ে দিয়েই ওর বুদ্ধি বাড়িয়েছ।

বিধু। তা তো বটেই,—যা হোক, যা হয়ে গ্যাছে হয়ে গ্যাছে; আর কেন? এস, এখন তোমার মাতায় একটু জল দিয়ে আনি, তা হ'লে নেশাটা একেবারে ছুটে যাবে।

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া) নেশা! মাইরি কোন্ শালার আর নেশা আছে।

বিধু। আবার দিব্বি কচ্চ? দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান?

পূর্ণ। (জিব কাটিয়া) এঃ! (স্বগত) এর লেক্‌চারের জ্বালায় আর বাঁচিনে। কোন ছুত ক'রে এখান থেকে এখন পালাতে পাল্লে হয়।

বিধু। চুপ ক'রে যে বসে রইলে? ওঠ না।

পূর্ণ। (সভয়ে) এই যে উঠছি। (উঠিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন।) (স্বগত) তুমি এখন জল ঢাল্‌তে পার, যা খুসি তাই করতে পার, এখন তোমার এক্তারে আছি বাবা, আর একটু পরে শ্যামবাজারের কামিনীর কাছে যাব, সেখানে গেলে আর তোমাকে কি ভয়? সেখানে গেলে প্রাণটা জুড়োবে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।

আর্দ্র মস্তক পূর্ণবাবুকে লইয়া বিধুমুখীর প্রবেশ ও উভয়ের কৌচে উপবেশন।

পূর্ণ। আমার মদ খাওয়াটা অভ্যাস নাই; আজকের আমার বন্ধুরা ভারি অনুরোধ ক'রে ধর্‌লে, তাই একটু মুখে ঠেকিয়েছিলেম।

বিধু। (স্বগত) তা কেমন। (প্রকাশ্যে) যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে। অনুতাপ ত করেছ; আর কেন? আর যেন কখনও খেও না।

পূর্ণ। (স্বগত) অনুতাপ করিয়েই যে ছেড়ে দিলে, এই ঢের! (প্রকাশ্যে) আমি আবার মদ খাব, ইহজন্মে তো আর না। (কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ) হ্যাঁ মাইডিয়ার্, তুমি উড়ে বেহারাদের কথা তখন কি বলছিলে? আমার তখন মাথা ঘুরছিল ব'লে বুঝতে পারিনি।

বিধু। আমি তখন বলছিলেম কি—যে তোমারই তো দোষ;—

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া স্বগত)—আবার কি দোষ ধরে? যত দোষ নন্দ ঘোষ!

বিধু। তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের সর্ভিস হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠতে যাই, না দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু আমাকে এই রকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে বল্লেন যে, এস, আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন আমার মনে হ'ল, যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হ'তে উদ্ধার কল্লেন; তারপর তিনি সস্নেহ ভাবে আমার হস্ত ধারণ করে, আমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তারপর "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" ব'লে আমার নিকট হ'তে বিদায় ললেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম ক'রে বাটীর মধ্যে ঢুকলেম।

পূর্ণ। (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! সন্দেহ হচ্ছে, "অন্ধকার রাত্রি!" আবার "হস্তধারণ ক'রে"? (প্রকাশ্যে) কি বিপদ? ভারি খারাপ তো, বোধ হয় উড়ে বেহারাদের তুমি কি ব'লে দিয়েছিলে, তা তারা বুঝতে পারে নি।

বিধু। খুব সম্ভব; উড়েগুণ যে বোকা। বিশেষ যে বেহারাগুণকে রেখেছ, তারা যদি বাঙ্গালার একটা কথা বুঝতে পারে, আর তোমার যেমন বাতিক, কতকগুল উড়ে ম্যাড়া চাকর রেখেছ, কিছুই কথা বোঝা যায় না।

পূর্ণ। কিন্তু 'যা বল ডিয়ার—এ তোমার স্বীকার

কত্তে হবে যে, উড়েদের মধ্যে যেমন পাল্কি-বেহারা সরেশ হয়, এমন কোন জেতে নয়।

বিধু। তার সন্দেহ কি! আর বিশেষ যার প্রতি মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম; (অভিমান ও স্থানান্তরে উপবেশন।)

পূর্ণ। মাইডিয়ার্, বলতে কি, এ সব বিষয়ে তোমা-রও দোষ আছে। তখন সেই ভোলা চাকরটা যে রকম ক'রে বেয়াদপি করেছিল, তা তুমি কিছু না বলে, বরং তার পোষকতা কল্লে।

বিধু। ভোলা! অবশ্য আমি তার হয়ে বলব, তোমার কি? আমি যদি তার কথা সহ্য কত্তে পারি। সে কত দিনকার পুরন চাকর, তা জান, তার কথা কি ধর্ত্তে আছে?

পূর্ণ। তা যেন হ'ল—তাই ব'লে তার বেয়াদপি সহ্য কত্তে হবে?

বিধু। উড়ে বেহারাদের কিছু দোষ নেই, আর ভোলারই যত দোষ হ'ল। আমি ভোলাকে অবশ্য রাখব, তোমার কি?

পূর্ণ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এইবার একটু চটিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারে যাবার ফিকির্ দেখা যাক্, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেশ, তুমি ভোলাকে রাখ, আমিও উড়ে বেহারাদের অবশ্য রাখব। (বিধুর হাই তুলন—পূর্ণ উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করত বিধুর নিকট গমন।)

বিধু। (পূর্ণকে ধরিয়া) বুঝেছি! বুঝেছি! তোমার শ্যামবাজারের সেই লোকটির কাছে যাচ্ছ, সেখানে প্রায় তুমি তো রোজই যাচ্ছ, তবু কি তোমার আশ মেটে না?

পূর্ণ। এক জন মানুষ মরছে, তাকে আমি দেখতে যাব না? এই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল, আর রোজ রোজ সেখানে কবে যেতে দেখলে ডিয়ার্?

বিধু। (অভিমানভরে) তুমি এখনই সেখানে যাও। আর আমি ধ'রে রাখব না। পাপ কল্লে ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে, আমার কি? আর বিশেষ তিন চারি বৎসর ধ'রে যে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব, তাকে যে এখন তখন দেখতে ইচ্ছে হবে, তাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

পূর্ণ। (টুপি পুনর্ব্বার টেবিলের উপর রাখিয়া ও বিধুর নিকট ঘেঁসিয়া বসিয়া) মাইডিয়ার, তুমি বেশ জানবে যে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাকেও ভালবাসিনে।

বিধু। তবে তোমার মতন ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর ছুনিয়ায় নেই। শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন কি আমা-দের বিয়ে হবার আগে লোকে বলাবলি করত। যা হোক্, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবিনে, এখন কেবল আমার এই মনে হয় যে, আমাকে বিয়ে না ক'রে যদি তাকে বিয়ে কত্তে, তা হ'লে তোমার পক্ষেও ভাল হ'ত, তার পক্ষেও ভাল হ'ত।

পূর্ণ। এ রকম ভাবনা তোমার অনুচিত ডিয়ার্; এস এস, আর কেন?

বিধু। কেন কেন? যাও না, তার কাছে যাও না, অমন সুন্দরীকে ফেলে তোমার কি এখানে থাকা উচিত? যাও না, মিছে কেন দেরি কচ্ছ?

পূর্ণ। তবে আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই?

বিধু। (উঠিয়া) বিশ্বাস! আমি জেনে শুনে তোমার ফাঁদে পড়তে চাইনে, এই আমার অপরাধ।

পূর্ণ। (উঠিয়া) ও! সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঐক্য হয় না ডিয়ার্। এই মনে কর না কেন, আমি যদি দেখতে পাই,—একজন বেগানা লোক এসে তোমার পায়ে পড়ে আছে, তা হলে আমার হটাৎ মনে কি হয়? আমার তো মনে আর কিছু হয় না—আমার মনে হয়, বুঝি একজন মুচি এসে তোমার পায়ের জুতোর মাপ নিচ্ছে।

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া) হা হা হা! বেশ যাহোক!

পূর্ণ। না না ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক আমার মনে কোন কুসন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

বিধু। (নিকটে গিয়া) দেখ, মেয়েমানুষকে ঘেঁটিও না। কখন তোমার সন্দেহ হয় না?

পূর্ণ। কখন না। আমার স্বভাবই ও রকম না, তা তুমি বল্লে কি হবে? তা কেন, সে দিন নাচ দেখতে গিয়েছি; আমি যে কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন লোক আর একজন লোকের কাছে বলছে যে, প্রেমবাবু সমস্ত ছপর ব্যালাটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে।

বিধু। যদিও বা তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে থাকেন—তাতেই বা দোষটা কি? তিনি হচ্ছেন, আমাদের একজন প্রধান প্রচারক, গুরুলোক!

পূর্ণ। (তাড়াতাড়ি) তাই তো, আমিও তো তাই মনে করি। লোকে যে রকম প্রেমনাথ বাবুর বর্ণনা করে, দেখ্‌তে সুশ্রী, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুনলে হটাৎ ভয় হতে পারে বটে, কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না। এমন কি, যদি তুমি এই বিষয় আগে না পাড়তে, তা হলে আমি যে কিছু কথা শুনেছিলেম, আমার তাও মনে আস্‌তো না।

বিধু। (উঠিয়া টেবিলের নিকট গমন) আহা! তাই তো গা, আমার উপর তোমার কি অটল প্রেম!

পূর্ণ। মাই ডিয়ার! এ তুমি বেশ জেনে রেখো যে, সন্দেহ করার চেয়ে পাগ্‌লামি আর জগতে কিছুই নেই। এই যে সন্দেহটা, যে প্রথমে সৃজন করেছিল, সে নিশ্চয় কার নিকট হতে ভালবাসা পায়নি—না পেয়ে অন্যেরও ভালবাসাতে যাতে বাগ্‌ড়া পড়ে, এই তার চেষ্টা হল।

বিধু। মুখে মধু—হৃদে ক্ষুর! যাও যাও, আর তোমাকে আমায় বোঝাতে হবে না!

পূর্ণ। বাস্তবিক, আমার মনে কখন সন্দেহ হয় না।

বিধু। যাও, যাও, আর মিছে দেরি কর কেন? শ্যামবাজারে গিয়ে আমোদ কর গে।

পূর্ণ। তবে নিতান্তই দেখ্‌ছি তুমি আমাকে তাড়াবে? আমি গেলেই যেন তুমি বাঁচ? (যাইতে যাইতে, ঘড়ি খুলিয়া দর্শন) ও! অনেক রাত্রি হয়েছে, রোগীটা মল কি বাঁচল, কিছুই বল্‌তে পারিনে, এলেম বলে ডিয়ার! রাগ টাগ কোরো না।

[পূর্ণর ও পরে বিধুমুখীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।

মুখীর প্রবেশ।

বিধুমুখী। যা হোক্‌, এত যে জারি জুরি করলেন, এখন আমায় একবার দেখ্‌তে হবে যে, আমার উপর ওঁর বাস্তবিক সন্দেহ হয় কি না? এই গহনাগুণ এই টেবিলের উপর থাক্‌। (ঘরে সংক্রমণ করিতে করিতে আয়নার নিকট গমন) বাস্তবিক কি আমি দেখতে এত খারাপ যে, আমাকে তাঁর মনে ধরে না। আঃ, পুরুষজাতিটাই খারাপ! সবাই সমান; রোস, আজকের একটু সাজ-গোজ করা যাক্‌, সারারাতটাই এই রকম করে কাটান যাক্‌। শুধু উপদেশ দিয়ে আর কিছু হয় না। গালে একটু আল্‌তা দি, খোঁপায় এক ছড়া মালা দি;—পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি। এই রকম না করলে আর মন পাওয়া যায় না। তিনি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কি না বল্‌তে পারিনে। (পূর্ণর ঘরের কাছে গিয়া কর্ণপাত) কিছুই তো শোনা যায় না।

(বাহিরে যাইবার পথ খুঁজে না পাওয়ায় ঘুরে ফিরে এই ঘরে পুনর্বার পেরুরামের প্রবেশ।)

পেরুরাম। সকল দরজাগুলই বন্ধ, এ বাড়ীটা প্রকৃত গোলকধাঁধার মত দেখ্‌ছি; একবার ঢুক্‌লে আর বেরোবার যো নেই। এই বাড়ী থেকে এত করে পলাবার চেষ্টা কচ্চি, কিছুতেই তো পেরে উঠ্‌ছিনে।—প্রথমে যে ঘরে এসেছিলেম, আবার দেখি, সেই ঘরেই এসে পড়েছি।

বিধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই, আমার ঘরে গিয়ে শুই গে। (গহনা লইবার নিমিত্ত টেবিলের দিকে গমন ও পেরুরামের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ) ওমা গো! (ভয়ে থম্‌কিয়া দণ্ডায়মান।)

পেরু। অ্যাঁ! (ভয়ে তটস্থ) মা ঠাকরুণ! (স্বগত) বা! বা! কি চেহারা!

বিধু। (স্বগত) নিশ্চয় এ চোর—তাতে আবার আমি এখানে এক্‌লা। (টেবিলের চতুষ্পার্শে ধাবমান।)

পেরুরাম। (বিধুর নিকটে গিয়া) আমি দেখ্‌ছিলেম.—

বিধু। (ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়) এই নে বাপু—এই মুক্ত, এই হীরে, এই সব নে—কেবল আমাকে প্রাণে মারিস্ নে!

পেরু। বেয়াদবি মাপ্ করবেন, আমাকে ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। (বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত বিধুর নিকটে গমন)

বিধু। (রঙ্গস্থলের অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গিয়া) তোর পায়ে পড়ি বাপু—এই সব নে!. তোর দল বল নিয়ে চ'লে যা! সব নে, আমাকে প্রাণে মারিস্ নে।

পেরু। (অত্যন্ত ভীত হইয়া বিধুর পশ্চাতে গমন ও তাহাকে তার বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা) দল বল, মা ঠাকরণ? আমার দল বল নেই। আমি একলা, আমার কেউ নেই; আমি অতি দুঃখী বেচারা! পথ ভুলে এই বাড়ীতে এসে পড়েছি!

বিধু। পথ ভুলে এই বাড়ীতে এসে পড়েছ, তার মানে কি? কে তুই? কোথায় থাকিস্? এ রাত্রে কি সাহসে এখানে এলি?

পেরু। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ঠাক্‌রণ; আমার বাড়ী-ওয়ালার যত দোষ!

বিধু। তোমার বাড়ীওয়ালা! (পেরুর অগ্রসর ও বিধুর পশ্চাদ্গমন।)

পেরু। ঠাক্‌রণ! আমি চোর নই, আমি যে নির্দ্দোষী, তার কি প্রমাণ দেব?

বিধু। যদি তুই—

পেরু। আমাকে যদি বল্‌তে দেন, তা হলে আমি সব খুলে বলি।

বিধু। (স্বগত) লোকটা কিছু বোকা বোকা রকম দেখছি! এতে একটু সাহস হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল্ দেখি, কেমন করে এখানে এলি।

পেরু। পাল্কি চড়ে ঠাকরণ! বেশ পাল্কিখানি!

বিধু। পাল্কিতে?

পেরু। মিরজাপুরের গির্জের সামনে একটা পাল্কি ছিল, সেই পাল্কিতে চড়ে এই বাড়ীতে এসেছি।

বিধু। ও! আমার সেই পাল্কিতে? তুই কি রকমে তার ভিতর ঢুক্‌লি?

পেরু। কেমন করে ঢুক্‌লুম? (স্বগত) বেড়ে চেহারা! ঠিক সত্যিটা বলা হবে না—সব কথা খুলে বল্লে পাছে আমাকে নীচ ঠাওরায়। (প্রকাশ্যে) কোন বিশেষ কারণ জন্য—কোন বিশেষ লোকের হাত হতে আমায় এড়াতে হল—

বিধু। তার পর?

পেরু। নিবেদন কচ্ছি! আমাকে কথাটা সমস্ত বল্‌তে দিন! তারপর সেই লোকটা আমার পিছনে পিছনে তাড়া করাতে পলাবার আর অন্য উপায় না দেখে—একটা পাল্কি সামনে পেয়েই তার দর্‌জাটা খুলে ফেল্লুম। তার পর পাল্কির মধ্যে ঢুকে মনে কল্লেম, আর এক দিক দিয়ে নেবে পড়ব—না হঠাৎ বেয়ারাগুণ পাল্কির দর্‌জা খোল্‌বার শব্দ শুন্‌তে পেয়ে, পাল্কিটা কাঁদে করে নিয়ে, বোঁ বোঁ করে দৌড়ল।—আমি এত বলি থাম্ থাম্, কিছুতেই থাম্‌ল না।

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখে রুমাল প্রদান) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল।

পেরু। (স্বগত) বা! বেশ মেয়েমানুষ! এ বুঝেছে কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল! বা! চমৎকার মেয়েমানুষ!

বিধুমুখী। আঃ, উড়ে বেয়ারাগুণ—

পেরু। উড়ে বটে, ঠিক; আমিও তাই ঠাউরে-ছিলাম! (বিধুর কাছে যাইয়া) আমি চোর নই, এখন ঠাকরণ, ইচ্ছা হয় তো সব খুঁজে দেখুন—এই কাপড় ঝাড়া দিচ্চি। (কাপড় ঝাড়া দিতে উদ্যত)

বিধু। (হাসিয়া) না না না, আর কাপড় ঝাড়া দিতে হবে না—তুমি যা বলছ, তা আমি অবিশ্বাস কচ্চিনে।

পেরুরাম। তবে ঠাকরণ, তা যদি হয়—আমার উপর আর কোন সন্দেহ না থাকে যদি—(স্বগত) এমন সুখের আলাপ ভঙ্গ দিতেও ইচ্ছা হয় না। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ্যে) এখন বোধ হচ্চে প্রায় দুট বাজে, আর থাকাটা ভাল হয় না—অনুগ্রহ করে যদি যাবার পথটা দেখিয়ে দেন।

বিধুমুখী। (ঘড়ির নিকটে গিয়া) দুট বেজেছে; তাই তো, এক জন চাকরকে তবে ডাকি; (চাকরকে ডাকিবার জন্য দ্বারের নিকট গমন ও কি ভাবিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন) চাকর এলেই

বা মাথামুণ্ড তাকে কি বল্‌ব? তাই তো, এ যে ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি! তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেল্লে। এই দুট রাত্রে একাকী এক জন বেগানা পুরুষের সঙ্গে রয়েছি, চাকর্‌রা দেখে কি মনে কর্‌বে; এ ভারি বিপদ বটে।

পেরু। তবে ঠাক্‌রুণ, এমন একটা উপায় বলে দিন, যাতে করে আমি এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, অথচ আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

বিধুমুখী। আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে যদি ঐ গবাক্ষ দিয়ে?—

পেরু। (না বুঝিতে পারায়) কি বল্লেন ঠাক্‌রুণ? ক-ক-ক অক্ষ দিয়ে?

বিধু। (স্বগত) তোমার পেটে ক অক্ষর গোমাংসই বটে। (প্রকাশ্যে) না না না, আমি বল্‌চি, এই গবাক্ষ অর্থাৎ জান্‌লা দিয়ে যা এক পলাবার পথ আছে।

পেরু। জান্‌লা? (জান্‌লার কাছে গিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ ও জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি) ও বাবা! যে উঁচু! এ আমার কর্ম্ম নয়—শেষে কি জান্‌টা খোয়াব?

বিধুমুখী। তবে আর উপায় নেই; আর এই তো দোতলা বৈ তো নয়;—এখান থেকে স্বচ্ছন্দে;—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা! এ যে দেখ্‌ছি পুরুষের ঘাড়ে হাগে! দোতলা বৈ ত নয়! (প্রকাশ্যে) গোলামকে মাপ কর্‌বেন, আমার লাফানটা বড় এসে না; কিন্তু লম্ফটা শিখতে আত্যেন্তিক বাসনা আছে। এখন নাকি শুন্‌তে পাই, যে লাফাতে পাবে, সেই ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ পায়। আর যদি কোন কর্ম্ম না জোটে, ঠাকরুণ! তা হলে দেখছি, সেই এককালে লাফাতে হবে।—

বিধু। এখন ম্যালা ফালুত বক্‌লে কি হবে? হয় এই জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়, না হয় তো দেখ্‌ছি ঐ বন্দুকের গুলী খেয়ে প্রাণটা যাবে।

পেরু। বন্দুক? বাবা রে! (স্বগত) যে মেয়েমানুষ, বলে কি না "দোতলা বৈ ত নয়," তার অসাধ্য কিছুই নেই,—(প্রকাশ্যে) মাঠাক্‌রুণ! পায়ে পড়ি, আমাকে মের না! আমি তোমার পায়ের গোলাম।

বিধু। আমি মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে মার্‌তে যাচ্ছিনে,—তবে কি না আমার স্বামী ভারি;—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা! আবার স্বামী আছে নাকি?—(প্রকাশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকাতরে) একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দাও মাঠাক্‌রুণ। তোমার পায়ে পড়ি—আর এমন কর্ম্ম কখন কর্‌ব না।

বিধু। ঐ গবাক্ষ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

পেরু। (নিরাশ হইয়া) আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্‌। (লম্ফঝম্প) ও বাবা! প্রথমে লাফিয়ে জান্‌লাটার উপর উঠ্‌তে হবে, তার পর আবার জান্‌লা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়্‌তে হবে; আমার কর্ম্ম নয়; লাফিয়ে যদি জান্‌লায় উঠ্‌তে যাই, তা হলে নিশ্চয় প'ড়ে যাব—আর জান্‌লে মাঠাক্‌রুণ! আমার একটা ভারি বদ্‌-রোগ আছে, শরীরে আমার একটু ব্যথা সয় না; ভারি সুখী শরীর; যদি একটু কোথাও লাগে, তা হলে আমি এমনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ব যে, বাড়ী শুদ্ধ লোক জেগে পড়্‌বে।

বিধু। তা বটে, তবে শীঘ্র জান্‌লাটা বন্দ ক'রে দেও। (পেরু জানালা বন্দ করিতে গিয়া অঙ্গুলী চিম্‌টিয়া যাওন ও ব্যথা প্রযুক্ত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে উদ্যত।)

বিধু°। (পেরুর প্রতি) চুপ্‌ চুপ্‌! (স্বগত) এইবার দেখ্‌ছি বাড়ী শুদ্ধ জাগালে, আ! কি আপদেই পড়েছি। এ পাপকে কি রকম ক'রে বিদায় করি? আর একটা কোন উপায় ঠাওরান যাক্‌। (সংক্রমণ ও চিন্তা করিতে করিতে) আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে আমার স্বামীকে পষ্টাপষ্টি বলা যাক্‌ না কেন যে, এই রকম ঘটনা হয়েছে; সত্য কথাই ভাল। আর এতে কোন ভয় নেই, কারণ, তিনি আমাকে সারাদিনই বলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র আমার উপর সন্দেহ হয় না। (পূর্ণবাবুর ঘরের দরজার কাছে গিয়া) ওগো! ওগো! (চিন্তা করিয়া) না না না না, একটা কথা মনে পড়েছে। তখন আমাকে তিনি আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবুর কথা বলেছিলেন—ভাল, একেই প্রেমবাবু বলে চালানে

হয় না? হাঁ হাঁ, এই বেশ কথা। (পেরুরামকে নিরীক্ষণ।)

পেরু। (স্বগত হাই তুলিয়া) আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না;—গণৎকার ব্যাটার মুখে আগুন। এত কর্ম্মভোগও ছিল! প্রায় তো আড়াইটে হয়েছে, আ! এতক্ষণ কামিনীর বাড়ীতে দিব্যি ক'রে নিদ্রা যেতেম!

বিধু। (স্বগত) তিনি যে বড় বলেন, তাঁর মোটেই সন্দেহ হয় না, ভাল, তাঁকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, কেমন তাঁর সন্দেহ হয় না, (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) দেখ, আমি একটা উপায় ঠাওরেছি।

পেরু। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) টাওরেছেন? বেশ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে? (যাইবার পথ অন্বেষণ।)

বিধু। (একটা চৌকি দেখাইয়া) না না না, এইখানে বোসো!—এই চৌকিতে।

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) এইখানে বস্‌বো?

বিধু। হাঁ! (বিধুর কৌচে উপবেশন ও পেরু-রামের চৌকিতে আলুগোচে আড়ষ্ট হইয়া উপ-বেশন) পূর্ব্বে তুমি কি কায কত্তে?

পেরু। ও ঠাক্‌রুণ, এককালে আমি মস্ত কাজ করেছি,—আফিসের কেরাণী ছিলেম।

বিধু। আমার একজন সরকার চাই, বোধ করি, তুমি সরকারের কর্ম্ম করতে পারবে?

পেরু। সরকার?

বিধু। মাসে আড়াই টাকা আর খাওয়া-পরা।

পেরু। (উঠিয়া) মাসে আড়াই টাকা, আবার খাওয়া-পরা। আমার এই ঢের! আজকালের বাজারে এই বা পায় কে? কত বি এ, এম্ এ কাযের জন্য হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্চে!

বিধু। তবে তুমি এতে রাজি হলে?

পেরু। (পুনরুপবেশন করিয়া) তাতে আর সন্দেহ নাই।

বিধুমুখী। তবে তো এক রকম সমস্তই ঠিক হল,—তোমার এখন নামটা জান্‌তে হবে যে?

পেরু। (উঠিয়া যোড়হস্তে বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আমার নাম পেরুরাম।

বিধুমুখী। (হাসিয়া) ওকি বিচ্ছিরি নাম? ওনাম বদ্‌লালে তোমার কোন ক্ষতি আছে?

পেরু। আজ্ঞে, কিছুমাত্র না। নামে কি এসে যায়? আপনি গোলামকে যা আজ্ঞা করবেন, তাতেই রাজি আছি!

বিধু। প্রেমনাথ কেমন নাম?

পেরু। প্রেমনাথ। বা! এমন শরেশ নাম তো আমি কখন শুনিনি।

বিধু। তবে ঐ নাম তোমার হ'ল। (বিধু উঠিল, পেরুও উঠিয়া অন্যমনস্ক হইয়া "আড়াই টাকা" ইত্যাদি অঙ্গুলীতে গণনা। ইতিপূর্ব্বে বিধুমুখী তাঁর স্বামীকে তাঁর নিজ কাম্‌রায় আসিয়া অলক্ষিতভাবে শুইতে দেখিয়া তাঁর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে পেরুরামকে লক্ষ্য করিয়া) প্রেমনাথ বাবু! ও প্রেমনাথ বাবু! কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন?

পেরু। (প্রথমে অন্যমনস্ক প্রযুক্ত শুনিতে না পাওয়ায়) আজ্ঞে! গোলামকে বল্‌ছেন? জল-যোগ? জলযোগটা হলে ভাল হয় বটে: ক্ষুধাটাও আত্যেন্তিক প্রবল হয়েছে! (স্বগত) আর পেটে খেলেও পিঠে সয়, এখন জান্‌লা থেকে পড়তে হয়, কি স্বামী ব্যাটার বন্দুকেই মারা পড়তে হয়, তার তো কিছুই ঠিক নেই।

বিধু। (স্বগত) আমার স্বামী ঘরে এসে আস্তে আস্তে শুয়েছেন, তা আমি টের পেয়েছি! এত চেঁচিয়ে প্রেমনাথ বাবু প্রেমনাথ বাবু ক'রে ডাক্‌চি, তবু যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ হচ্চে না? বোস্, ভোলাকে এর জন্য জলখাবার আন্‌তে ব'লে দি। ভোলা! ভোলা!

ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে
ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। ঠারণ, আমায় ডায়েছেন?

বিধু। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধু। কিছু জলখাবার নিয়ে এস তো!

ভোলা। আজ্ঞে! (পেরুরামকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান) (স্বগত) এ রাত্তির ব্যা'লা আবার একটা কারে জোটায়ে আনেছে! আমার বাবুরে যে কি গুণ করেছে, তা বল্‌তে পারিনে—সে দ্যাহেও দ্যাহবে না—শোনেও শোন্‌বে না।

বিধু। জলখাবার নিয়ে এসো গে না! আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভোলা। এই যাই।

[ত্যক্ত হইয়া ভোলার প্রস্থান।

পেরু। (স্বগত) আ! এখন খেয়ে বাঁচব—সমস্ত দিনটা আজ পেটে অন্ন পড়ে নি! (পূর্ণবাবু এই সময়ে দ্বারের নিকটে আগমন ও পেরুরামকে দেখিয়া থমকিয়া দণ্ডায়মান—পরে মশারির পিছনে লুক্কায়িত হইলেন)—

বিধু। (পূর্ণকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে স্বগত) এই যে, উনি আড়াল থেকে শুনছেন! (চৌকিতে বসিতে পেরুকে ইসারা ও আপনিও কৌচে উপবেশন। পেরুর প্রেমে বিধুমুখী পড়িয়াছে মনে করিয়া পেরুর নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী) এইবার খুব চেঁচিয়ে এর সঙ্গে কথা কওয়া যাক (প্রকাশ্যে) প্রেমবাবু! সে দিন মন্দিরে ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) মন্দিরে আবার এর সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল? কালীঘাটের মন্দিরে এ সে দিন গিয়েছিল না কি?

বিধু। যা হোক্, এখন ধর্ম্মপ্রচারটা কেমন চল্‌ছে?

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) ও! ধর্ম্মতলার বাজারের কথা বুঝি বল্‌চে। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মতলার বাজার এখন খুব গুল্‌জার।

বিধুমুখী। (স্বগত) না না, এ সব বিষয়ে আর এর সঙ্গে কথা কোয়ে কায নেই—যদি এক চুপ্ কোরে থাকে, তা হলে না হয় ওকে আমাদের প্রচারক প্রেমনাথ বাবু ব'লে এক রকম দাঁড় করাতে পারি। কিন্তু এ যে রকম উত্তর দিচ্চে, তা শুনে পাছে তিনি আর কিছু ঠাওরান। যাতে তাঁর মনে সন্দেহ না হয়, এমন কোন কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্ (প্রকাশ্যে) ভারতাশ্রম, কি চমৎকার জায়গা! সেখানে বেশ দুজনে সুখে থাকা যাবে।

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) ভারতবর্ষ চমৎকার জায়গা। আমি সেখানে একবার গিয়েছিলেম—ও কথা বল্‌বেন না—অমন জায়গা আর দ্বিতীয় নেই।

বিধুমুখী। মিষ্টালাপে সময়টা কেমন সুখে অতিবাহিত হয়!

পেরুরাম। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত)—ও! মিষ্টান্নের কথা বল্‌ছে বুঝি! এখন যে মিষ্টান্ন এলে হয়—পেট্‌টা ক্ষিদেতে চোঁ চোঁ কচ্চে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, একটা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাও দেখি?

পেরুরাম। (স্বগত) বাঃ? মেয়ে মানুষটা খুব রসিক দেখ্‌ছি, আবার গাইতে বলে! আচ্ছা, একটা গাচ্ছি।

সিন্ধু-ভৈরবী।

(গান)

প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অকৃতী সন্তান ব'লে আমারে দিও না ফাঁকি॥

বিধুমুখী। (লজ্জিত হইয়া) থাক্, থাক্, আর কায নেই।

পেরুরাম। (স্বগত) ও! বুঝিছি, শ্যামা-বিষয়ক গান ব'লে এর মনে ধরল না। মেয়ে মানুষটা খুব রসিক না কি, তাই একটা রসের গান শুনতে চায়। (প্রকাশ্যে) আর একটা ভাল দেখে গান গাব?

বিধুমুখী। আচ্ছা, এবার একটা ভাল গান গাও।

পেরুরাম। আচ্ছা—

ভৈরবী।

ও কালাচাঁদ বাতাস কর গর্‌মিতে মরি,
গর্‌মিতে মরি কালাচাঁদ গর্‌মিতে মরি।

বিধু। থাক্ থাক্—আর কাজ নেই (পূর্ণর মশারি নড়িতে দেখিয়া—স্বগত) এইবার বোধ হচ্চে ওঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। যা হোক্, আমিও তো আর হাসি রাখ্‌তে পারছিনে। (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) আমি চাকরটাকে জলযোগের তাড়া দিয়ে আসি—আমি এলেম ব'লে।

পেরুরাম। আঃ! তা আর আমার কাছে বল্‌তে হবে না, এ তো ঘরের কথা।

বিধু। আমি এলেম ব'লে। (স্বগত) একটু হেসে আসি গে; দম্‌টা ফেটে যাচ্ছে।

[বিধুমুখীর প্রস্থান।

পেঁকুরাম। খাসা মেয়ে মানুষ বটে! কেবল ভারত-বর্ষের কথা আর ধর্ম্মতলার বাজারের কথা কেন বল্লে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না। (পেঁকুর কৌচে আয়েস্ করিয়া উপবেশন)

(ম্লান ও ব্যাকুলভাবে পূর্ণবাবুর প্রবেশ)

পূর্ণ। (স্বগত) এ দেখ্‌ছি বড় বেশি বাড়াবাড়ি! যা হোক্, যতদূর স্থিরভাবে থাকতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে।

পেঁকু। (সম্মুখে পূর্ণ বাবুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া) আরে মর্, এ ব্যাটা আবার কে এল? (উত্থান)

পূর্ণ। আমি।

পেঁকু। আমি? আমি কে?

পূর্ণ। তুই ব্যাটা আমার জায়গায় কি ক'রে এসে ভর্ত্তি হলি?

পেঁকু। (স্বগত) ওঁর জায়গাই বটে। ও, বুঝেছি, এ ব্যাটা এ বাড়ীর পুরানো সরকার—যার জায়গায় ঠাক্‌রুণ আমাকে বাহাল করেছেন;—এ নিশ্চয় সেই ব্যাটা!

পূর্ণ। আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস্ নে যে বড়?

পেঁকু। যা যা। তোর আপনার চর্‌কায় তেল দি গে যা! আমাকে ত্যক্ত করতে এসেছে!

(জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

পূর্ণ। (পেঁকুর প্রতি) হারামজাদা ভণ্ড কোথাকারে! ঠাকুর বাড়ে এখানে প্রচার করতে এসেছেন—প্রচার কর্‌বার আর জায়গা পেলেন না। (ভোলার প্রতি) এ সব কি?

ভোলা। জলখাবার।

পূর্ণ। আমার জন্যে?

ভোলা। এর জন্যে।

পূর্ণ। ওর জন্য জলখাবার! নিয়ে যা এখান থেকে।

ভোলা। ঠারণ আমায় আন্‌তি বল্লেন।

পূর্ণ। আমার কথা শুনছিস্ নে?

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) অ্যাহন কার কথা শুনি ম্যানে! [অত্যন্ত চটিয়া ভোলার প্রস্থান।

পেঁকু। আমার জন্য জলখাবার এল: উনি নিয়ে যেতে বল্‌ছেন! কি সুখ! আমার যদি তোর দশা হত, তা হলে তো আমি এত গুল্লি বক্তেম না। একটা কর্ম্ম থেকে ছেড়ে যাওয়া কষ্ট বটে; কিন্তু তোরই কি একলা কর্ম্ম গ্যাছে—পৃথিবীতে কি আর কারও কর্ম্ম যায় নি, না যাবে না? তুই যদি এখন কর্ম্মের যুগ্যি না হোস্, সে তো আর আমার দোষ না।

পূর্ণ। যুগ্যি না হোস্! তার মানে কি রে ব্যাটা?

পেঁকু। মানে! মানে এই যে, গিন্নী তোকে আর পছন্দ করে না। মানে আবার কি হবে? মেয়ে মানুষের মন তো জানিস—কার প্রতি কখন্ সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে? আবার দিন কতক পরে আমার উপরেও ঐ রকম হতে বা আটক কি?

পূর্ণ। তুই মনে করিস্‌নে, আমি এই সকল কথা সহ্য কোরে থাক্‌ব।

পেঁকু। আরে বাপু—তুই করবি কি? আর কি কোন চারা আছে; মাইনেটা হাতে চুকিয়ে দিলেই ধিব্ ধিব্ কোরে চলে যেতে হবে!

পূর্ণ। এ ব্যাটা পাগল না কি?

পেঁকু। তা বল্‌বার যো নেই বাবা! পাগল হলে গিন্নীর মনে ধর্‌ত না!

পূর্ণ। আরে ন্যাকাম রেখে দ্যাও। ছোট লোকের মত কথাগুল ছেড়ে দ্যাও। ওতে আমি ভুলি নে। ইদিকে, প্রচার কর্‌বার সময় কেমন মস্ত মস্ত সংস্কৃত কথা! আবার এখন ন্যাকাম দেখ না! (স্বগত) এ নিশ্চয় সেই প্রেমনাথ বাবু—আমি তখন আড়াল থেকে শুন্‌ছিলেম, কি প্রচারের কথা হচ্ছিল।

পেঁকু। ওরে ব্যাটা, আমি ছোট লোকের মত কথা কচ্ছি! তুই ব্যাটা ছোট লোক।

পূর্ণ। কি বলব, আমার হাতে এখন চাবুক নেই, না হলে তোকে একবার দেখিয়ে দিতেম!

পেঁকু। (ভয়ে স্থানান্তরে উঠিয়া বসিয়া) চাবুক্ নেই, ভালই হয়েছে! কথায় কথায় হচ্ছিল, আবার হাতাহাতি কেন বাবা?

(পূর্ণ কট্‌মট্ করিয়া পেঁকুর প্রতি নিরীক্ষণ।)

পূর্ণ। তুই ব্যাটা ভারী ভীতু!

পেঁকু। তা বটেই তো! ভীতু! আমি শুধু শুধু এই রাত্রে চাবুক খেয়ে মরি আর কি, তোর যে রকম গরম মেজাজ দেখছি বাবা, তাতে যে

গিন্নীর কাছে এত দিনও টিকে ছিলি, এই তোর পরম ভাগ্যি বলতে হবে।

পূর্ণ। চুপ রও! ফের্ যদি একটা কথা কবি তো দেখতে পাবি! বেরো এ ঘর থেকে! তোর কথা আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, বেরো হারাম্‌জাদা! (পেরু টেবিলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও পূর্ণ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা।)

পেরু। ওঁর ভারি সুখ! "ঘর থেকে বেরো"! (দৌড়িয়া রঙ্গভূমির অপর পার্শ্বে পলায়ন) আর এক ঘণ্টা আগে যদি বেরোতে বল্‌তিস্, তা হলে আমি বর্ত্তিয়ে যেতেম—এখন ওর জায়গায় জুত কোরে বোসে নিয়েছি—এখন বলে কি না "বেরো" (পূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের প্রবেশ-দ্বারের নিকট গমন ও দ্বার উদ্‌ঘাটন—পেরু ধাবমান)

পূর্ণ। এই শেষবার বল্‌ছি, বেরো ঘর থেকে, না হলে জোর কোরে ঐ জান্‌লা দিয়ে বাহিরে ফেলে দেব।

পেরু। (স্বগত) এ-ও যে আবার জান্‌লা দিয়ে বেরুতে বলে! এ বাড়ীর সকলেরই এই একটা বাতিক আছে না কি?

পূর্ণ। (পেরুর নিকটে গিয়া) আমার কথা শুনছিস্? (তলবার লইয়া আক্রমণ)

পেরু। ও বাবা! এ দেখি ঠাট্টা না। (চাৎকার) মাল্লে রে! মাল্লে রে! পুলিস্‌ম্যান! চৌকিদার! চোর! চোর! গেলুম রে! গেলুম রে!

(পূর্ণর নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা—পূর্ণ পশ্চাতে ধাবমান—পেরুর চৌকি বাধিয়া পতন— ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা, বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু। এ সব কি? কি ভয়ানক শব্দ!

পূর্ণ। বেশ সময়ে এসেছ! এখন অনুগ্রহ কোরে বল দেখি একবার, এই সকল ব্যাপারের মানে কি? এই ব্যক্তি এই বাড়ীতে কি কোরে এল? এ ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ মিষ্টালাপ হচ্ছিল, তাও আমি সব শুনেছি!

বিধু। ছি ছি ছি! এমন কর্ম্মও করে? দরজার আড়াল থেকে দেখছ তবে সব কথাই শুনেছ!

পেরু। (নিকটে আসিয়া) এ ভারি অন্যায়।

পূর্ণ। চোপরাও হারামজাদা, না হলে এই তলবার দিয়ে তোর মুণ্ডু দুখানা কোরে ফেলবো!

পেরু। (সরিয়া গিয়া) লোকটা ভারি বদ্‌রাগী দেখছি!

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) যদি তুমি সব শুনেই থাক, তা হলে অধিক কিছু আর আমার বল্‌বার নেই; বোধ হয়, তা হলে তুমি এতক্ষণে জান্‌তে পেরেছ যে, এই লোকটিকে আমি সরকার রেখেছি।

পূর্ণ। এখন তোমার ঠাট্টা মস্করাম রেখে দ্যাও; যে রকম ব্যাপার দেখেছি, তাতে তো আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই।

বিধু। সন্দেহ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি?

পূর্ণ। সন্দেহের মানে কি, আপনি মনে বুঝে দেখ না।

বিধু। তবে দেখছি আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

পেরু। ও ব্যাটার সঙ্গে আবার শিষ্টাচার কি? আমি যদি হতুম, তো এখনি ওকে গলাটাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম।

(পূর্ণর পুনর্ব্বার পেরুর প্রতি আক্রমণ)

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) যে রকম তোমার ব্যবহার দেখচি—আজকের অবধি তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'ল।

পূর্ণ। বেশ তো! আমারও তাই ইচ্ছে! আজকে থেকে ছাড়াছাড়ি হল, আর এখন ডাইভোর্সেরও আইন হয়েছে; তোমার টাকাকড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিবেই আমি স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

বিধু। কালই আমি বাপের বাড়ী যাব—আর সেখানে যদি বাপমায়ে না ন্যায়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস করব।

পূর্ণ। আমিও কাল্‌কে থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে থাক্‌ব!

[ক্রোধভরে পূর্ণ ও বিধুমুখীর প্রস্থান।

পেরু। দুজনেই চলে গ্যাছে, আমিও আমার পথ দেখি। ও ব্যাটা যে রকম গোঁয়ার লোক দেখছি—আবার কখন্ ঠুকে টুকে দেবে। গিন্নী এ রকম মানুষকে যে ছাড়িয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? (হুড়াহুড়িতে একটা বোদাম

ছিঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বে পড়ায় তাহা টেবিলের নীচে অন্বেষণ।)

পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ।

পেরু। (টেবিলের নীচে হইতে উঠিবার সময় পূর্ণকে সম্মুখে দর্শন)

পূর্ণ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আজ যে রকম ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আর এ কলঙ্ক কিসে যাবে?—এই তলবার দিয়ে—

পেরু। (ভয়ে) ও বাবা রে! আমাকে মারিস্ নে বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা! তোর কর্ম্ম তোকে ছেড়ে দিচ্ছি বাবা!

পূর্ণ। প্রেমবাবু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই কি তোমার প্রচার? "পরিবার বন্ধন" "পরিবার বন্ধন" "পরিবারের মধ্যে শান্তি" এই রকম কতকগুলি কথা ক্রমাগত মুখে মুখে ব'লে বেড়াও, আর তুমি নিজে কি না এই রকম ক'রে এক জন ভদ্রলোকের পরিবারের শান্তি ভঙ্গ কত্তে এস; এখন আবার ধরা প'ড়ে পাগলের মত আপনাকে দেখাতে চেষ্টা করছ?—তোমাকে আমি এর সমুচিত শাস্তি দেব—(তলবার হস্তে আক্রমণ ও পেরু ভয়ে কম্পমান)

পেরু। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে বাবা! আমি নিজে হতে এখানে আসি নি বাবা! এ বাড়ীর পাল্কি-বেহারারা আমাকে নিয়ে এসেছে।

পূর্ণ। তবে তো আরও ভাল দেখছি; আবার পাল্কি-বেহারাদের ঘুস্ দেওয়া হয়েছে; আর কথা না—(তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত) বাবু পূর্ণচন্দ্রকে যে অপমান করে, তার আর নিস্তার নেই। (পেরু পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ণ বাবুর নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

পেরু। আপনি কি পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। তবে দেখছি, তুমি আমার নামও জানতে।

পেরু। না, আমি তা জানতেম না। আমি মনে করেছিলেম, আপনি এ বাড়ীর সরকার।

পূর্ণ। (আশ্চর্য্য হইয়া) তার মানে কি? বল দেখি ব্যাপারটা কি?

পেরু। আপনার নাম পূর্ণ বাবু! আপনি যে আমার মুরব্বি। আমি মহাশয়ের কাছে কত বেয়াদবি করেছি, তা বল্‌তে পারি নে। অনুকূল বাবু আমার বিষয় মহাশয়ের কাছে সুপারিষ করেছেন! আমার নাম পেরুরাম!

পূর্ণ। পেরুরাম!

পেরু। অনুকূল বাবু আপনাকে একটা পত্র দিয়েছিলেন—ঐ পত্রখানা মহাশয়ের কাছে কালকে আমার নিয়ে যাবার কথা। (পত্র প্রদান)

পূর্ণ। (পত্র পাঠ) "প্রিয়-পূর্ণ বাবু! এই পত্রবাহককে কোন একটা কর্ম্ম প্রদান করিলে বাধিত হব। ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কিন্তু আসলে লোক মন্দ নয়।"

পেরুরাম। (তাড়াতাড়ি) তিনি আমাকে বেশ চেনেন—এই আমার সার্টিফিকেট। (পূর্ণবাবুকে প্রদান)

পূর্ণ। তবে "প্রেমবাবু' নাম তোমার কি ক'রে এল?

পেরু। আ! রাম রাম রাম রাম! আমি কি আমার নাম প্রেমবাবু রেখেছি! এ বাড়ীর গিন্নী ঠাক্‌রুণ আমাকে ঐ নাম দিয়েছিলেন! প্রথমে যখন তিনি আমাকে দেখেছিলেন, তিনি আমাকে চোর ঠাওরেছিলেন—তার পরে তিনি আমাকে তাঁর সরকার রাখলেন; তার পর তিনি এতদূর আমার উপর সদয় হয়েছিলেন যে, আমাকে জলযোগ করতে পর্য্যন্ত অনুরোধ কল্লেন—যা হউক, সে জলযোগ আমার অদৃষ্টে নাই।

পূর্ণ। (স্বগত) এতক্ষণে আমি মোদ্দাখানা বুঝতে পাল্লেম! বিধুমুখী আমাকে নিয়ে রঙ্গ কচ্ছিলেন।

পেরু। গিন্নী আমাকে যে কর্ম্ম দিয়েছেন, তাতে যদি অনুগ্রহ কোরে আমাকে বাহাল রাখেন।

পূর্ণ। আচ্ছা, তা পরে বিবেচনা করা যাবে। (অগ্রে গমন)

পেরু। (পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত) তা হলে চিরকাল মহাশয়ের পায়ের ছুঁচ হয়ে থাকব!

পূর্ণ। (স্বগত) আচ্ছা ডিয়ার! আজকে তুমি বড় এক হাত আমার উপর নিয়েছ! এইবার আমার পালা! রোসো, তোমাকে একটু ভয় দেখাই! একটা মতলব ঠাওরেছি। (চিন্তা করিয়া) বিধুমুখীর কাম্‌রার জান্‌লা দিয়ে, আমাদের বাড়ীর বাগান বেশ দেখা যায়। (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) পেরুরাম!

তোমাকে সেই কর্ম্মে বাহাল রাখব—কিন্তু তোমার একটি কাজ করতে হবে।

পেরু। গোলাম তো হাজির আছে—যা আজ্ঞে করবেন—

পূর্ণ। এই দুট তলবার ন্যাও, নীচে বাগানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

পেরু। অ্যাঁ! যুদ্ধ! (দুহাত পিছনে সরিয়া দণ্ডায়মান)

পূর্ণ। সত্যিকের যুদ্ধ নয়; যেন আমরা দুজনে যুদ্ধ কচ্ছি, এই রকম আমি দেখাতে চাই।

পেরু। আর বল্‌তে হবে না। আমি বুঝেছি। কিন্তু মিথ্যা যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে কার কোথায় আবার দৈবাৎ লেগে যাবে! আর বিশেষ, যখন যুদ্ধ কচ্ছি, এইটে দেখান নিয়ে বিষয়, তখন দুজনে যাবার আবশ্যক কি? আমি একলা সেখানে গিয়ে অস্ত্রগুণ ঝন্ ঝন্ কল্লেই তো হল?

পূর্ণ। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ভাল; আর এখন অন্ধকারে পষ্ট কিছুই দেখা যাবে না! আচ্ছা, তুমি একলাই যাও, আমিও তা হলে কি হচ্ছে, তা সব এখান থেকে দেখতে পাব। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও—নেমে গিয়ে, বাঁ হাতো একটা দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়।

পেরু। আচ্ছা।

[তলবার লইয়া পেরুর প্রস্থান।

পূর্ণ। (স্বগত) বিধুমুখী আজকে যা হোক্ আমাকে বড় ঠকান্‌টা ঠকিয়েছিলে—এখন দেখি, আমি তাকে ঠকাতে পারি কি না! (বিধুমুখীর ঘরের দরজার নিকট গমন ও দ্বারের ছিদ্র দিয়া দর্শন) এই যে এই দিক দিয়েই আস্‌ছে! (অন্য দ্বারের পর্দ্দার আড়ালে লুক্কায়িত হইলেন ও যখন বিধুমুখী প্রবেশ করিল, তখন ঐ দ্বার দিয়া অলক্ষিত-ভাবে পলায়ন)

(বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু। তারা গেল কোথা? বোধ হয়, এতক্ষণে পেরুরামের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসল বৃত্তান্তটা টের পেয়েছেন। আর যে তাঁর মনে কখন সন্দেহ হয় না, সে গুমরটাও বোধ হয় এতক্ষণে ভেঙ্গেছে! কিন্তু কোথায় তিনি?—রাগ তো করেন নি; যদি রাগই বা ক'রে থাকেন, তা হলে আমাকে এসে ধম্‌কাচ্ছেন না কেন? যা হোক, আমার ভয় হচ্ছে! কেন আমি মর্‌তে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ কর্‌তে গিয়েছিলেম? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হলে সমস্ত বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্ণ। (নেপথ্য হইতে ভাণ করিয়া বিকট চীৎকার) হা! বিধুমুখি!

পেরু। (নেপথ্যে) সামাল! সামাল। (তলবারে তলবারে ঝন্‌ঝনি শব্দকরণ)

বিধু। বাগানে কার গলা শুন্‌তে পাই? (জান্‌লার কাছে গিয়া—তলবারের ঝন্‌ঝনি শব্দ শ্রবণ)

পেরু। (নেপথ্য হইতে) মার্ ব্যাটাকে, মার্ ব্যাটাকে।

বিধু। ও মা কালী, রক্ষা কর, কি ভয়ানক শব্দ! (জান্‌লা খুলিয়া দর্শন—বাহিরে অত্যন্ত অন্ধকার) তলবারের শব্দ! মারামারি হচ্ছে। আমারি নির্ব্বুদ্ধিতার ফল! বাঁচা রে। বাঁচা রে! থাম্, থাম্, (কৌচে মূর্চ্ছা হইয়া পতন ও পূর্ণবাবুর তাহার নিকট দৌড়িয়া আগমন)।

পূর্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ও কি মাই ডিয়ার!—ও কিছুই নয়—আমি তামাসা কচ্ছিলেম। মূর্চ্ছা গ্যাছে দেখছি—কে আছিস্ ওখানে? এ দিকে আয় রে! কি পাগলামিই করেছি!

তলবার লইয়া পেরুরামের প্রবেশ।

পেরু। (হাসিতে হাসিতে) পূর্ণবাবু! এখন মনের মত হয়েছে তো? আমি খুব যুদ্ধ ক'রে এসেছি।

পূর্ণ। (ভয়ে ব্যস্ত হইয়া) বেশী মাত্রা হয়ে গ্যাছে। এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি স্মেলিং সল্ট্ নিয়ে আসি।

[পূর্ণবাবুর প্রস্থান।

বিধু। (চেতন পাইয়া) কে ও? নাথের গলার আওয়াজ শুন্‌ছিলেম না?

পেরু। (তাড়াতাড়ি) আমি ঠাক্‌রণ! আমি পেরুরাম।

বিধু। রে দুষ্ট নরাধম! তুই আমার প্রাণনাথকে হত্যা করিয়াছিস?

পেরু। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, আমি না।

বিধু। যা হোক্, তুই এখান থেকে পালাতে

পারবিনে, (চীৎকার) ভোলা! ভোলা! খুন কল্লে! ডাকাত এসেছে!

পেরু। (স্বগত) বাবা রে! কি ভয়ানক করেছে দেখ। আমিও এই সময়ে পালাই!

[তলবার হস্তে পেরুরামের পলায়ন।

বিধু। ভোলা! ভোলা! খুন কল্লে! ডাকাত এসেছে।

(ভোলা ও আর এক জন ভৃত্য আসিয়া পেরুর প্রতি আক্রমণ)

(বিধুমুখী চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের নিকট গমন, এমন সময় পূর্ণ আসিয়া বিধুমুখীকে আলিঙ্গন)।

ভোলা ও আর একজন ভৃত্য পেরুরামকে লইয়া প্রবেশ।

পেরুরাম আড়ষ্ট ও ভয়ে কম্পমান!

ভোলা। যহন ঠারণ আমায় ডায়েলেন, তহন দ্যাকি কি না, এই ব্যাটা যমকিঙ্করের মত খাড়া হাতে বাগানের দিকি পলাতি যাচ্চে। বুড়া হয়েছি বটে, তবু হাড়ে মজবুত আছি। শালা ডাকাতি কত্তি আয়েছেন। (গুঁত প্রদান)

পেরু। ও বাবা রে! (পূর্ণবাবুকে দেখিতে পাইয়া) একি পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ভোলা! ওকে ছেড়ে দে!

[ভোলা ও অন্য চাকরের প্রস্থান।

পেরু। (বস্ত্রাদি সাম্‌লাইয়া) রক্ষা কর! বাঁচলেম। ব্যাটাদের পাঁচ মিনিট ধ'রে বোঝালেম,—বলি— ঠাক্‌রুণ আমাকে সরকার রেখেচেন, ব্যাটারা কি কিছুতেই বুঝবে না?

বিধু। (স্বগত) বুঝেছি, উনি আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছিলেন,—যা হোক, এ লোকটা বড় কষ্ট পেয়েছে—এর জন্য কিছু জলখাবার আনতে বলে দি। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ।

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (না শুনিতে পাইয়া) কি বল্লেন?

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। এই যাই, (স্বগত) এ কি হচ্ছে, আমি তো এর কিছুই ব্যাওরা পাই না।

[ভোলার প্রস্থান।

পূর্ণ। পেরুরাম! তুমি যে সব কষ্ট আজ সহ্য করেছ,—তার পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে সরকারের পদেই বাহাল রাখলেম। আরও যদি তোমার কোন উপকার কর্‌তে পারি, তাও বল;—

পেরু। (স্বগত) আর কি বলি? রোস, সেই চিঠিটার কিছু সন্ধান ব'লে দিতে পারেন কি না দেখি; (প্রকাশ্যে) গোলামের উপর যদি এতই কৃপাদৃষ্টি হয়েছে,—তা আমাকে যদি একটা সন্ধান ব'লে দিতে পারেন, তা হ'লে আমার বড় উপকার হয়। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই।

বিধু। আচ্ছা, বল না, কি শুনি?

পেরু। যদি বেয়াদপি মাপ করেন তো বলি। ঠাক্‌রুণ! আমার মতন হতভাগা লোক আর দুনিয়ায় নেই। কামিনী ব'লে এক জন পরমা সুন্দরী মেয়েমানুষকে আমি ভালবাস্‌তেম; আমি ভাব্‌তেম, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি, আর একজন আমার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সেই লোকটা কে জান্‌বার জন্য আমি ভারি অস্থির হয়েছি। আর কোন চিহ্ন নেই, যা দেখে আমি তার সন্ধান পেতে পারি,—কেবল এই পত্রখানা আছে;—এর উপরে একটা 'প' লেখা আছে; —এই চিহ্ন দেখে যদি কিছু আপনারা সন্ধান ব'লে দিতে পারেন!

বিধু। (স্বগত) এ লোকটা নিতান্ত বোকা দেখ্‌ছি, এর সন্ধান আবার আমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছে। ওঁর ভালবাসার কে আর একজন ভালবাসা আছে, তার সন্ধান কি না ওঁকে আমাদের ব'লে দিতে হবে। যা হোক্, কি বলে, শুনাই যাক্ না কেন।

পূর্ণ। (আপনার হস্তের লিপি চিনিতে পারিয়া স্বগত) কামিনীর সঙ্গে আবার এ ব্যাটারও ভাব আছে নাকি? কামিনীকে যে পত্র লিখেছিলেম—এ ব্যাটা কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলে? এখন ভালোয় ভালোয় ফাঁড়াটা উত্‌রে গেলে বাঁচি। এ ব্যাটা চিঠিখানা বিধুমুখীর হাতে না দিলে বাঁচি। রোস্! আগু থাক্‌তে ওর কাছ থেকে পত্রখানা চেয়ে নি।

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি)—পত্রখানা দেখি।

পেরু। এই নিন্ (পত্র প্রদান)

(পূর্ণ যেমন এই পত্র গ্রহণ করিবে, এমন সময় বিধুমুখী তাঁর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন)

বিধু। (উঠিয়া) এ 'প' চিহ্ন আমি বেশ জানি ; (পূর্ণর প্রতি) এ যে তোমার মোহর দেখছি !

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) দূর বোকা ! তুই ব্যাটা আমাকে মজালি !

পেরু। (স্বগত) অ্যাঁ ? কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে ; অতবড় মস্ত লোক পূর্ণবাবু যে কাঙ্গালের ধন চুরি করবে, এ তো দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) হাতের লেখাও দেখছি তোমার। (পাঠ) "প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে" —প ;—সংক্ষেপ বটে ; কিন্তু অর্থ—পূর্ণ !

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, এই চিঠি—

বিধু। অনেক দিনের চিঠি বলচ ? কিন্তু চিঠির তারিখটা দেখ দিকি একবার ! চার দিনের কথা।

পেরু। (স্বগত) আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

(জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

পূর্ণ। মাই ডিয়ার !—

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারণ।

বিধু। (পত্র ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) ভোলা ! জলখাবার নিয়ে যাও, আর শীঘ্র পাল্কি আন্তে বল।

ভোলা। কি বল্চেন ঠারণ ?

বিধু। তুমি কি কালা না কি ? জলখাবার এখান থেকে নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আন্তে বল।

ভোলা। আগ্গে ! (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপেছে না কি ?

[ভোলার প্রস্থান।

বিধু। আর আমার এ বাড়ীতে থাকা হয় না। আমি এক্ষণি ভারতাশ্রমে যাব।

পূর্ণ। (আর কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাওয়ায়) ছি মাই ডিয়ার ! আবার আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছ ?

বিধু। আমি রঙ্গ কচ্ছি বৈ কি !

পেরু। (স্বগত) ও ! এতক্ষণে বুঝেচি ! গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে আবার তামাসা কচ্চে ! কিন্তু কৈ —এবার যে পূর্ণবাবু আর পাল্টা মারতে পাচ্চেন না। গিন্নী প্রথমে একবার পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা করেছিলেন, পূর্ণবাবুও তার পর গিন্নীর উপর এক আড়ে হাত নিয়েছিল। এবার ফের গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা কচ্চে—কিন্তু কৈ, পূর্ণবাবু তো দেখছি এবার আর কোন ফন্দি বের কত্তে পাচ্চে না। রোস্, আমি পূর্ণবাবুর হোয়ে একটা পাল্টা জবাব দিচ্চি ! (প্রকাশ্যে) আমাকে দুট কথা বল্তে দেবেন ? তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

পূর্ণ (স্বগত) আবার এ ব্যাটা বলে কি দেখ ! আজ আমাকে মজালে ! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) সব বোঝা গ্যাছে, আর কিছু বল্তে হবে না।

বিধু। (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা, বল না, বল না কি ? শুনি !

পেরু। আচ্ছা, আমি বৃত্তান্তটা বলি, শুনুন্ ! পূর্ণবাবুকে নিয়ে আপনি একবার রঙ্গ করেছিলেন—তাই পূর্ণবাবুও আপনার সঙ্গে একটা তামাসা করবেন, মনে করেছিলেন। তাই, আপনি যখন এই ঘর থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই পত্রখানা লিখে আমাকে বল্লেন যে, যদি কোন রকম ক'রে এই পত্রখানা তুমি গিন্নীর হাতে ফেল্তে পার, তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেব।

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) বেশ বলেছিস্ বাবা ! বেশ জুগিয়ে বলেছিস্ ! মাইনে দ্বিগুণ কোরে দেব ! কে বলে তোকে বোকা ? বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতির বাবা ! (প্রকাশ্যে) কেমন্ ডিয়ার, শুন্লে তো ? সকলেরই পালা আছে !

বিধু। আমাকে তাই বোলে মিছি মিছি কি এই রকম কোরে কষ্ট দিতে হয় ? সারাদিন রঙ্গ ভাল লাগে না।

(ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। ঠারণ ! পাল্কি তৈরি।

বিধু। আর দরকার নেই, যেতে ব'লে দেও। (পূর্ণবাবুর প্রতি) এক যদি তোমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার থাকে !

পূর্ণ। ছি ডিয়ার, আর ও কথা বোলো না !

বিধু। ভোলা !

ভোলা। ঠারণ!

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঠারণ।

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপে গেল না কি!

[ভোলার প্রস্থান।

পেরুরাম। ঠাকুরণ, তবে এখন আমি বিদায় হই? ভোর হয়ে গ্যাছে!

বিধু। কি? জলযোগ না করেই যাবে?

পূর্ণ। আমাকেও কিছু জলযোগ করতে হবে,—সমস্ত রাতটাই হুটপাটি করা গ্যাছে।

(বারকোষে জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। জবখাবার আনেছি ঠারণ!

বিধু। বেশ করেছ—ঠিক সময়ে এনেছ, আমারও ক্ষিদে পেয়েছে! (একটা থাল উঠাইয়া লইয়া)

পেরু। (ঐ থাল লইবার জন্য ব্যস্ত) ওটা ঠাকুরণ, পেরুরামের জন্য।

পূর্ণ। (ঐ থালা লইয়া) মনিবের জন্য আগে!

পেরু। তবে দেখচি আমার অদৃষ্টে নেই!

বিধু। (ঐ থালা পূর্ণর নিকট হইতে কাড়িয়া পেরুকে প্রদান,) এখন তো হল?

পেরু। (আহ্লাদে) আ! এতক্ষণের পর! (আহার) বা! চমৎকার জিনিস! (পূর্ণ আর এক থাল উঠাইয়া লইয়া বিধুমুখীর হস্তে প্রদান।

বিধুমুখী থাল হস্তে দর্শকগণের প্রতি।—

মিটিল ঝগড়া-ঝাঁটি আর গোলযোগ!
সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ!
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম্ম-ভোগ!
এখন দর্শকগণ খ্যাটে দেও যোগ!

যবনিকা-পতন।

প্রবাসীর আত্মকথা

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে) *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

প্রাভাতিক সরকারী কাজে

২৭ আগষ্ট, ১৮৮৩

এখন প্রভাত। উপকূলের এক উপসাগরের মধ্যে আমরা "আন্নাম" † প্রদেশে; বার-দরিয়ায় আমাদের জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া আছে। ঐখানে কোন এক স্থানে "তুরান" নামে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে; সরকারী কাজের আহ্বানে সেইখানে আমাকে যাইতে হইবে।

কাজটা এই :—প্রধান "মান্দারীন্‌কে" আমাদের জাহাজে আনিতে হইবে। তিনি আসিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা-জ্ঞাপক সাক্ষাৎকার করিবেন। তাহার পর আমাদের সহিত এই প্রদেশের মৈত্রী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বেই এই প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রদত্ত হয়।

উপসাগরটি সুন্দর ও বিস্তীর্ণ। ইহা তিনটা কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত; কেবল পশ্চাৎ সীমান্তে একটা সমতল সৈকতভূমির মেখলা; উপসাগরটি শেষ করিবার উদ্দেশে, আর কিছু বেশী ভাল খুঁজিয়া না পাওয়ায় যেন ভিন্ন দেশের এক টুকরা ওখানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে।

মনে হইতেছে, ঐ পশ্চাদ্‌ভাগের ভূখণ্ডে, ঐ সমতল-ক্ষেত্রে, এক নদীর ধারে এই "তুরান্‌"কে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখনও ঐ নদীর প্রবেশ-মুখ দেখা যাইতেছে না।

আমাকে বাছিয়া লইতে বলায়, আমি ৬ জন মাথালো মাথালো লোক বাছিয়া লইলাম। উহারা এই দুঃসাহসিক কাজে আমাদের সঙ্গে যাইবে।

ইহারা সদ্‌বংশজাত পাকা নাবিক, তাতে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; এসিয়ার একটা সমগ্র নগরের উপর চাপিয়া বসিবার পক্ষে এই কয়েকটি লোকই যথেষ্ট।

দিনের আলো দেখা দিয়াছে। আমরা একটা তিমি-মৎস্যের নৌকায় উঠিয়া যাত্রা করিলাম।

---

* "পিয়ের লোটি" ছদ্ম নাম। আসলনাম Viaud ফরাসী ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক। তিনি একজন impressionist; এই ক্ষেত্রে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একটা কোন পদার্থ দেখিলে হঠাৎ মনে যে, একটা সাদৃশ্যের আভাস উপলব্ধি হয় এবং তদনুরূপ ঐ পদার্থের যেরূপ বর্ণনা করা হয়, তাহাই "আভাস-গ্রাহী"—লেখকের বর্ণনার বিশেষত্ব।—শ্রীজ্যো…

† কোচিন-চাইনার অন্তর্গত প্রদেশ। আন্নামের উত্তরে টং-কিং; পূর্ব্বে চীন সমুদ্র; দক্ষিণে কোচীন-চীন ও কাম্বোদিয়া এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। প্রধান বন্দর "তুরান"। চীনের সহিত ১৮৮৬ সালের সন্ধিসূত্রে এই প্রদেশ ফরাসীদিগের রক্ষণাধীন হইয়াছে। জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; শিক্ষিত লোকেরা কংফুচু-ধর্ম্মাবলম্বী।—শ্রীজ্যো…

আমাদের মধ্যে কেহই "তুরান" দেখে নাই। তাই এই অজ্ঞাত দেশে আমরা এইরূপ শাসন প্রচার করিতে যাইতেছি মনে করিয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে।

পর্ব্বতগুলার মাথায় কালো গম্বুজের আকারে মেঘ লাগিয়া আছে। ঊর্দ্ধদেশে আমাদের মাথার উপর গুরুভার অন্ধকার স্তূপাকার হইয়া আছে।

পক্ষান্তরে হোথায়, এই নিম্ন ভূখণ্ডের উপর যেখানে আমরা যাইতেছি, আকাশের একটা আলো-কোজ্জ্বল গভীর ফাঁক্ দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, একটা অসংলগ্ন খাপছাড়া জিনিসের ছায়া-ছবি মাটীর উপর অঙ্কিত রহিয়াছে ; ইহা "মার্ব্বেল-পর্ব্বত" ; ইহার সহিত আর কিছুরই সাদৃশ্য নাই ; এই গঠনটি সমতল-ক্ষেত্রের মধ্যে দূরে পৃথক্‌ভাবে একাকী মাথা তুলিয়া আছে। রঙের প্রখর উজ্জ্বলতা ; এই বালুকারাশির মধ্যে, ইহা যেন একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিস ; খুব একটা বড় ধ্বংসাবশেষ, না, একটা এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় ? ইহার মধ্যে, কোন্‌টা তা কে জানে। এইটের উপর সকলেরই নজর পড়ে, এটা যেন এখানকার ভূদৃশ্যের একটা অপূর্ব্ব চীনা-পুতুলের খেলনা।

ঘণ্টাখানেক যাত্রার পর, জায়গাটা অনেকটা কাছা-কাছি হইয়া পড়িল। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সাদামাটা সচরাচর জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি নজরে পড়িল ; এক সারি সমপরিমাণ নিম্ন বালুকাস্তূপ, তাহার উপর আমাদের দেশের ন্যায় গাছপালা। নদীর মুখটা এখন দেখা যাইতেছে, দুই বালুময় বিন্দুর মাঝে একটা প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র গৃহ। এই জায়গাটায় কতকটা "গ্যাস্‌কইন্" কিম্বা "স্যাতোঙ্গের" ভাব আছে ; এবং দূর হইতে বেশ মনে করা যাইতে পারে, যেন ফ্রান্স দেশের কোন ছোটখাটো বন্দরে আসিতেছি। যাত্রা-পথে কখন কখন এই বিভ্রমটা মনে আনিতে ভাল লাগে।

কিন্তু গৃহটা যখন আরও কাছাকাছি হইল, তখন উহাকে একটা অদ্ভুত আকারের বলিয়া মনে হইল, যেন মুখ-ভ্যাংচাইতেছে। উহার বক্র-রেখান্বিত ছাদের উপর নানা-প্রকার কদর্য্য দৈত্য-দানব খোঁচা বাহির করিয়া আছে, উহাদের শিং আছে, উহাদের বক্র-নখযুক্ত থাবা আছে, এবং উহার মধ্যস্থলে মন্দিরসুলভ একটা বৃহৎ পদ্ম আছে···আ!·· এই ত বুদ্ধ! এই ত প্রান্তিক এসিয়া!···কিছু পূর্ব্বে প্রবাসের কথাটা ভুলিয়া ছিলাম, আবার সহসা প্রবাসের ভাবটা, বহু-যোজনব্যাপী ব্যবধানের কথাটা মনে পড়িল। এই নিস্তব্ধ পুরাতন মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ মুসব্বর-তরু সর্ব্বত্র কণ্টক উঁচাইয়া রহিয়াছে। ইতস্ততঃ ছোট ছোট জীর্ণ বেঞ্চের উপর ধূপাধার স্থাপিত আছে—এই বেঞ্চগুলি বৌদ্ধ চৈত্য। মন্দিরের রাস্তাটা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সম্মুখে, জলের ধারে, পর্দ্দার ন্যায় একটা চৌকোণা দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। এই দেওয়ালের গায়ে বিকটাকার থাবা-বিশিষ্ট একটা কাল্পনিক পশুর রঙিন ঈষদুদ্গত ক্ষোদাই-কাজের মূর্ত্তি রহিয়াছে—উহা ভীষণ বক্রদন্ত বাহির করিয়া হাসিতেছে। দেওয়ালের কার্ণিসের নিম্নাংশে একটা লম্বা ভীষণ বাদুড় পাথরের পাখা মেলিয়া দিয়া আমাদের দিকে রক্তবর্ণ জিহ্বা বাহির করিয়া আছে। ভূতলে, একটা চীনা-মাটীর কচ্ছপ মাথা তুলিয়া আমাদের পানে চাহিয়া আছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষুদ্র বিকটাকার জীব দেখা যাইতেছে ; উহারা নিশ্চল ; শীকার করিবার সময় হিংস্র পশু যেরূপ লাফ্ দিবার উদ্যোগ করে, সেইরূপ ভঙ্গীসহ-কারে দেহ সঙ্কোচ করিয়া যেন লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত। এই সমস্ত মূর্ত্তি অতি পুরাতন ; কালপ্রভাবে ও ধূলার আক্রমণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু উহা-দের মুখে একটা জীবন্ত ভাব আছে—দুষ্টামীর ভাব আছে ; যেন আমাদিগকে বলিতেছে—বহুকাল হইতে আমরা এই নদীর প্রবেশ-পথ আগলাইয়া রহিয়াছি ; যাহারা এই পথ দিয়া যাইবে, তাহাদের আমরা সর্ব্বনাশ করিব।

বলা বাহুল্য, ইহা সত্ত্বেও, আমরা প্রবেশ করিলাম। কোথাও জনমানব নাই। মহা-নিস্তব্ধতা, এবং একটা পরিত্যক্ত ভাব বিরাজ করি-তেছে।

এই দেখ, কতকগুলো কামানের গাদা। (এগুলা ফরাসী হাউইট্‌জার কামান, দেখিলেই চেনা যায়। ১৮৭৪ সালের সন্ধিসূত্রে এগুলা রাজা তু-ডুক্‌কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।) ঐখানে বালুরাশির মধ্যে, চালাঘরের নীচে উহারা উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, কোন কাজে আসিতেছে না। তা ছাড়া, কতকগুলা নোঙ্গর ও লোহার শিকল একস্থানে গাদা

হইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, আমাদের নদীর পথ রোধ করাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইহার পরেই বুরুজ-ওয়ালা একটা বড় কেল্লা। বুরুজের কামান বসাইবার মাটীর রন্ধ্রস্থানগুলা ঘাস, বুনো আনারস ও মনসা গাছে আক্রান্ত। একটা দণ্ডের প্রান্তদেশে, গিল্‌টিকরা একটা কাঠের বিকট জীবের মূর্ত্তি, তাহার মুখের ভিতর, আন্নাম দেশীয় একটা পটমণ্ডপ;—এই মুখটা, নিশ্চল ও উষ্ণ বায়ুর মধ্যে, দুলিতেছে না, শুধু ঝুলিয়া আছে। সবে-মাত্র সূর্য্য উঠিয়াছে; ইহারই মধ্যে অনলবর্ষী প্রচণ্ড উত্তাপ। এ স্থানটা বরাবরই জনমানবশূন্য। অবশ্য এখন প্রভাত, লোকেরা এখনও ঘুমাইতেছে।

কিন্তু এ কি? একজন শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে! আমাদের একজন নাবিক আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল—ঐ লোকটা আমাদের মাথার উপর কাঠের চার-পায়াওয়ালা এক রকম ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে বিপদ-সঙ্কেত করিবার জন্য একটা ঢাক রহিয়াছে। তাহার আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা; দেখিলে মনে হয়, যেন একটা কদাকার বুড়ী—তাহারই মত পরিচ্ছদ, তাহারই মত মাথায় ঝুঁটি খোঁপা।

লোকটা আমাদিগকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—পুতুলের মত নিশ্চল; মাথা না নাড়িয়া শুধু চোখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

নদীর মুখটা আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হইল—বেশ সিধা, বেশ একটু চওড়া। ঊর্দ্ধোত্থিত গলুই ও দীর্ঘ-মাস্তল-বিশিষ্ট কতকগুলা নৌকা হোথায় নদীর দুইধারে নঙ্গর করিয়া আছে; তুরান নগর এখনও একটু দূরে দেখা যাইতেছে। টালি কিংবা পাতা-ছাওয়া ঘর গাছপালার মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; একটা যষ্টির মাথায় লাগানো চীনা 'সাইন বোর্ড', কতকগুলা বাঁশঝাড়, কতকগুলা "মিরাদর" (নহবৎখানা), কতকগুলা মন্দির। এই সমস্ত আমাদের নিকট ক্ষুদ্র ও নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে হইল। এ কথা সত্য, গাছপালার মধ্য দিয়া নগরটা আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাতে কিছু আসিয়া যায় না—আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় নগর দেখিব।

নদীর উচ্চ পাড়ের উপর কে-একজন লোক আপনাকে আপনি হাত-পাখায় বাতাস করিতেছে এবং বেশ একটু দরদ্ দেখাইয়া হাতের ইসারা করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

হাত-পাখা নাড়িয়া এমন সুন্দর ভঙ্গীসহকারে কে আহ্বান করিতেছে? পুরুষ না রমণী? এ দেশে তাহা জানিবার জো নাই। একই রকম পরিচ্ছদ, মাথায় একই ধরণের ঝুঁটি-খোঁপা, একই রকম কুৎসিত চেহারা…

কিন্তু না। এ যে মোসিয়ো হোয়ে—উভচর-জাতীয় মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিবিশেষ—যিনি অনতিবিলম্বে তুরানের সহিত আমাদের সন্ধি-সম্বন্ধ স্থাপনের কাজে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিবেন; পাদ্রির মত আলখাল্লা পরা, বানরের মত মুখ, মাথায় খুব উচ্চ একটা খোঁপা-ঝুঁটি; তাহার উপর দিয়া একটা রুমাল বাঁধা;—মনে হয়, যেন একজন বৃদ্ধ লোক বিছানায় শুইতে যাইতেছে। সে 'চিন্‌চিন্' বলিয়া নতশিরে নমস্কার করিল—তাহার পর "গাইডের" ভাব ধারণ করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিল—"বোঁ জ্যুর্ ম্যসিয়্র"! তখন আমার ডিমি-ডিঙ্গিটা সবেগে বালির উপর আনিয়া ফেলিলাম, এবং তীরে ভিড়াইলাম।

মোসিয়ো হোয়ে আবার আমাদের প্রত্যেককে সাত বার নতশিরে নমস্কার করিয়া, উপাধি সহ নিজের নাম ঘোষণা করিলেন—"মহাশয়, আমি মোসিয়ো হোয়ে, আদ্রান্ কালেজের পুরাতন ছাত্র, এবং মহামহিম রাজশ্রী তু-ডুকের সরকারী দোভাষী।" এই কথা বলিয়া আমাদের দিকে একটা ছোট কদাকার হাত বাড়াইয়া দিলেন—হাতটা আঁচিলে ভরা; চীনীয় সাহিত্যিকদের মত হাতের নখগুলা—যেন উহার বৃদ্ধি এখনো শেষ হয় নাই। এইবার তিনি আমাদের পাশে আসিয়া বসিলেন।

বোধ হইতেছে, "মান্দারীন," ঐ ওদিকে একেবারে প্রান্তভাগে থাকেন। আমরা আমাদের নদীপথে বরাবর চলিতে লাগিলাম।

নদীর ধার দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, বুনো গোলাপ-গাছে গুচ্ছ-গুচ্ছ গোলাপফুল, এবং অনেক প্রকার ফুল গালিচার মত ভূতলে বিস্তৃত—ইহার রং লাল।

বৃক্ষের শাখাপল্লব সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণের—চীনারা এইরূপ উজ্জ্বল বর্ণের শাখাপল্লব চিত্র করিতে ভালবাসে; ধুতরা, মনসা; একটু খর্ব্বকায়, কিন্তু খুব তাজা ঝোপ ঝাড়; সবুজ পালকের মত নারিকেল গাছ

ইতস্ততঃ রোপিত; শীর্ণকায় বাঁশঝাড় অন্য বৃক্ষাদি অপেক্ষা উচ্চ—তৃণ-জাতীয় উদ্ভিজ্জসুলভ স্বীয় সৌকুমার্য্য বজায় রাখিয়া, বুনো ছোলার মত খুব হাল্‌কা ভাবে নুইয়া পড়িয়াছে।

এই সুন্দর হরিৎ-শোভার মধ্যে গৃহগুলা কদাকার, মানুষগুলা ততোধিক কুৎসিত। এইবার ঝুঁটি-বাঁধা পুরুষ দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে—আমাদিগকে দেখিবার জন্য উহারা ছুটিয়া আসিতেছে!

তুরানের কাছাকাছি স্থানগুলা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাতলা খেঁকি কুকুরগুলা আমাদের পিছনে ভেউ-ভেউ করিতেছে। কালো কালো কতকগুলা শূকর মুখে বেশ একটা সজীব স্ফূর্তির ভাব—মাটীতে পেট ছুঁয়াইয়া চলিয়াছে—উহাদের পিছনে কতকগুলা লাল-ককুদ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় গরুও চলিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ—আকারে জল-হস্তীর মত—উচ্চ ঘাসের ভিতর মজ্জিত হইয়া আছে। উহাদের আর্দ্র নাসা প্রায় মাটী ছুঁইয়া আছে; উহাদের শৃঙ্গ অতি ভীষণ; আমাদের গন্ধ পাইয়া নাক তুলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে—যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত।

এইবার একটা সহরতলীর মত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। নদীতটের ধারে কতকগুলা পর্ণ কুটীর।

কতকগুলি পীতবর্ণ রমণী—অতি কদাকার—কুটীর হইতে বাহির হইল এবং জলে পা ডুবাইয়া, আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। উহারা প্রভাতের সাজসজ্জায় সজ্জিত। অশ্বপুচ্ছের ন্যায় কর্কশ কৃষ্ণ কুন্তলরাশি বাঁকাইয়া ধরিয়া আমাদের সম্মুখে এলোধরণের খোঁপা বাঁধিল। উহারা পাণ ও সুপারী চিবাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই ছোট ছোট হাই তুলিয়া উহাদের বহিরুদ্গত লম্বা দন্তপংক্তি আমাদিগকে দেখাইতেছে। দাঁতগুলা মিশ্‌কালো। (আনাম প্রদেশে ভাবুনে মেয়েরা লাক্ষার প্রলেপ দিয়া এইরূপ কৃত্রিম রঙে দন্ত চিত্রিত করে)।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ইহারা তুরানের "বসন্তসেনার" দল। মুখের উপর এই সব দাগ, আহ্বানের এই সব মুচ্‌কি হাসি—একটু পরে আমরা এই-সব আরও দেখিতে পাইব; কারণ, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই একই জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়।

মোসিয়ো হোয়েকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি চোখ নীচু করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, এ সেই অঞ্চলই বটে।" এই কথা শুনিয়া আমার খালাসীরা হাসিয়া উঠিল। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সলজ্জভাবে হোয়ে মহাশয় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "হাঁ মশায়, তাই বটে—হাঁ মশায়, ওরা বাস্তবিকই তাই।"

তথাপি, পুরো-মাস্তলের খালাসী ঘনিষ্ঠ ধরণে তুইতাকারি প্রয়োগ করিয়া স্বীয় মনোভাব গুজ্‌গুজ করিয়া চাপা স্বরে উহাদের নিকট ব্যক্ত করিল।

—তোরা ত বাঁদ্‌রী—তোরা আবার হাবভাব দেখাচ্ছিস—রূপের বড়াই করছিস্‌···আমি যদি বাঁদর হতুম্‌, তাহলে বটে···কিন্তু যা দেখছি—না, কতকগুলা বাঁদ্‌রী। না না, কখনই না।"

তটভূমির সবুজ ঝোপঝাপের মধ্যে কোন কোনটায় সাদা ফুলের গুচ্ছ—গজদন্তের মত সাদা—কন্দ-মূলজাতীয় উদ্ভিজ্জের আকার। আর কতকগুলার অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত টক্‌টকে লাল ফুল। উহার পাপড়িগুলা শিষের মত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহা যেন চীনা আতসবাজির মত, হরিৎ উদ্ভিজ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বড় বড় প্রজাপতি, খুব বড় বড় মাছি এই সব ফুলের উপর বিচরণ করিতেছে—অনেকগুলা প্রজাপতি একেবারেই কালো, ডিগ্‌বাজি খাইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া পড়িতেছে; পাখা বেশী ভারী বলিয়া উহারা আপনাদিগকে সামলাইতে পারিতেছে না। দেখিলে মনে হয়, যেন মখমলের পাখা।

সমস্ত প্রান্তিক এসিয়ার ন্যায়, এ দেশে মৃগনাভির গন্ধ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। যতই অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রবেশ করা যাইতেছে, ততই মৃগনাভির এই তীব্র গন্ধ আরও তীব্ররূপে অনুভূত হইতেছে। ইহার সঙ্গে এই-সব গাছপালা-নিঃসৃত সুরভিশ্বাসে, প্রখর সূর্য্যের কিরণে, উত্তপ্ত মনুষ্য-বিষ্ঠার গন্ধ মিশ্রিত হইয়াছে।

এখন আমরা উর্দ্ধোত্থিত-গলুই কতকগুলা নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছি। প্রত্যেক নৌকায় দুইটা দুইটা রং করা চোখ; নৌকার পুরোভাগটা মাছের মাথার মত। সমস্ত মৎস্যজীবী জেলিয়া এইখানে উপস্থিত;—নৌকার উপর ছোট ছোট মাটীর উনানে পূতিগন্ধময় ভাত ও চিংড়ির ঝোল রান্না হইতেছে। কতকগুলি নগ্ন শিশু—আপাদমস্তক পীতবর্ণ, লম্বা চুল,—সমস্ত নৌকাময় পিলপিল করিয়া,

কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, দাঁড়ের উপর বসিতেছে, লঙ্গরের মধ্যদণ্ডের উপর বসিতেছে, একটা সতর্কতা ও বৈরতার ভঙ্গীসহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে। উহার মধ্যে সবেমাত্র জন্মিয়াছে, এইরূপ খুব ছোট ছোট শিশুও আছে; উহারা পাছার উপর স্বীয় হস্তমুষ্টি রাখিয়া পেট বাহির করিয়া "যুদ্ধং দেহি" ভাব ধারণ করিয়াছে।

নদীর দক্ষিণ তীরে, কোন দুর্লভ জীব-বিশেষ চরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা আমাদিগকে দেখাইবার জন্য হোয়ে মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ—একটা ঘোড়া। এ ঘোড়াটা শাদা; আর একটা কালো ঘোড়াও আছে (তুরানে লোকে পাল্কী করিয়াই বেড়ায়)।—"ধন্যবাদ মোসিয়ো হোয়ে; কিন্তু অন্য দেশেও আমরা এই জাতীয় জানোয়ার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

তুরানের প্রথম বাড়ীগুলা আমাদের চোখের সামনে দিয়া যাইতেছে—বেশীর ভাগ বাঁশের পর্ণকুটীর—খুবই ক্ষুদ্র, ফেরিওয়ালা দোকানের মত শুধু তাহার তিন দিক্‌ আছে। রাত্রে, সহজে নাড়ান যায়, এইরূপ বেতের কপাট দিয়া বন্ধ করা হয়; কিন্তু দিনের বেলা ওদের কাজকর্ম্ম সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উহারা কালো-রং-করা দন্তের সাহায্যে প্রাতর্ভোজনে ব্যাপৃত; একটা চীনামাটীর বাটিতে উহাদের সেই চিরন্তন ভাত ও মাছ। এই বাটির গায়ে নীল রংএ দৈত্যদানব আঁকা।

সর্ব্বত্রই উহারা ভোজনে ক্ষান্ত হইয়া কৌতূহল ও উদ্বেগ সহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে।

এখন আমরা খুব আস্তে আস্তে চলিতেছি—এই সব লোকদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে। নদীর ধার দিয়া যে সরু পথটা গিয়াছে, সেই পথে এখনই লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেরই গায়ে আঁটাসাঁটা একই রকমের জোব্বা; কিন্তু রংএর বৈচিত্র্য আছে। গরীব লোকদের ময়লা ধূসর রংএর পাশে জর্দ্দা ও সবুজ রং;—শেষোক্ত এই দুই রং সুবেশী সৌখীন লোকদিগের পছন্দসই। খড়ের টুপি;—যত রকম মাপের টুপি আমাদের জানা আছে, ইহা তাহার বহির্ভূত। স্ত্রীলোকদের কানা-বাহির করা টুপি বাস্ক-প্রদেশের প্রকাণ্ড ঢাকের মত। পুরুষদের টুপি কোণালো ও সূচালো—যেন একটা প্রকাণ্ড বাতির ফানুস। উহারা নীল ও লাল রংএর পরিচ্ছদ পরিয়া কেজো লোকের মত মুখের ভাব করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া গদাইলস্করী চালে নদীর ধার দিয়া চলিয়াছে—এই সাজসজ্জা ও চলিবার ভঙ্গী যে কতটা রহস্যজনক, সে বিষয়ে উহারা সম্পূর্ণ অচেতন। সকলে একই স্থানে আসিয়া সমতল "জঙ্ক" নৌকায় উঠিয়া ওপারে যাইতেছে। যাত্রাকালে আরও কতকগুলি ছোট ছোট পুরাতন জীর্ণ মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহাদের গায়ে চিত্রিত দৈত্যদানব সমস্তই কাল-বশে ও ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর এক জায়গায়—যেখানে তীরভূমি একটু উন্নত—একটা সবুজ গড়ানে মাটী। মোসিয়ো হোয়ে একটা সরু পথের সম্মুখে আমাদিগকে থামাইলেন; আমরা তখন একটা নৌকার গা ঘেঁসিয়া আমাদের সাদা তিমি-নৌকাটা নোঙ্গর করিলাম। নোঙ্গর করিয়া বালুর উপর লাফাইয়া পড়িলাম।

ডাঙ্গায় নামিবামাত্রই খুব গরম বোধ হইতে লাগিল; ঐ গরমটা একটু বেশী গুরুভার—ভিজা ভিজা। চীনা-পদ্দার হাল্‌কা বাঁশগুলা একটা চলন্ত কম্পমান ছায়া বিস্তার করিয়াছে; এই উষ্ণ ছায়ায় না পাওয়া যায় আরাম, না পাওয়া যায় বিরাম। কতকগুলা পাথরের ধাপ দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম; "মান্দারীন" অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারপ্রকোষ্ঠ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল; ইহার ফাটক ভারতীয় ধরণের; ফাটকের মাথায় নহবৎখানার মত একটা ঘর; সেই ঘরে প্রহরীর একটা কুলঙ্গী আছে, আর একটা ঢাক আছে।

মনে হইতেছে, যেন এই গৃহের সকলেই এখনো নিদ্রাভিভূত—যদিও প্রাতঃসূর্য্য এরই মধ্যে স্বীয় দারুণ জ্বলন্ত কিরণে দিগ্‌বিদিক্‌ আলোকিত করিয়াছে।

একা আমরাই শুধু এই ক্ষুদ্র বাগানটিতে রহিয়াছি। বাগানটি একটু পুরাতন ধরণের—কিম্ভূতকিমাকার ধরণের। বাগানের মধ্যস্থলে অলঙ্কার-স্বরূপ একখণ্ড চৌকোণা দেয়াল অবস্থিত—আনাম্‌ প্রদেশে এইরূপ ইমারতি অলঙ্কারের খুব রেওয়াজ আছে। আর একটা খুব প্রাচীন "বাস্‌ রিলীফ" মূর্ত্তি পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান।

চীনামাটীর ফলকের উপর চিত্রহরিণ এবং অন্যান্য কাল্পনিক মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; চীনী ধরণের গাছের তলায় উহারা অবস্থিত, গাছের পাতাগুলা

সবুজ ঝিনুকে গঠিত। ছোট ছোট পথ আড়া-আড়ি ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বালু-মাটীর উপর পেরিউইঙ্কল্ ফুল, ডালিমের ফুল, ঘোর কালো রঙের অতি ক্ষুদ্রকায় বঙ্গীয় গোলাপ ফুটিয়া আছে। একটা নিস্তব্ধতা ও সূর্য্যের প্রখর তাপে দিগ্‌বিদিক্ অভিভূত। গুরুভার কালো কালো প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে একটা গৃহ। গৃহ একেবারেই রুদ্ধ।

হোয়ে মহাশয় স্বীয় বানর-কণ্ঠস্বরে ডাক দিতেছেন, কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, চীৎকার করিতেছেন। তখন কতকগুলা নীচাশয় ভৃত্য ভীতভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই উদ্ঘাটিত গৃহ এক্ষণে একটা গভীর-পরিসর চালাঘরের মত মনে হইল। জনপ্রাণী নাই—অন্ধকার।

ভৃত্যেরা মান্দারীন্‌কে জাগাইতে গেল। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এই স্থানটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। না জানি, কোন্ সুদূর অতীত যুগের কতকগুলা অকেজো স্থাবর জিনিস, রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের জিনিস, রাজ-বৈভব প্রদর্শনের জিনিস, কতকগুলা চামর, কতকগুলা রাজচ্ছত্র, কতকগুলা পাল্‌কী, অন্ধকার চাঁদোয়া ছাদের গায়ে, মাকড়সার জাল ও ধূলারাশির মধ্যে ঢুকে ঝোলানো রহিয়াছে। একটা তালপাতার পর্দ্দার আড়ালে, ঘরের একটা কোণে, তুরানের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই রহিয়াছে—দাঁড়িপাল্লা, কলসী, শাস্তির দণ্ড-কাষ্ঠ, পা পিষিবার জন্য শক্ত কাঠের সাঁড়াশী, প্রেতাত্মাদিগকে আবাহন করিবার জন্য ঘণ্টা, প্রহার করিবার জন্য কতকগুলা বেত।

আবাসগৃহের মধ্যস্থলে একটা সম্মানের টেবিল; টেবিলের চারিধারে ক্ষোদাই-কাজ-করা পুরাতন বেঞ্চের উপর বসিয়া আমরা মান্দারীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মান্দারীনের শুভাগমন কখন্ হইবে কে জানে।

পরিশেষে একটা পিছনের দরজা দিয়া, চওড়া-আস্তিনওয়ালা নীল ক্রেপের পরিচ্ছেদ-পরিহিত একজন অতি বৃদ্ধ খুব কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। খাব্‌ড়া-খোবড়া এশিয়া-খণ্ডসুলভ মুখশ্রী সত্ত্বেও, মুখখানা দেখিতে মন্দ নয়। চুলের উপর যেন সাদা বরফের গুঁড়া ছড়ানো এবং তাহার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ছাগলে-দাড়ি মোঙ্গলীয় ধরণে ছাঁটা; মনে হয়, যেন একটা হলুদে রংয়ের মুখসে লাগানো এক গুচ্ছ সাদা বালাঞ্চি ঝুলিতেছে।

তিনি খুব ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্‌চিন্ অভিবাদন করিলেন; তাহার পর আমার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া শান্তিস্থাপনের নিদর্শনস্বরূপ, ভীতিবিস্ময়-সহকারে হস্ত মর্দ্দন করিলেন। তাহার পর টেবিলের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সব নাবিক আমার সহিত একত্র বসিয়াছিল, সকলেরই হস্ত মর্দ্দন করিলেন। তাঁহার লম্বা লম্বা নখের দরুণ এবং চওড়া আস্তিনের ভাঁজের দরুণ এইরূপ হস্তমর্দ্দন করিতে তাঁহার একটু বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল।

এই বড় অন্ধকেরে ঘরটা ক্রমে ক্রমে লোকে ভরিয়া গেল, তাহারা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকগুলি বৃদ্ধ 'মমি'র মত পিঙ্গলবর্ণ, পরিচ্ছদ অতি দীন ধরণের; চোকা মাথা; হূন্‌জাতিসুলভ মুখমণ্ডল। একদল চীনা, মুখে ধূর্ত্তামীর ভাব, প্রথম শ্রেণীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমাদের নিকট পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, আনাম্ প্রদেশের বিদ্রোহ-উত্তেজক অনেক বদ্‌মায়েসও উপস্থিত আছে। এই সব এসিয়া-সুলভ মুখগুলার পশ্চাতে, গৃহের শেষ প্রান্তে এখন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে—কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা কিম্ভুত-কিমাকার জিনিস সর্ব্বত্র ঝুলানো রহিয়াছে, যথা—ঢাক, ঢোল, কতকগুলা ন্যাক্‌ড়া কাপড়, কতকগুলা পাঙ্কা যাহা পূর্ব্বকালে সোনার দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে বিভূষিত ছিল, এক্ষণে এই সমস্ত ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। মৃত জগতের এই সমস্ত পুরাতন পুতুলের মধ্যে আমার নাবিকেরা বিজয়-সুলভ খাতির-নদারদ্‌ভাবে বসিয়া আছে, মুখে বেশ জীবন্তভাব—গর্ব্বোন্নত ভাব, অবাধ সহজ ভাব।

যখন আমি তুয়ান-আন্‌এর খণ্ডযুদ্ধের কথা, আমাদের জয়লাভের কথা, হুয়ের রাজার সহিত আমাদের সন্ধিস্থাপনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। দোভাষী আমার কথাগুলা ধীরে ধীরে ভাষান্তর করিতে লাগিল; আমাদের চারিপাশে হাত-পাখা ও চামর-ব্যজনের লঘু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনা যাইতেছিল

না। তথাপি উহাদের মনোযোগপূর্ণ মুখে কোন প্রকার আবেগের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব সম্ভব, পরাজয়ের খবরটা উহারা পূর্ব্বেই রাজার বার্ত্তা-বাহকের মুখে শুনিয়াছিল। এখন কেবল উহাদের মধ্যে ইসারা বিনিময় চলিতেছে, উহাদের উপরদিকে-তোলা ছোট-ছোট চোখের চোখ-টেপাটেপি চলিতেছে, যেন আপনাদিগের মধ্যে এই কথা চলিতেছে—"ভালই হয়েছে; যা আমরা শুন্‌লেম, তা ভালই মনে হচ্ছে; ওঁর বর্ণনাটা খুব ঠিক।"

অবশেষে যখন আমার দেখা-সাক্ষাতের কাজ শেষ হইল, তখন বৃদ্ধ মান্দারীন্ ভীত হইয়া পড়িল। ফরাসী জাহাজের উপর উঠিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

প্রথমে সে একটু তর্কবিতর্ক করিল, তাহার পর অনুনয় করিতে লাগিল।—যখন যাইতেই হইবে, তখন অবশ্যই যাইবে; কিন্তু বন্দীর ন্যায় আমাদের সহিত একলা, আমাদের সাদা জাহাজে উঠিবে না। এই কথা মনে করিয়াই তাহার ভয় হইতেছিল, কষ্ট হইতেছিল আপনার বাঁচোয়ার জন্য এবং জাঁকজমকের উদ্দেশে ও সুবিধার হিসাবে—যদি আমরা তাহার কথার উপর বিশ্বাস করি—আমাদের একঘণ্টা পরে অনুচরবর্গের সহিত ছত্রাদি লইয়া সবৈভবে নিজের নৌকা করিয়া যাইবে বলিল।

তাহার পলিত কেশ ও মুখের অকপট ভাব দেখিয়া আমি তাহার সমস্ত কথাতেই সম্মত হইলাম। এখন আমরা একেবারেই বন্ধুর সামিল হইয়া পড়িলাম। তখন সহকারী কর্ম্মচারীরা,—আর কিছু শুনিবার নাই দেখিয়া, নিম্নস্বরে কথা কহিতে কহিতে "চিন্‌চিন" ও নতশিরে অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তথাপি, উহারা আমাদের জন্য বেশ সুস্বাদু চা প্রস্তত করিয়াছে, যাইবার আগে এই চা আমাদিগকে পান করিতে হইবে। নীলরঙের ছোট ছোট চীনা-মাটীর পেয়ালায় মান্দারীন নিজহস্তে চা পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। পেয়ালা খালি হইবামাত্রই আবার ভরিয়া দিতে লাগিলেন। চায়ের থালাটা প্রজাপতি ও কীট-পতঙ্গের আকারের ঝিনুকে খচিত—অতি চমৎকার; চা-দানীটা পুরাতন চীনা বাসনের; তাঁবার কাত্‌লীটা যেন চিত্রশালার কতকগুলা খণ্ড; কিন্তু আমাদের ৭ জনের জন্য কেবল একটা সীসার চামচ;—চিনি ঘুঁটিবার জন্য ঐ একই চামচ সকলের কাছে ফেরানো হইতে লাগিল; কোণালু আকারের সূচ্যগ্র সিগারেট, হাতে গুটাইয়া তাড়াতাড়ি আমাদিগকে দিল। কারণ, এই সময় বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মান্দারীন বাহির হইয়া স্বীয় সূর্য্যদগ্ধ উদ্যানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। আদব-কায়দার নিয়মানুসারে এক ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে একটা কালো ছাতা ধরিল—ছাতাটা নিনিভা-নগরের একটা বাস্‌রিলীফের মত। মনে হইতে লাগিল, যেন প্রাচীন এসিয়ার না জানি কোন্ সুদূর অতীত যুগের একটা স্মৃতি সমস্ত পদার্থের মধ্যে আকাশে বাতাসে চরিয়া বেড়াইতেছে; বর্ত্তমান শতাব্দীর ধারণাটা আমাদের মন হইতে ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

বাঁশঝাড়ের নীচে একটা সরু পথে কতকগুলা লোক নিষ্ঠুরভাবে খুব ছোট ছোট গোল খাঁচার ভিতর কতকগুলা মুরগ মুর্গী পূরিয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয় করিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তার পর ডিম, কলা, পাতিহাঁস ও নেবুও বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছে। ম্যসিয় হোষে আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কোনও জিনিস কিনিতে হইলে লোক এই বাজারে আসে।" আমরা দেখিয়াছি, নদীর অপর পারে সমস্ত লোক আসিয়া থাকে।

শীঘ্রই আমরা নদী ছাড়াইয়া গেলাম। এক্ষণে আমরা তুরানের জনতার সহিত মিশিব। আমাদের খুব আমোদ হইবে। তা ছাড়া, জাহাজের পীড়িত লোকদিগের জন্য ডিম, ফল ও অন্যান্য তাজা আহার-সামগ্রী পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু এই দেখ, আমাদের সেই পুরোমাস্তুলের নাবিক যখন তার দাঁড়ে বসিতে যাইবে, সেই সময় হঠাৎ তার মন বদলিয়া গেল—একটু পূর্ব্বে সেই রমণীদের সম্বন্ধে তার যে মনোভাব ছিল, হঠাৎ সেই মনোভাবে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এই নদীর তীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আবার তাহাদের সহিত একবার দেখা করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাহিল। বড়মাস্তুলের নাবিকও তাহার সঙ্গে যাইবে বলিল।

একটা ছোট পুষ্পিত পথ দিয়া উহারা সেখানে শীঘ্রই উপস্থিত হইল। সেখানে খুব অল্পক্ষণ থাকিয়া

উহারা একটা ঝাপান নৌকা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

—"আঃ না—না—এই গ্যালান্টি বড়ই বিপদ্‌জনক; এতে খুবই অনিষ্ট হবার কথা। কতকগুলি মানবাত্মা আমার হেপাজতে আছে;—আমি খুব রাগ প্রকাশ ক'রে অস্বীকার কর্‌লেম।"

এই বাজারটা অতি জঘন্য—কত পোকা-মাকড় কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে।

একটা চৌকোণা খোলা জায়গায় বাজারটা বসিয়াছে। মাথার উপর প্রখর রৌদ্র। বাজারের প্রত্যেক ধারে ডবল-সারি চালা-ঘর; সেই-সব চালা-ঘরে বিক্রেতারা বসিয়াছে। শেষ একটা প্রান্তে মন্দির-প্রাচীর; এই প্রাচীরের উপর চীনামাটীর পুরাতন ক্ষুদ্রাকৃতি বিকট জীব-সকল উপবিষ্ট।

চা-প্রস্তুতকারীরা দৈত্যদানা-চিত্রিত নীল রঙের পেয়ালায় সকলকে গরম-গরম চা পরিবেষণ করিতেছে। তাহার পর মেঠাইওয়ালা, কিম্ভূত-কিমাকার চীনা-পুতুলের মূর্ত্তি-বিক্রেতা—ইহারাও আছে, সবুজ পাতায় রক্ষিত কিমাই করা মাংসের ছোট ছোট গুলি, মাছের ডিমে তৈরী আমলেট; ধূম-বাসিত ছাপ দেওয়া, কড-মৎস্যের ধরণে চ্যাপটা করা কতকগুলা শুকানো কুকুর; গোটা শূকর কতকগুলা বেতের ভিতর আবদ্ধ রাখা হইয়াছে—এবং ধরিবার জন্য একটা মুষ্টি-হাতল তাহাতে লাগানো আছে। যে-সব জিনিস দেবতাদের কাজে আসে;—যথা লাল চর্ব্বির বাতি ও ধূপ-কাঠি প্রভৃতি রহিয়াছে। লোকগুলা অতি নোংরা, সকলেরই দীন দশা, আর পরস্পরের মধ্যে কেবলি গালিগালাজ চলিতেছে।

মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর কিরণ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল হস্ত প্রসারিত করিয়া লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছে। পাঁচড়া-গাত্র ভিক্ষুকেরা বানর-সুলভ দক্ষতা-সহকারে গা চুল্‌কাইতেছে। কতকগুলো লোকের দেহ কুষ্ঠক্ষতে আচ্ছন্ন; মুখ ঘায়ে ভরা; কতকগুলা বুড়ীর ঠোঁট নাই, চোখের পাতা নাই। এবং নাকের পরিবর্ত্তে একটা ছিদ্র মাত্র আছে—যেন মৃত্যুকে আঘ্রাণ করিতেছে।

প্রথমে যেন কি একটা ভয়ে উহারা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল; এখন আবার আমাদিগকে দেখিবার জন্য নিকটে আসিল। এই জনতার মধ্যে কতকগুলি শিশু উহাদের অদ্ভুত রকমের ছোট মুখ, সুন্দর অলুজ্জ্বলে চোখ, একেবারে নগ্ন, মাথায় উঁচু করিয়া ঝুঁটি বাঁধা; কতকগুলি তরুণী, উহাদিগকে সুশ্রী বলিলেও চলে; লম্বা চুল, গ্রীক্‌ধরণে বাঁধা, বিড়ালের মত চোখ। দাঁত সর্ব্বদাই কালো রঙে রংকরা; চূণ-দেওয়া পাণ চিবাইতেছে, তাহাতে করিয়া ঠোঁটের উপরেও একটা লালের পোঁচ পড়িয়াছে। কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবক; বক্ষোদেশ নগ্ন, ছিপছিপে সুবঙ্কিম গঠন; স্ত্রীলোকের মত সুন্দর কেশগুচ্ছ; কিন্তু পরে পরিণত বয়সে ইহারা কুৎসিত দেখিতে হইবে; তখন উহাদের দাড়ির চুল গজাইতে সুরু করিবে—Seal মৎস্যের ঠোঁটের লোমের মত—১০।১২টা কর্কশ লম্বা লোম ঝুলিয়া পড়িবে।

এই সকল মুখ বড় বড় টুপির ছায়ায় আচ্ছন্ন; এই টুপির প্রত্যেক পাশ হইতে, ঘণ্টি নাড়িবার দড়ির মত এক একটা ঝাপ্পা ঝুলিতেছে; এই ঝাপ্পাগুলা ঝিনুকের দুলের দ্বারা বিভূষিত; ঝিনুকে প্রায়ই বাদুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত। যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন উহারা দুই হাতে দুই ঝাপ্পা ধরিয়া থাকে, পাছে বাতাসে উড়িয়া যায়।

ক্রমে অল্প অল্প করিয়া, বড় বড় মুর্গী ও খুব সুন্দর সুন্দর কদলীতে আমাদের তিমি-জাহাজ ভরিয়া গেল।

আমরা সজ্জনের মত খরিদপত্র করিলাম—এমন কি, মূল্যও খুব বেশী বেশী করিয়া দিলাম। নাবিকেরা বার-দরিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী খাদ্যের অভাব ভোগ করিবার পর, এক্ষণে পেট ভরিয়া ফল খাইতে লাগিল এবং নিকটস্থ রমণীদিগকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য টুপি উঠাইতে লাগিল। তা ছাড়া এক্ষণে নাবিকেরা ধনাঢ্য। সাপেক্ (এক প্রকার বিদ্ধ করা মুদ্রা;—ছিদ্রের ভিতর দিয়া রজ্জু চালাইয়া দেওয়া হয়) মুদ্রার কয়েক সারি বা নহর উহাদের কোমরে মালার মত জড়ানো রহিয়াছে। এক্ষণে ডাঙ্গায় নামিবার আনন্দে এবং এতগুলো কলা খাইতে পাইয়াছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, যে মূল্যই উহাদের নিকট বিক্রেত্রীরা চাহিতে লাগিল, তাহাই নাবিকেরা যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে দান করিতে লাগিল; নাবিকেরা উহাদিগকেই হিসাব করিতে বলিল এবং উহাদের ইচ্ছামত উহারা নিজেই নাবিকদিগের কটিবন্ধ হইতে মুদ্রা খুলিয়া লইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল দেখিতে

ও তরুণবয়স্কা, তাহারা এই অধিকার আরও বেশী করিয়া লাভ করিল।

আমাদের আর আধঘণ্টা সময় আছে। আমরা সকলে মিলিয়া এইবার তাড়াতাড়ি তুরান্ দেখিবার জন্য যাইতেছি।

সরু সরু বালুময় পথ; উহার ধারে ধারে খুব সবুজ ঝোপ-ঝাড় অথবা বাঁশের বেড়া। এই পথ ধরিয়া আমরা সারি বাঁধিয়া চলিয়াছি। ঝোপ্ ঝাড়ের মধ্যে কতকগুলা ছপ্পর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং কুঞ্চিত-পত্র-বিশিষ্ট খুব ছোট ছোট সুপারী গাছ দেখা যাইতেছে—খাগড়ার ডাঁটার প্রান্তভাগে যেন সাম্‌রোক পাখীর পালকের গুচ্ছ। এখানে উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য, কিন্তু একটিও বড় গাছ নাই।

যতগুলা বাড়ী, ততগুলা মন্দির। অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরাতন মন্দির; ভিতরের সমস্ত কদাকার মূর্ত্তিগুলি সমেত উহাতে ৫.৬ জন লোক ধরে কি না সন্দেহ। মন্দিরকে বিভূষিত করিবার জন্য মনে হয়, যেন পুরাকালে নরকের সমস্ত কল্পনা উহার উপর পুঞ্জীভূত করা হইয়াছিল। সকল প্রকার ভীষণ ও বীভৎস জিনিস উহার ছাদে ও দেওয়ালে চিত্রিত ক্ষোদিত ও উৎকীর্ণ রহিয়াছে—যথা কাঁকড়া ও বিছার মালা; বলয়াকার কীটসমূহের পরস্পর জড়াজড়ি—মনে হয় যেন কতকগুলা কেঁচো; থাবা-ওয়ালা শিং-ওয়ালা লম্বা লম্বা কতকগুলা শুঁয়া-পোকা ভীষণভাবে চোখ পাকাইয়া আছে; ছোট ছোট বিকটাকার জীব—অর্দ্ধ-কুকুর অর্দ্ধদানব—একই রকম অবর্ণনীয় ভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যকিরণ, সাগরোত্থিত মলিন কুয়াসা, "টাইফুন" ঝটিকার প্রলয়ঙ্কর বাতোচ্ছ্বাস, এই সকল জিনিসকে গুঁড়াইয়া দিয়াছে, ফাটাইয়া দিয়াছে, গ্রন্থিচ্যুত করিয়াছে, তথাপি বহু শতাব্দীর ধূসর প্রলয়ভস্ম গায়ে মাখিয়া একটা তীব্র জীবন্ত ভাব এখনও উহারা বজায় রাখিয়াছে। উহারা খাড়া হইয়া আছে, বক্রভাবে নুইয়া আছে, কাঁটা খোঁচা উঁচাইয়া আছে এবং প্রবেশপথে আড়-চোখে দেখিতেছে; যেন যে-কেহ দুঃসাহসী হইয়া এখানে আসিবে, অমনি প্রচণ্ড রোষভরে তাহার উপর উহারা লাফাইয়া পড়িবে।

চারিদিকে বালুময় ছোট ছোট বাগান; এই বাগানের অদ্ভুত গাছগুলা উত্তাপে ও আলোকে মূর্চ্ছিতপ্রায়; কতকগুলা খালি ঘরের ভিতর—অন্যান্য অনির্দ্দেশ্য পশু মৃত্যুকে যেন মুখ ভেঙাইতেছে। এবং রাস্তার ধারে ধারে সেই একই রকমের প্রস্তর-যবনিকা স্থাপিত। যবনিকাগুলা অদ্ভুত রকমের মাল্যভূষণে বিভূষিত, ভীতিপ্রদ দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে আচ্ছন্ন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য মূর্ত্তিমান; ধূলা ও যবক্ষারের প্রভাবে দেয়ালের পুতুল ও ঝিনুকের উৎকীর্ণ লিপিগুলা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার দেবালয়ের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে; ইহার আলোকে কীটদষ্ট-শ্মশ্রুশোভিত বিকটাকার দৈত্যদানবদিগকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। একটা ধূপধুনার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, গুহা-গহ্বরসুলভ একটা ছাতা-ধরা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে; এবং শেষ প্রান্তে, একটা বেদীর উপর, আধো-আঁধারের মধ্যে লম্বোদর, অশ্লীল বৃদ্ধ, প্রতীকস্বরূপ কতকগুলা বক ও কতকগুলা কচ্ছপের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাস্য করিতেছেন।

…জাগিয়া উঠিয়া, যে তাজা শৈবালের উপর ঘুমাইয়াছিলাম, সেই শৈবালগুলা দেখিতে লাগিলাম।—আমাদের ফ্রান্সের শৈবালের মত দেখিতে এক রকম সূক্ষ্ম তৃণও ছিল; আমার পরিচিত বনভূমির তৃণকে মনে করাইয়া দিল—তৃণগুল্ম জন্মাইবার অনুকূল পাথুরে মাটীর উপর, বড় বড় ওক গাছের ছায়ায় এই জাতীয় তৃণ দেখা যাইত। আমার শৈশবে ঐ বনভূমিতে বাস করিয়াছি…

একটা পুরাতন ছোট প্রাচীরের পাদদেশে, একটা খুব ছায়াময় কোণ—এই জায়গায় আমি ঘুমাইয়া ছিলাম।

এই প্রাচীরের নিম্নদেশ—যাহার গায়ে আমার মাথা ঠেস্ দিয়া ছিলাম—ইহাও অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। উহা আমাদের গ্রামাদির ছোট ছোট গৃহের দেওয়ালের মত; সেকালে পল্লীগ্রামের ধরণে এক পোঁচ চুণের কলি দিয়া সাদা করা হইয়াছিল—এক্ষণে সমস্ত সবুজ; গর্ত্তগুলার মধ্যে পাতাবাহারের গাছ জন্মিয়াছে…তরুময় প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত কোন এক পরিত্যক্ত কুটীরের

এই প্রাচীর সন্দেহ নাই (ইহার চতুর্দ্দিকে ঘন নিবিড় হরিৎ-পুঞ্জ)।

দুই সেকেণ্ড ধরিয়া স্বদেশের ভাব—একটা সম্পূর্ণ স্বদেশের ভাব অনুভব করিলাম—আমাদের ফ্রান্‌সের গ্রীষ্মসুলভ রমণীয় শোভাসৌন্দর্য্য অনুভব করিলাম। আমাদের কোন কোন বনভূমিতে সংঘটিত আমার শৈশব-জাগৃতির বিভ্রম উপলব্ধি করিলাম ··

···তথাপি বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া এই যে জোর বাতাস বহিতেছিল, ক্রমাগতই বহিতেছিল, এই বাতাসটা খুবই গরম, উহার সহিত অপরিচিত সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল · তাহার পর আমার নিকটেই সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—এবং আমার মাথার উপর আর একটা শব্দ,—সুদূর বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাত-শব্দ শুনিতে পাইলাম—এই সব শব্দ হঠাৎ আমাকে অন্যত্র এক বিমিশ্রস্মৃতির জগতে লইয়া গেল—তখন আমি উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—এই আকাশের অপর্য্যাপ্ত আলোকের মধ্যে স্বকীয় দীর্ঘ বৃন্তের উপর আরূঢ় হইয়া একটা নারিকেল গাছ তাহার আলুলায়িত বড় বড় পালোকগুলা লুটাইয়া আছে···

এই বিষাদময় শব্দটা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জবর্ত্তী বেলা-ভূমির বিশেষধরণের শব্দ ; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে ওটাহিটির অনেক কথা মনে করাইয়া দিল—যে-সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল—আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি কি এখন সেইখানে আছি ?···

কিন্তু না, যে প্রাচীরটা ফ্রান্‌সের গ্রামের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরের উপরটা আমার চোখে পড়িল ; দেখিলাম, উহা অদ্ভুতভাবে মাল্যাকারে বিভূষিত ; শিং ও বক্র নখ-থাবায় এবং কালবশে ক্ষয়প্রাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো নানাপ্রকার মূর্ত্তিতে গিস্‌গিস্ করিতেছে ; এবং চীনা মাটীর একটা বিকট জীব ছাদের কানার উপর বসিয়া, আমার দিকে চাহিয়া আছে ও চীনা ধরণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে···

চীন ! দূরবর্ত্তী চীন ! তা হ'লে আমি চীনদেশে আছি ! বৃহৎ "স্বর্গীয় রাজ্যের" কোন একটা কোণে আমি তা হ'লে ঘুমাইতেছিলাম—শান্তভাবে ঘুমাই-তেছিলাম—সেই গ্রীষ্মসুলভ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম···

ওঃ ! তখন আমাদের ফ্রান্‌সের সুরম্য গ্রীষ্মদিনের কথা, সেই সুন্দর বৎসরগুলার কথা, যাহা কিছু ভালবাসি, যাহা কিছু ভালবাসিয়াছি, তাহা হইতে বহু দূরে, যে যৌবনটা সম্ভবতঃ এখানে অতিবাহিত করিতে হইবে, সেই যৌবনের শেষ বৎসরগুলার কথা মনে করিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

···পুরাতন মন্দিরটার নিকটে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই মন্দির আমার নিকট এখন খুব পরিচিত—হরিৎ শ্যামল দ্বীপের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ; এইখানে মৎস্যজীবীরা যাহাতে তাহাদের জাল মাছে ভরিয়া যায়, এইজন্য বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে আসে।—এবং চোখ না খুলিয়াও আমার মনোদর্পণে দেখিতে পাইতেছি, সেই বৃহৎ উপসাগর, সেই অন্ধ-কারময় পর্ব্বতগুহা—যাহার দ্বারা এই হরিৎ শ্যামল দ্বীপটা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। তা ছাড়া আরও দেখিতে পাইতেছি, এই কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরের অভ্য-ন্তরদেশ, সেই-সব পুতুল, সেই তিন চারিটা ক্ষুদ্র বিকট মূর্ত্তি, সোরায় ভরা কতকগুলা ভূতপ্রেত—সকলেই এই আর্দ্র অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে।

কেমন করিয়া এখানে আসিলাম ? এই তুরান্ দেশে, চৈনিক সাগরের ধারে ?···আর, এই প্রবাস হইতে না জানি আমি কখন্ বাহির হইতে পারিব ?

আমার এখন স্মরণ হইতেছে—সেটা শীঘ্রই ঘটিয়াছিল :—কোন এক রমণীয় বসন্তের দিনে, একটা বজ্রপাতের মত প্রস্থানের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। এই অঞ্চলে একটা যুদ্ধ বাধিয়াছে ; এখন সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া "ব্রেষ্ট" বন্দরে গিয়া জাহাজে উঠিতে হইবে—পিছনে না তাকাইয়া বিনা আক্ষেপে প্রস্থান করিতে হইবে। আয়োজন-উদ্যোগ বিদায়-সম্ভাষণ প্রভৃতিতে এক সপ্তাহ ব্যস্তভাবে কাটিয়া গেল, তাহার পর পাড়ী দিবার দিন উপস্থিত হইল ; জাহা-জের উপর প্রস্থানের গম্ভীর আহ্বান ধ্বনিত হইল ;—"ব্রেটনের" উপকূল আমাদের পশ্চাতে সুদূর অনন্তের মধ্যে বিলীন হইল।

তাহার পর সমুদ্র আরও নীল হইল, আকাশ আরও স্বচ্ছ হইল, সূর্য্য আরও উষ্ণ হইল ; আল্‌জেরিয়া সম্মুখে দেখা দিল,—আল্‌জেরিয়া পূর্ব্বের মত আমাকে মাতাইয়া তুলল।

এসিয়ায় পীতবর্ণ নরকে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, এই আল্‌জেরিয়ায় বিশ্রামসুখের দিনটা অতীব ক্ষণস্থায়ী, অতীব অস্থির বলিয়া মনে হইল। এই চিত্তবিমোহন

আলজেরিয়ার সহিত আমার অতীত জীবনের কত স্মৃতিই জড়িত। তা ছাড়া, এই আলোকে, বাতাসে আফ্রিকার কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ বিচরণ করে, তাহা অবর্ণনীয়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যায় না।

দিনের বেলা, ছায়াতলে অলসভাবে ভ্রমণ করিতাম, অথবা পূর্ব্বের মত বন্ধুবর সৈ-মহম্মদের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। আর রাত্রে উচ্চদেশে জ্যোৎস্নাধবল রহস্যময় মুরজাতীয় নগরের মধ্যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছোট ছোট আরবী বাঁশীতে সেই চিরন্তন বিষাদময় সুর ধ্বনিত হইতেছে আর সেই সঙ্গে খুব সজোরে ঢাক বাজিতেছে শুনিতাম। ঐ সঙ্গীত এখনও আমাকে মুগ্ধ করে। মার্জ্জিত সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

তাহার পর "পোর্ট সৈয়দ" পর্য্যন্ত আবার আমরা প্রশান্ত নীলজলরাশির উপর দিয়া চলিলাম—পোর্ট সৈয়দে য়ুরোপীয় সমস্ত জাতির একটা খিচুড়ি পাকিয়াছে;—কিন্তু বনিয়াদটা ইজিপ্টের;—অসীম বালুকার রাজ্য।

দ্রুত পার হইয়া গেলাম—সুয়েজের যোজকভূমি, মুসার দেশের ঝিকমিকে বালুরাশি, মরীচিকাদি, নদীর উঁচু পাড়ের উপর সার্থবাহের দল;—তাহার পরেই লোহিত সাগরে অবতরণ করিলাম।

উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল, আকাশের নীলিমা বালুর সংস্পর্শে ম্লান হইয়া গেল। আমাদের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। তখন জুলাই মাস, উনানের তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে পিছন হইতে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছে। রাত্রে তারার বদল হইল, "cross of the south" নক্ষত্র আস্তে আস্তে আকাশে উঠিল; ঐ নক্ষত্রকে আমি সুদূর স্মৃতির আবেগে অভিবাদন করিলাম।

পরিশেষে ভারত-সাগরে প্রবেশ করিলাম। বাতাস সমানভাবে বহিতেছে। হাওয়া কবোষ্ণ ও নির্ম্মল। বিদায়-বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণার পর, মনের ভিতরে এখন একটু শান্তি আসিয়াছে। দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, ঝড়ের মত বাতাস সবেগে বহিতেছে; পরমাশ্চর্য্য সিংহলদ্বীপ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে ...তত্রত্য বিস্তৃত বিশাল বৃক্ষমণ্ডপ হইতে রাশি রাশি পত্রপুষ্প পতিত হইয়া ঐখানকার ভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে; এবং বৃষ্টির প্লাবনে ভিজাইয়া দিয়াছে; ওখানকার রাত্রিগুলা উষ্ণ ও ঘোর তমসাবৃত এবং মৃগনাভির তীব্র গন্ধে বাতাস ভরপূর। ডাগর ডাগর ভারতীয় চোখ, রূপার কলসী কাঁখে, লালশাড়ী পরা রমণীরা সায়াহ্নের অন্তরে একটা গুরুভার ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ উৎপাদন করিয়া, দেবীর মত প্রশান্তভাবে চলিয়াছে—তাহার পর আবার সাগরসুলভ স্বাস্থ্য ও বিশ্রামদায়িনী জীবনলীলা আরম্ভ হইল; একটা উদার শান্তি আসিয়া সমস্ত বিক্ষোভচাঞ্চল্য মুছিয়া দিল। আমরা মালাকার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রতিদিনই সেই একই রকম চমৎকার নির্ম্মল আকাশ, সেই একই রকম আলোকের মোহিনী মায়া।

একদিন রাত্রে একটার সময়, এই বঙ্গ-উপসাগরের মধ্যস্থলে আমাকে জাগাইয়া দিবার জন্য, জাহাজের হালধারীদের উপর আদেশ জারি করা হইয়াছিল—সেদিন আদেশ দিবার পর পোয়া ঘণ্টাও অতীত হয় নাই। আমরা হিসাব করিয়া সেই দিক্ পানে চলিতে লাগিলাম—যে-জায়গায় আমার ভাইকে সাগরজলে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া আমার চারিদিকে, সাগর ও যামিনীর নীলাভ স্বচ্ছতা দেখিতে লাগিলাম।

এই রাত্রিতে সমস্তই শান্ত-প্রশান্ত; চন্দ্রমা একটু অবগুণ্ঠিত। দক্ষিণদিকের দিগ্‌বলয়টা খুবই গভীর। পক্ষান্তরে উত্তর-দিকে, ঐ কবর-স্থানের দিকে, ঘন-নিবিড় কতকগুলা মেঘ জলরাশির উপর চাপিয়া বসিয়াছে—তাহার ছায়া বিশাল পর্দ্দার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মৌসুমের বাতাস, যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছিল, বিষুবরেখার কাছাকাছি আসিয়াই মরিয়া গেল। তাহার পর একদিন সায়াহ্নকালে আচেম্ রাজ্যের টঁ্যাকের মাথাটা স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকের মধ্যে, আমাদের নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইল। এখন জল আরও গরম হইয়া উঠিয়াছে—এই উষ্ণ জলের উপর, বাদুড়ের কোঁচকান ডানার মত পাল তুলিয়া, কতকগুলা মাছ ধরিবার ডিঙ্গি প্রথম দেখা দিয়াছে। আমরা প্রান্তিক এসিয়ায় উপনীত হইয়াছি, আমরা পীত নরকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। শিঙ্গাপুরে বিষুব-মণ্ডল-সুলভ বড় বড় গাছের নীচে, আমাদের চতুর্দ্দিকে, রগের-উপর-টানা চোখ, মুণ্ডিত মস্তক, বেণী ঝোলানো নোংরা চীনাদের জটলা ও কপি-সুলভ চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুম বাতাসের ঠেলায় আমরা চীনসাগরে দ্রুত আসিয়া পড়িলাম।

আকাশ অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কি না আমরা টংকিনে পৌঁছিলাম। কি ভয়ানক! ঐ দিন আমি সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছি, তখনও খুব দুর্ব্বল। এই সর্দ্দিগর্ম্মি আমার জীবনের একমাত্র গুরুতর পীড়া—পূর্ব্বে একবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার—যে আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল, সে যখন দেখিল আমি চোখ খুলিয়াছি, তখন সে আমাকে এই কথা বলিল :—"কাপ্তেন সাহেব, আমরা টংকিনে পৌঁছিয়াছি।" আমাদের জাহাজ বরাবর সমান চলিয়াছে, কিন্তু আমার ক্যাবিনের খোলা পার্শ্ব-ছিদ্র-পথ দিয়া, একেবারে নূতন ধরণের কতকগুলা অসম্ভব জিনিস অস্পষ্টরূপে দেখিতে লাগিলাম :—ড্রুইড যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূসববর্ণের প্রস্তরস্তম্ভ সমুদ্রের সকল স্থান হইতেই উঠিতেছে। এইরূপ হাজার হাজার পাথর একটার পর একটা সারি দিয়া চলিয়াছে—এই সব দাঁড়ানো পাথরে বীথি নির্ম্মিত হইতেছে, সার্কাস নির্ম্মিত হইতেছে, মেজের শান নির্ম্মিত হইতেছে। আমার মনে হইল, এখনও আমি খেয়াল দেখিতেছি, নানা প্রকার কাল্পনিক জিনিষ দেখিতেছি। তখন আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু না, এ যে হা-লঙের উপসাগর। এ স্থানের আকার-প্রকার পৃথিবীর মধ্যে বেশ একটু অনন্যসাধারণ। মরিবার মত বেশী না হইলে, এই সর্দ্দিগর্ম্মির আবেশ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তার পর দিন আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম ; এই দেশটা বাস্তব বলিয়া তখন আমার প্রতীতি হইল।

তাহার পর এই নোঙ্গর স্থান ছাড়িয়া হুয়ে নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই হাড়-ভাঙ্গা সূর্য্যের নীচে, ঘটনাগুলা দ্রুত চলিতে লাগিল। তিন দিনের গোলাবর্ষণের পর, যুদ্ধের পর থুয়ান আন দখলে আসিল ; এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টার পর আমাদের প্রবাসের শান্তি তুরান্‌-এ আরম্ভ হইল। এই শান্তি, বিষাদময় প্রখর উত্তাপে অভিভূত ; আন্নামের কোন্ এক অজ্ঞাত কোণে, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই যে শান্তি, ইহা নির্ব্বাসিতের শান্তি।

বন্দরগুলাসমেত এই সমস্ত প্রদেশটা আগলাইবার জন্য আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এখন এই আব্‌হাওয়ার সহিত অভ্যস্ত হইতে হইবে ; বোধ হয়, এই শীতকালটা এইখানেই কাটাইতে হইবে। হায়! এক্ষণে ইহাই আমার বহুদূরস্থ অজানা সমাধিস্থান!

যেখানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে, এই বৃহৎ উপসাগরের চারিদিকে কতকগুলা উচ্চ কালো কালো পাহাড়। ওদিকে, দূর-পশ্চাতে একটা নদীর মুখ—উহার প্রথম বাঁকেই পুরাতন ভগ্নদশাগ্রস্ত একটি গ্রাম শীর্ণকায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঁশগুলা বড় বড় পুষ্পিত ছোলা-গাছের মত দেখিতে।

কিন্তু এখন এই গ্রামের সহিত আমি এত ভাল-রকম পরিচিত, উহার ভিতর দিয়া "ইস্‌পার উস্‌পার" করিয়া এতবার বেড়াইয়াছি, শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, খোঁজ করিয়াছি যে, এখন আমার কাছে উহা বাসি বলিয়া মনে হয়, নিতান্ত সাদামাটা বলিয়া মনে হয়। প্রথম কৌতূহলের আগ্রহটা চলিয়া গিয়াছে, এখন আর এই দেশ আমার কখনই ভাল লাগিবে না, এই বিষণ্ণ পীতবর্ণ জাতির লোকদিগকে ভাল লাগিবে না ; আমার পক্ষে বাস্তবিকই নির্ব্বাসিতের দেশ ; এখানকার কিছুই আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।—আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

এখন আমি হরিৎ শ্যামল দ্বীপটিকে, এই মন্দিরের ছায়ায় বরণ করিয়া লইয়াছি। নিস্তব্ধ জীবন উপভোগ করিবার জন্য, তরুলতার শৈত্য উপভোগ করিবার জন্য, মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপের পর, যখন সূর্য্য অস্ত যায়, সেই সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া থাকি। ডিঙ্গির নাবিকদের লইয়া আমি একলাই আসিয়া থাকি। উহাদের খুব আমোদ হয়। যদিও এই বনভূমে শুধু কতকগুলা লতাগুল্ম ও যুথি জড়াজড়ি করিয়া আছে, আর বাসিন্দার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলা বানর।

এই চিরপরিত্যক্ত মন্দিরের সহিত ইহারই মধ্যে আমরা খুব পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষতঃ মন্দিরটা আমোদের স্নানাগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে যে সকল ভূত-প্রেত, যে সকল পুরাতন ক্ষুদ্র ভীষণ বিকট জীব পাহারা

দিতেছে, আমাদের কাপড়চোপড় তাহাদের জিম্মায় রাখিয়া আমরা স্নান করিতে যাই।

যাহাই হউক, এই সমস্ত সত্বেও, এই বৌদ্ধ-মন্দির আমাদের একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উহার কোন জিনিসই আমরা স্থানচ্যুত করি না এবং ঐখানে আমরা খুব মৃদুস্বরে কথা কহি।

মন্দিরটা অন্ধকার; এই-সব স্থানে কত কাল ধরিয়া কত লোকে পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছে, কত অপরিচিত ধূপ-ধূনার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। খুব প্রাচীন কালের "ব্রেটন্" প্রদেশের গির্জ্জার মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই একটা অতি প্রাকৃতের ভাব আসিয়া আমার চিত্তকে পীড়ন করে।

৩

কি গোলমালের কারখানা আমার এই জাহাজের কাম্‌রাটা। নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিসে, লম্বোদর বুদ্ধমূর্ত্তিতে, হাতীতে, ঝিনুকে-খচিত কবাটে, চা-য়ে, আতপত্রে ভরা। তা ছাড়া তিনটা কটকটে ব্যাং—বেশ জীবন্ত কট্‌কটে ব্যাং একটা খাঁচার ভিতরে। ইঁদুর-গুলা আমার দস্তানা ও বুটজুতা আক্রমণ করিত; ইঁদুর তাড়াইবার এই ফন্দিটা ইংরেজ নাবিকেরা আমাকে শিখাইয়া দিয়াছে। (রাত্রে সিল্‌ভেষ্টার নাবিক এই খাঁচাটা আমার কামরায় রাখিয়া দেয়। মনে হয়, ব্যাঙের ভয়ে ইঁদুর আর ঘরে ঢোকে না)।

সর্ব্বোপরি, কতকগুলা ফুল, তোড়ার আকারে, আঁটি-বাঁধা। এই সব ফুল "পারীর" সুন্দরীরা তাহাদের উষ্ণ উদ্ভিদ্‌গৃহে কখনও চক্ষে দেখে নাই, উহাদের সৌরভ কখনও আঘ্রাণ করে নাই, ওরূপ ফুলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া সন্দেহও করে নাই; এই সকল ফুল উহাদের নিকট একটা অপরিচিত ধারণা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। কৃত্রিম রঙের নামহীন অনেক কীটাকৃতি পরগাছা; রং যথা:—ননী-ধবল, তাহাতে একটু সবুজের আভা; ম্লান অরুণ-নীলে পর্য্যবসিত; চীনদেশের এক প্রকার ক্রেপ কাপড়ের মত। তার পর পত্রপল্লব ও কতরকম দুর্ল্লভ সুগন্ধ! এই-সব সৌরভের মধ্যে, আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার কোন এক প্রভাতে যখন আমাকে জাগাইতে আসিবে, তখন আসিয়া দেখিবে, আমি মরিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছি—আমার মত কৃপাপাত্র সাগর পর্য্যটকের অন্তিম দশাটা খুবই কবিত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

আমার নাবিকেরাই মিঠা জলের ধারে গিয়া প্রতিদিন আমার জন্য এই সকল পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া আনে। এখানকার পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে এই সকল ফুল ফোটে। আমাদের দোভাষী হোয়ে মহাশয় বলেন, এই পাহাড়ে অল্পস্বল্প বাঘ "মহাশয়" আছেন, অনেক কুকুর-মুখো বানর "মহাশয়ও" আছেন।

গতকল্য তুরান্-এ উপর দিয়া একটা বড় রকম "টাইফুন" ঝড় বাহিয়া গিয়াছিল; সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, বৃক্ষসমেত গৃহের ছাদ প্রভৃতি নীচে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছে। অনেক লোক মারা গিয়াছে। সমস্ত স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ গৃহই ভূপতিত হইয়াছে; বুদ্ধমূর্ত্তি ও পুতুলগুলার ভাঙ্গা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া, লোকেরা ঘাসের উপর বাস করিতেছে। একটা বড় পাহাড়ের আড়ালে আমাদের জাহাজটা কোন রকমে টিকিয়া ছিল, কিন্তু কয়েকঘণ্টা কাল, উহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; মধ্যরাত্রে ঝড়টা চলিয়া গেল; তার পর আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল একটা ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল; সমুদ্র বায়ুর দ্বারা বিক্ষোভিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া তপ্ত ফুটন্ত জলের মত ধুঁয়াইতে লাগিল।

আজ আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জীবজন্তু ও ধ্বংসাবশেষ বহন করিয়া নদী শান্তভাবে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে।

এখন সন্ধ্যা; যখন রাত্রি হয়, তখন মনে হয়, যেন এখানে আসিয়া সবই হারাইয়াছি, চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছি।

হায়! এখান হইতে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশ কত-কত যোজন দূরে! এখানকার গোধূলিকালের রং অতি অপূর্ব্ব ও হিমপ্রধান দেশেরই মত; এই উষ্ণ দেশে এইরূপ গোধূলি হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। পীতাভ, সীসবর্ণ আকাশের গায়ে, ধূসর অথবা মসীকৃষ্ণ পাহাড়গুলা খুব উচ্চদেশে স্বীয় তীক্ষ্ণাগ্র কঠিন দন্তপংক্তির কাটা কাটা রেখা-ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। এই সময়ে এই পাহাড়গুলাকে খুব প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

এবং ইহা হইতে কোন-কোন চীনা-চিত্রকরের

কলা-কৌশল, তাহাদের অঙ্কিত দৃশ্যচিত্রের ভাবটা বুঝা যায়। উহাদের চিত্রের গভীর পরিপ্রেক্ষিতগুলা স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত নহে—অন্য রঙে চিত্রিত। এবং তাহার ভিতর যে একটা আজগুবি রকমের পরিকল্পনা আছে, তাহা বিষাদময় ও ভীতিপ্রদ।

আজ প্রাতে আমার ৩টা ব্যাঙের মধ্যে একটা ব্যাং মরিয়া গিয়াছে—দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার্ তার ব্রেটন প্রদেশের উচ্চারণ সহ অন্ত্যেষ্টিকালে এই সংক্ষিপ্ত স্তুতিবাদ করিল;—"এই নোংরা জীবদের মধ্যে একটা ইহলীলা সম্বরণ করিল, কাপ্তেন" এই কথা বলিয়া মৃত ভেকটাকে একটা চিম্‌টা দিয়া উঠাইয়া তাহার অন্তিম নিবাস সাগরজলে নিক্ষেপ করিল।

এই সময়টা আমাদের সকলেরই বড় খারাপ লাগিতেছে—আমাদের মধ্যে যেন একটা অবসাদের ভাব আসিয়াছে। ফ্রান্‌স হইতে যে সব চিঠিপত্র আসে, তাহা পড়িতে আমরা সকলেই উৎসুক—কিন্তু আমরা ফ্রান্‌সে এখন আর নাই—উত্তর দিবে কে? এটা আমরা জানি, এবং পূর্ব্বেও এইরূপ কষ্ট আমরা অনুভব করিয়াছি। সুদূর পদার্থসমূহের উপর আস্তে আস্তে একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে; সূর্য্য, এক-ঘেয়ে জীবন, অবসাদ, ঔদাস্য—এই সমস্ত আমা-দিগকে বিনাশের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে…

৪

আজ প্রাতে "সাওন" জাহাজখানা খুব তাড়া-তাড়ি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের অর্দ্ধেক সরঞ্জাম, লোকজন, কামান প্রভৃতি এই জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে, এইরূপ সরকারের হুকুম আসিয়াছে। আরও যাহা কিছু ভাল জিনিস আমরা দিতে পারি, ঐ জাহাজ তাহাও লইবে। আরও এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—রাত্রেই এই সব লোকজন ও সরঞ্জাম এই নবাগত জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে; এবং আন্নামবাসীরা এই যাত্রার কথা বিন্দুবিসর্গ যেন জানিতে না পারে, আমাদের জাহাজ এতটা খালি হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যেন তাহাদের গোচরে না আসে। ডেক্ পরিষ্কারের কাজ হইয়া গেলে, উহারা চলিয়া গেল,—অন্ধকার রাত্রে। গম্যস্থান অজ্ঞাত। তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বোচ্‌কা-বুচ্‌কি গুছাইয়া লইয়া, খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যখন উহারা গেল, তখন উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যার-পর-নাই ব্যথিত হইলাম।

আমার উচ্চ মাস্তুলের বেচারী নাবিকেরা, যাহারা আমার জন্য ফুল তুলিয়া আনিত, তাহারা সবাই চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মা-দের জন্য, বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীদের জন্য, তরুণী ভার্য্যাদের জন্য, আমাকে ছোটখাটো কত-কি ফরমাইস করিয়া গিয়াছে। কেহ বা টাকাকড়ি, কেহ বা ঘড়ি, কেহ বা ছোটখাটো মূল্যবান জিনিস আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা জানে না, তাহাদের ভাগ্যে কি আছে।

তাহাদের সঙ্গে কেবল একজন নৌ-কর্ম্মচারী গিয়াছে, পাঠশালায় যখন পড়িতাম, তখন হইতেই আমাদের দুজনার মধ্যেই বেশ জানাশুনা ছিল; আমরা দুজনে সহৃদয় সহচরের মত একসঙ্গে থাকিতাম—আমাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের বেশ শ্রদ্ধা ছিল। যখন তাহার নিকট হইতেও ফরমাইস পাইলাম, বিদায়-চুম্বন পাইলাম, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাদের মধ্যে ভালবাসার কিরূপ পাকা ভিত্তি ছিল, আমরা পরস্পরের প্রতি কতটা আসক্ত ছিলাম।

আঁধার রাতের মাঝখানে, ডিঙ্গি করিয়া যখন উহারা গেল, ডিঙ্গিগুলা ভরপূর বোঝাই হইয়া খুব গাদাগাদি হইয়াছিল। একবার অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, তাহার পরই নিম্নস্বরে বিদায়-সম্ভাষণ। কোন চীৎকারের শব্দ নাই, কোন জয়ধ্বনিও নাই;—ইহা প্রকৃত বীরজনোচিত প্রশান্ত যাত্রা। তাহার পর বাতাসের শব্দ ও সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কিছুই নাই; এবং যাহারা এইমাত্র দূরে চলিয়া গেল, তাহারা এই ঝোড়ো রাতের ঘোর অন্ধকার মাথায় করিয়া গিয়াছে, উহারা সকলে কোথায় যাইতেছে? উহাদের মধ্যে কে-কে না জানি আর ফিরিয়া আসিবে না?…

উহাদের প্রস্থানের পর, আমি দুই ঘন্টাকাল ঘুমাইয়াছি; জাহাজের একজন হালধারী একটা মোমবাতী জ্বালাইয়া আমার কাম্‌রায় প্রবেশ করিল এবং আমাকে বলিল,—সেই চিরন্তন বাক্য যাহা এত বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি! "বারোটা (রাত) বাজ্‌তে আর পোয়া ঘণ্টা বাকি।" তখন আমি দেখিলাম, আমার সারি বাঁধা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলা বাতির আলোয় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জাগিবার

পর হইতে, প্রবাসের ভাব্‌টা প্রান্তিক এসিয়ার কথা আমার মনকে দখল করিয়া বসিল। মন বিষাদে আচ্ছন্ন, হৃদয় বেদনায় কাতর। আমার জাহাজ অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে—কোন প্রকারে এই পোয়া ঘণ্টাকাল জাহাজের উপর অতিবাহিত করিতেছি।

পোয়া ঘণ্টাকাল জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে—আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে; এখন আর কিছুই করিবার নাই।

"কর্ম্মচারীদের ডাক দাও"।—আমাকে উত্তর দিল, এখানে কোন কর্ম্মচারীই আর নাই। ঠিক কথা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কোন প্রকার যোগাযোগ করিয়া কর্ম্মচারীর অভাব পূরণ করিলাম। তাহারা যখন কাজে হাজির হইল, তখন আত্মবিনোদনের জন্য 'লৈলা হানুম' নামক এক নবপ্রকাশিত গ্রন্থ হাতে পাইলাম। ইস্তাম্বুলের কথা আছে বলিয়া আমার বন্ধুরা এই পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থপাঠ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, আমি কখনই পুস্তক পাঠ করি না। কিন্তু হঠাৎ এই গ্রন্থের একটা জায়গায় আমার নজর পড়িল—এই অংশটা অতি মনোরম। ইহা পাঠ করিয়া একটা স্মৃতির যন্ত্রণা আমার মনে জাগিয়া উঠিল।

"…কোন এক বসন্তপ্রাতে 'নজিবে' অবগুণ্ঠিত হইয়া একাকী সুল্‌তান-আখমেতের নিকটে গেল; এই সুরম্য ঋতুতে রাস্তার কোণে কোণে সৌরভপূর্ণ নার্গেশ চাঁপা বিক্রীত হইয়া থাকে…"

হাঁ, বাস্তবিকই—আমার স্মরণ হইতেছে—সেই সব ফুলের ব্যাপারীদের কথা—সেই সুরম্য বসন্ত ঋতুর কথা।—ঠিক এই সময়েই আমাকে তুর্কদেশ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল—আর এখন দেখ এই, লৈলা হানুম গ্রন্থের এই মধুর বাক্যটি দূরাগত মৃত্যু-ঘণ্টার মত আমার মাথার ভিতর ধীরে ধীরে অনুরণিত হইতেছে। ওঃ! ইস্তাম্বুল হইতে আমার সেই প্রস্থান-কাল! তখন আমার মনে যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কি বর্ণনা করিব,—উহার সহিত এত রকম জিনিস মিশ্রিত রহিয়াছে; আমাদের ভালবাসার হৃদয়ভেদী ভীষণ যন্ত্রণা, এই ইসলাম মহানগরীর জন্য দারুণ মৃত্যুশোক, সেই আসন্ন নববসন্তের রমণীয় শোভা, সেই পরিত্যক্ত ছোট ছোট রাস্তার ধারে পীচগাছের লাল লাল ফুল …জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই শেষ-দিনগুলা, সেই সুন্দর সময়টা, সেই নববসন্তে যখন নার্গেশ চাঁপার মধুর সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়, যখন সেই চম্পক পুষ্প ইস্তাম্বুলের রাস্তার কোণে কোণে বিক্রীত হইয়া থাকে—এই সব কথা আমার মনে আসিল।

তার পর আমি বইটা বন্ধ করিয়া আবার ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ এখন অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ, রাত্রিটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রশান্ত।

কোন এক হতভাগ্য আতুরাশ্রমে যকৃৎরোগে শয্যাশায়ী হইয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতেছে, এখন কেবল সেই আর্ত্তনাদের শব্দই শুনা যাইতেছে। যকৃৎবিস্ফোটক—এই পীত দেশের একটা প্রচলিত ব্যাধি।

কতকগুলা গৃহ আমাদের সম্মুখে পড়িল। গৃহের ভিতর কি হইতেছে দেখিবার জন্য আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অধিবাসীরা বাহিরে গিয়াছে; খুব সম্ভব বাজারে। কতকগুলা বুড়া ও কতকগুলি শিশু ছাড়া বড় একটা কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। উহাদের পিছন দিক্‌টা সমস্ত খোলা রাখিয়া উহারা লুকাইয়া ছিল; কেবল কতকগুলা শীর্ণকায় কুকুর আমাদের গা শুঁকিয়া তাহার পর লেজ নীচু করিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল।

এই দৈন্যদশাগ্রস্ত গৃহগুলা—সবই প্রায় এক রকমের। ইহাদের শুধু তিনটা পাশ আছে। লোকেরা একেবারে প্রান্তভাগে, এক প্রকার মঞ্চের উপর শয়ন করে; মাচানগুলা নল-খাগড়ার পর্দ্দা দিয়া আড়াল করা। সকলের মধ্যস্থলে, সম্মানের স্থানে, একটা বিশেষ পর্দ্দার পিছনে পারিবারিক বৃদ্ধগণ একটা কুলঙ্গির ভিতর, গৃহের সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাসীন; এই সব সামগ্রীর মধ্যে আছে—চীনীয় বা জাপানী গামলা, পর্দ্দা, ছোট ছোট কাঁসর ও ছোট ছোট হাত-ঘণ্টি।

নাবিকেরা সব দেখিতে দেখিতে, আমোদ করিতে করিতে, কোথায় ফলাদি পাওয়া যায়, কোথায় কি আছে—এই-সব সন্ধান করিতে করিতে একবার বামে, একবার ডাইনে বক্রগতিতে চলিয়াছে। উহারা হঠাৎ মুগ্ধ হইয়া কি একটা দেখিবার জন্য আমাকে ডাকিল। উহারা একজন ধনীর গৃহ আবিষ্কার করিয়াছে; উহারা বলিল, গৃহটি অতি সুন্দর।

এই ধনি-গৃহের ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন; দুর্লভ কাঠের ভারী ভারী থাম ছাদের কাঠামটাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। থামগুলা অতি সূক্ষ্ম ক্ষোদাই কাজে আচ্ছন্ন। খুব ভিতর দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ফুকরওয়ালা কতকগুলা কার্ণিশ; চন্দন-কাঠের, আব্‌লুষ-কাঠের, মেহগনি-কাঠের জালি-কাজ—সোণা দিয়া বিভূষিত; তাহার পর লাক্ষার বড় বড় কাঠের কপাটের গিল্টি করা কতকগুলা উৎকীর্ণ লিপি। ছাদের জড়ানো পাকানো কড়ি-কাঠে কতকগুলা ভাল ভাল সামগ্রী ঝোলানো রহিয়াছে, যথা—ধূম-বাসিত শূকরের শুষ্ক মাংস, পিটাইয়া-চ্যাপটা করা কুকুর, পেটানো পাতিহাঁস, শুট্‌কী মাছ; তাহার পর কতকগুলা অস্বাভাবিক নকল পশু,—গাছের ডাল-পালা দিয়া উহাদের থাবা গঠিত হইয়াছে, গাছের শিকড় দিয়া উহাদের চোখ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই-রূপ ধনাঢ্যের গৃহে বুদ্ধের আবাসস্থান অবশ্য খুব ভাল হইবারই কথা। নাবিকেরা ২০ মিনিটের মধ্যেই এ দেশের সমস্ত প্রথার সহিতও সুপরিচিত হইয়াছে; উহারা ঐ সব বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য একেবারে সিধা গিয়া মাঝখানের পর্দ্দাটা উঠাইল। মূর্ত্তিগুলা পর্দ্দার পিছনে অবস্থিত।

এক্ষণে মূর্ত্তিগুলা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। উহারা বৃত্তাকারে বসিয়া আছে। সকলের গায়ে সোনা ঝিক্‌মিক করিতেছে। ধূপদানীটা এক সুশিষ্টা ভিক্ষুণীর আকারে গঠিত।—ভিক্ষুণীর নিতম্ব-দেশ খুব উচ্চ। উহাদের চারিদিকে কতকগুলা পর্দ্দা রহিয়াছে; পর্দ্দাগুলা সবুজ ও গোলাপী রঙের ঝিনুকে আচ্ছাদিত; নীলরঙের চীনাগামলার মধ্যে কতকগুলা ময়ূরপুচ্ছ এবং পূজার সময় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলা রূপার কাঁসর রহিয়াছে।

মাথার ঝুঁটিটা সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে, এইরূপ এক হাব্‌লা বৃদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল;—মাটী পর্য্যন্ত অবনত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে, একটা কোণ হইতে বাহির হইল এবং করুণধরণের কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল—মুখের ভাবে মনে হয়, যেন আমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। এই ধনী লোকটা নিশ্চয়ই এই-সব জিনিসের অধিকারী। ৩১২ নম্বরের নাবিক ফরাসী ভাষায় উহাকে "বোঁ-জুর" বলিয়া অভিবাদন করিল। অতঃপর আমরা সেই দেবতাদের পর্দ্দাটা আবার নামাইয়া দিলাম; এবং তাহাদের আর অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

বাহিরে আবার সেই উজ্জ্বল আলোক। আমাদের মাথায় সাদা টুপি; টুপির নীচে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমাদের রগ পুড়িয়া যাইতেছে এবং মাঝে মাঝে একটা গভীর বেদনা সমস্ত মাথাময় অনুভূত হইতেছে। সেই মৃগনাভির গন্ধ, সেই বিষ্ঠার গন্ধ আকাশে বিচরণ করিতেছে,—নিঃশ্বাস ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নাবিকেরা আমরা পিছনে পিছনে চলিয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ঢিলা চাল, উত্তাপে ক্রমেই উহারা অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। যতই সূর্য্য উর্দ্ধে উঠিতেছে, ততই উত্তাপের বৃদ্ধি হইতেছে। বালুর উপর চলিয়া নাবিকদিগের নগ্ন পা পুড়িয়া যাইতেছে—এবং মোটা মোটা লতা-গুল্মের কাঁটায় পা ছিঁড়িয়া যাইতেছে।

যদৃচ্ছাক্রমে উহারা ঝোপের বেড়া হইতে মুঠা মুঠা ফুল তুলিয়া উহাদের কামিজে রাখিতেছে অথবা হাতে রগড়াইয়া তাহার পর শিশুর ন্যায় ছুড়িয়া ফেলিতেছে। কখন কখন হাল্‌কা বাখারী-বেড়ার পিছনে মহিষের ধূসরবর্ণ একটা বড় মাথা দেখা যাইতেছে—তাহারা স্কন্ধ প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে আঘ্রাণ করিতেছে—নিশ্চল ও নির্ব্বোধ—তাহার আর্দ্র নাসারন্ধ্র হইতে একটা সাদা ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

তাহার পর মন্দিরের কোণে কোণে, যে-সকল চীনামাটীর ছোট ছোট পুরাণ বিকট-মূর্ত্তি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, তাহারা স্বকীয় কাচ-নেত্র হইতে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চলিবার পথে উহারা যেন বলিতেছে, আমাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ এবং উহাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ—এই উভয়ের মধ্যে কি একটা গভীর অতলস্পর্শ ব্যবধান বিদ্যমান। আমরা বিভিন্ন আদিম অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছি—আমাদের গোড়ার উৎপত্তির মধ্যে কতই উৎকট বৈসাদৃশ্য।

আমরা আবার যখন দোকানগুলার মধ্যে, বিক্রেতাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—এইবার উহারা আমাদিগকে প্রত্যাগত বন্ধুর ন্যায় অভ্যর্থনা করিল। ইহা আমাদের প্রার্থনার অতীত, এবং কতকগুলা সাপেক-মুদ্রা মুক্তহস্তে বিতরণ করায় ভিক্ষুকেরাও আমাদের অনুযাত্রী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে

চলিল। এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, এই বাজারের অঙ্গন-ভূমির উপর তুয়ানের সবচেয়ে বড় যে মন্দিরটি অধিষ্ঠিত, সেই মন্দিরটি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ঐ মন্দিরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। জনতা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মন্দিরটা প্রায় খালি,—ঠিক যেন পূর্ব্বদিকে সমস্ত দ্রব্য লুঠপাট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলা আনুষ্ঠানিক অস্ত্র এখনো দেওয়ালে ঝুলানো রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাকালের জটিলধরণের অস্ত্র; দুষ্টামীতে ভরা, উহাতে দাঁত আছে—হাসি আছে; এবং সমস্ত চীনীয় সামগ্রীর মত, উহাতে পশুর আকৃতি, পশুর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী অঙ্কিত। মাটীর উপর রহিয়াছে—আতপত্র, লণ্ঠন, শব বহন করিবার নিমিত্ত দৈত্যদানব মূর্ত্তি-সমন্বিত ডুলী; এবং গোএ মহাশয় বিশ্বস্তভাবে আমাদিগকে বলিলেন—রাষ্ট্রনৈতিক হেতুবশতঃ বুদ্ধ, গামলা, সমস্ত বিকট-মূর্ত্তিগুলা স্থানান্তরিত করিতে গতকল্য সমস্ত দিন কাটিয়াছে—বহু দূরে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে উহাদিগকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড ঢাক রহিয়াছে। উহা হইতে কিরূপ শব্দ বাহির হয়, জানিতে উৎসুক হইয়া নাবিকেরা উহা বাজাইবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। আমিও উহার বাদ্য শুনিবার জন্য কম উৎসুক ছিলাম না। হস্তের প্রত্যেক তাড়নে শব্দ হইতে লাগিল:—বুম্! বুম্! বুম্! ভয়ানক শব্দ, কানে তালা লাগে। কি হইতেছে জানিবার জন্য সমস্ত বাজারের লোক ছুটিয়া আসিল; এবং আমাদের চারিদিকে ভয়ানক ভীড় জমিয়া গেল! এখান থেকে যাওয়া যাক্, আর না।

কিন্তু উহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তরুণবয়স্ক সমস্ত ভিক্ষুকেরাই আমাদিগের প্রতি আসক্ত। যাহাদের মুখ ঘায়ে ভরা, যাহাদের গা পাঁচড়ায় আচ্ছন্ন, কতকগুলি রমণী যাহাদের নাক নাই—এই সমস্ত লোক আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে, আমাদের আস্তিন ধরিয়া টানিতেছে, তাহার পর আমাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এই প্রথম বার সাপেক-মুদ্রা বিতরণ করিতেই যত অনর্থ ঘটিল। এখন আমরা বিনা-গণনায় মুঠা মুঠা পয়সা ছড়াইতে লাগিলাম। এ একটা হট্টগোল। উহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, আলিঙ্গন করিতেছে—নোংরা হাতে আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে: আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসিভাবে দল বাঁধিয়া পলাইতেছি, উহাদের স্পর্শের ভয়ে আমাদের হাত লুকাইয়া রাখিতেছি। দয়া করিতেও সাহস হইতেছে না, ঘৃণা করিতেও সাহস হইতেছে না, উহাদের দিকে তাকাইতেও সাহস হইতেছে না;—আমরা কেবল "দে ছুট্ দে ছুট্"! আমাদের পিছনে কেবল চীৎকারের ঘূর্ণিপাক, আর লোকের গোলমাল

সৌভাগ্যক্রমে এইখানেই আমাদের তিমি-নৌকাটা আছে —আমরা তাহার ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম।—"ঠেলা দে"—"ঠেলা দে"। ঐ-সব জনতা তখন পিছাইয়া গেল—উহাদের গুঞ্জন নির্ব্বাপিত হইল। বাজারটা বাঁশঝাড়ের পিছনে, তীর-ভূমির পিছনে দ্রুত সরিয়া গেল। আবার আমরা প্রশান্ত জলের উপর আসিয়া পড়িলাম—স্রোতের টানে চলিলাম। যাক্, এ পালাটা সাঙ্গ হইল…

ঐ হোথায় যে সুন্দরীদিগকে প্রাতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা এখনো তীরভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। এবার উহারা, আমাদিগকে আরও বেশী আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলা পাতিহাঁস ও কয়েক ছড়া কদলী আমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে;—দোকানদারের ভাব ধারণ করিয়াছে। যখন ইহাতেও কৃতকার্য্য হইল না, তখন উহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য একটা বড় মুর্গীর ডিম আমাদের উপর ছুড়িয়া মারিল; উহা ৩১৫ নম্বর প্রথম মাস্তলের নাবিকের পিঠে পড়িয়া চ্যাপ্‌টা হইয়া গেল।—"ওঃ! মাদাম, তুমি বড় অভদ্র।"

আমরা বড় দরিয়ার বাঁকের মাথায় আসিয়া পৌঁছিলাম; একটা মন্দির, প্রবেশ-পথটা আগলাইয়া আছে। স্থানটি একেবারে নিস্তব্ধ, আলোকে পরিপ্লাবিত। সৈকত-ভূমির উপর মুসব্বর-তরুর ঘেরের ভিতর প্রাচীন দৈত্যদানা-সকল অধিষ্ঠিত; আমাদের যাত্রাপথে উহারা সেই একই রকম মুখভঙ্গী করিতেছে—একই রকমের ভীষণ হাসি হাসিতেছে। তাহার পর আমাদের সম্মুখে, একটা বিশাল নোঙ্গর-স্থান উন্মুক্ত হইল—ম্লান-নীল জলরাশি; দীপ্তিময়, সূর্য্যদেবের যেন একটা বিশাল দর্পণ। বায়ুশ্বাস লেশমাত্র নাই। সূর্য্যোদয়-কালে, যে মেঘজালে উহা তমসাচ্ছন্ন ছিল, সে মেঘজালের এখন চিহ্নমাত্রও নাই: আকাশের প্রখর উত্তাপে উহা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, গলিয়া গিয়াছে। দূরবর্ত্তী গিরিসমূহ—

যাহা অন্তরীপ গড়িয়া তুলিবার জন্য, সমুদ্রের মধ্যে আগাইয়া আসিতেছে—উহারা এরূপ তীক্ষ্ণাগ্র ছুঁচালু, এরূপ মানানসই ভাবে কাটা-ছাঁটা যে, উহাদের মুখে যেন একটা চীনা ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন এই পাহাড়গুলাও এই প্রখর উত্তাপ-প্রভাবে একটু নীচু হইয়া গিয়াছে, একটু গলিয়া গিয়াছে; আর এই নোঙ্গর-স্থানটা যেন আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।—আমাদের জাহাজটা এখনও অনেক দূরে; হায়! উহার ধূসর ছায়াচিত্রখানি প্রায় দিগন্ত স্পর্শ করিয়া আছে,—মরীচিকার মায়া উহাকে একটু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছে। এই সূর্য্য ক্রমেই আকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; সমুদ্র উত্তপ্ত; এই পথ ধরিয়া ঘুবণ্টা কাল যাত্রা করিতে হইবে। বেচারা নাবিক—উহারা তাপ-অভ্যস্ত ও বেশ মজবুৎ হইলেও, উহাদের বাহুর একটু অতিরিক্ত খাটুনী হইবে।

কিন্তু এই নোঙ্গর-স্থানটা এখন কেমন লোকাকীর্ণ; পূর্ব্বে আসিবার সময় যখন ইহা পার হইয়াছিলাম, তখন উহা একেবারে খালি ছিল। এখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, মাছ ধরিবার কত নৌকা, কত ডিঙ্গি, এই নীল জলরাশির উপর মাছির ঝাঁকের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। না জানি উহারা কোথা হইতে বাহির হইল? লোকগুলার পীতবর্ণ বক্ষের উপর ভরপুর সূর্য্যের আলোক পড়িয়াছে, ফানুসের মত টুপির ছায়ায় উহাদের মাথা রহিয়াছে; চর্কি-কলের উপর বসানো পুতুলের মত খুব সহজভাবে চট্‌পট্ করিয়া উহারা কাজ করিতেছে। উহাদের লাল মৎস্য-জাল অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; এবং লম্ফমান মৎস্যে পূর্ণ ঐ জাল ক্ষণে ক্ষণে আবার উত্তোলিত হইতেছে। দূর হইতে ঐ মৎস্যগুলা ঝিনুকের ধূলার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তাহার পর, "কিয়েন চা" অন্তরীপের পাদদেশে, ঐ যে বড় বড় কতকগুলা অস্বাভাবিক আকারের পশুর দল সলিল-দর্পণে মুখ দেখিতেছে—উহারা কি?—নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর জন্য চাউল বোঝাইকরা রাজকীয় "জঙ্ক" নৌকার বহর; ঐ চাউল হৈনান্ দ্বীপ হইতে আম্‌দানী করা হইয়াছে। উহাদের যেরূপ আকার-প্রকার, তাহাতে রাজকীয় নৌ-বহর ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।—উহারা বার-দরিয়ার পশু; পীতাভ লোহিত বর্ণের দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট; কোন কোন নৌকার বাদুড়ের পাখা; পাখার প্রসারিত ঝিল্লী-ত্বক্ অদ্ভুত রকমে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আবার কোন-কোন নৌকায় সুশোভন প্রজাপতির পাখা; সাদৃশ্যটা সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধ্যস্থলে একটা মস্ত চোখ বসানো হইয়াছে। চীনাদিগের পাশবতার ভাবটা এত প্রখর যে, উহারা যাহা কিছু করে, তাহাতে জীবজন্তুর আকার না দিয়া থাকিতে পারে না। নৌকাগুলা আসিয়া এইমাত্র নোঙর করিয়াছে; এবং খুব আস্তে আস্তে শ্রান্তভাবে পালগুলা আবার গুটাইয়া লইতেছে। উহাদের রক্তাভ বর্ণচ্ছটা সৌরকর-প্রতিবিম্বিত এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণকে খণ্ডিত করিয়াছে! দূরত্ব ও মায়াবিভ্রম-প্রভাবে, উহারা এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাদিগকে বৃহৎ বলিয়া মনে হইতেছে, লঘু বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার এই নাবিক ভায়ারা এমন ভাল!—উহাদের মুখে একটুও অশান্তি বা বিরক্তির ভাব নাই; ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই! একটু সুরাপান করিবার জন্য, গায়ের কামিজ খুলিয়া ফেলিয়া একটু আরাম করিবার জন্য আমি উহাদিগকে ছুটী দিয়াছি। উহারা পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পর এই প্রচণ্ড তাপদগ্ধ আকাশের তলে, জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে বালুর বিন্দুগুলা আবার রুদ্ধ হইল, আবার আচ্ছাদিত হইল এবং এই পুরাতন অদ্ভুত ধরণের নগরটা, নিম্ন বালুস্তূপের পিছনে একেবারে অন্তর্হিত হইল। বালুস্তূপগুলাও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, চ্যাপ্‌টা হইতে হইতে ক্রমে একটা রেখায় পরিণত হইল; আমরা এখন এই বিস্তৃত জলরাশির মধ্যস্থলে;—জল ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; উপর হইতে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ বর্ষিত হইতেছে।

আমাদের পশ্চাতে, একটা বড় জঙ্ক-নৌকা নদী হইতে বাহির হইল; লাল রঙ্গের ডোরা-কাটা একটা ছুঁচালো পটমণ্ডপ বহন করিয়া আনিতেছে। এই পটমণ্ডপের ভিতর দীর্ঘপরিচ্ছদবিশিষ্ট ও ছত্রসমন্বিত কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিবার উদ্দেশে, মান্দারীন আমাদের জাহাজে উঠিবেন বলিয়া আসিতেছেন।

চল, যাওয়া যাক্। আমাদের কাজ যেটুকু বাকি ছিল, অন্ততঃ এইবার তাহা সম্পূর্ণ হইবে।

কিন্তু ম্লাননীল সাগর-পৃষ্ঠের উপর, আরও ঘোর-নীলবর্ণের কতকগুলা মণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছে, মনে হয়, যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে: উহারা বিড়াল-পুচ্ছের ন্যায় দীর্ঘ-প্রসাবিত। আকাশের উপরেও পাত্‌লা মেঘগুলা সটানভাবে বিস্তৃত—একটু বাতাস উঠিবে বলিয়া জানাইয়া দিতেছে। এইমাত্র একটু ফুর্‌ফুরে বাতাস উঠিল··· প্রথমে কতকগুলা ছোট ছোট দম্‌কা রকমের বাতাস উঠিয়া আমাদের সাদা চাঁদোয়াটাকে নাড়াইতে লাগিল; বাতাসটা একবার মরিয়া যাইতেছে, আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত নোঙ্গর-স্থানটা এই ঘোর বর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হইল—যেন তেলের একটা প্রকাণ্ড কালো দাগ প্রসারিত। সমস্ত নোঙ্গর-স্থানের উপর নীলরেখা পড়িল; মৃদু-মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল, আমরা যেন আবার প্রাণ পাইলাম।

এই কিছু আগে, মাছের নৌকাগুলার ভিতরে সমস্ত জড়ভাবাপন্ন নিস্পন্দ ছিল, এখন আবার একটা চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার জালগুলা আনা হইয়াছে; মস্তের ন্যায় মাস্তলের সংখ্যা সর্ব্বত্র বাড়িয়া গিয়াছে;—গাঁইটবিশিষ্ট লম্বা লম্বা থাবা; লম্বা লম্বা শিং; লম্বা-লম্বা শুঁয়া। এবং মাদুরের পাল একটার পর একটা উদ্ঘাটিত হইল,—পাখীর ডানার যত রকম আকার হইতে পারে, সেই-সমস্ত আকারেই উহা বিরচিত। দূর হইতে মনে হয় যেন কতকগুলা সমুদ্রের পাখী, কতকগুলা গুব্‌রে পোকা, কতকগুলা প্রজাপতি; যেন কোনো পরী তাঁহার মায়া-দণ্ডের এক আঘাতে, এই-সব সুপ্ত গুটিপোকাদের ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; এবং এই-সব আশ্চর্য্যজনক লোকেরা সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, বার-দরিয়ায় মাছ ধরিবার জন্য মহানন্দে যাত্রা করিতেছে।

মৃদু মন্দ বায়ু অনবরত বহিতেছে। এই-সকল নৌকার মধ্যে কতকগুলা নৌকা স্বীয় উদ্দাম পাল-ভরে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে; উহাদের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ঝোঁক সাম্‌লাইবার জন্য, উহাদের মাঝিরা, আঘাত বাঁচাইবার উদ্গত কাঠের ফ্রেমের উপর, বাহির দিকে বানরের মত পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। উহারা আমাদের ডান দিক দিয়া বাঁ-দিক্ দিয়া, গা-ঘেঁসিয়া চলিয়াছে; উহারা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে—আমাদের আড়া-আড়ি চলিয়াছে···সোঁ সোঁ শব্দে হাল্কাভাবে চলিয়াছে;—জলের উপর একটু সাদা রেখা-চিহ্নও রাখিয়া যাইতেছে না। আমরাও আমাদের দাড় বাহির করিয়াছি; এবং যতটা পারা যায় পাল তুলিয়া দিয়াছি। আমরা নেহাৎ মন্দ চলিতেছি না; এই ফুর্‌-ফুরে বাতাস আমাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। তথাপি এই-সব উড়ন্ত ছুটন্ত জিনিসের মধ্যে এই রকম থপ্‌থপে চালে চলার দরুণ কেমন বিরক্তি বোধ হইতেছে···।

৫

এখনকার আকাশের ভাবটা খুব একটু বিশেষ রকমের; অতীব নির্ম্মল; উত্তাপ মৃদুমধুর। 'শুন্-আন্' প্রদেশের অস্থিসন্ধি জানিবার জন্য তিমি-নৌকা করিয়া যাত্রা করিলাম। উপসাগরের অপর পারে, এবং যাহাকে আনামবাসীরা "মেঘ-দ্বার" বলে, সেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্কীর্ণ শৈলপথের পাদদেশে এই 'শুন্-আন্' অবস্থিত। সেখানে দীনদশাগ্রস্ত ধীবর-দিগের একটিমাত্র কুটীর ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতে পলাস্তারা ও চীনামাটীর সূক্ষ্ম চিকণের কাজ। দুর্নম্য ঝাড়া ও গম্ভীর বড় বড় গাছের নীচে, ছায়াময় গভীর প্রদেশে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই গাছগুলা "মন্দির-তরু" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আর্দ্র অঞ্চলে, সুকুমার ও দুর্লভ পাতাবাহার, পুরানো প্রাচারের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে।

লোকগুলা কুৎসিত ও ভয়-তরাসে।

গ্রামের প্রবেশ-পথে, একটা বড় পাথরের পদ্দার উপর ব্যাঘ্রমহাশয়ের ঈষদ্-উদ্গত মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

স্বাভাবিক রং-এ রং-করা; বালাঞ্চি দিয়া ওষ্ঠ রচিত, চোখ কাচের; সম্পূর্ণ চীনা-ধরণের মুখভঙ্গী। উহার পদতলে সুগন্ধি লাল মোমবাতি জ্বলিতেছে। লোকেরা বলিল, ব্যাঘ্রমহাশয়কে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এইরূপ করা হইতেছে। কারণ, তিনি "ম্যাও-ম্যাও" করিবার উদ্দেশে আসিয়াছেন—তাঁহার ডাক রাস্তা হইতেও শুনা যায়।

ধানের ক্ষেতের মধ্যে ঐ ওদিকে মান্দারীনের একটি গৃহ। এই ধানের রং আমাদের এপ্রিল মাসের গমের সবুজ রং অপেক্ষা আরও কোমল। জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যে-সব সরু সরু আলের পথ গিয়াছে—সেই আল-পথের উপর দিয়া আমরা সেখানে উপনীত হইলাম। এই-সব আল আমাদের ফ্রান্সের লোণা জলা ভূমির তোলা-মাটীর মত। গৃহের দরজা বন্ধ; সম্ভবতঃ সম্প্রতি অতিবৃদ্ধ মান্দারীনের মৃত্যু হইয়াছে। উহার বিধবা স্ত্রী, শোকগ্রস্তা এক বৃদ্ধা বানরী দ্বার খুলিয়া দিল; আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরটা নীচু, খুব পুরাতন। ঘরের সমস্ত ভারী ভারী কড়িগুলায় শোণিতপায়ী বাদুড় ও বিকটাকার নানা প্রকার জীবের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার বল্লম, তাহার থালা-বাসন, তাহার সমস্ত কৃত্রিম সামগ্রী, তাহার ছত্রাদি বিক্রয় করিতে চাহিল।

আমাদের নাবিকেরা, মৃত মান্দারীনের এই সমস্ত ধনসম্পত্তি উঠাইয়া লইয়া আমাদের তিমি-নৌকা বোঝাই করিল।

সূর্য্যাস্তে আমাদের ফিরিবার সময়, চৈনিক সাগর হইতে একটা পরিস্ফীত তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে দোলাইতে দোলাইতে লইয়া গেল। এই তরঙ্গ ধীরে ধীরে আইসে এবং এই উপসাগরে আসিয়া মরিয়া যায়।

সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে শরৎকালসুলভ বেশ একটা তাজা ও জীবনপ্রদ মৃদুমধুর শৈত্য এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ-বর্ণের গোধূলি আসিয়া আবির্ভূত হইল।

আমরা পাল তুলিয়া শান্তভাবে যাত্রা করিতেছি, এমন সময় ঐ অদূরে দিগন্ত-দেশে, আমদের জাহাজের জন্য চিঠিপত্র লইয়া ডাক-জাহাজ আসিয়া উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আজিকার এই সুদিনের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। আমাদের খুব আমোদ হইবে। কেবল পরশ্বদিন আমাদের সঙ্গীরা কোন এক অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, এই স্মৃতিটি আমাদের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইবে না।

হায়! কেন, আমরা উহাদের সহিত যাইতে চাহিলাম না?

এই কথা যখন ভাবি, তখন আমরা এখানে বেশ নিরাপদে আছি বলিয়া যেন লজ্জা বোধ হয়।

অবরোধ-রক্ষকের কাজ যতই প্রয়োজনীয় হোক্ না কেন, পরিশেষে ইহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে···

৬

আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার মোয়ঁকে আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তখন সে ছোট Cabin boy বা ক্যাবিনের ছোকরা-চাকর ছিল এবং 'Islande'-এ মাছ ধরিত।

সে একটা বোঝার মত একটু বেশী জায়গা জুড়িয়া থাকে, শুধু এইজন্যই আমি তাকে তিরস্কার করি। কিন্তু ইহা তাহার অপরাধ নহে; আমার ক্যাবিনের দরজার পক্ষে সে বেশী লম্বা ও কাঁধে চওড়া। তার বাহু দুইটা ভীষণাকার; তাহার দাড়ির চুল খুব কালো। দূর হইতে ভীষণ দেখিতে; নিকট হইতে—মুখখানি সুন্দর শান্ত মধুর ও সরল; বয়স ১৯ বৎসর; নীল চোখ একেবারেই তরুণ; রকম-সকম, কণ্ঠস্বর, সরসতায় ঠিক শিশুর মত।

সিল্‌ভেষ্টার ও জাহাজের পোষা বিড়াল তু-দুক্ (ইহাকে আল্‌জিরিয়া হইতে চুরী করিয়া আনা হয়) এই দুজন আমাকে খুব ভালবাসে। তু-দুকের গাত্রাবরণ ধূসরবর্ণ ও কালো কালো ফুটকি দেওয়া, লেজের প্রান্তদেশ ও ঘাড়ের নীচের দিক্‌টা (সাদা) সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা। দৈহিক আয়তনের পার্থক্য সত্ত্বেও সিল্‌ভেষ্টার ও তু-দুকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে; একই রকম চাল-চলন, একই রকম আদুরে রকমের হেলে-দুলে চলা; উভয়েরই মানস-ক্ষেত্র স্বল্পকর্ষিত, উভয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যুৎপন্নমতি। আমার মুসব্বর কাঠের দোলা হইতে আমি উভয়কেই দেখিতেছি; উভয়েই নিঃশব্দ চটুলতার সহিত এক-সঙ্গে আসিতেছে কিংবা বাহির হইয়া যাইতেছে। আমার কামরায় সজ্জিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে আসিয়া উভয়েই নিজ নিজ ছোটখাটো কাজে ব্যাপৃত হইতেছে। হাত বাড়াইয়া দিলেই তু-দুক্ লাফ দিয়া আসে, সিল্‌ভেষ্টার তাহা পারে না। কিন্তু সে তার ঠাকুরমাকে চিঠি লিখিতে বসে; এ কাজটা আরও শক্ত হইবার কথা।

এখন আমাদের তুরাণে বেশী গরম নাই; ভরা দিনের বেলা যা একটু গরম; কিন্তু সন্ধ্যার সময় শীতের নৈকট্য বেশ অনুভব করা যায়। এই হরিৎ ভূখণ্ডটি অনেকটা হৃতপল্লব হইয়াছে এবং

চারিদিক্-কার জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। ব্রেতাইঞ-এর শরৎ দিবসের মত বৃষ্টি হইতেছে; দিনগুলা অন্ধকেরে ও ছোট।

এমন একটা বিষণ্ণ সময় আসিবে, তাহা পূর্ব্বে কখনো ভাবি নাই। নিশাগমে, একেবারে নভেম্বরের ভাব মনে আনিয়া দেয়। ফ্রান্সের সহৃদয় বৃদ্ধাদের কথা মনে পড়ে, গৃহস্থের অন্তঃপুরস্থ অগ্নিকুণ্ড-সমুত্থিত হর্ষোৎফুল্ল অগ্নিশিখার কথা মনে পড়ে।

আমাদের নিজের অবিবেচনার ফলে, নানা জিনিসের অভাবে অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। যে সকল ছোটখাটো জিনিস সচরাচর ফ্রান্স হইতে আনা হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা একেবারেই বঞ্চিত; এই সকল জিনিস নিঃশেষ হইয়া গেলে, তাহার স্থান আর কিছুতেই পূরণ করা যায় না। বহির্জ্জগতের সহিত গতিবিধির অভাবে, আমাদের মনি-ব্যাগের ভিতর একটি পয়সাও নাই। জাহাজে সাবানও আর নাই; আমাদের কাপড় আমাদের নাবিকেরা লোনা জলে ধুইয়া থাকে এবং তাহা হইতে একটা চীনা চীনা গন্ধ বাহির হয়।

আমাদের জাহাজ ঘটনাচক্রে নানাপ্রকার লোকের আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে। আহত, সন্ধো-রোগ-মুক্ত, দোভাষী, আনামবাসী 'মাটা', হাইনানের জলদস্যু। উত্তরোত্তর বেশী বেশী করিয়া পীত উপাদানে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। এইবার দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নাবিকেরা যেরূপ সহজ-শোভন-ভাবে উহাদের সহিত ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া খুব আমোদ বোধ হয়।

৭

এই দশ দিনের মধ্যে অনেক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বীরত্বের ব্যাপার—অদ্ভুত রকমের ব্যাপার, আমোদজনক ব্যাপার অথবা নির্ব্বুদ্ধিতার ব্যাপার। কিন্তু উহা এত কম গভীর যে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বদিনের ধারণা তাহার পরদিন আর মনে থাকে না। ঘটনাগুলা তাহার চিহ্নমাত্রও রাখিয়া যায় না।

একটা ছোটখাটো টাইফুন-ঝড় উঠিয়া আমাদের হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। তার পর কত বাজে লোক মরিল, তাহাদের সমাধি হইল, কত নূতন তরঙ্গ আসিল, আমাদের জাহাজ হইতে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরিয়া আসিল। আমাদের রাষ্ট্র হইতে আনাম-রাজ্যের নামে, সখ্য-নিদর্শনস্বরূপ দূত-সমভিব্যাহারে কতকগুলা উপঢৌকন আসিয়াছে। (যাত্রা-পথে পথ হারাইয়া যাওয়ায় এখন গ্রামে গ্রামে তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে হইতেছে)।

আজ বেশ সমুদ্রের শান্ত—থম্‌থমে ভাব। আজ শনিবার, জাহাজ ধুইবার দিন; দ্বিপ্রহর দিবানিদ্রার সময়; কিন্তু দৈবক্রমে আজ ঘুমাই নাই। আমার কামরায় চীনা-চীনা গন্ধ; এই গন্ধে ক্রমশঃ আমাদের কাপড়চোপড়, আমাদের টুকিটাকি জিনিসগুলাও পরিষিক্ত হইয়াছে। আমার বুদ্ধ, আমার হাতি, আমার "তান্ত্রিক" বক-পক্ষী—এই-সব মূর্ত্তি, আমার নাবিক তাকের উপর এমনভাবে গুছাইয়া রাখিয়াছে—যেন এখনই কেহ আসিয়া উহা পরিদর্শন করিবে!

আমার সন্নিকটে "বুড়ো খোকা" সিল্‌ভেষ্টার মন্দিরের একটা প্রদীপ মন দিয়া খুব ঘষামাজা করিতেছে; যে জায়গা ঘষামাজা শক্ত, সেই জায়গায় একটু জিব বাহির করিয়া কাজ করিতেছে। আমার কামরায় কামান-ছিদ্র পথ হইতে, কিয়েনচা-র উত্তুঙ্গ কোণালু পর্ব্বতগুলা দেখা যাইতেছে—বরাবর একই রকম; সেই চীনা-খেলনার ভাব।

সমুদ্রের নীল আস্তরণের উপর শুভ্র সূর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে; এবং এই দর্পণের উপর লোকাকীর্ণ "জঙ্ক" নৌকাগুলা, কদাকার মরা মাছির মত আজ নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। যে-জাহাজ পূর্ব্বে একটু কিছু শব্দ হইলেই বড় গীতার-যন্ত্রের মত অনুরণিত হইত—আজ সেই জাহাজের কোন শব্দ নাই। আমার কামরায় কামান-রন্ধ্র পথ দিয়া আমার গভীর প্রদেশে নিমজ্জিত। চীনা-চীনা গন্ধ আরও যেন বেশী পাওয়া যাইতেছে; জমির উপর কতকগুলা অদ্ভুত পদার্থ, অসঙ্গত পদার্থ, গুরু দিবা-নিদ্রায় সব মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সৈনিকদিগের থলিয়া, চাউলের বস্তা, কতকগুলা কটোরা, কতকগুলা পা'ল; একটা "গং"-ঘণ্টার ভিতর "তু-তুক্" বিড়াল ঘুমাইতেছে। কয়েকজন নগ্ন নাবিক স্বীয় পেশীবহুল বাহুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, কতকগুলা চীনা, ফকীরের মত শীর্ণকায়, কালো রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়া সোজা সটানভাবে ঘুমাইতেছে; কয়েক জন তরুণ আনামবাসী গুলি-বাজ—নারীসুলভ

স্থিতিভঙ্গী, বন্ধনী আকারে মাথায় চিরুনী গোঁজা, গ্রীবাদেশে "অ্যাপলো" ধরণে ঝুঁটি বাঁধা; মাথায় একটা রাখালী টুপী, ঝুঁটির নীচে একটা লাল ফিতা দিয়া বাঁধা; হৈনান দ্বীপের কয়েকজন জলদস্যু হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, উহাদের সাদা দাঁত দেখা যাইতেছে;—ইহারা এসিয়াবাসীর সুন্দর আদর্শ—উহাদের কালো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উহাদের মাথায়, পাগ্‌ড়ীর মত জড়ান রহিয়াছে;—তাহার পর, বেচারী কতকগুলি সৈনিক, বন্দুকের গুলীতে আহত, কিংবা আমাশয় রোগে নিতান্ত ক্ষীণ বেচারী কতকগুলি গোলন্দাজ জ্বরের ঘুম-ঘোরে হাঁপাইতেছে…

এই-সব লোকই জাহাজে কাজ করে; অবশ্য পীড়িত লোক ছাড়া—আমাদের অর্দ্ধেক নাবিকের অভাব উহাদের দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে। আজ প্রাতে আমার হুকুমে, উহারা আমার পদতলস্থ নোঙ্গর তুলিবার চক্রযন্ত্র ঘুরাইবার জন্য সমবেত হইয়াছে।—এই যন্ত্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড লাটাই; —মেলার কাঠের ঘোড়াগুলার মত ইহাকে ঘুরাণো হইয়া থাকে। ইহাকে ঘুরাইতে লাগিল নাবিকেরা, ঘুরাইতে লাগিল রাখালী টুপীধারীরা; ঘুরাইতে লাগিল বেণীঝোলানো চীনারা, ঘুরাইতে লাগিল 'মাটারা', কয়েদীরা, জলদস্যুরা! এই মানব খিচুড়ী যাহা ডাঙ্গার উপর একেবারেই অনির্দ্দেশ্য ও একাকার বলিয়া মনে হয়—প্রান্ত-এসিয়ায় এই সাগর-পৃষ্ঠে সেই মানব-খিচুড়ীর বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়।

৮

এই উপসাগরের একটা অধ্যুষিত অঞ্চলে, একটি বিষাদময় ময়দান আছে, আমরা সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ঐখানে যাই। ঐখানে ১৮৬৩ অব্দের মৃতেরা নিদ্রা যাইতেছে, এই লোহিতাভ ভূখণ্ডে ১২।১৪ জন ফরাসী নাবিক কিংবা সৈনিক অন্তিম শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। যখন এই দেশ দখলের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়, সেই সময় সান্নিপাতিক জ্বরে উহারা ভবধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিল। এখনও কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়ের নীচে উহাদের গরীবী রকমের ছোট-ছোট ক্রুশ পড়িয়া আছে—অতিকষ্টে লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত এখানে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়; এখানকার হরিৎ প্রকৃতি অন্যস্থান অপেক্ষা বেশী সর্ব্বগ্রাসী।

তুরাণের লোকদিগের সহিত আমাদের ব্যবহারে বাস্তব বেশ একটা সখ্যভাব রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাতে বাজারের জনতার মধ্যে গিয়া যদি কখন দৈবক্রমে আমরা ক্রুদ্ধ হই, উহারা তাড়াতাড়ি 'চিন্‌চিন্‌' করিয়া অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে অভিবাদন করে। তখন না হাসিয়া থাকা যায় না;—তখন আমাদিগকে হার মানিতে হয়। এরূপ বুড়োটে ধরণের ও শিশুপ্রকৃতির লোকদিগের উপর আমরা সত্যিকারভাবে কখনও রাগ করিতে পারি না।

সময়ে সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী উপসাগরে আমরা সন্ধান লইতে যাই; অথবা ডিঙ্গিতে করিয়া কোন সন্দেহজনক নৌকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলি। ইহা ছাড়া এই অবরোধ রক্ষার দিনগুলায় একটুও সজীবতা লক্ষিত হয় না। আমাদের সকলেরই মধ্যে যেন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে; এখন আমাদের নাবিকদিগের গানও প্রায় শোনা যায় না।

৯

এখানকার স্বপ্নগুলা বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে যখন গভীর দিবানিদ্রায় আমরা মগ্ন হই। সেই স্বপ্নের পর, নিতান্ত বিসদৃশ, অসংলগ্ন, গূঢ়-রহস্যময় কতকগুলা ছবি পশ্চাতে থাকিয়া যায়। সেই-সব ছবি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুসরণ করে।

আজ এক প্রাচীন পল্লীভবনস্থ অলিন্দের স্বপ্ন দেখিলাম; আমি যখন শিশু ছিলাম, সেই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগিত। স্বপ্নে দেখিলাম, রাত্রিটা খুব গরম গ্রীষ্মরাত্রি; অলিন্দ হইতে ঝোপঝাড়ের মাঠ দেখা যাইতেছে। আমার নিকটে কতকগুলি তরুণী রহিয়াছে। সকলেই সমবয়স্কা হইলেও, উহারা বিভিন্নযুগের পরিচ্ছদ পরিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ না করিয়াই বেশ চিনিতে পারা গেল, উহারা আমার মা, আমার পিতামহী, আমার খুল্লপিতামহী; তাহাদের বয়স ১৬ বৎসরের মধ্যে; যদিও তাহাদের পরিচ্ছদ সেকেলে ধরণের। এমন কি, উহাদের মধ্যে আমাদের পরিবারের শেষাগত অভ্যাগতটিও ছিল—আসলে খুবই ছোট্ট। লম্বা লম্বা কটা চুল। একসঙ্গে থাকার দরুণ কিংবা আমাকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র বিস্ময় হয় নাই—সে খুব উল্লাসের সহিত সেশালের গল্প করিতেছিল।

সুদীর্ঘ পদ-কণ্ঠ-ফ্লামিঙ্গো নামক রক্তবর্ণ জলচর পাখীর ঝাঁক প্রায় ভাস্বর উচ্চ আকাশে উড়িতেছে, তখন আকাশ ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মসুলভ অতি মধুর সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে। এই অলিন্দের পাথরগুলা অসংলগ্ন হইয়া পড়িতেছে, ভগ্নাবশেষের ন্যায় উহাতে শেওলা ধরিয়াছে, জুঁইগাছের ডালপালা চারিদিক্ হইতে বাহির হইয়াছে। সেকালে মহিলারা এই জুঁইএর ডাল তাহাদের আঙ্গিনায় গুঁজিয়া রাখিত—এ ঢংটা এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সুগভীর ও অন্ধকারময়, গুল্মপূর্ণ খোলা মাঠের উপর আকাশটা নিছক কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন, কি একটা বদরকমের জিনিস, একরকম পাণ্ডুবর্ণ চাক্‌তি, দিগন্তের প্রান্তদেশ হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইল। ঐ সব মেয়েরা বলিল—"ওটা চাঁদ; আমরা ওরই প্রতীক্ষায় ছিলাম" এই বলিয়া উহারা খুব হাসিতে লাগিল, এ হাসিটা বেশ তাজা রকমের হাসি—উপছায়ার মত হাসি নহে। কিন্তু আমার মনটা এই চাঁদ দেখিয়া বিচলিত হইল, কৃষ্ণবর্ণ আকাশে উঠিয়া চাঁদটা বেপরিমাণ বর্দ্ধিত হইল, এবং ক্রমাগত ম্লানাভ হইতে লাগিল; তার পর একটা স্বচ্ছ বৃহৎ প্রভামণ্ডলের আকারে, বলয়-রেখার আকারে, আস্তে আস্তে আকাশে মিলাইয়া গেল।

তার পর ঐরকম আর একটা চাঁদ ভূতল হইতে যেন বাহির হইয়া ঐ একই জায়গায় উত্থিত হইল। তখন আমার ভয় হইল। মনে হইল, যেন আমি জগতের মহাপ্রলয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহারা সকলেই বলিল—

—"না, তা নয়! জ্যোতিষীদের পঞ্জিকায় এটা পূর্ব্বেই গুণে বলা হয়েছিল, এই রকম আরও দুইটা চাঁদ উঠ্‌বে।"

ফলতঃ আর দুইটা চাঁদ একসঙ্গে উদয় হইল এবং উহারাও বড় বড় প্রভামণ্ডলের আকারে আকাশে মিলাইয়া গেল; পশ্চাতে শুধু একটা কম্পমান ম্লান আলোকচ্ছটা রাখিয়া গেল। আমার সত্যই খুব ভয় হইল।

উহারা আমার ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল:—"চল এখান থেকে যাওয়া যাক্—ওর ভাল লাগ্‌ছে না। কিন্তু ছি! পুরুষ মানুষের এত ভয়!" তার পর আমরা একটা সরু পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের মাথাটা উচ্চ লতামণ্ডপে আচ্ছাদিত। জায়গাটা ক্রমশই গরম ও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যতটা দেখিতে পাওয়া গেল, তাহাতে মনে হইল, যেন বৈশাখ মাসের মত 'হর্ষণ' ফুটিয়া আছে।

মেয়েরা আগে আগে চলিয়াছে সবাই—সেই রকম তরুণবয়স্কা। সবচেয়ে যে ছোট, তার কটা চুলের গুচ্ছ হঠাৎ কাঁটা গাছে আটকাইয়া গেল।

উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আর সকলেই দাঁড়াইল। কোঁকড়া চুলগুলা কতকগুলা ডালপালার গায়ে সাপের মত জড়াইয়া গেছে। চুল এত লম্বা যে, কাঁটাগাছ হইতে ছাড়ান মুস্কিল। আমরা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তবু কোন ফল হইল না। আরও গরম বোধ হইতে লাগিল। এই অন্ধকারের মধ্যে চুলের জট্ কিছুতেই ছাড়ান গেল না—যতই ছাড়ান হয়, আবার ততই নূতন করিয়া জট্ পাকাইয়া যায়। পরিশেষে সকলে বন্দুকের মত একটা আওয়াজ করিয়া কোথায় কে জানে—একটা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত রকমের এক তরুণী বলিল:—

—"কাট্‌তে হবে, কাট্‌তে হবে, নৈলে আবার গজিয়ে উঠ্‌বে। (আমার খুল্লপিতামহী—যাহাকে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা বলিয়া জানিতাম—তাঁরই এখন এইরূপ চটুলতা।)

তিনি গাছটা মুড়াইয়া কাটিলেন,—কচাৎ, কচাৎ, কচাৎ! তাঁর কোমরের সিকলিতে একটা বড় কাঁচি ঝোলানো ছিল—সেই কাঁচি দিয়া কাটিলেন। তার পর সমস্ত দলকে দল আবার লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, এবং বলিল:—"আর আমরা বনে যাব না।"

আমরা উদ্যানের প্রান্তদেশে, একটা পুরাতন চতুষ্কোণ গৃহে (kiosquo) আসিয়া পৌঁছিলাম—দেওয়ালের জাফ্রির উপর যেন গোলাপের গালিচা বিছান রহিয়াছে। তরুণীরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে মাত্র দুই তিনখানা কেদারা ছিল, অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মেয়েরা, একটু ভদ্রতার কথা বলিয়া ঐ কেদারায় বসিয়া পড়িল।

গ্রীষ্ম-গোধূলিসুলভ সেই একই উত্তাপ, সেই একই ঘাসের সুগন্ধ, সেই একই ফুলের সৌরভ। কিন্তু ঐ তরুণীরা আর গান গাহিতেছে না; হঠাৎ যেন তাহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে।

যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা একটা আলমারি খুলিল; আলমারিটা দেওয়ালের ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই আলমারি হইতে একটা শিশুর পরিচ্ছদ টানিয়া বাহির করিল…মৃত্যুর অবশেষ, না জীবনের পূর্ব্ব-সূচনা?—রহস্যময় ও নীরব হাস্য-সহকারে, ঐ ছোট পোষাকটি উহারা আমাকে দান করিল; আর আমিও যেন সব বুঝিতে পারিলাম। ঐ পোষাকটি যখন দেখিতেছিলাম, তখন একটি মধুর কোমলভাব অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম—সেই অনুভূতিটা এত তীব্র ও প্রবল যে আমি জাগিয়া উঠিলাম…

সব শেষ হইয়া গেল; স্বপ্ন মন্ত্রমোহে ছুটিয়া গেল, ভাঙ্গিল—আবার তাহাকে ধরা অসম্ভব—সেই গ্রীষ্ম-সুলভ গোধূলি, সেই সব তরুণী, সেই পুরাকালের গন্ধ, সেই সমস্ত এক মিনিটের মধ্যেই, অস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে বিলীন হইল। আবার দিবা দ্বিপ্রহরে আসিয়া পড়িলাম—আবার আমার সেই জাহাজের কামরায়, সেই প্রবাসদেশে আসিয়া পড়িলাম।

'তু-দুক্' বিড়ালটা আমার পদতলে ঘুমাইতেছে; আরও দেখিলাম, সিল্‌ভেষ্টার তাহার চওড়া কাঁধ দিয়া আমার জানালা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 'চাঁদের' নিকট হইতে এইমাত্র সে কতকগুলা কদলী সওদা করিয়াছে। 'চাঁদ' তাহার ডিঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গোল-গাল ট্যাবাটোবা মুখখানা দেখা যাইতেছে। এই চাঁদ (আমার সেই স্বপ্নের চাঁদ নহে) একজন আনামবাসী দোকানদার রমণী, বয়স ১৮ কিংবা ২০ বৎসর, প্রতিদিন সে আমাদের জাহাজের ধারে আসিয়া ফল বিক্রয় করে; 'চাঁদ' বলিয়া ডাকিলে সে উত্তর দেয়, নিছক গোলাকৃতি বলিয়া নাবিকেরা তাহার এই নাম দিয়াছে।

একটু ভাবুনেপনার সহিত সে তাহার স্থূল বাহু তাহার হলুদে হাত বাড়াইয়া দিল এবং সিল্‌ভেষ্টারের কষ্ট বাঁচাইবার জন্য যেন সে নিজেই একশো মুদ্রা গণিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু সিল্‌ভেষ্টার পাছে আমার ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে সে নিম্নস্বরে তাহাকে উত্তর করিল—"না, না, না; আমি জানি, তুই ভারি বজ্জাত, তুই চোর, তোর গুণতে হবে না…" এই কথা বলিয়া সিল্‌ভেষ্টার, যে শেষঘুনসিসূত্রে তাম্রমুদ্রা গাঁথা ছিল, সেই সূত্র হইতে অতি কষ্টের সহিত কতকগুলা মুদ্রা খুলিয়া লইল—কারণ, উহাই এখন আমার যথাসর্ব্বস্ব।

উহাদের পশ্চাতে দূর-দৃশ্যটি অতি সুন্দর। শুভ্র-স্বচ্ছ আলোকের মধ্যে ঐ উচ্চ পর্ব্বতটা দেখা যাই-তেছে। উহাই হুয়ের যাত্রাপথ, উহারই নাম "মেঘদ্বার"; লোকলোচনের অগোচর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুয়ে নগরে আসিতে হইলে ঐ পর্ব্বত লঙ্ঘন করা আবশ্যক; তাহার পর আবিল সমুদ্রের উপর, "জঙ্ক" নৌকার ভীড়—

—সেই ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার মনে যে মধুর, গভীর, ব্যাখ্যাতীত, অনির্ব্বচনীয় একটা ভাব আসিয়াছিল, তাহা রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল…

১০

রাত্রি ১টা। আগষ্ট মাসে যেখানে আমরা প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলাম, সেই খুয়ান্-আনের সম্মুখে হুয়ে-নদীর প্রবেশ-পথে আমরা নোঙ্গর করিয়া আছি। সেই চিরন্তন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা তরঙ্গের উপর দিয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদলের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাই-বার জন্য, আমরা দুই দিন ধরিয়া শান্ত সমুদ্রের অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধ শান্ত সমুদ্র আর আসেই না! যাই হোক, সমুদ্র একটু শান্ত হইয়াছে, নৈশ গগনে তারা উঠিয়াছে; কিন্তু সেই একই রকম মন্থরগামী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ ক্রমাগত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, উহাদের ক্লান্তি নাই। আমরা জাহাজের উপর দোল খাইতেছি, অবিরাম দোল খাইতেছি, এবং বেলাভূমির দিক্ হইতে বীচিভঙ্গের গর্জ্জন ক্রমাগত শুনা যাইতেছে।

এই হুয়ে নগরের ভিতর—এখন এই নগরটা আমাদের খুবই কাছে—আজ রাত্রে একটা শোক-নাট্যের অভিনয় হইতেছে;—প্রাসাদ-প্রাচীরের শেষ বেষ্টনের মধ্যে এখনই তাহা হইতেছে। যে রাজদরবার দর্শন নিষিদ্ধ, যাহা দেখিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেই রাজদরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাহাদের উপর-তোলা ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ ভীষণ রোষে বিস্ফারিত করিতেছে। যে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেই রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করা হইতেছে—খুব সম্ভব উহারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতেছে…

আজ সায়াহ্নে রাজপ্রাসাদের নহবৎখানা আমরা দূর হইতে দেখিতেছিলাম। উহা অস্তমান সূর্য্যের

কিরণে উদ্‌ভাসিত। ঐ দুষ্প্রবেশ্য গৃহে ঐ-সব লোক-লোচনের অগোচর দৃশ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে আমাদের খুবই কৌতূহল হইল।

যাহারা যুদ্ধের পক্ষপাতী, তাহাদেরই জয় হইয়াছে; শেষ খবর পাওয়া গেল,—বিশপ্‌কে, ফরাসী দূতকে রাস্তায় লোকেরা শাসাইতেছে। এই সব গভীর তরঙ্গের উপর দিয়া এখন ডাঙ্গায় একটি লোকও পাঠাইবার জো নাই। এই সমস্ত জনতার মধ্যে—যেখানে আমাদের লোকেরাও আছে—জাহাজ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে গোলাবর্ষণ করিবারও জো নাই। তাই আমরা চুপ করিয়া এখানে বসিয়া আছি—অবসাদক্রান্ত ও শক্তিহীন।

১১

আবার সমস্তই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে; নূতন রাজার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরাও আমাদের গৃহে—সেই প্রবাসের উপসাগরে প্রত্যাগমন করিয়াছি।

আজ তুরাণে ফরাসী ভাষায় লেখা একটা সাইন্‌-বোর্ড্‌ এই প্রথম খাড়া করা হইয়াছে:—"শাংহু, সামুদ্রিক দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহকারী।" একটা লম্বা ছড়ির আগায় লাগানো একটা তক্তির উপর এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহা প্রায় নগণ্য। মন্দির ও ধূলায় আচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র নগরটির মাঝখানে এই জিনিষটা ইহারই মধ্যে বেসুরা বলিয়া মনে হইতেছে।

আমাদের জাহাজে, আমাদের নাবিকেরা শাংহুর নাম দিয়াছে—"সবুজ চীনা"; কারণ, শাংহু সচরাচর সবুজ পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমাদের অধিষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়া শাংহু তাহার শোভন ভাবভঙ্গীর অলক্ষিত প্রভাবে ক্রমশঃ আমাদের অপরিহার্য্য অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সে সব-জিনিষেরই জোগান দিয়া থাকে, লোকের সুবিধা করিয়া দিতে খুব তৎপর, খুব চতুর, খুব তরুণবয়স্ক, খুব মজার ধরণের লোক; তাহার শরীরের উপর, তাহার বাহারে বেণীর উপর তার খুবই যত্ন; সে বাঁশের মত সরু ও তার গায়ে চন্দনের গন্ধ।

উপস্থিত-মত কাজ চালাইবার জন্য এই-সব দোকান-ঘর—কতকগুলা খাগ্‌ড়ার চালা, নদীর ধারে উঠানো হইয়াছে। রেশমী-কোমল বেণী ঝোলানো, খুব স্থূলকায়, খুব লম্বা-মোজা-পরা, লম্বোদর দোকানীরা বেশ প্রসন্নবদনে তাহাদের পুতুলী-সদৃশ দেহের স্থূলতা সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দেখাইতেছে। দেওয়ালের একটা বুদ্ধমূর্ত্তি—মূর্ত্তিটিও লম্বোদর—ক্রয়বিক্রয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছে। উহারা কয়লা বিক্রয় করিতেছে, জীবন্ত গরু বিক্রয় করিতেছে, পয়সার মালা বিক্রয় করিতেছে, বস্তা-ভরা চাউল বিক্রয় করিতেছে, সাম-চোর বুয়েম বিক্রয় করিতেছে। আমাদের নাবিকেরা যেরূপ বলিয়া থাকে—উহার ভিতর "চীনা চীনা" গন্ধ খুবই পাওয়া যাইতেছে। শীর্ণপত্রপল্লবভূষিত বাঁশ-ঝাড় ইতস্ততঃ হেলিতেছে দুলিতেছে;—এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে মশার ঝাঁক নৃত্য করিতেছে।

মাদাম্ শাংহু সম্প্রতি কাণ্টন হইতে আসিয়াছেন। তাঁর খাতির-নদারদ ভাব; ভাবুনেপনাও আছে; তাঁহার চোখ এতটা উপর দিকে তোলা যে, চোখের তারা—যাহা তাঁহার হাতপাখার মতনই চঞ্চল—মনে হইতেছে যেন উপর হইতে নীচে ক্রমাগত ঘুর-পাক দিতেছে। মাদাম্ তাঁহার পুতুল-পায়ের উপর ভর দিয়া হেলিয়া-দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

উহাদের দুই মুখের যোগাযোগে, ক্ষুদে শাংহুর মুখখানি না-জানি কিরূপ আকার ধারণ করিবে। আগামী মাসে নব অভ্যাগত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে।

১২

...এক বর্ষার দিনে, কোন এক পর্ব্বতের চূড়ায়। খানিকটা ফাঁকা আকাশ, খানিকটা নিস্তব্ধতা। আমার পায়ের নীচে হরিদ্বর্ণ ঢালু ভূমি গভীর সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে।

ঐ গিরিশিখরের উপর আমি একটা কাজে নিয়োজিত হইয়াছিলাম। জাহাজের প্রধানাধ্যক্ষ ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত জরিপ করিবার জন্য, একটা উপসাগরের দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের ঘড়ি ফিরাইবার মিস্ত্রী এই কাজে আমার সাহায্য করিয়াছিল। একটা শৈলখণ্ডের উপর আমাদের তাম্র-যন্ত্রগুলা সযত্নে বসা-ইয়াছিলাম—শৈল-গাত্র সূক্ষ্ম পাতাবাহার গুল্মে আচ্ছাদিত—যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আরও

কতকগুলা উচ্চতর পাহাড়, তাহাদের উদ্ভিজ্জপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন গুরুভার দেহপিণ্ড লইয়া, আমাদের মাথার উপরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। কখন কখন ধূলর মেঘ নামিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বর্ষণের সময় নিস্তব্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে মাথা নীচু করিয়া, কখন্ দিগন্ত আবার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, দুরস্থ অন্তরীপগুলা আবার দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এই অন্তরীপগুলা প্রায়ই কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে।

যখন আমরা এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তখন আমাদের মন সুদূরে চলিয়া যাইত। একজন "Lande"-বাসী নিশ্চয়ই তাহার দেবদারু-বনের কল্পনায় বিভোর হইত। আর আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি কল্পনা করিতাম, যেন আমি দাল্‌মাসিয়ায় আছি। এই সব উচ্চ পর্ব্বতের চম্‌চমে হাওয়া, এই সব তরুময় বিশাল ঢালুভূমি, আর এই দূরস্থ সমুদ্র—এই সমস্ত হইতেই একটা মায়াবিভ্রম স্বতই উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাত্তারো-প্রদেশের সহিত, এড্রিয়াটিকের ঢালু দেশের সহিত, এসিয়ার এই কোণটুকুর বাস্তবিকই একটা সাদৃশ্য আছে।

একটা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখিবার জন্য, আধো চোখ বুজিয়া, সেই গভীর স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ আপনাকে নিমজ্জিত করিলাম। ঐ-সব দেশের খুব স্পষ্ট, খুব জটিল, খুব জীবন্ত ধারণা আমার মনে আবার জাগিয়া উঠিল। যে-সব জিনিষ চলিয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সুতীব্র একটা বিষাদের ভাব —নিষ্ঠুর বলিলেও হয়—আবার আমার মনকে অধিকার করিল। সেই-সব অতীতের জিনিষ আর কখন ফিরিয়া আসিবে না…আহা কত্তারোর সেই উপসাগর—একটু বিষাদময় সেই কবোষ্ণ শরৎকাল —সেই বন-প্রান্তে বসিয়া ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন থাকা— সেই মেদী গাছের তলায় নিদ্রা যাওয়া—আর,— হের্জেগেভিনিয়ের একটি ক্ষুদ্র বালিকা, ঐ শান্ত বিজন দেশে ভেড়া চরাইবার জন্য যে প্রতিদিন আসিত, তাহাকে দেখা…

এই পর্ব্বত ও আকাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে, হঠাৎ একটা সর্-সর্ শব্দ! সরু সরু হাত যেন ধূসর-রংএর দস্তানা পরা—সেই হাত দিয়া ডালপালা সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে:—দুইটা বড় বানর। …বনমানুষ-জাতীয়; মানুষের মত মুখ—সমস্তটাই গোলাপী রংএর; দাড়ীর চুল সাদা। উহারা নিশ্চয়ই আমাদের পিছনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছিল; যখন দেখিল, আমরা কোন অনিষ্টকর কার্য্যে লিপ্ত নই, তখন উহারা বানর-সুলভ তীব্র কৌতূহল সহকারে উহাদের স্বচ্ছ চোখ খুব দ্রুতভাবে মিটমিট্ করিতে করিতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এক নাবিক গম্ভীরভাবে উহাদিগকে অভিবাদন করিল এবং হাত নাড়িয়া বন্ধুত্বের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—সকল ভাষাতেই যাহার অর্থ এই:— "মহাশয়গণ, একটু কষ্ট করিয়া যদি…ইত্যাদি… আমরা তাহা হইলে খুবই খুসী হইব—"

এই হস্তভঙ্গীতে উহারা ভয় পাইল। তখন উহারা সাধারণ পশুর মত চার পায়ের উপর ভর দিয়া ছুটিয়া পলাইল। উহাদের পলায়নের সময়, আমাদের চক্ষু জুঁইগাছ ও অন্যান্য হরিৎ গুল্মের মধ্য দিয়া, উহাদিগকে অনুসরণ করিল।

ছুটিয়া যাইবার সময়, উহাদিগকে বড় খরগোসের মত দেখাইতেছিল। মানুষের মত মাথা ও বৃদ্ধলোকের মত শ্মশ্রু ছাড়া, মানুষের সাদৃশ্য আর তাহাদের কিছুই ছিল না।

১৩

ঘরের শানের উপর দিয়া হেঁচ্‌ড়িয়া চলিবার শব্দ— একটা ফোঁপানির শব্দ।—এই মন্দিরের একটা আঁধার কোণে অনেকক্ষণ ধরিয়া শান্তভাবে ছিলাম; খিলান মণ্ডপের গায়ে যে সব বিরাট্ মূর্ত্তি, কাল্পনিক মূর্ত্তি ছিল, তাহারই ছবি আঁকিতেই ব্যাপৃত ছিলাম,— এমন সময় ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ করিতেছে জানিবার জন্য দরজার দিকে মুখ ফিরাইলাম।

একটি বৃদ্ধা রমণী দীনদশাপন্ন ও প্রায় উলঙ্গ। তাহার হাতে আছে চাউল ও মৎস্যপূর্ণ ছোট তিনটা কটোরা এবং ছোট তিনটা গোলাপী রংয়ের মোমবাতী। নিশ্চয়ই দূর হইতে আসিয়াছে; দেহ যেন শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনে হইল, কি একটা দারুণ দুঃখে অভিভূত। এই সর্ব্বজনপরিত্যক্তা বেচারী বৃদ্ধা সম্ভবতঃ তাহার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া এই নৈবেদ্য-সামগ্রী,—এই হাস্যময়, প্রকাণ্ডকায়, সোনা-ঝক্‌মকি দেবতার সম্মুখে যজ্ঞ-বেদীর উপর অর্পণ করিতে আসিয়াছে। তাহার পরেই সে কাঁসর পিটিতে

লাগিল, এবং প্রেতযোনিদিগকে ডাকিবার ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল।—যেন সে এই কথা বলিতে চাহে, —বাবা বুদ্ধ! তুমি এখানে একবার এসে দেখো, তোমার জন্য আমি কি জিনিষ নিয়ে এসে'ছি; আমার যথাসাধ্য এই উপহার সংগ্রহ করেছি; আমার উপর দয়া করো, কৃপা করো, আমি যা প্রার্থনা কর্‌ছি, তা আমাকে দাও…"

ছোট মোমবাতিগুলা পুড়িয়া গেল; মাছিরা ছোট তিনটা বাটির উপর নামিয়া নৈবেদ্য-সামগ্রী খাইতে লাগিল;—বেচারী বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা হঠাৎ আবার সেই বেদীর নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে কে যেন বলিল, এখনও তার "ভূত" ছাড়ে নাই; অথচ সে যথাসাধ্য দেবতাকে উপহার দিয়াছে। তাই সে ছুটিয়া আসিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আর্ত্তরব করিতে করিতে আবার প্রচণ্ডভাবে "গং" পিটিতে লাগিল, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল;—বুম্! বুম্! বুম্! ডিং! ডিং! ডিং! তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"বাবা বুদ্ধ! তুমি আমার কথা শুন্‌লে না, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না; আমি যে একজন গরিব বৃদ্ধা রমণী—অতি অভাগিনী—তুমি কি এত নিষ্ঠুর হবে,—আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌বে না—এ কখনই সম্ভব নয়।"—তাহার পর, হল্‌দে পার্চমেন্টের মত তাহার মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সিল্‌ভেষ্টার,—এতাঞ্-প্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বৃদ্ধা পিতামহী আছে—সেই সর্ব্বপ্রথমে উঠিয়া তাহার কাছে যাহা ছিল—৫ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের "সাপেক" মুদ্রা—সমস্তই তাহাকে দিল। আমিও আমার থলে ঝাড়িয়া তাহাকে সমস্তই দিলাম। সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া, খুব নতশিরে "চিন্ চিন্" করিতে করিতে আমাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ করিয়া নিশ্চয়ই তার বেশ একটু উপকার হইল। সে ইসারা-সঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিল:—সে আর-একটা ভিক্ষার জন্য এখানে এসেছিল—সে ভিক্ষা দেওয়া মানব-দয়ার সাধ্যাতীত…

১৪

আজ দিনটা খুবই বিক্ষুব্ধ। পূবের জোর বাতাস, আকাশ অন্ধকার, দুই দিন ধরিয়া আমরা থুয়ান্‌এর সম্মুখে আছি। আজ প্রাতে সূর্য্যোদয়-কালে জাহাজ আর নোঙ্গর মানিতেছে না; কাজেই নোঙ্গরটা মাটী হইতে একটু উপরে উঠানো গেল (এই কৌশলটা বিপদ্‌জনক); তাহার পর, আমরা আমাদের অভ্যস্ত আশ্রয়স্থান তুরানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

আর আমি,—নির্দ্দিষ্ট পোয়া ঘণ্টা কালের পাহারার কাজে নিযুক্ত হইলাম—বেশ একটু কড়া পাহারা, কিন্তু সেই-সঙ্গে একটু বাৎসল্য ভাবও ছিল বরং সচরাচরের চেয়েও বেশী। আমি বিষণ্ণচিত্তে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই পাহারাটা কি আমার শেষ পাহারা হইবে?

গতকল্য একটা ডাকের জাহাজ যখন এখান দিয়া চলিয়া যায়,—তখন একটা হুকুমনামা আমাকে দিয়া গিয়াছিল। এই হুকুমটা একেবারেই অনপেক্ষিত; প্যারীতে ফিরিয়া যাইতে হুকুম হইয়াছে। সৈন্যবাহী "কবেজ" নামক জাহাজে আমাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবে। হা-লং হইতে ফিরিয়া আমাকে লইবার জন্য জাহাজটা তুরানে আসিয়া থামিবে—আর কাল আমাদের যাত্রাকাল জানানো হইবে। সকল সময়েই এই নৌ-বিভাগের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ও হুরুদ্দুম!

দুইটার সময় আমাদের সেই তুরানের উপসাগরে প্রবেশ করিলাম—সেখানে সমুদ্র বেশ শান্ত। এখন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের তোরঙ্গগুলা গুছাইয়া লইতে হইবে। আমার কাম্‌রায় সমস্তই বিশৃঙ্খল ও ওলট-পালট হইয়া রহিয়াছে। যে-সকল বাক্‌সো তাড়াতাড়ি "সবুজ চীনা"কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা একটা "ঝাঁপান" নৌকা করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে গরম,—সিল্‌ভেষ্টার হাঁসফাঁস্ করিতে করিতে কাজে চলিয়া গেল। এই জটিল গাঁঠরি বাঁধা কাজে আরও তিন জন সিল্‌ভেষ্টারের তাঁবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাজ করিবার জন্য সকলেই বিব্রত হইল।

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম। আমার গম্যস্থানের অনুসরণ করিতে, বেচারী প্রবাসসঙ্গীদিগের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সকলের জন্যই কষ্ট হইতে লাগিল…আমার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে এতই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আজ ঘুমাইতে বেশ একটু দেরী হইয়া গেল।

একজন উচ্চমাস্তলের নাবিক, আমার কাম্‌রার পোত-ছিদ্রের নীচে সেকালের বিষাদময় খুব একঘেয়ে

একটা বেতাঞ প্রদেশের সুর গাহিতেছিল, তাহা শুনিয়া খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিনটা শান্ত নির্ম্মল, সুন্দর;—এই মেঘ-বৃষ্টির দেশে, এই ঋতুতে এইরূপ দিন খুবই বিরল। পাহাড়গুলা রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; সমুদ্র গাঢ় নীলবর্ণ; একটা ম্লানমধুর দীপ্তচ্ছটা, গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ একটা গভীর স্বচ্ছতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; এই সব তুমুল ঝড়-বৃষ্টির পর, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে। আর কিছুই করিবার নাই; আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুলা বন্ধ রাখা হইয়াছে। সিল্‌ভেষ্টার আমার বুদ্ধমূর্ত্তি ও আমার পুতুলগুলাকে এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে;—ইহারা আমার সহযাত্রী।

আমার বিশ্বাস,—আমার শ্রমক্লান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে এমন শান্তভাবে প্রস্থান করা কখনও ঘটে নাই। সমস্ত দিন আমি দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রের উপর চাহিয়া আছি—"করেজ" জাহাজখানা কখন্ না জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্তু সাদা-পাল-ওয়ালা কতকগুলা "জঙ্ক" নৌকা ছাড়া আর কিছুই নেত্রগোচর হয় না।

সেই "সবুজ-চীনা" শাংহু ফুল-কাটা রেশমের একটা জাঁকালো পোষাক পরিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিল। শীত ঋতুর জন্য এই পোষাক সে কান্টন হইতে আনাইয়াছে।

সূর্য্যাস্ত-সময়ে প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা; মনে হয় যেন ডিসেম্বর মাস। কৈ, "করেজ" জাহাজের ত দেখা নাই; আর-এক রাত্রি এই উপসাগরে, এই অন্ধকারময় পাহাড়গুলার মধ্যে কাটাইতে হইবে। পাঁচমাস কাল উহাদের মধ্যে আমি বন্দী ছিলাম। আবার উহাদিগকে দেখিতে আসিব না, ইহা নিশ্চয়। আজ শেষ-রাত্রি, তাই আজ রাত্রে উহাদিগকে একটু বিষণ্ণচিত্তে দেখিতেছি…কি অদ্ভুত, শেষে সকলেরই প্রতি কেমন একটু মমতা জন্মে…সূর্য্যাস্তের ম্লান পীত আভার উপর এই-সব পাহাড়—এমন কি, দূরস্থ পাহাড়গুলাও নিছক্ কালো বলিয়া মনে হইতেছে; আর দূরত্বের ব্যবধান অনুভূত হয় না; মনে হয় যেন একটিমাত্র শ্লেট-পাথরের খাঁজ-কাটা দেওয়াল, শীত-আকাশের নীহারশীতল গায়ে ছায়াচিত্রের আকারে খাড়া হইয়া আছে।

এই "করেজ" জাহাজখানা আমাদের গণনানুসারে অন্ততঃ আজ পৌছনো উচিত ছিল; উহার আসিতে খুবই বিলম্ব হইয়াছে! কাল প্রাতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছিবে।

সন্ধ্যার "ডেক্-পরিষ্কার"এর পর, আমার "পাহারা-ঘরে"র বন্ধুরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার কাম্‌রায় আসিল;—তাহারা নানাপ্রকার ফর্মাশ করিল, বিদায়-সম্ভাষণ করিল।—সবশেষে যে আসিল, সে হইতেছে সিল্‌ভেষ্টার—কিছু গুছাইবার আছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সে স্বতই আসিয়াছে। সে ভয়ে-ভয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আমাকে দিল। এই মূর্ত্তিটি সে তার প্রথম "Communion" অনুষ্ঠানের সময় পাইয়াছিল। এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত:—"স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এটি কি নিয়ে যাবে কাপ্তেন?"—সে আরও মনে করে—এটি আমাকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবে।

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, এ কথা আমার নাবিকেরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; তাহারা কল্পনা করিতেছে,—আমার কি দশা হইবে, আমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষেরা কিরূপ আচরণ করিবে, আমি যেন তাহা নিজেই জানি না…

উহার এই ক্ষুদ্র উপহারটি বহুমূল্য জ্ঞানে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। মূর্ত্তির বিষয়টি এই:—ঘোর তমসাচ্ছন্ন ঝটিকার মধ্যে একটি শিশু নতজানু হইয়া আছে। তাহার সহিত এই পৌরাণিক কাহিনীটি আছে:—"বিপুল জলরাশি আমাকে ঘিরিয়া ছিল, কিন্তু হে ভগবান্, তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

তাহার পর, সিল্‌ভেষ্টারও যেন আমার সহিত দস্তরমত মুলাকাৎ করিতে আসিয়াছে—এই ভাবে তাকেও আমার কাছে একটু বসাইলাম; এবং ব্রেতাঞ্ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিলাম। তাহার গোয়েলো প্রদেশে আমার কখন কখন কাজ পড়ে, সেই সময় তাহার পিতামহীর কুটীরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এইরূপ স্থির হইল।

তখন, সে যেন কি একটা চিন্তায় বিভোর হইল:—এই ব্রেতাঞ্ এখান হইতে কত কত যোজন দূরে!…তাহার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া আবার কি আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে?—তাহা কি কখনও ঘটিবে? এই যানামে বসিয়া তাহা কল্পনা করাই যায় না—তাহার সাধের দেশের সম্মুখে যেন একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা রহিয়াছে…

তাহার পর, তাহার ভাবনা হইল,—তাহাদের কুটীরে গেলে কি করিয়া আমার যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিবে। সে মাথা নীচু করিয়া আমাকে বলিল ঃ—"জানেন, আমাদের বাড়ী,...সেটা একটা খোড়ো চালাঘর"—বেচারা নেহাৎ শিশু! খোড়ো চালা-ঘরের কথা বলিবার পর, আমি তাহার হস্ত-মর্দ্দন করিয়া তাহাকে শুইতে যাইতে বলিলাম। সে যদি জানিত, এই সব খোড়ো চালাঘর—ব্রেতাঞ্-প্রদেশের এই সব পুরাতন চালা-ঘর আমি কত ভালবাসি...

আজ রাত্রে "করেজ" জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া যাইবার সময় যেরূপ কোলাহল উঠাইল—যেরূপ জল মাপিবার বুলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। যাক্—এইবার তবে প্রস্থানের সময় আসিয়াছে, আমার জীবন-পথের এই শেষ যাত্রা; সব অবসানই বিষাদময়—এখন দেখা যাইতেছে, এই প্রবাসের অবসানটাও বিষাদময়।

আজিকার দিনটাও বেশ উজ্জ্বল মনোরম। প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রার জন্য শেষ-উদ্যোগ-আয়োজনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; ৯ টার সময় "করেজ্‌কে" সজ্জিত হইতে হইবে। আমার অনুরক্ত ভক্ত সিল্‌ভেষ্টার ও অন্যান্য নাবিকেরা আমার বোচ্‌কাবুচ্‌কি বাঁধিবার জন্য, ঐখানে জমা হইযা পরস্পরের গাযে ঠেলাঠেলি করিতেছে। তাহার পর বিদায় লইবার জন্য এক-লাইন হইয়া উহারা আমার কামরার সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইল। এই সকল সরলমতি নাবিকদের বিদায়সম্ভাষণ বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী।

আমার "পাহারা-ঘরে"র সহচরেরা আসিয়া আমাকে বিদায়-চুম্বন করিল; সুনিদ্রা-বিরহিত—যা-তা কাপড় পরা—এইরূপ কতকগুলা নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাজে লইতে আসিল। একটা ডিঙ্গি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—আমাদের জাহাজ হইতে এই ডিঙ্গিতে নামিবার সময় আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"করেজ" সজ্জিত হইয়াছে, যাত্রা করিতে উদ্যত, এমন সময় একটা জঙ্ক-নৌকা—মান্দারীনের—নানা-রকম ইসারা-সঙ্কেত করিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের নিকট আসিল।—সেই "সবুজ চীনা," আমার যাত্রাপথের জন্য একরকম খুব মিহি চা বাক্সোবন্দী করিয়া পাঠাইয়াছে।

আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—রবিবারের প্রাভাতিক পরিদর্শনের জন্য, জাহাজের সরঞ্জামসকল ডেকের উপর দস্তুরমত সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ করিবার জন্য উপরিতন কর্ম্মচারীরা শিরস্ত্রাণ এবং টুপি নাড়িতে লাগিল। যখন সব দূরে সরিয়া গেল—যখন সেই-সব পরিচিত গিরি-মালার পিছনে তুরানের উপসাগর ধীরে ধীরে আবার রুদ্ধ হইয়া পড়িল—যখন আমাদের পূর্ব্বজাহাজের মাস্তুলগুলা একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না।

১৫

সমস্তই যেন ছুটিয়া পলাইল, নীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই আমরা "বার-দরিয়া"য় আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সেই সমুদ্রের শান্তি আবির্ভূত হইল—সেই সমুদ্র যাহার দ্বারা সমস্তই পরিবর্ত্তিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। একটা সময়ের অবসানে, চিরকালের মত যেন একটা দাঁড়ি পড়িয়া গেল; এবং এই শান্তির মধ্যে, আমাদের পূর্ব্ব-জাহাজ ও তুরানের উপসাগর চট্ করিয়া যেন দ্রবীভূত হইল।—কোন্ সুদূরে যেন বিলীন হইল—আমার মনে একটা স্মৃতিও রাখিয়া গেল না। আমি জানিতাম, উহার স্মৃতি চলিয়া যাইবে, কিন্তু এত শীঘ্র যাইবে বলিয়া মনে করি নাই—আমি ইহাতে বিস্ময়বিহ্বল হইলাম। মোট কথা, প্রেমের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন পৃথিবীর কোন স্থানেই আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

সমাপ্ত



ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন

(চীন হইতে ফ্রান্সে যাইবার যাত্রাপথে)

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে)

…রাত্রি ৯টা। কাফি-গৃহের অভ্যন্তরে। সমস্ত খোলা। তবু ঘরের ভিতরে বিষম গরম। কতকগুলা টেবিল পাতা; টেবিলগুলা একটু সন্দেহজনক। মহুরী ও ব্যাণ্ডির গন্ধ ছাড়িতেছে। একটা সাদা ঘর; রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রস্তর-মুদ্রাঙ্কিত রঙ্গীন ছবির দ্বারা ঘরের দেওয়াল বিভূষিত। দুটি ফর্সা-রং বালকা, দুইজন স্বরাপবিক্রেতার পরিচারিকা, কতকগুলা রোদে-পোড়া সাহেবের চারিদিকে কতই হাবভাব দেখাইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। সাদা হাত-কাটা-জামা পরা—সাহেবরা বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতেছে।—ভয়ানক গরম, ভয়ানক গরম; চাঁদোয়া-ছাদে ঝুলানো, পিট্রোলদীপগুলার চারিধারে মশক ও পতঙ্গবৃন্দ বোঁ বোঁ শব্দ করিতেছে একটি ইংরেজ বালক একটা যান্ত্রিক পিয়ানোর হাতল ঘুরাইয়া দিল আর অমনি তাহা হইতে "অপেরা"-নাটিকার একটা পরিচিত স্বর বাহির হইয়া পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একটা কোলাহলশব্দ আসিয়া উহাকে অনেকটা বেসুরো করিয়া তুলিল।

একটা সোজা রাস্তার সম্মুখস্থ একটা বড় গোছের খোলা জায়গা হইতে, যান-বাহনের তরঙ্গহিল্লোল ও শতসহস্র লণ্ঠন সমেত, একটা জন-স্রোত ঠেলিয়া আসিতেছে।

মনে হয়, যেন কোন গ্রীষ্ম সায়াহ্নে পারীনগরের "বুল্‌ভারে'র (Boulevard) দৃশ্য।—দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—পুতুলের পরিচ্ছদ পরিয়া লোকগুলা চলিয়াছে, গাত্র হইতে আফিম ও মৃগনাভির গন্ধ বাহির হইতেছে; তার পর পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত, গায়ের রং হলুদে, বেণী ঝুলিতেছে…যাহারা বাহ্যতঃ য়ুরোপের অভিনয় করে,—খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নোংরা চীনার ঝাঁক বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে!—এই দ্রুতগামী অধিকাংশ গাড়ীতেই ঘোড়ার মতো ধাবমান মানুষকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা গাড়ী টানিতেছে, তাহারা চীনা, নগ্নকায়, বেণীটা খোঁপার মত মাথায় জড়ানো, ফানস্ আকারের টুপী-পরা; উহারা যাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারাও চীনা; মাথার বেণী বাতাসে দুলিতেছে, হাত-পাখা হাতে লইয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছে। দোকান—চীনা; রঙ্গীন লণ্ঠনগুলা—চীনা; কণ্ঠস্বর, কোলাহল, বাদ-বিসম্বাদ —চীনা।—সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, অতিলোভী, বাঁদুরে-ধরণের ও অশ্লীল।—ঝটিকা-গর্ভ একটা ভিজে গরম; মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, গাঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটীর উপর সাজানো বীভৎস খাদ্যদ্রব্য, পুড়াইবার ধূপ ও পুরীষের স্তূপ; আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে মৃগনাভির গন্ধ—উহা বড়ই তীব্র, স্নায়ুপীড়ক, বমন-উদ্দীপক ও অসহ্য…

এই নগরই—শিঙ্গাপুর। এই জনতার মধ্যে চলিয়াছে দেবতার মত সুন্দর কতিপয় ভারতবাসী, কতকগুলা মালাবারী, কতকগুলা মালাই, কতিপয় পার্সি, শিরস্ত্রাণ মাথায় কতিপয় ইংরেজ, সকল জাতীয় নাবিকবৃন্দ, এবং জাপানের আমদানী কতকগুলি রঙ্গিণী রমণী; কিন্তু এই চীনারূপ পিঁপড়ার ঢিবির মধ্যে উহারা যেন ডুবিয়া গিয়াছে—হারাইয়া গিয়াছে।

মধ্যকার বড় রাস্তার ধারে ধারে, বাষ্পভারাক্রান্ত চিরন্তন আকাশের নীচে, সকল রকম মন্দির উত্থিত হইয়াছে; রহস্যময় মূর্ত্তিবিশিষ্ট হিন্দুমন্দির; ভীষণ দৈত্যদানবসমন্বিত চীনামন্দির; মুসলমান মসজিদ্; প্রটেষ্টাণ্ট ও রোম্যান-সম্প্রদায়ের খৃষ্টগির্জ্জা—সমস্তই পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবে অবস্থিত—এই চিত্তক্ষুব্ধকর ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিবার ভার ইংরেজ পাহারা-ওয়ালাদের উপর…

রাত্রি দশটা।—একটা কাফির আড্ডায় সঙ্গীত হইতেছে। গৃহটা কাঠের, কিন্তু উহার গঠনাদি

গুরুভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং গ্রীক-দেব-মন্দিরকে উপহাস করিয়া যেন উহার স্তম্ভশ্রেণী নিরলঙ্কার কঠোরতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। হঙ্গেরীয় নারী-বাদকের একটা দল ষ্টাউস্ রচিত একটা নাচের সুর খুব কোলাহলসহকারে বাজাইতেছে; তাহার পর এক Bardlai রমণী সঙ্গীতমঞ্চের উপর উঠিয়া "বেড়ার" গান গাহিল। পক্ষি-বিক্রেতা কতিপয় ভারতীয় দোকানদার ময়না লইয়া, আশ্চর্য্য-রকমের টিয়া লইয়া, হীরামন লইয়া বিয়ার-পায়ীদের টেবিলগুলার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হীরামনগুলা বহুবর্ণ, মনে হয় যেন রং দিয়া চিত্রিত। ৪০০ হাত দূরে কোলাহলহীন শান্ত একটা চতুষ্কোণ পরিসর ভূমি; মিসি-বাবারা একখণ্ড শ্যামল শাদ্বল-ভূমির উপর পায়চালি করিতেছে। ঐ ভূমির ঘাস ইংরেজ ধরণে একেবারে মুড়িয়া ছাঁটা। উহার মধ্যস্থলে স্যাক্সন ধাঁচায় কালো-চূড়াওয়ালা একটা বড় গির্জ্জা—কিন্তু বাতাসটা গুরুভারাক্রান্ত—এবং জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে…

রাত্রি ১১টা। গাড়ী ও জনতার দুই কদম দূরে হিন্দুমন্দিরের অঙ্গনটা একেবারে খালি ও নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সেই বিষুব-রেখা-প্রদেশসুলভ জ্যোৎস্না—যেন সোনালি রংএর দিনমান। এই অপূর্ব্ব আভাবিশিষ্ট আলোকের জমির উপর, মন্দিরটা স্বকীয় সারিবদ্ধ চূড়াগুলার ছবি আঁকিয়াছে। মন্দিরের নীলাভ বিশাল ছায়ার দরুণ মন্দিরকে যেন যাদুমন্ত্রবদ্ধ একটা লঘুধরণের জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে—যেন এখনই অন্তর্হিত হইবে। যেন উহা একটা অতিপ্রাকৃতিক রসে সর্ব্বতোভাবে পরিষিক্ত এবং উহার চতুর্দ্দিকে একটা ধর্ম্মজনিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। বাহিরে যে জঘন্য চীন-জগৎ অবস্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। দেবালয়ের উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, কতকগুলা ঝুলানো দীপ জ্বলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড় মাথাওয়ালা কতকগুলা দুষ্টবুদ্ধি দেবতাও দেখা যাইতেছে—তাহাদের চারিদিকে কতকগুলা অজানা বিগ্রহ; উহাদের সম্মুখে বৃন্তহীন কতকগুলা ফুল ছড়ানো রহিয়াছে—মল্লিকা ও গন্ধরাজের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত।

৩।৪ জন ভারতবাসী নবীন যুবক ঐখানে পাহারা দিতেছে; খাটো ধুতি-পরা; বালিকার মত চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের ভাবটা বুনো ধরণের, চোখের সাদাটা দেখিতে কতকটা মিনার মত। উহাদের মুখ সুশ্রী এবং উহাদের গণ্ডদেশ শ্মশ্রুহীন; কিন্তু উহাদের গোলাকার বক্ষের উপর, ঘৃণাজনক কালো রোয়াঁ গজাইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহারা যেমন বিস্ময়-উদ্দীপক, তেমনি বীভৎস; মনে হয় যেন উহারা নারী, বানর ও হরিণ হইতে প্রসূত।

দেবতাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে, উহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত খুব খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হাসিতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন, কতকগুলা জুঁইফুলের মালা হাতে লইয়া গোলাপী জ্যোৎস্নার আলোকে, অঙ্গন পার হইয়া একটা অতিক্ষুদ্র নির্জ্জন দেবালয়ের নিকট আসিল। এই মন্দিরের পুতুলটা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। এই দেবতার ৬টা বাহু, মাথায় একটা উচ্চ মুকুট; কাচের বড় বড় চোখ, মুখের ভাবটা অ-শিব ও ভীষণ; অঙ্গভঙ্গী জীবন্তের ন্যায়, বাঁকানো, দোমড়ানো, যন্ত্রণাব্যঞ্জক; দেবতা একাই আছেন—সঙ্গীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ;—উহার সম্মুখেই জ্বলিতেছে।

কোন পশুর সম্মুখে যেরূপ তাহার খাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ দেবতার দিকে একবারও না তাকাইয়া, সেই জুঁইফুলের থালাটি ঐ নবীন যুবক দেবতার পদতলে রাখিয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। শিঙ্গাপুরের শেষ বাড়ীগুলা ও শেষ আলোকচ্ছটা আব্‌ড়ো-খাবড়ো একটা মাটীর পিছনে অন্তর্হিত হইল;—একটা খোলা ময়দান—উদ্ভিজ্জে পূর্ণ। নগরের দ্বারদেশ হইতেই হরিৎশ্যামল সতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে—"মালাই" প্রায় দ্বীপের প্রায় সমস্ত স্থানই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

কি চমৎকার রাত্রি—কি সুন্দর। আমাদেরই মতন ওক গাছ, পপলার গাছ, ম্যাগনোলিয়া গাছ—কিন্তু সবই যেন পরিবর্দ্ধিত আকারে; এবং সমস্তই বড় বড় সুরভি ফুলে আচ্ছাদিত।

আর.—পাতাবাহারেরই বা কি বাহার, তাল-জাতীয় বৃক্ষেরই বা কি শোভা!—এই জাতীয় গাছগুলা সকল প্রকার আকার ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে, ধাতব পত্র-পল্লবের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথমে, বিশাল পক্ষসমন্বিত নারিকেল,

তারপর সুপারী গাছ—খুব উচ্চ, জলাভূমির খাগ্‌ড়ার মত সূক্ষ্ম ও সোজা, পল্‌কা বৃন্তের অগ্রভাগে কুঞ্চিত পালকের গুচ্ছ। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক—"পর্য্যটকের তরু"। উহার বড় বড় পাতা; পেরু পাখীরা যেরূপ প্যাখম মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ প্যাখমের ন্যায় উহার পাতাগুলা বেশ সুসমভাবে নিজ বৃন্তের চারিদিকে যেন প্যাখম ছড়াইয়া আছে—মনে হয় যেন চীনের প্রকাণ্ড পর্দ্দাগুলা বনের মধ্যে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্যামল উদ্ভিজ্জের রং এতটা সবুজ যে, এই দ্বিপ্রর রাত্রিতেও এই গোলাপী রংএর জ্যোৎস্নালোকে আরও যেন বেশী সবুজ বলিয়া মনে হইতেছে।

রাস্তাটা খুব নির্জ্জন। কিন্তু এ কি! পল্লবমণ্ডপের প্রান্ত হইতে গাড়ীর লণ্ঠন দেখা যাইতেছে—দীর্ঘ-সারি বাঁধিয়া গাড়ী আসিতেছে—কিন্তু ঘোড়ার সাড়াশব্দ নাই।

আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীগুলা খুবই ছোট; প্রত্যেক গাড়ীর আরোহী সাদা পোষাক-পরা একজন ইংরেজ নাবিক; নগ্নকায় এক চীনা গাড়ীতে যোতা;—ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই নাবিকেরা একটা বাজির খেলা খেলিতেছে। যে প্রথমে পৌঁছিবে, সেই বাজির টাকা পাইবে। এই নাবিকেরা বেশ কায়দা-দুরস্ত ও গম্ভীর; মুখের কথায় বাহবা দিয়া, হাততালি দিয়া ধাবকদিগকে উহারা উত্তেজিত করিতেছে।

উহারা চলিয়া গেল—অন্তর্হিত হইল। আবার এই দ্বিপ্রহর রাত্রিসুলভ রহস্যময়ী নিস্তব্ধতা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মৃদু আলোকচ্ছটা তরুমণ্ডপের ভিতর দিয়া যেন ছাঁকিয়া আসিতেছে; তরুমণ্ডপের তলায়, সবুজ কাদা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কিন্তু সময়ে সময়ে, উজ্জ্বল চাঁদের কিরণ পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়া উপর হইতে নামিতেছে,—তাহাতে করিয়া লতাবাহারগুলা অথবা বড় বড় সুন্দর তাল-জাতীয় বৃক্ষগুলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গাছগুলা পরী উদ্যানের গাছের মত নিশ্চল।

ওঃ! এই নীরবতা, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, এই ঝিঁঝি পোকার লঘু সঙ্গীত, এই মাটীর গন্ধ, গাছ-গাছড়ার সুগন্ধ, ফুলের সৌরভ—কি চমৎকার!

কিন্তু সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে সেই তীব্র মৃগনাভির গন্ধ—এমন কি, এই বনভূমির মধ্যেও। এই মালাই দেশে সবই মৃগনাভিগন্ধা; এমন কি, মূষিকের মত একপ্রকার নৈশ জীব—পাখীর মত হর্ষোৎফুল্ল মৃদুস্বরে—"কুইক্"! "কুইক্"! "কুইক্"! করিতে করিতে যাহারা রাস্তার উপর দিয়া প্রতি মিনিট খুব দ্রুত চলিয়া যায়—তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মৃগনাভিসিক্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়া যাইতেছে···

ভারতের উপকূলস্থ "মাহে * নগর"

(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে)

১

একটি প্রশান্ত ক্ষুদ্র দেশ,—মাথার উপর তাল-বৃক্ষের খিলান-মণ্ডপ। এই খিলান-মণ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্ন-ভাবে সটান চলিয়াছে। নীচে মানুষ ও পদার্থসমূহ। অতিকায় তালবৃক্ষপুঞ্জের রন্ধ্রের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে একটু আকাশ দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক-কিরণ নামিয়া আসিতেছে। তালগাছগুলা জড়াজড়ি করিয়া আছে—ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে। কতকগুলি গাছ যেন প্যাখোম ছড়াইয়া আছে; আর কতকগুলি গাছ কুঞ্চিত পালকগুচ্ছের মত যেন সাজানো রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরুমণ্ডপটি উচ্চ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে—দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃন্তগুলা উহাকে ধারণ করিয়া আছে। এই বৃন্তগুলা খাগড়ার মত নমনীয়। একটা চিরন্তন ছায়ার মধ্যে, একটা স্বচ্ছ হরিৎ রাত্রির মধ্যে, লোকেরা চলাফেরা করিতেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময়, জাহাজ হইতে বালুরাশির উপর নামিয়া পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ। আমি সুদূর হইতে—শেষপ্রান্তিক এসিয়া হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। ভারতের এই মোহিনী শোভা, এই উজ্জ্বল প্রভা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এইসমস্ত অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। যে নদী দিয়া আমি আসিলাম, সূর্য্য অস্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে কিরণে রঞ্জিত করিয়াছে; কতকগুলি তালবৃক্ষ সূর্য্যের করস্পর্শে আশ্চর্য্যরকম সোনালি হইয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে, আকাশ যেন সোনার ধূলায় সমাচ্ছন্ন। আমার ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে দুই নদীর তটদেশে, বিশাল সবুজ পর্দ্দার মত এই সব তালগাছের নীচে, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। উহারা সাদা লাল অথবা হলুদে বসনে আচ্ছাদিত হইয়া দেবতার মত চমৎকার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এবং তাহাদের গাছপালা, তাহাদের দেশ, তাহাদের আকাশ, সমস্তই মনে হয় যেন একটা দেব-দ্যুতিতে পরিস্নাত।

একটা বারান্দাওয়ালা গৃহ—সাদা ধপ্‌ধপে,—সবুজ-জানালা-খড়খড়ি-বিশিষ্ট—জলের ধারে, অন্তরীপের মত একটা শৈলখণ্ডের উপর স্থাপিত। সুন্দর বাড়ীটি, খুব পুরাতন,—ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের; এই ছায়া-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শাসনাধীনে ছিল।

বালুভূমির উপর দিয়া কয়েক পা গিয়াই একটা নিম্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলাম—এই উদ্যান এই গৃহেরই সংশ্লিষ্ট। উদ্যানের মাথার উপরে—যেমন সর্ব্বত্র—সবুজ গাছপালার খিলান-মণ্ডপ প্রসারিত। এই মধুর ছায়াতলে আসিয়া মনে হয় যেন এক পরীর উদ্যানে আসিয়াছি;—নানাপ্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাতা-পল্লবও সমুজ্জ্বল ও নেত্রাকর্ষক; বেগুনী, লাল, সাদা ও হলুদে-ফুটকি-দেওয়া—বিচিত্র বর্ণের; যেন চিত্রকরের স্বেচ্ছানুসারে নানা বর্ণে চিত্রিত। সেকালের ধরণে বাগানের ভিতর ছোট ছোট গলি-পথ, পাথরের বেঞ্চি শেওলা পড়িয়া সবুজ হইয়া গিয়াছে! ভূসম্পত্তির মালিক মরিয়া গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়—এই উদ্যানটি যেন সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, ফটকের দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিলাম। রাস্তার মত একটা কিছু যেন আমার সম্মুখে; এই রাস্তাটা অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়া চলিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন দক্ষিণ-ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানান্তরিত করিয়া এখানে বসানো হইয়াছে এবং বিষুব-রেখাবর্ত্তী প্রদেশ-সুলভ শক্তিশালী রস ইহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ছায়ার মধ্যে অবস্থিত;

* Mahe (উচ্চারণ মায়ে) ফরাসী উপনিবেশ—মাদ্রাজ উপকূলে—কালীকটের উত্তরে।

কিন্তু উহাদের মাথা এখনও অস্তগামী সূর্য্যের দ্বারা কনক-রঞ্জিত; এবং এই ছোট ছোট গৃহগুলি, উহাদের উর্দ্ধোত্থিত দীর্ঘ বৃন্তগুলার কাছে কি নীচুই মনে হয়!··· এখানে একটি ছোট নগর দালান আছে; উহার উপর তে-রঙা নিশান উড়িতেছে, লাল জামা গায়ে, তাম্রবর্ণ সিপাহীরা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছে; এখানে অদ্ভুত রকমের একটা ছোট হোটেল আছে—কোন্ মুসাফীরদের জন্য কে জানে; একটি ছোট পাঠশালা আছে, ছোট ছোট কতকগুলি দোকান আছে; এই দোকানে ভারতবাসীরা কলা ও গরমমশলা কেনে। তাহার পর আর কিছুই নাই; উহারই জেরস্বরূপ কতকগুলা দীর্ঘ তরুবীথি বরাবর প্রসারিত হইয়া হরিৎপুঞ্জের গভীর দেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে; মাটীর রং রক্তাভ, উহাতে পড়িয়া শাখা পল্লবের রং যেন আরও উজ্জ্বল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানকার আকাশের ফাঁকগুলা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং খুব গভীর বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার দুইধারে যে-সব তাল-গাছের পালকগুচ্ছ দুলিতেছে, সেই নমনীয় গাছগুলার মধ্যে, বাজপাখীর ঝাঁক কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জীবজন্তুদের মধ্যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে, একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু উহার মধ্যে নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগরটি যেন মৃত।

এই সব ছায়াময় পথে যে সকল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই সুশ্রী শান্ত উদার-প্রকৃতি; উহাদের বড় বড় মখ্‌মলের চোখ—সেই কালো রহস্যময় চিত্তবিমোহন ভারতীয় চোখ। বক্ষো-দেশ অর্দ্ধনগ্ন; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীসীয় ধরণে সাদা কিংবা লাল মস্‌লিন-কাপড়ে আচ্ছাদিত। রমণী-গণ দেবীর ন্যায় সাজসজ্জায় বিভূষিত; উহাদের পীতাভ সুন্দর কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে,—গ্রীক্ মার্ব্বেলের যেন প্রায়-অতিরঞ্জিত তাম্র-প্রতিরূপ বলিলেও হয়। পুরুষদের ফোলানো বুক, শরীরের গড়ন রমণীদিগেরই মত পাত্‌লা, কেবল কাঁধ অপেক্ষা কৃত চওড়া; নীলকৃষ্ণ শ্মশ্রু, প্রাচীন গ্রীক্ ধরণে কুঞ্চিত। আমাদের চাষাদের মত উহারা ফরাসীতে "বোঁ জুর" বলে; এবং ঐ কথা বলিবার সময়, তাহারা আমাদেরই নিজের লোক এই মনে করিয়া, উহাদের মুখে একটা গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পায়। উহাদের ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। যাহারা আমাদের ভাষায় একটু কথা কহিতে পারে, তাহারা একটু হাসিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন-দেশের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিয়া দেয়। বলে—"আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক"···ইহা অনপেক্ষিত ও অদ্ভুত! হাঁ, উহারা যেন এইখানে ঠিক্ ফ্রান্‌সেই আছে। তখন আমার মনে পড়িল, একবার (Saigon) সাইগোঁর আদালতে কি একটা অপরাধে অপরাধী একজন ভারতবাসীর বিচার চলিতেছিল। বিচারক কর্সিক্যান্ মেজিষ্ট্রেট, অসভ্য জ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করায় সে উত্তর দিয়াছিল:—"তোমাদের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা ফরাসী হইয়াছি···"

এখানে একরকম ঢাকা শকট দেখা যায়—উটের মত ককুদ-বিশিষ্ট দুইটা সাদা গরুতে টানিয়া লইয়া যায়; উহাদের অদ্ভুতরকম নিষ্প্রভ লম্বা মুখ! এ প্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন; উহারা টেলি-চারি কিংবা কেনানোরে চড়নদার লইয়া যায়। ঐ দুইটি সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী ইঙ্গ-ভারতীয় নগর। সহরের রাস্তার মত, অনেকগুলা চওড়া চওড়া রাস্তা, তালী-বনের ভিতর দিয়া আড়া-আড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সব রাস্তাই মাটীর ভিতরে নিমজ্জিত, তাই আরও আর্দ্র ও ছায়া-নিবিড়। উহাদের দুই ধারে যে মাটীর ঢিপি আছে, তাহা সুন্দর পাতা-বাহারে ও সুন্দর শৈবালে মণ্ডিত। এখানকার ঘন-নিবিড় অরণ্যের মধ্যে,—"মাহে" যে সময় একটা বড় নগর ছিল, সেই সময়ে তাহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চৌদ্দ লুই আমলের ফটকের ভগ্নাবশেষ, টানা-পুলের ভগ্নাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু পুরাতন—আজিকার দিনে,—সমস্তই পরিত্যক্ত। আমাদের পাশ্চাত্য নগরদিগের ন্যায় উহারও একটা অতীত আছে। উহার গৌরবান্বিত শতাব্দীর স্মৃতিগুলি,—যাহা এক্ষণে উদ্ভিজ্জশ্যামল শব-আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া চির-নিদ্রায় নিমগ্ন,—মনের মধ্যে একটা বিষাদের ভাব আনিয়া দেয়।

পথ-চল্‌তি লোকেরা বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন বর্ণের; কেহ কেহ শুধু শ্যামবর্ণ; তাদের বড় বড় চোখের সাদাটায় একটু নীলিমার আভা দেখা যায়;

আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখে একটা বুনো ভাব; কিন্তু তারাও দেখিতে সুশ্রী,—সেই অতুলনীয় ভারতীয় সৌন্দর্য্য তাহাদের মুখেও লক্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক (নিশ্চয়ই দেশের গণ্যমান্য) য়ুরোপীয় পোষাক-পরা; আমরা যখন তাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তাহারা একটু ঢিমা চালে চলিতে লাগিল—শিশুদের মত তাদের ভাবটা এই যে—আমরা তাহাদিগকে একবার চাহিয়া দেখি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ পোষাকে উহাদিগকে আদৌ মানাইতেছিল না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাজসজ্জা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না; কিন্তু তাদের যে সুন্দর চোখের দৃষ্টি—সেই দৃষ্টির খাতিরে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—এবং আমাদের মনে হইল, যেন আমাদের যাত্রা-পথে কতকগুলি রহস্যময় অন্ধকারের ফুল কুড়াইয়া পাইলাম। সেই চিরন্তন-সবুজ তালীবন-মণ্ডপের ছায়াতলে দেশীয় লোকদের গৃহ, গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত "লান্তানা", লাল "হিবিস্কস্";—যে-সকল উদ্ভিজ্জ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকর করিতে পারে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছোট ছোট গৃহের সাদা দেওয়াল, শার্সি-হীন জানালা,—চওড়া-চওড়া গবাদে দিয়া বন্ধ; নিবিড় শাখাপল্লবের দরুণ গৃহের ভিতরটা অতি কষ্টে দেখা যায়; ভিতরটা নগ্ন ও প্রায় খালি। কিন্তু সব সময়েই একটা টেবিলের উপর একটা ঝিনুকের দোয়াত ও কতকগুলা কাগজ থাকে;—সেইখানে বসিয়া উহারা লেখে—কতকগুলা সাদামাটা চলতি বিষয়ের কথা; কিন্তু সেই কথার পুরাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এক্ষণে উহার অনুশীলনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

...দিবস চলিয়া যাইতেছে, দিনের আলো স্পষ্ট নামিয়া পড়িয়াছে। এখনো কিছু স্বর্ণরাশি ইতস্ততঃ তালগাছের মাথায় গড়াইয়া চলিয়াছে; তাহার পর এই শেষ প্রতিবিম্বচ্ছটা যখন নিবিয়া গেল, তখন আবার "হরিৎরাত্রি" সর্ব্বত্র ঘনাইয়া আসিল—তখন এই বিজন-স্তব্ধ তরু-বীথির মধ্যে কেমন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া পড়িল। আমার কাছ দিয়া একটি বালিকা চলিয়া গেল—তার গাল ,দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, নীল রং-এর য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার যেরূপ অপ্রচলিত ঢং-এর সাজসজ্জা, ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা গড়ন, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, তাহাতে সেকালের উপন্যাসের পীতবর্ণ "ক্রেওল" রমণীদের ভাবটা আমার মনে আসিল,—যেন কোন "ভর্জিণী", যেন কোন "কোরা"। তাই একটা বিষাদময় ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে আমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এই ভারতীয় বালিকাটি নিশ্চয়ই খুব গরিব; কেন না, সে নিবিড় গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘন পল্লবে ঢাকা একটা কুটীরের মধ্যে সুরুৎ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল এবং লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজন আকাশের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইল...

পথের আলো ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; এই সময় একজন পুরুষ, মৃগ-সুলভ নিস্তব্ধ লঘুতা সহকারে, প্রায় আমার গা-ঘেঁসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এ আর এক জাতের লোক, আরও আদিম কালের মানব-জাতির কোন এক শাখার লোক। প্রায় নগ্ন, কোমরে ছুরী ঝোলানো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভালুকের মত শক্ত ঘন লোমে তার বক্ষোদেশ আবৃত। জাহাজের মাস্তলের চেয়েও লম্বা ও সোজা একটা প্রকাণ্ড তালগাছের কাছে আসিয়া সে থামিল; এবং হাত-পা চালাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গাছ বাহিয়া উঠিতে লাগিল—যেন ঐ গাছের উপরে একটা কি জরুরি কাজ রাতারাতি শেষ না করিলে চলিবে না।—আশ্চর্য্যরকম বানরের মত চটুল লোকটা। এরই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে—এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে সে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল ..

শেষ গোধূলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোনা হাতপাখা, কমলা-লেবু, তীব্রগন্ধা রজনীগন্ধা ফুলের তোড়া বিক্রী করিবার জন্য আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের লম্বা চুল, আঁটা-সাঁটা ধুতি কোমরে জড়ানো।

দাঁড়ের কএক আঘাতেই, আমরা নদীর এই ক্ষুদ্র নমুনাটিকে অতিক্রম করিয়া, সাগরে আসিয়া পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের সম্মুখে হরিৎ-ঝিনুকের বিজনতার মত প্রসারিত হইল—এই ঝিনুকের প্রতিবিম্বচ্ছটা অতীব পরিবর্ত্তনশীল—

প্রতিবিম্বগুলা নিজেই যেন স্বয়ম্প্রভ হইয়া উঠিবে, এরূপ ভাব ধারণ করিল।

যে পুষ্পগুচ্ছগুলি বালকেরা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, অন্ধকারে তাহার গন্ধ আরও বেশী তীব্র বলিয়া মনে হইতেছে—অন্যান্য অপ্রীতিকর গন্ধের সহিত ডাঙ্গা জমি যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে, ততই এই গন্ধের তীব্রতা আরও অনুভূত হইতেছে। আমাদের যাত্রাপথে জলের উপর এই রজনীগন্ধার গন্ধ রাখিয়া যাইতেছি।

দিক্‌চক্রবাল,—নিম্নে একটু লাল, তার পর বেগনী, তার পর সবুজ, তার পর ইস্পাতের রং, ময়ূরের রং—এইরূপ ইন্দ্রধনুর ন্যায় স্তবকে স্তবকে বণ্ঠিত হইয়াছে। তারাগুলা এরূপ ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে যে, মনে হয় যেন আজ রাত্রে বুঝি উহারা পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে—সেই সীমাবিন্দু পর্য্যন্ত আসিয়াছে, যেখানে অস্তমান সূর্য্যের সুস্পষ্ট গোলাপী কিরণচ্ছটা এখনো নীল-গগন মণ্ডলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার রাত্রি সমাগত—কিন্তু তথাপি যেন আলোক-উৎসবের একটা ঐন্দ্রজালিক আলোকে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।



"ওবক্-বন্দর" *

(যাত্রাপথে)

(পিয়ের লোটি)

সূর্যোদয় হইয়াছে। আমরা এখন এডেনের উপসাগরে—এই প্রদেশটা চিরকালই গরম ও মরীচিকার অধিষ্ঠানভূমি।

আমাদের সম্মুখে (যাহারা অপরিবর্ত্তনীয় নীল-আকাশ-সমন্বিত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে) দিক্‌চক্রবাল এক্ষণে একটা গুরু আবরণ-বস্ত্রে একটা ধূসর-বেগুনে ও কালিম রঙে আবৃত।

যারা দূর হইতে ভূমি চিনিতে অভ্যস্ত, সেই নাবিকের চক্ষে উহার নীচে নিশ্চয়ই মাটী আছে বলিয়া প্রতীতি হয়। না দেখিয়াও অনুমান করা যায়—এই সকল মেঘ-রাশি, না যেন কি-একটা অস্বচ্ছ ও নিশ্চল পদার্থ। বেশ মনে হইতেছে, উহারা কতকগুলা দ্বীপ।

কেহ পূর্ব্ব হইতে বলিয়া না দিলেও সন্দেহ হয়,—এইরূপ বাষ্প-রাশির দ্বারা যে পদার্থ এই আকাশকে মলিন করিয়াছে, তাহা অবশ্যই প্রকাণ্ড হইবে, শক্তিশালী হইবে, অপরিমেয় হইবে। ঐ দূর অঞ্চলে কতকগুলা বড় বড় গঠন, একটা মহাদেশের অনন্ত রেখাবলী যেন দেখিতেছি বলিয়া অনুভব করা যায়।

বস্তুতই একটা মহাদেশ—এবং সর্ব্বাপেক্ষা গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা অপরিবর্ত্তনীয় মহাদেশ :—আফ্রিকা।

ক্রমেই আমরা উহার নিকটে অগ্রসর হইতেছি। তখন, প্রথম দৃষ্টিতে একটা সিধা একাকার এক-ঘেয়ে রকমের শৈলপিণ্ডের চিত্র নেত্র-সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। উহা শক্ত বালুরাশির ভিতর অবস্থিত এবং "খদ্"-কাটা সরু সরু পথে সমাকীর্ণ। প্রভাতের সূর্য্যকিরণে, সুগভীর ছায়ার পশ্চাতে উহা খুব উজ্জ্বল গোলাপী আভা-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আভ্যন্তরিক প্রদেশের পশ্চাদ্‌ভাগে অন্ধকেরে পর্দ্দাটা এখনও খুব বেশী পরিস্ফুট আকারে বিদ্যমান। কতকগুলা মেঘ, কতকগুলা পাহাড়, গভীর অন্ধকারের মধ্যে, জড়পুটুলি হইয়া, একাকারভাবে অবস্থিত।—যেন একপ্রকার আদ্য সৃষ্টির বিশৃঙ্খল বিক্ষুব্ধ জড়পিণ্ডরাশি, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ঝড় ঝটিকা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই ঝিক্‌মিকে শৈলপিণ্ড যাহা ভূঁই-মাটীর প্রথম স্তর—এই শৈলপিণ্ডকে নেত্রের দ্বারা অনুসরণ করিতেছে—ইহা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে—সেই একই-রকম বিষাদাচ্ছন্ন, অব্যবহার্য্য, মৃত; যখন এইরূপ দৃষ্টি এড়াইয়া ক্রমাগত দূরে সরিয়া যায়, তখন যাহার স্থানের অপ্রতুলতা নাই, সেই মরুময় মহাদেশের প্রশস্ততা সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ হয়; উষ্ণ ও উজাড় সুবিস্তীর্ণ আফ্রিকার একটা আভাস পাওয়া যায়।

ইতস্তত: কতকগুলা ঝোপ-ঝাড়—একটু বেশী কাছে আসিলেই ঠাওর করা যায়। ঝোপ গাছগুলা দেখিতে ছোট ছোট গোলাকার ফুলের তোড়ার মত, ছোট ছোট আতপত্র-ছাতার মত। উহার সবুজ রং ম্লান হইয়া গিয়াছে, অতিরিক্ত সূর্য্যের তাপে শুকাইয়া গিয়া নীল হইয়া গিয়াছে; উহাদের পত্রপল্লব এরূপ লঘু ও শীর্ণ যে, মনে হয় যেন উহারা স্বচ্ছ।

যে দেশে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি, উহা দাঁকালিদের দেশ। দাঁকালিরা তাদ্‌জুরার সুলতানের অধীন। এই উপকূলের ধার দিয়া একটু নীচে অবরোহণ করিলেই ফরাসীদের আড্ডা "ওবকে" আসা যায়।

একটা ভাস্বর বাষ্পের মধ্যে এই ওবক্ শীঘ্রই দেখা দিল। মরীচিকা-সুলভ একটা কম্পনে এই বাষ্পরাশি অবিরত চঞ্চল। প্রথমে একটা বড় নূতন ইমারৎ, এডেনের গৃহাদির মত বারান্দা—ধব্‌ধবে সাদা বালুরাশির উপর অবস্থিত, দূর হইতে দেখা যায়। ইহা কোম্পানী কর্ত্তক নির্ম্মিত; এই কোম্পানী

* পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্তর্গত এডেন উপসাগরের উপকূলস্থ বন্দর (ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড) এক সময়ে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত ছিল।

যাত্রাপথের জাহাজদিগকে কয়লা সরবরাহ করিত। এখানে ঐ একটিমাত্র গৃহ, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশের ভিতরে, এই গৃহের একটা সুখস্বচ্ছন্দতার ভাব, একটা নিরাপদ নির্ব্বিঘ্নতার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তাহার পর, শুষ্ক মৃত্তিকার একটা দেয়ালের ঘের, সেই ঘেরের ভিতর একটা অষ্টচূড়ার শৃঙ্গদেশের ভগ্নাবশেষ। দেখিলে মনে হয়, যেন খুব প্রাচীন কোনো একটা মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু আসলে গণনায় উহার অস্তিত্বকাল তিন বৎসরের মাত্র। উহা ফরাসী রেসিডেণ্টের প্রথম আবাস-গৃহ; আরব কারাগৃহের ধরণে নির্ম্মিত হয়। বিগত বৎসর এক সুন্দর রাত্রিতে আবিসিনিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত হইতে হঠাৎ একটা বন্যা নামিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার পরেই একটা আফ্রিকা-দেশীয় পল্লী; ওখানকার মাটীও বালির মতনই, উহার লাল্‌চে ধূসর রং, সূর্য্যের উত্তাপে একই রকম হাজা-পোড়া। উহার কুটীরগুলা দরমার, খুব নীচু, দেখিতে পশু-আবাসের মত; দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্ভুত পুতুলের মত ৪।৫ জন নড়াচড়া করিতেছে, উহাদের লাল হলদে কিম্বা সাদা রংএর খুব উজ্জ্বল পোষাক—সেই পোষাকের মধ্য হইতে লম্বা লম্বা কালো হাত বাহির হইয়াছে—আবার, আর কতক-গুলা লোক একেবারে উলঙ্গ, তাহাদের ছায়া-ছবি বানরের মত।

পরিশেষে ঐ অদূরে, একপ্রকার অন্তরীপের উপর কতকগুলা ছোট ছোট নূতন বাড়ী;—লাল টালির ছাদ; সবশুদ্ধ ১০।১২টা বেশ সুসমভাবে শ্রেণীবদ্ধ; চেহারাটা একটা কারখানার মত, কিংবা মজুরসহরের মত। ইহাই সরকারী ওবক্—শাসন-কর্ত্তার ওবক্—সেনানিবাসের ওবক্। চারিদিক্-কার বিরাট মরুর উপর ইহা যেন একটা জঘন্য বেখাপ্পা জিনিস বলিয়া মনে হয়।

যে জায়গাটাকে "ওবক্-বন্দর" বলে, সেইখানকার প্রশান্ত জলের উপর আমরা নোঙ্গর করিলাম। বস্তুতঃই ইহা একটা বন্দর; বারদরিয়ার উত্তাল তরঙ্গ ওখানে আসিতে পারে না; উহা বেশ একটু সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না; কেন না, যে প্রবালের ঘেরের দ্বারা উহা সংরক্ষিত, সেই ঘেরটা একেবারেই জলের সমতল; সমুদ্রের সমস্ত নিশ্চল নীলবর্ণের উপর ঈষৎ সবুজ রঙের একটা গোল রেখা অতিকষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা খুব একটা গরম জায়গায় আসিয়া পৌছি-য়াছি। এই প্রভাতকালে সবে আটটা বাজিয়াছে, ইহারই মধ্যে যেন একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের খুব কাছে আছি বলিয়া মনে হইতেছে; আমাদের গাল, রগ, যেন পুড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ অনুভব করিতেছি। এবং সমুদ্রের উপরে নিকটবর্ত্তী জ্বালাময়ী বায়ুরাশির উপরে সূর্য্যরশ্মি কি ভীষণ-ভাবেই প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু কোচীন-চীনে ও আনামে যে "বয়লারের" আর্দ্র উত্তাপ আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার তুলনায় এখানকার এই উষ্ণতা শুষ্ক ও অনেকটা স্বাস্থ্যকর; এখানে যে বায়ু বহিতেছে—যেখান হইতেই আসুক না—উহা আফ্রিকা ও আরবের জল-হীন বড় বড় মরুভূমির উপর দিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। বেশ অনুভব করা যায়—এই বাতাসটা বিশুদ্ধ, এমন কি, জীবনপ্রদ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কবোষ্ণ জলের উপর, ডিঙ্গিযোগে যাত্রা করিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই ডাঙ্গায় পদার্পণ করিলাম; লাল মাটী যেন আগুনে পুড়িতেছে। তাহার পর, একটা বালির সরু পথ দিয়া একটা কেল্লা ময়দানের মত জায়গায় আসিয়া পড়িলাম; এই ময়দান সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছে। ময়দানের চারিদিকে লাল টালি-বিশিষ্ট ছোট ছোট বাড়ী। এই স্থানটা য়ুরোপীয় ওবকের অন্তর্ভূত।

মধ্যস্থলে শাসনকর্ত্তার আবাস-গৃহ; পলাস্তারা-করা একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়িটা শুষ্ক কর্দ্দম ও ঈষৎ ধূসরবর্ণের পলাস্তারা দ্বারা নির্ম্মিত; কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি-সর্দ্দারদিগের অভ্যর্থনারই উপযুক্ত। এই ধাপগুলার উপরেই আবাস-গৃহ; ফাঁক-বিশিষ্ট গরাদে ছাড়া উহার আর কোন দেয়াল নাই; গৃহটি মুর্গির খাঁচার মত খাড়া হইয়া আছে; উহার ভিতর দিয়া সমস্ত বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। উহার সম্মুখে চারিটা ক্ষুদ্র কামান—এই তোপসজ্জা একটা হাস্যকর ব্যাপার—আর একটা মাস্তুলের ডগায় একটা ফরাসী পতাকা উড়িতেছে। অন্য গৃহগুলা একই-রকমে নির্ম্মিত, এই শাসনকর্ত্তার জাঁকালো আবাস-গৃহের প্রত্যেক দিকে সৌসাম্য-সহকারে শ্রেণীবদ্ধ। এই সব গৃহে ৬০ কি ৮০ তোপখানার

লোক এবং নৌবিভাগের পদাতিকেরা বাস করে। ইহারাই ওবকের দুর্গরক্ষী সৈন্য।

এই গোরা-অঞ্চলের রক্ষণার্থ একটা সামান্য বেড়া; আতপত্র-ছাতার আকার কতকগুলা ঝোপ-গাছ সারি সারি ও পাশাপাশি জমির উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই বেড়া প্রস্তুত হইয়াছে। যেন বড় বড় কণ্টকময় ফুলের তোড়া।

এই ঘরের ভিতর কতকগুলি সতর্ক ও ব্যস্ত সৈনিক ঘোরা-ফেরা করিতেছে। এক্ষণে উহারা প্রাতর্ভোজনের আয়োজনে ব্যাপৃত। কোচিন-চাইনা ও টন্‌কিনে যেরূপ দেখিতাম, এখানে সৈনিকদিগের মুখ সেরূপ টানা-টানা ও ফ্যাঁকাশে দেখিলাম না। ইহাদের ভাল চেহারা; সাদা শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাতাহীন একটা জামা গায়ে;—সৌর উত্তাপের প্রভাবে, উহাদের মুখে একটা স্বাস্থ্যের ভাব লক্ষিত হয়। বেদুইন আরবদিগের মত উহাদের নগ্ন বাহু শ্যামল হইয়া পড়িয়াছে।

উহারা রান্না করিতেছে; প্রকৃত শাক, প্রকৃত সব্জি তুলিয়া আনিয়াছে; এই নিছক মরুর মাঝে এই সব শাকসব্জি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে হয়, উহারা একটা বাগান তৈয়ারী করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে; এবং উহাতে প্রচুর জলসেক করায় এই সমস্ত শাক-সব্জি গজাইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে নিগ্রো-শিশুরা খেলা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র জীবগুলা আরব ও ভারতবাসীর যৌন-মিলন হইতে উৎপন্ন। উহাদের টানা টানা চোখ, ওষ্ঠযুগল বেশ পাৎলা, পার্শ্বমুখ বেশ সুন্দর। এই ওবকের বেশ একটা জীবন্তভাব আছে।

একটা বালুময় গভীর গিরি-পথ, কাফ্রি গ্রাম হইতে এই সৈনিক-অঞ্চলটাকে পৃথক্‌ করিয়াছে; মনে হয়, এক বৎসরের মধ্যে এই গ্রামটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাই হোক, এই লোকগুলা কোথা হইতে আসে? অনতিদূরেই যখন মরুভূমি চারিদিকে বিস্তৃত, তখন কোন্‌ রাস্তা দিয়া, কোন্‌ বিজন পথ দিয়া উহারা এখানে আসিয়া সম্মিলিত হয়?

ইহা নিশ্চিত, ওবকে বাণিজ্যব্যাপারের একটি অতীব ক্ষুদ্র কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহা একটি ছোট রাস্তা মাত্র—আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া লম্বা চলিয়া গিয়াছে—সৌরকর-কবলিত এই রাস্তাটি—সারি-সারি ২০।৩০টা গৃহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, প্রবেশ-পথে, প্রকৃত দেয়ালবিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গৃহ অবস্থিত, মুরদিগের ধরণে গঠিত; এদেশে "অ্যাব্‌স্যাঁত" মদের ইহা একমাত্র দোকান। একটি য়ুরোপীয় উপনিবেশ, ইহারই মধ্যে আমাদের সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য এই দোকান খুলিয়াছে। বাদবাকী সমস্তই দেশীয়-দিগের কুটীর—এত নীচু যে, উহার চাল হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়; কতকগুলা গাঁঠ-ওয়ালা কাষ্ঠের দ্বারা পরিবৃত, কাষ্ঠখণ্ডগুলা দেখিতে পুরাতন অস্থির মত, দোম্‌ড়ানো বৃদ্ধের জঙ্ঘার মত (যে ঝোপ্‌ঝাড়ে শাসনকর্ত্তার গৃহের বেড়া নির্ম্মিত—সেই একই ঝোপঝাড়); এবং একটার সঙ্গে আর-একটা শেলাই-করা কতকগুলা দর্ম্মা দিয়া আচ্ছাদিত।—যেন কতকগুলা-জোড়া-তাড়া-দেওয়া ছিন্নবস্ত্র। মাটী পদদলিত, দুর্মুশ-করা; পরিত্যক্ত ময়লা জিনিসের সহিত মিশ্রিত; এই সব জঞ্জাল পচিতেছে—শুকাইয়া যাইতেছে। অগণ্য মাছির পাল বাতাসে উড়িতেছে।

আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দুইটি কৃষ্ণবর্ণা তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইল।—পাত্‌লা পাত্‌লা ঠোঁট—মুখে কপট দুষ্টামির হাসি; একজন পথচলৃতি কাফ্রি-বালক, পরিচয় করিয়া দিবার ভাবে বলিল, "এঁরা 'দাঁকালি' মাদাম"। এই রমণীরা টাট্‌কা-ছাড়ানো বাঘের চাম্‌ড়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে এক জনের কাঁধের উপর একটা চাম্‌ড়া ঝুলিতেছে। এই "মাদাম-দাঁকালিদের" অদ্ভুতরকমের মাথা; উহারা উহাদের জ্বলজ্বলে চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আমাদের নিকট কত বর্ব্বরধরণের মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। সূর্য্যের আলোয় মনে হইতে লাগিল, তেলে-মাজা আবলুস কাঠের মত যেন উহাদের গাত্রচর্ম্ম চিক্‌চিক্‌ করিতেছে।

বরাবর এই রাস্তার ধারে ছোট ছোট কাফি-ঘর, ছোট ছোট দোকান। এই সব দর্ম্মা-ঘরে কিছু-না-কিছু পান করিবার থাকে, কিছু-না-কিছু কেনা-বেচা হয়। এই সমস্তের মধ্যে একটা উপস্থিত-মত করিয়া তুলিবার ভাব, পান্থশালার ভাব রহিয়াছে—যেন ভাবী কাফ্রি-বাজারের এইখানে সূত্রপাত হইয়াছে।

আরব-ধরণের কাফিঘর; এইখানে, বড় বড়

তাঁবার গড়্গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে, ছোট ছোট পেয়ালায় পানীয় দ্রব্য পান করা হয়; এই সব পেয়ালা এডেন হইতে আনীত। এইখানে গোলাপী রঙের তর্মুজ ও আক্ দেদার পার হইতেছে।

দোকানগুলা যাব-পর-নাই ক্ষুদ্র; খাপ্-ওয়ালা একটা টেবিলের উপর জিনিসপত্র সাজানো রহিয়াছে; —একটা খোপে কিছু চাল, আর-একটা খোপে একটু লবণ; কিছু দারচিনি, কিছু জাফ্রান, কিছু আদা; তার পর উদ্‌ভট-রকমের ছোট ছোট পেয়ালা। ঐ একই দোকানদার, কাপড়ের পাগ্‌ড়িও বিক্রী করে, কাফ্রি-ব্যবহৃত ধুতিও বিক্রয় করে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা (সবসুদ্ধ হদ্দ ২০০ জন) সকল জাতিরই অন্তর্গত লোক। খুব কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি, চিক্‌চিকে কোঁকড়া চুল, নগ্ন গাত্র, বেশ উন্নত দেহভঙ্গী। আরব—রং-করা বড় বড় চোখ, সাদা কিংবা উজ্জ্বল সবুজ কিংবা সোনালি জর্দা রঙের পরিচ্ছদ। কপিশবর্ণ মুখের রং; লম্বা ও পাত্‌লা গড়ন; রাজহংসের মত গ্রীবা, ছাগলের মত পার্শ্বমুখ, লাল-রং-করা লম্বা চুল, কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ব্রন্‌জ্ বাহুর উপর যেন মেরিনো-মেষের গাত্র হইতে ছাঁটা পশম। দাঁকালিরা শামুকের হার গলায় পরিয়াছে। আর দুই তিন জন মালাবার যেন পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে—এই জটলার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী ভারতের একটা স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

কাফি-ঘরগুলা ছোট ছোট খড়ের খোপের মত; উহার পশ্চাদ্‌ভাগে লোকগুলা বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে বসিয়া জুয়া খেলিতেছে কিংবা সুরা পান করিতেছে। কেহ কেহ বা পাশা খেলিতেছে।

আবার কেহ কেহ মরুভূমির একটা অপেক্ষাকৃত সাধাসিধে খেলা বাছিয়া লইয়াছে। এই খেলা হইতেছে—বালির উপর নানা-প্রকার সম্মিলিত রেখা কাটা। দুই জন কাফ্রি একেবারে উলঙ্গ—রক্ষা-কবচের অলঙ্কারে বিভূষিত, খুব উৎসাহের সহিত তাস খেলিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাসের পিট্‌গুলা টেবিলের উপর সজোরে আছড়াইয়া ফেলিতেছে। উহাদের বুনো হাতে সত্যিকার তাস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

উহাদের পাশে, আর তিন জন ডমিনো (দশ-পঁচিশ?) খেলিতে বসিয়া গিয়াছে। ইহারা কপিশবর্ণ ও পাত্‌লা-গঠনের একজাতীয় লোক—উহারা চুলে সাদা রং দেয়। এখন উহাদের চুল, একটা ভিন্ন রঙের প্রস্তুত মশলার দ্বারা আচ্ছাদিত, কাল উহা উঠাইয়া ফেলিয়া আবার সুশ্রী হইবে; এ মশলাটা একটা ঘন জমাট শক্ত ছালের আকারে মাথার উপর রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় "মমির" গায়ে যে শক্ত চূণের প্রলেপ থাকে, সেইরূপ চূণের প্রলেপ।

এই খেলুড়েদের মাথার উপর যে দর্মার চাল আছে, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে একটু ছায়া হয়। সূর্য্যের কিরণ,—ভীষণ সূর্য্যের কিরণ, ছাঁকুনীর শত ছিদ্রের মত, উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে; এবং উহার চারিদিকে যে সব অতিতপ্ত কুটীর দৃষ্টির বহির্ভূত—তাহারাও এই অসীম আফ্রিকার মধ্যে জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে......

শীঘ্রই এই গ্রামের শেষপ্রান্তে আসিয়া পড়া গেল। শেষের দিকের চারিটা গৃহ অন্যগুলা হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা বালুকাস্তম্ভের উপর অবস্থিত:—ইহা বিলাসিনীদের নকল; উহারা দেখিতে মন্দ নহে; এইসব হাব্‌সি, সোমালি, কিংবা দাঁকালি-জাতীয় রমণী, উহাদের দর্মার কুটীরে অপেক্ষা করিতেছে। উহাদের লাল দীর্ঘ পরিচ্ছদ, উহাদের পদ-গুল্‌ফে ও মণিবন্ধে ভারী ভারী রূপার বলয়; যেন শিকারের সন্ধানে বসিয়া আছে; মুখের ভাবটা আধো রহস্যময়, আধা হিংস্র-ভীষণ। এই কৃষ্ণবর্ণ নির্লজ্জতার মধ্যে খুব একটা গাম্ভীর্য্য আছে। উহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মতো উহাদের ব্যবসা চালাইতেছে এবং একটা সাদা চক্‌চকে মুদ্রার জন্য কি ফরাসী সৈনিক, কি বেদুইন্, কি রক্ষা-কবচ-ধারী কাফ্রি—যে-কেহ রাস্তা দিয়া চলিতেছে, তাহাকেই উহারা ব্যাঘ্রিণীর মিষ্টি হাসি হাসিয়া আহ্বান করিতেছে।

এই অঞ্চলটা শেষ হইয়া গেলেই, সুগভীর ঝিক্‌মিকে, মরীচিকা-সঙ্কুল, সূর্য্যদীপ্ত, করাল মৃত্যুরূপী মরুভূমি আরম্ভ হয়।

এখানেও ভূমির একটা নকলের মতো, ঈষৎ সবুজ রঙের একটা জিনিস রহিয়াছে:—বাগান, সেই প্রখ্যাত বাগান—যাহা সৈনিকেরা, জলসেকের দ্বারা সযত্নে তৈয়ারী করিয়াছে ও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সম্মুখে এই শূন্যপ্রদেশটা প্রসারিত—মানচিত্রে যাহা "মৃগ-মালভূমি" নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

দিক্‌চক্রবালের শেষ প্রান্তে, ভূমির পার্শ্বদেশে সেই চিরন্তন একই জলদজাল ও গিরিমালা এই উজাড় বিস্তারটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। কতকটা আকাশের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া, দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া এই উচ্চ পর্ব্বতগুলা একটা স্তূপাকার ছায়াচিত্রের মত সর্ব্বত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। এই সব অভ্যন্তর অঞ্চলে "সাদা" লোক-দিগের গতিবিধি নাই। এই অভ্যন্তরপ্রদেশ যাহা আজ এরূপ তমসাচ্ছন্ন, উহা হইতে আবার বালুরাশির স্বর্ণরঞ্জিত দীপ্তিচ্ছটা বাহির হইবে, অনন্ত আলোকে নিঃসৃত হইয়া আবার চোখ ঝল্‌সাইয়া দিবে।

এই "মৃগ মালভূমির" উপর দিয়া যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি, ততই লাল টালি ও তিনটি গৃহসমেত এই ক্ষুদ্র "ওবক্‌" দূরত্বের মধ্যে নামিয়া পড়িতেছে, মুছিয়া যাইতেছে, অন্তর্হিত হইতেছে; ভাস্বর ও বিষাদময় সমতলভূমি আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রও দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তবুও মাটীর উপর প্রবালের শাখা-প্রশাখা ও শামুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্ততঃ কতকগুলা লোহিতী-কৃত তৃণগুচ্ছ; কতকগুলা অদ্ভুত চারা গাছ; উহার সবুজ রং এরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে যে, মনে হয়, সূর্য্য বুঝি উহার রং উদরস্থ করিয়াছে। তার পর, একটু দূরে দূরে, যেন ইংরেজি বাগান তৈরী করিবার জন্যই এই সব চক্রাকৃতি শীর্ণ ঝোপঝাড়। উহাদের সরু ও উজ্জ্বল পত্রপল্লব স্বকীয় শীর্ণ বৃন্তের উপরে দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া রহিয়াছে। ইহা একটা বিষণ্ণ "লজ্জাবতী"—আফ্রিকা দেশের এই চিরন্তন লজ্জাবতী যাহা অভ্যন্তর প্রদেশের সমস্ত অনুর্ব্বর ভূমিতে জন্মায় —সেনেগালের বালুরাশির মধ্যে বড় মরুভূমির ওধার পর্য্যন্ত; এই লজ্জাবতী গাছ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, উহা কোন কাজে আসে না—এমন কি, একটু ছায়া দানও করে না……

কাহারা এই রকম জমি পোষণ করে? এই কিছু পূর্ব্বে আমরা ওবক গ্রামের আদিম নিবাসী পাতলা ও কপিলবর্ণ, বিড়াল-মুখী, বুনোরকমের দৃষ্টি, যে "দাঁকালি"দিগের কথা বলিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারাই। এই সব লোক এই দেশের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়াছে। উহারা এখানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করে; বালির মধ্যে—জঙ্গলের মধ্যে উহারা বিরলভাবে অবস্থিতি করে; এবং এখানকার চিরন্তন উত্তাপ, মনে হয়, উহাদিগকে শুকাইয়া ফেলিয়াছে, উহাদের শরীরকে হরিণের মত পাৎলা করিয়া দিয়াছে।

আমাদের যাত্রাপথে কতকগুলি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল; উহারা অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে আসিতেছে, পিঠে হাল্কা বোঁচকা-বুঁচকি; আগেকার মত "মাদাম দাকলিদের" আর এক দল, শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তির ভিতর হইতে সেই একই রকম কপট হাসি হাসিতে-হাসিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আর-একটা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম উহারা আমাদের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে বিছাইয়া দিল।

এই সমতল ভূমির মধ্যে, দূর হইতে দূরান্তরে, উত্তপ্ত মাটীর উপর লোকেরা আড্ডা গাড়িয়াছে। উহারা পশুর মতো মাথা নোয়াইয়া উহাদের কুটীরে প্রবেশ করে। ঐখানে উহারা বসিয়া থাকে—উহাদের সঙ্গে রহিয়াছে কতকগুলা গাধার বাচ্চা, কতকগুলা চামড়ার বোতল, কতকগুলা রক্ষা-কবচ এবং খুন-খারাপিধরণের কতকগুলা তলোয়ার ও ছোরা। নিশ্চল, অলস,—উহারা ব্যবসার উদ্দেশে, কিংবা শুধু দর্শনের জন্য ওবকের অভিমুখে আসিয়াছে। উহাদিগকে কেহই বড় একটা সাদর অভ্যর্থনা করে না, বরং উহাদিগকে দেখিয়া লোকে ভয় পায়। এখানকার বাসিন্দা এবং উহারা উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিলে উভয়েরই মন বিস্ময় ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হয়।

এখন বেলা ১১টা। এই সব মরীচিকার মধ্যে এই সব বালুরাশি হইতে প্রতিক্ষিপ্ত কিরণের মধ্যে, সমস্তই ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, সমস্তই কম্পিত হইতেছে। মাটী হইতে একটা নেত্রান্ধকারী প্রভা সমুত্থিত হইতেছে।

আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি, কতকগুলা খুব সাদা জিনিস, মাঠের উপর স্তূপাকারে অবস্থিত। কোনো অলৌকিক শক্তি-যোগে ওখানে একটু বরফ পড়িল নাকি? কিংবা কতকটা চূণ, কিংবা কতকগুলা পাথর? কিন্তু না, উহা যে নড়িতেছে।—তবে বোধ হয়, আরব ধরণের মাথা-ঢাকা কতকগুলা লোক?—কিংবা কতকগুলা পশু? হরিণ?—ঘোড়া? যাই ইচ্ছা তাহারই সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এমন কি, সাদা

হাতীরও সহিত ; কেন না, কি দূরত্ব, কি বৃহত্ত্ব—সে সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আর হয় না। একটু দূরস্থ সব জিনিসই বিরূপ ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়িয়াছে।

উহা কতকগুলা ভেড়া বই আর কিছুই নহে। ভেড়াগুলা একটু মজার-রকমের, গায়ের রং খুব সাদা, মাথা বেশ কালো এবং ইজিপ্টের মেষের মতো পুচ্ছ হাতপাখার মতো চারিদিকে ছড়ানো। না-জানি কি প্রকার তৃণ চর্ব্বণ করিবার জন্য এই সব দুর্লভ-জাতীয় মেষগুলাকে দিনের বেলা এখানে পাঠান হইয়া থাকে ; এবং সূর্য্য অস্ত হইলে—হিংস্র জন্তুদের বাহির হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে তাড়াতাড়ি আবার ওবক্ গ্রামের দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

এই অসীম মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এই শেষ জীবন্ত প্রাণী আমাদের নয়নগোচর হইল। একটু পরেই মধ্যাহ্ন আসিয়া পড়িল। এই সময়ে সাদা লোকেরা কখনই ঘরের বাহির হয় না। আমরা সব দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি—আমাদের অবিবেচনার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সাদা কাপড়ের ভিতর দিয়া আমাদের কাঁধের উপর একটা অনল-দহন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। চলিবার সময়, মাটীতে আমাদের আর ছায়া পড়িতেছে না, পায়ের নীচে একটা ছোট্ট কালো চক্র মাত্র—আমাদের পায়ের নীচে আসিয়া থামিতেছে! সূর্য্য উচ্চ গগনে, ঠিক্ আমাদের মাথার উপর ;—সেখান হইতে সোজাভাবে অনল কণা পৃথিবীর উপর বর্ষণ করিতেছে।

কোথাও কিছু নড়িতেছে না ; উত্তাপে সমস্তই মরিয়া গিয়াছে ; অন্যান্য দেশে, এই গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে যাহারা অবিরাম শব্দ করে, সেই কীটদিগেরও সঙ্গীত আর শোনা যায় না। সমস্ত মরুভূমির মধ্যে কম্পন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে—কেবলই কম্পন, কম্পন, কম্পন—ইহার গতি অবিরাম, দ্রুত ও জ্বরভাবাপন্ন ; কিন্তু কল্পনার সামগ্রীর মতো—স্বপ্নের মতো একেবারেই নিস্তব্ধ।

খুব সুদূর পর্য্যন্ত, কি-একটা অনির্দ্দেশ্য জিনিস প্রসারিত,—মনে হয় যেন, এমন একটা চলমান জলপ্রবাহ কিংবা একটা ফিন্‌ফিনে "গজ" কাপড় হাওয়ায় নড়িতেছে—যাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই, যাহা মরীচিকা বই আর কিছুই নহে। দূরস্থ লজ্জাবতীর গাছগুলা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে ; এই প্রবঞ্চক জলরাশির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া মাঝের দিকে উহারা দ্বিগুণিত হইয়া পড়িয়াছে ; এই প্রবঞ্চক জলরাশি নিঃশব্দে সমস্ত বালুরাশিকে আক্রমণ করিয়াছে, একটি নিঃশ্বাস না ফেলিয়াও নড়া-চড়া করিতেছে ; এবং তৎসমস্ত হইতেই স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, শরীরকে ক্লান্ত করিতেছে।

এই মরুভূমির বিষাদময় বিরাট্ দীপ্তিচ্ছটা কল্পনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

দূর পশ্চাতে সেই একই অন্ধকেরে পাহাড়পর্ব্বত, পর্ব্বতের মাথার উপর গুরুভার জলদস্তূপ, পর্ব্বতের এইদিকে একপ্রকার অপরিস্ফুট তমসাচ্ছন্ন উজাড় ভূমিতে আসিয়া সমস্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে, সুগভীর কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে দৃষ্টি হারাইয়া যায় ; ইহাই আফ্রিকার অভ্যন্তর-দেশ ; ইহা সমস্ত অন্ধকার ও ঝড়-ঝটিকার পশ্চাতে অবস্থিত।

সমাপ্ত




বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির